

শব্দে শব্দে  
আল কুরআন

দ্বাদশ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান



# শব্দে শব্দে আল কুরআন

ষাদশ খণ্ড

সূরা আল আহ্কাফ থেকে সূরা আল মুজাদালা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা





প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

বহু : আধুনিক প্রকাশনীর

আঃ প্রঃ ৪২১

১ম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪৩৪

ভাদ্র ১৪২০

সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিনিময় : ৩৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 12th Volume by Moulana Mohammad  
Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas  
Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.  
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 330.00 Only



## কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?”—সূরা আল ক্বামার : ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকু'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকু'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে : (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউন্ডেশন ; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) ভালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদেব এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব  
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা  
ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের  
জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। আমাদের  
এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়,  
তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে  
আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত

—প্রকাশক

### গ্রন্থকারের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখে কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক  
নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ  
বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমাম্বিত করেছেন। দরুদ ও সালাম  
সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল  
মুয়নাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত  
বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর  
দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার  
খিদমতটুকু-কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ  
ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোক্তা এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে  
পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের  
পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী  
ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ  
দেখেছে। আল্লাহ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু  
করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান  
আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর  
শোকর পুনরায় আদায় করছি।

মু: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

তারিখ : ০৯.০৫.২০১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৬. সূরা আল আহ্‌কাফ .....	১১
১ রুকু' .....	১২
২ রুকু' .....	২১
৩ রুকু' .....	৩২
৪ রুকু' .....	৩৭
৪৭. সূরা মুহাম্মদ .....	৪৪
১ রুকু' .....	৪৭
২ রুকু' .....	৫৭
৩ রুকু' .....	৬৪
৪ রুকু' .....	৭০
৪৮. সূরা আল ফাত্‌হ .....	৭৬
১ রুকু' .....	৭৯
২ রুকু' .....	৮৯
৩ রুকু' .....	৯৬
৪ রুকু' .....	১০৪
৪৯. সূরা আল হজুরাত .....	১১০
১ রুকু' .....	১১২
২ রুকু' .....	১২৫
৫০. সূরা কাফ .....	১৩৮
১ রুকু' .....	১৪০
২ রুকু' .....	১৪৯
৩ রুকু' .....	১৫৭
৫১. সূরা আয যারিয়াত .....	১৬৬
১ রুকু' .....	১৬৮
২ রুকু' .....	১৭৮
৩ রুকু' .....	১৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫২. সূরা আত তূর	১৯৬
১ রুকু'	১৯৮
২ রুকু'	২০৯
৫৩. সূরা আন নাজ্‌ম	২২১
১ রুকু'	২২৪
২ রুকু'	২৩৪
৩ রুকু'	২৪১
৫৪. সূরা আল ক্বামার	২৫১
১ রুকু'	২৫৩
২ রুকু'	২৬২
৩ রুকু'	২৬৭
৫৫. সূরা আর রাহমান	২৭২
১ রুকু'	২৭৪
২ রুকু'	২৮৩
৩ রুকু'	২৯২
৫৬. সূরা আল ওয়াকি'আ	৩০১
১ রুকু'	৩০৩
২ রুকু'	৩১২
৩ রুকু'	৩২২
৫৭. সূরা আল হাদীদ	৩২৭
১ রুকু'	৩৩০
২ রুকু'	৩৪১
৩ রুকু'	৩৫২
৪ রুকু'	৩৬১
৫৮. সূরা আল মুজাদালা	৩৬৮
১ রুকু'	৩৭১
২ রুকু'	৩৮১
৩ রুকু'	৩৯০

## সূরা আল আহ্‌কাফ-মাকী

আয়াত : ৩৫

রুকু' : ৪

## নামকরণ

সূরার ২১ আয়াতে উল্লেখিত 'বিল আহ্‌কাফ' শব্দ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। 'আহ্‌কাফ' শব্দটি 'হাক্‌ফুন' শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ অনুচ্চ বালির স্তূপ। আরব মরুভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের নাম 'আহ্‌কাফ'।

## নাখিলের সময়কাল

হাদীস ও সীরাতে গ্রন্থসমূহ থেকে, ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে এবং সূরার ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত 'নাখলা' নামক স্থানে জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনার সংঘটনকাল অনুসারে এ সূরা হিজরতের তিন বছর আগে নবুওয়াতের দশম বছরের শেষদিকে অথবা একাদশ বছরের শুরুতে নাখিল হয়েছে।

## আলোচ্য বিষয়

নবুওয়াতের দশম বছর ছিলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর জন্য 'আমুল হযন' তথা দুঃখ-বেদনার বছর। এর আগে থেকেই মুসলমানরা এবং বনু হাসেমের লোকেরা শে'বে আবু তালিব মহল্লায় অবরুদ্ধ অবস্থায় কালযাপন করছিলো। এতে রাসূলুল্লাহ সা. মানসিক দিক থেকে কিছুটা অশান্তিতে ছিলেন। এ বছরই তাঁর চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। এর অল্প কিছু কাল পরেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রিয়তম স্ত্রী খাদীজা রা. ইন্তেকাল করেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পর কাফির-মুশরিকরাও রাসূলুল্লাহ সা. ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগের চেয়েও বেশী নিন্দাবাদ ও যুলুম-অত্যাচারমূলক আচরণ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সা. অতপর তায়েফ গিয়ে দীনের দাওয়াত দিতে মনস্থ করেন এবং নিজ গোলাম ও পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসাকে নিয়ে তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু তিনি সেখান থেকেও নির্যাতিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসলেন।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সূরা আল আহ্‌কাফ নাখিল হয়েছে। সূরায় কাফির-মুশরিকদের রাসূল সা.-কে অমান্য করা এবং তাদের যিদ ও হঠকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' উপত্যকায় জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সূরায় কাফির-মুশরিকদের গুমরাহীর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এসব গুমরাহীর প্রত্যেকটি বিবেক ও যুক্তির নিরিখে বিশ্লেষণ করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পরও তারা যদি রাসূলুল্লাহ সা.-এর আল কুরআনের দাওয়াতকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের গুমরাহীর ওপর অটল থাকে তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

রুক' - ৪

## ৪৬. সূরা আল আহ্কাফ-মাক্কী

আয়াত-৩৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

﴿حَرِّ ۝ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ۝ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ

১. হা-মীম । ২. এ কিভাবে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ।

৩. আমি সৃষ্টি করিনি আসমান

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا

ও যমীন এবং যা কিছু আছে এতদুভয়ের মধ্যে, যথার্থ সত্যের ভিত্তি ও সুনির্দিষ্ট মেয়াদকাল ছাড়া ;

তবে যারা কুফরী করেছে—

عَمَّا اَنْذِرُوْا مَعْرُضُوْنَ ۝ قُلْ اَرَأَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِیْ

যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে । ৪. (হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা

তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডেকে থাক ? আমাকে দেখাও

①-الكتب-নাযিলকৃত ; تَنْزِيلٍ-এর অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন) । ②-হা-মীম-এ

এ কিভাবে ; مَنْ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْعَزِیْزِ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِیْمِ-

প্রজ্ঞাময় । ③-مَا خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করিনি ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; وَالْاَرْضِ-যমীন ;

وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-(বَيْن+هَمَا)-এতদুভয়ের মধ্যে ; اِلَّا-ছাড়া ;

مُسَمًّى-মেয়াদকাল ; اَجَلٍ-ও ; وَ-যথার্থ সত্যের ভিত্তি ; بِالْحَقِّ-সুনির্দিষ্ট ;

تَبِعَ-যে বিষয়ে, তা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; وَالَّذِیْنَ-যারা ; وَ-তবে ;

اَنْذِرُوْا-তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে ; مَعْرُضُوْنَ-তারা মুখ ফিরিয়ে আছে ।

مَا ; اَرَأَیْتُمْ-(اَر+رَیْتُمْ)-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; قُلْ-(হে নবী !)

আপনি বলুন ; اللّٰهِ-ছেড়ে ; مِنْ دُوْنِ-তোমরা ডেকে থাক ; تَدْعُوْنَ-

আমাকে দেখাও ; اَرُوْنِیْ-(اَرُو+ن+ی)-

১. সূরা আল জাসিয়ার মতো এ সূরার শুরুতেও কান্ধির মুশরিকদের আকীদা-

বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, এ কিভাবে

মুহাম্মদ সা.-এর নিজের রচিত কোনো কিভাবে নয় । এটা মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

সত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত । সুতরাং এটাকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করার

অপরাধে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে সক্ষম । আর এ কিভাবে



مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَلَمْ يَشْرِكْ فِي السَّمَوَاتِ أَيُّتُونِي بِكِتَابٍ

তারা যমীনের কি সৃষ্টি করেছে, অথবা আছে কি তাদের কোনো অংশ আসমানে ?

আমার কাছে এমন কোনো কিতাব এনে হাজির করো—

مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ

এর আগেকার কিংবা পরস্পরা আগত কোনো জ্ঞান ; যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক<sup>৪</sup> ।

৫. আর তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হতে পারে, যে

مَا ذَا-কি ; خَلَقُوا-তারা সৃষ্টি করেছে ; مِنَ الْأَرْضِ-যমীনের ; أَمْ-অথবা আছে কি ;  
 (إيتوا+ني)-ইত্যুনি ; فِي السَّمَوَاتِ-আসমানে ; يَشْرِكْ-কোনো অংশ ; أَيُّتُونِي-তাদের ;  
 بِكِتَابٍ-আমার কাছে হাজির করো ; مِنْ قَبْلِ-এমন কোনো কিতাব এনে ; هَذَا-আগেকার ;  
 أَوْ-এর ; آثَرَةٍ-কিংবা ; مِنْ عِلْمٍ-পরস্পরা আগত ; إِنْ-কোনো ; كُنْتُمْ-জ্ঞান ; صَادِقِينَ-যদি ;  
 تَحْتَمِلُونَ-তোমরা হয়ে থাক ; أَضَلِّ-আর ; مِمَّنْ-কে হতে পারে ; هَذَا-অধিক  
 পথভ্রষ্ট ; مِنْ (مِنْ+مِنْ)-তার চেয়ে, যে ;

যেহেতু প্রজাময় সত্তার নিকট থেকে নাযিলকৃত সুতরাং এতে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তিও নেই ।

২. অর্থাৎ আসমান-যমীন ও এ দুয়ের মধ্যকার যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করার পেছনে আমার মহৎ উদ্দেশ্য আছে। খেলালী মনের খেলার উপকরণ হিসেবে এগুলো আমি সৃষ্টি করিনি। আর সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এসব কিছুর সৃষ্টি যথার্থ ও সংগত ছিলো। তবে এটা তোমরা তখনই বুঝতে সক্ষম হবে যখন এর মেয়াদকাল শেষ হবে।

৩. অর্থাৎ এ কাফির-মুশরিকদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীভূ, নির্দিষ্ট মেয়াদ অস্তে এর ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং সব মানুষের আল্লাহর সামনে একত্র হয়ে দুনিয়ার কাজ-কর্মের জবাবদিহি করা সম্পর্কে সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা তা থেকে উদাসীন হয়ে আছে। তারা জবাবদিহির জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের জীবনে যত প্রকার ভুল তারা করে বা হতে পারে, তার সবচেয়ে বড় ও মৌলিক ভুল হলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের আকীদা-বিশ্বাস নির্ধারণের ভুল। আল্লাহ সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান, অস্পষ্ট ধারণা ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস মানুষের এক চরম বোকামি। কারণ এর ফলেই মানুষের এ জীবনের কাজ-কর্ম, চাল-চলন ও আচার-আচরণ তাকে এমন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে, যা তাকে ধ্বংসের অতলতলে নিয়ে পৌঁছায়। আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার ফলে তার মধ্যে যে মনোভাব সৃষ্টি হয়, তাহলো—আল্লাহ সম্পর্কে আমার ধারণা যা-ই হোক না কেনো, তাতে কিছু যায় আসে না, এতে কাজ-কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্যও সূচিত হয় না, এমন কোনো সময় আসবে না যখন এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ

আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না<sup>৬</sup> এবং তারা

عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٦﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا

তাদের ডাক সম্পর্কে বেখবর<sup>৬</sup>। ৬. আর যখন সব মানুষকে (কিয়ামতের দিন) একত্র করা হবে, তখন তারা (উপাস্যরা) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা হবে

لَا يَسْتَجِيبُ ; مَنْ -এমন কিছুকে যা ; اللَّهُ -আল্লাহকে ; مِنْ دُونِ ; يُدْعُوا -ডাকে ; وَ ; الْقِيَامَةِ -কিয়ামতের দিন ; يَوْمِ -দিন ; إِلَى -পর্যন্ত ; تَارَةً -তার ; دَعَائِهِمْ -তাদের ডাক (দعاء+হম) -دُعَائِهِمْ ; عَنْ -সম্পর্কে ; هُمْ -তারা ; غَفِلُونَ ; النَّاسُ - (কিয়ামতের দিন) حُشِرَ ; إِذَا -যখন ; كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً -তাদের (উপাসকদের) ; كَانُوا -তখন তারা (উপাস্যরা) হয়ে দাঁড়াবে ; لَهُمْ -তাদের (উপাসকদের) ; وَأَعْدَاءً -শত্রু ; وَ -এবং ; كَانُوا -তারা হবে ;

আর যদি জবাবদিহির মুখোমুখি হতেও হয় তখন তারাই আমাকে সেখানে উদ্ধার করবে, এখানে আমি যেসব সন্তার আশ্রয় নিয়ে আছি, তারাই আমাকে মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করবে।

আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভুল মানুষকে নাস্তিক, মুশরিক ও জঘন্য অপরাধী রূপে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. অর্থাৎ কুরআন নাযিলের আগে যেসব আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার মধ্যে কোনো কিতাব এবং পরম্পরা আগত কোনো জ্ঞান অর্থাৎ আগেকার নবী-রাসূল ও নেক লোকদের রেখে যাওয়া কোনো জ্ঞান যা লোক পরম্পরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গেছে। এ দু'টো সূত্রের কোনোটাতেই মুশরিকদের দেব-দেবী বা উপাস্য মানুষের আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার পক্ষে কোনো বর্ণনা নেই।

৫. অর্থাৎ মুশরিকরা যাদেরকে বিপদ-আপদে ডাকে এবং যাদের কাছে সাহায্য চায় তারা যেহেতু নিশ্চিন্দ পদার্থ এবং মৃত মানুষ, তাই তাদের আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। তারা তাদের উপাসকদের কোনো প্রকার সাহায্য করতে বা তাদের আবেদন নাকচ করে দিতে—কোনোটাই করতে সক্ষম নয়। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত ডাকলেও কোনো সফল পাওয়া যাবে না। তবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর যখন সব মানুষ একত্র হবে, তখন সেসব উপাস্যরা তাদের উপাসকদের দুষমন হয়ে যাবে।

৬. অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের আনুগত্য করে বা যাদের

بِعِبَادَتِهِمْ كُفِّرُنَّ ۙ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

তাদের উপাসনা সম্পর্কে অস্বীকারকারী'। ৭. আর যখন তাদের সামনে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, (তখন) তারা বলে যারা অস্বীকার করেছে

৭. - وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا - তাদের উপাসনা সম্পর্কে ; كُفِّرُنَّ - অস্বীকারকারী ; بِعِبَادَتِهِمْ - (ب+عبادة+هم) -আর ; آيَاتِنَا - আয়াতসমূহ ; أَنْتَلَىٰ - পাঠ করে শোনানো হয় ; عَلَيْهِمُ - তাদের সামনে ; كَفَرُوا ; الَّذِينَ - তারা, যারা ; قَالَ - (তখন) বলে ; آيَاتِنَا - স্পষ্ট ; بِعِبَادَتِهِمْ - অস্বীকার করেছে ;

কাছে সাহায্য চায়, তাদের কেউ মুশরিকদের উপাসনা বা সাহায্য প্রার্থনার কথা জানতেই পারে না।

মুশরিকদের উপাস্যগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—১. জ্ঞান-বুদ্ধিহীন অজৈব সৃষ্টি, ২. অতীতের সৎলোক হিসেবে খ্যাত ব্যক্তিবর্গ, ৩. অতীতের যালিম, পথভ্রষ্ট মানুষ যারা নিজেরা ভ্রান্ত ছিলো, অন্য মানুষদেরকেও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে। প্রথম শ্রেণী তো অজৈব পদার্থ, মানুষের প্রার্থনা শোনার প্রশ্নই উঠে না। দ্বিতীয় শ্রেণী তথা অতীতের আদ্বাহর নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তি, যারা অন্যদেরকে সারা জীবন আদ্বাহর কাছে প্রার্থনা করার শিক্ষা দিয়েছেন। দু'টো কারণে তাঁদের কাছে মুশরিকদের প্রার্থনা পৌঁছে না। প্রথমত, তাঁরা এমন জগতে আছেন, যেখানে মানুষের আওয়াজ সরাসরি পৌঁছে না। দ্বিতীয়ত, তাঁরাই মানুষকে আদ্বাহর নিকট প্রার্থনা করার কথা বলেছেন, এখন তাদের মৃত্যুর পর মানুষ তাদের কাছেই প্রার্থনা করছে—এ খবর তাঁদের কাছে পৌঁছেলে তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট পাবেন বিধায় আদ্বাহ ও তাঁর ফেরেশতারা এ খবর তাঁদের কাছে পৌঁছান না। কারণ আদ্বাহ চান না যে, তাঁর নেক বান্দাহরা আখেরাতে কষ্ট ভোগ করুক। তৃতীয় শ্রেণীর উপাস্যরাও তাদের উপাসকদের প্রার্থনা সম্পর্ক জানতে পারে না। কারণ, এসব উপাস্যরা নিজেরাই অপরাধী হিসেবে আলমে বরযখ-এ বন্দী হয়ে আছে। তাই তাদের কাছে দুনিয়ার কোনো আবেদন-নিবেদন তথা সাহায্য প্রার্থনা পৌঁছে না। তাছাড়া আদ্বাহ এবং তাঁর ফেরেশতারাও এসব প্রার্থনা তাদের কাছে পৌঁছান না ; কারণ দুনিয়াতে তারা নিজেরাই শিরকের প্রচলন করে গেছে। এসব তারা যদি জানতে পারে যে, তাদের প্রবর্তিত শিরকী ব্যবস্থা ভালোভাবেই প্রসার লাভ করেছে, তাহলে তাদের মনে আনন্দ লাভ হতে পারে। আর আদ্বাহ সেসব যালিমদেরকে খুশী করতে কখনো চান না।

তবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আদ্বাহ তা'আলা সৎলোকদের নিকট দুনিয়ার মানুষের সালাম ও তাঁদের জন্য রহমত কামনার দোয়া পৌঁছে দেন। কারণ এতে তাঁরা খুশী হন। অনুরূপভাবে যালিম অপরাধীদেরকেও তাদের প্রতি দুনিয়ার মানুষের বদদোয়া, ক্ষোভ ও তিরস্কার পৌঁছে দেন, এতে করে তাদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়।

৭. অর্থাৎ তারা মুশরিকদের শিরকের জন্য তাদেরকেই দায়ী করবে। তারা বলবে যে, আমরা তো এদেরকে আমাদের উপাসনা করার কথা বলিনি ; আর না আমরা এদেরকে আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছি। আমরা তো জানিই না যে, এরা

لَلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧ أَيْ قَوْلُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ

সত্যকে যখন তা তাদের নিকট এসেছে—‘এতো প্রকাশ্য যাদু’ ৮. তবে কি তারা বলতে চায় যে, তিনি (রাসূল) নিজেই তা রচনা করে নিয়েছে? আপনি বলে দিন

إِنْ أَفْتَرَيْتَهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ

যদি আমি নিজেই এটা রচনা করে নিয়ে থাকি, তবে তোমরা তো একটুও ক্ষমতা রাখো না আমাকে আল্লাহ (তাঁর পাকড়াও) থেকে রক্ষা করার; তিনি (আল্লাহ তা‘আলা) সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত, যে বিষয়ে তোমরা আলোচনায় মশগুল আছ;

হَذَا - হেঁতু ; হَذَا - তা তাদের নিকট এসেছে ; جَاءَهُمْ - (জاء+هم) - তা তাদের নিকট এসেছে ; لَمَّا - যখন ; لَمَّا - সত্যকে ; لَلْحَقِّ - এতো ; سِحْرٌ - যাদু ; مُّبِينٌ - প্রকাশ্য ; ۝٧ - তবে কি ; قَوْلُونَ - তারা বলতে চায় যে ; أَفْتَرَاهُ - তিনি (রাসূল) নিজেই তা রচনা করে নিয়েছে ; قُلْ - আপনি বলে দিন ; أَنْ - যদি ; أَفْتَرَيْتَهُ - (افتريت+ه) - আমি নিজেই এটা রচনা করে নিয়ে থাকি ; مِنْ - আমাকে ; لِي - তবে তোমরা তো ক্ষমতা রাখো না ; تَمْلِكُونَ - (ف+لا تملكون) - থেকে রক্ষা করার ; هُوَ - তিনি ; شَيْئًا - একটুও ; أَعْلَمُ - বিশেষভাবে অবহিত ; فِيهِ - তোমরা আলোচনায় মশগুল আছ ; فِيهِ - যে বিষয়ে ;

আমাদের উপাসনা করছে। সুতরাং তাদের অপকর্মের জন্য তারা নিজেরাই শাস্তি লাভের যোগ্য। এতে আমাদের কোনো অংশ নেই।

৮. অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা কুরআনকে যে ‘যাদু’ বলে আখ্যায়িত করতো, এটা কুরআন মাজীদে একাধিক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। তারা কুরআনের বিষয়বস্তু, ভাষার মাধুর্য, ভাষার অলংকার সমৃদ্ধতা, উন্নত বর্ণনাভঙ্গি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বুঝতে পারতো যে, এটা মুহাম্মদ স.-এর রচিত হতে পারে না। কারণ মুহাম্মদ স. চল্লিশটি বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যে বসবাস করে আসছেন; তাঁর নিজের ভাষার সাথে কুরআনের ভাষার কোনো মিল নেই। তাদের কোনো কবি-সাহিত্যিকও এ রকম একটি বাক্য রচনা করতেও সক্ষম নয়। তাই তারা বুঝতে সক্ষম ছিলো যে, এটা ওহীর মাধ্যমে আগত বাণী। কিন্তু তারা যেহেতু কুফরীতে ও শিরকে আসক্ত ছিলো, তাই তারা এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই ‘যাদু’ বলে আখ্যায়িত করে যাচ্ছে, যাতে কেউ এ বাণী না শুনে।

বর্তমান কালেও এমন কাফির-মুশরিকের অভাব নেই, যারা কুরআনের শিক্ষা থেকে আল্লাহর বান্দাহদেরকে বঞ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাদের ধারণা কুরআনের শিক্ষা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারলেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা সহজ হবে।

৯. এ বাক্যে প্রশ্নের আকারে আল্লাহ তা‘আলার বিশ্বয়-প্রকাশ পেয়েছে। কাফির-

كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾ قُلْ مَا كُنْتُ

আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সে বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট<sup>১০</sup>; আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু<sup>১১</sup>। ৯. আপনি বলুন, “আমি তো নই

بِدْعًا مِّنَ الرَّسْلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْمُرُ إِنِ اتَّبَعُ

রাসূলদের মধ্যে অভিনব এবং আমি জানি না, আমার সাথে আর না তোমাদের সাথে কি (আচরণ) করা হবে, আমি অনুসরণ করি না

إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ

তাছাড়া, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়, আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়াও কিছই নই<sup>১২</sup>। ১০. আপনি বলুন, “তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি তা হয়ে থাকে

)- (بين+ی)-بَيْنِي-সাক্ষী হিসেবে; -شَهِيدًا-সে বিষয়ে; -كَفَى-তিনিই যথেষ্ট; -আমার মধ্যে; -و-ও; -و-আর; -هُوَ-তিনি; -بَيْنَكُمْ-(بين+কম)-তোমাদের মধ্যে; -قُلْ-আপনি বলুন; -مَا كُنْتُ-আমি তো নই; -أَرَأَيْتُمْ-অভিনব; -بِدْعًا-মধ্যে; -مِّنَ الرَّسْلِ-রাসূলদের; -و-এবং; -مَا أَدْرِي-আমি জানি না; -لَا-না; -و-আর; -بِي-আমার সাথে; -يَفْعَلُ-(আঁচরণ) করা হবে; -و-আর; -مَا-কি; -و-আর; -إِنِ-আমি অনুসরণ করি; -اتَّبَعُ-আমি অনুসরণ করি; -بِكُمْ-তোমাদের সাথে; -يَا-যা; -مَا-তা ছাড়া; -إِلَّا-আমি; -أَنَا-নই; -و-আর; -أَلَيْ-আমার প্রতি; -يُوحَىٰ-ওহী করা হয়; -نَذِيرٌ-একজন সতর্ককারী; -مُبِينٌ-সুস্পষ্ট। ১০. আপনি বলুন; -أَرَأَيْتُمْ-আপনি বলুন; -إِنِ-যদি; -كَانَ-তা হয়ে থাকে;

মুশরিকরা ভালো করেই জানে যে, আল কুরআন কোনো মানুষের রচিত হতে পারে না। আর তাই তারা এটাকে ‘যাদু’ বলে আখ্যায়িত করে উপরোক্ত কথাই প্রমাণ করেছে। কিন্তু তারপরও আল কুরআনকে মুহাম্মদ সা.-এর স্বরচিত বলে নিজেদের মনের বিপরীত কথাই বলেছে। যার ফলে আল্লাহ তা‘আলার বিশ্বয় প্রকাশ পেয়েছে।

১০. অর্থাৎ তোমরা যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করছো যে, কুরআন আমিই রচনা করে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করছি, এটা সত্যি হলে আমি অবশ্যই আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবো না। আর তখন তোমরা বা অন্য কেউ আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি এটা আল্লাহর বাণী হয়ে থাকে, তাহলে তিনিই তোমাদের মিথ্যারোপের শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং একজন সত্যবাদীকে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিথ্যাবাদী বললেও তিনি আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবেই পরিগণিত হবেন। আর একজন মিথ্যাবাদীকে দুনিয়ার সব মানুষ চেষ্টা করলেও আল্লাহর কাছে সত্যবাদী সাব্যস্ত করতে পারবে না।

مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ

আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমরা তাকে অস্বীকার কর (তখন তোমাদের পরিণাম কি হবে?)<sup>১০</sup> অথচ বনী ইসরাঈলের থেকে একজন সাক্ষী তার অনুরূপ সাক্ষীও দান করেছে

মِنَ-থেকে; عِنْدِ-পক্ষ; اللّٰهُ-আল্লাহর; وَ-আর; كَفَرْتُمْ-অস্বীকার কর; بِهِ-তাকে (তখন তোমাদের পরিণাম কি হবে?) অথচ; شَهِدَ-সাক্ষীও দান করেছে; شَهِدٌ-একজন সাক্ষী; عَلَىٰ-তার অনুরূপ; مِثْلِهِ-ইসরাঈলের; بَنِي-বনী; إِسْرَائِيلَ-ইসরাঈলের; مِّنَ-থেকে;

১১. অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় বিধায় তাঁর বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করে তোমাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এখন আল্লাহর দেয়া এ অবকাশকে গনীমত মনে করে কাজে লাগানোর মধ্যেই তোমাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে।

১২. রাসূল সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিলো এবং মুহাম্মদ স.-এর রিসালাত সম্পর্কে তারা যেসব আপত্তি উত্থাপন করতো এখানে সেসব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের আপত্তি ছিলো যে, রাসূল কখনো মানুষ হতে পারেন না, আর মানুষ হলেও সাধারণ মানুষের মতো একজন মানুষ হতে পারে না; বরং তিনি হবেন অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ। এর জবাবে বলা হয়েছে আপনি বলুন যে, আমি অভিনব কোনো রাসূল নই; বরং অতীতের রাসূলদের মতোই একজন রাসূল। তারাও মানুষ এবং রাসূল ছিলেন, আমিও তাদের মতোই একজন মানুষ ও রাসূল।

এরপর বলা হয়েছে যে, কোনো রাসূলই আল্লাহ-প্রদত্ত ওহীর বাইরে দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে অদৃশ্য কোনো সংবাদ বলতে সক্ষম ছিলেন না। আমিও ওহীর মাধ্যম ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে কোনো অদৃশ্য সংবাদ বলতে সক্ষম নই। আমি তো এটাও জানি না কাল আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে? ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু আমাকে জানিয়েছেন, আমি ততটুকুই তোমাদের সামনে পেশ করি।

শেষে বলা হয়েছে আপনি এটাও বলে দিন যে, আমি তোমাদের সামনে সেই সরল পথটি দেখিয়ে দেয়ার জন্য ওহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়েছি, যে পথে চললে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে। আর সে পথে না চললে তোমরা পথ হারাবে, যার ফলে তোমরা তাঁর অসন্তুষ্টির ফল ভোগ করবে। অতএব এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি।

১৩. অর্থাৎ তোমরা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই এটাকে অমান্য করছো। এটা তো তোমাদের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। তোমাদের ধারণা মতো কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী না হলে তার জন্য আমিই

فَأَمِّنْ وَأَسْكَبْ تَمْرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

এবং সে ঈমানও এনেছে আর তোমরা গর্ব-অহংকারে ডুবে আছো<sup>১৪</sup> ; নিশ্চয়ই আল্লাহ (তোমাদের মতো) যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।

فَأَمِّنْ-(ফ+অম্ন)-এবং সে ঈমানও এনেছে ; وَ-আর ; أَسْكَبْ تَمْرًا-তোমরা গর্ব-অহংকারে ডুবে আছো ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لَا يَهْدِي-হিদায়াত দান করেন না ; الْقَوْمَ-(তোমাদের মতো) সম্প্রদায়কে ; الظَّالِمِينَ-যালিম।

আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবো না। কিন্তু এটা তো তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ধারণা নয়—বরং অনুমান-নির্ভর কথা। অতএব তোমাদের ধারণার বিপরীত কুরআন আল্লাহর বাণী হলে তখন তোমাদের আস্থা এবং তোমাদের এ প্রত্যাখ্যানের ফলশ্রুতি কি হবে। তা-কি তোমরা ভেবে দেখেছো ?

১৪. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ এবং এর বিষয়বস্তু কোনো অভিনব বিষয় নয় ; বরং এর আগেও অনেক নবী-রাসূল একই বিষয়বস্তু নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের মধ্যে মুসা আ. ও তাঁর ওপর নাযিলকৃত আল্লাহর বাণী 'তাওরাত' নিয়ে এসেছিলেন তাঁর আনীত এবং তাঁর পূর্বের নবীদের আনীত শিক্ষাকে বনী ইসরাঈলের একজন সাধারণ মানুষ ও হীর সূত্রে আগত বাণী বলে মেনে নিয়েছিলো। অতএব তোমরা এ কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে মানতে অস্বীকার করছো কোন্ যুক্তিতে ? আসলে তোমরা হঠকারি, অহংকারী—নিজেদের অহংকারে তোমরা ডুবে আছো।

### ১ম রুকু' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মানব জাতির জন্য এক পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থার বিধিবিধান সম্বলিত কিতাব।

২. এ কিতাবের আলোকে জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ।

৩. এ কিতাব অমান্যকারীদের জন্য রয়েছে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। পরাক্রমশালী আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

৪. প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এ জীবনব্যবস্থায় কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুল-ভ্রান্তি নেই ; সুতরাং দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের স্থায়ী কল্যাণ লাভ করতে হলে এ জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবন গড়া মানব জাতির জন্য অপরিহার্য।

৫. আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু আল্লাহ তা'আলা এক মহান ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্ব-জগত কোনো খেলায় খেলোয়াড়ের লীলাখেলা নয়—এমন কিছু মনে করা চরম অপরাধ।

৬. বিশ্ব-জগতে বিরাজমান জৈব বা অজৈব কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টিতে ও প্রতিপালনে কোনো সত্তার আদৌ কোনো অবদান নেই। এমন মনে করা সরাসরি শিরক।

৭. মানুষ সৃষ্টা নয় প্রতিপালনকারীও নয় রূপান্তরকারী মাত্র। সুতরাং মানুষ বা অন্য কোনো শরীরি বা অশরীরি সত্তাকে সৃষ্টা ও প্রতিপালক মনে করা মুর্খতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৮. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের কাজে আল্লাহর সাথে শরীক আছে বলে অতীতের কোনো কিতাবে উল্লেখিত হয়নি।

৯. অতীতের নবী-রাসূলদের রেখে যাওয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে লোক পরম্পরা আগত কোনো শিক্ষাতেও শির্কের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

১০. কোনো জ্ঞান-বুদ্ধিহীন প্রাণী, সুদূর অতীতের মৃত কোনো সংলোক বা বুয়ুর্গ ব্যক্তি অথবা মৃত কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাশালী মানুষের নিকট কিয়ামত পর্যন্ত প্রার্থনা করলেও কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। তারা প্রার্থনাকারীদের কোনো কল্যাণ করতে পারবে না।

১১. কিয়ামতের দিন যখন দুনিয়ার আগে-পরের সকল মানুষকে একত্র করা হবে, তখন উপাস্যরা উপাসকদের সকল উপাসনা ও প্রার্থনাকে অস্বীকার করবে এবং সকল দোষ উপাসকদের ওপর চাপিয়ে দেবে।

১২. আল কুরআন যে, কোনো মানুষের রচিত নয় তা কাফির-মুশরিকরা ভালো করেই বুঝতে সক্ষম ছিলো কিন্তু তাদের নিজেদের গর্ব-অহংকার ও হঠকারী মনোভাবই একে গ্রহণ করে নিতে বিরত রেখেছিলো।

১৩. আজকের যুগেও কুরআন অমান্যকারীরা একই অবস্থার শিকার। একই মানসিকতা এসব মুর্খদেরকে কুরআনের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

১৪. আল কুরআন সম্পর্কে নিরেট মুর্খ লোকেরাই কুরআনকে এড়িয়ে চলার জন্য এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে কুরআন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন খোড়া আপত্তি তোলে।

১৫. রাসূলের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত কুরআন বিরোধীদের মূল চরিত্র এবং কুরআন বিরোধিতার কৌশল অভিন্ন। আর অনাগত ভবিষ্যতেও এতে কোনো পার্থক্য সূচীত হবে না।

১৬. বিরোধীদের মুকাবিলায় নবী-রাসূলদের অবলম্বিত কৌশলের আলোকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামতে তাদের সকল মিথ্যা ওয়র-আপত্তি ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন, এতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৮. কাফির-মুশরিক এবং জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত মানুষও যদি বিশুদ্ধভাবে অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু এ অবকাশ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নির্ধারিত।

১৯. দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত মু'মিন-কাফির সবার জন্য পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আখেরাতে কাফির বা বিদ্রোহীরা আল্লাহর রহমতের কোনো ভাগী হবে না।

২০. অদৃশ্য জগত এবং অতীত ভবিষ্যতের জ্ঞান ততটুকুই রাসূল জানতেন, যতটুকু ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হয়েছিলো—এর বাইরে কিছু জানার কোনো সুযোগ তাঁর ছিলো না।

২১. অতীতের নবী-রাসূলদের দাওয়াত থেকে শেষ নবী স.-এর দাওয়াত ভিন্ন কিছু ছিলো না। তাঁদের জীবনেতিহাস এবং তাঁদের অনুসারীদের ইতিহাসে এর সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

২২. গর্বিত ও অহংকারে নিমজ্জিত যালিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথে চলে আল্লাহর সম্ভাষ অর্জনের সৌভাগ্য দান করেন না।

২৩. বিনয়ী ও সংপথের অনুসন্ধানী মানুষ-ই আল্লাহর হিদায়াত লাভ করে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যশালী হতে পারে।





সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-২

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾

১১. আর তারা বলে—যারা কুফরী করেছে—তাদের সম্পর্কে যারা ঈমান এনেছে—“যদি তা (কুরআন মেনে চলা) উত্তম কিছু হতো, তাহলে তারা তার (তা মেনে চলার) প্রতি আমাদের আগে যেতে পারতো না” ;

﴿وَإِذْ لَمْ يَمْتُدِّوْا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ﴾

আর যখন তারা তার (কুরআনের) দ্বারা হিদায়াত লাভ করতে পারেনি, তখন তারা তো বলবেই এটাতো পুরনো এক মিথ্যা<sup>৫২</sup>। ১২. আর এর আগে ছিলো

﴿٥١﴾-আর ; قَالَ-বলে ; الَّذِينَ-তারা যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لِلَّذِينَ-তাদের সম্পর্কে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; لَوْ-যদি ; كَانَ-তা (কুরআন মেনে চলা) হতো ; إِلَيْهِ-তার (তা মেনে চলার) প্রতি ; وَمِنْ قَبْلِهِ-উত্তম ; خَيْرًا-তারা আমাদের আগে যেতে পারতো না ; وَإِذْ-যখন ; لَمْ يَمْتُدُّوْا-তারা হিদায়াত লাভ করতে পারেনি ; بِهِ-তার (কুরআনের) দ্বারা ; فَسَيَقُولُونَ-(+সিফোলন)-তখন তারা তো বলবেই ; مِنْ قَبْلِهِ-এটা তো ; أَفْكَ-এক মিথ্যা ; قَدِيمٌ-পুরনো। ﴿٥٢﴾-আর ; مِنْ قَبْلِهِ-এর আগে ছিলো ;

১৫. এটা হলো ইসলামের এবং তার নবীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত খোঁড়া যুক্তিসমূহের একটি। এ যুক্তির সারকথা হলো—মুহাম্মদ সা.-এর প্রচারিত এ কুরআনী জীবনব্যবস্থা যদি ভালো কিছু হতো, তাহলে আমরা সবার আগে এটা গ্রহণ করে নিতাম ; আমাদের সমাজের ধনীক ও প্রতিপত্তিশালী জ্ঞানী লোকেরা এটাকে গ্রহণ করে নিতো, কিন্তু যারা এখন এটাকে মেনে নিয়েছে, তারা তো ক্রীতদাস, দরিদ্র এবং কতিপয় অনভিজ্ঞ অর্বাচীন যুবক। এতেই বুঝা যায় এটা গ্রহণ করা কোনো ভালো কাজ নয়—এর মধ্যে কল্যাণকর কোনো জিনিস নেই। অতএব যারা এটাকে মেনে নিয়েছে, তাদের উচিত এটাকে প্রত্যাখ্যান করা, এ যুক্তি ছিলো কুরাইশ কাফিরদের অহংকারী মনের বহিঃপ্রকাশ। এ যুক্তি দিয়েই তারা নওমুসলিমদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো।

১৬. অর্থাৎ এটা একটা মিথ্যা, তবে তা নতুন নয়, এর আগেও কিছু লোক নিজেদেরকে নবী-রাসূল বলে দাবী করে এ রকম মিথ্যা দাওয়াত দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছিলো। কাফিরদের মতে অতীতের যেসব নবী-রাসূল দীনে হকের দিকে মানুষকে পথ দেখিয়েছিলেন, তা-ও মিথ্যা ছিলো। দীনে হকের দাওয়াতকে পুরনো মিথ্যা বলার

كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا

মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ ; আর এ কিতাব আরবী ভাষায় (তার)

সত্যায়নকারী

لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ

যাতে তা তাদেরকে সতর্ক করে দেয়, যারা যুলুম করেছে ;<sup>১৭</sup> এবং এটা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদও বটে।

১৭. নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রতিপালকতো আল্লাহ'

ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٨﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

এবং (তাতে) অটল থাকে, তবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না<sup>১৮</sup>।

১৮. তারাই মালিক

و- ; وَرَحْمَةً-রহমত স্বরূপ ; وَ- ; إِمَامًا-পথ প্রদর্শক ; مُّوسَىٰ-মূসার ; كِتَابٌ-কিতাব ;

আর ; هَذَا-এ ; كِتَابٌ-কিতাব ; مُّصَدِّقٌ-(তার) সত্যায়নকারী ; لِّسَانًا-ভাষায় ;

عَرَبِيًّا-আরবী ভাষায় ; لِيُنذِرَ-যাতে তা সতর্ক করে দেয় ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ;

ظَلَمُوا-যুলুম করেছে ; وَ-এবং ; بُشْرَىٰ-সুসংবাদও বটে ; لِلْمُحْسِنِينَ-সৎকর্মশীলদের

জন্য । رَبُّنَا-(رب+না)-আমাদের

প্রতিপালক তো ; اسْتَقَامُوا-(তাতে) অটল থাকে ;

فَلَا-না ; خَوْفٌ-তবে কোনো ভয় নেই ; يَحْزَنُونَ-দুঃখিত হবে ।

أُولَٰئِكَ-তারাই ; أَصْحَابُ-মালিক ;

কারণ হলো—আহলে কিতাবদের নিকট যেসব আসমানী কিতাব রয়েছে সেসব কিতাবে তাওহীদী আকীদা-বিশ্বাসের কথাই উল্লেখিত আছে। সুতরাং এ দাওয়াতও পুরনো—নতুন কোনো দাওয়াত নয়। কাফিররা এ দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তাদের মতে, হাজার হাজার বছর ধরে যারা এসব সত্য মানুষের সামনে পেশ করে আসছে এবং যারা এসব কথা মেনে আসছে, তারা সবাই নির্বোধ—জ্ঞানহীন লোক। আর তারা নিজেরাই শুধু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান।

১৭. অর্থাৎ এ কিতাব ইতিপূর্বে আগত কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে এবং সেসব মানুষকে পরিণামের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার-অমান্য করে অথবা আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে অংশীদার সাব্যস্ত করে নিয়ে তাদের দাসত্বে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। যার ফলে তারা নিজেরা বিশ্বাস ও কাজের বিভ্রান্তিতে নিজেরা নিমজ্জিত হয়েছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যুলুম-অত্যাচার ও বে-ইনসাফীর মূল কারণে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরাই যালিম।

الْجَنَّةِ خُلْدَيْنِ فِيهَا ۗ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

জান্নাতের, সেখানে তারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা—তারা যা (দুনিয়াতে) করতো তার প্রতিদান স্বরূপ।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ

১৫. আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে ; তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্ট করে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্ট করে ;

وَحَمَلَهُ وَفِصْلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۗ

আর তার গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ত্রিশ মাস», এমন কি সে যখন তার পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে

الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; خُلْدَيْنِ-তারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা ; فِيهَا-সেখানে ; جَزَاءُ-প্রতিদান স্বরূপ ; وَ-আর ; وَصَّيْنَا-আমি নির্দেশ দিয়েছি ; الْإِنْسَانَ-মানুষকে ; بِوَالِدَيْهِ-(ব+والدی+ه)-তার মাতা-পিতার সাথে ; إِحْسَانًا-ভালো ব্যবহার করতে ; حَمَلَتْهُ-(حملت+ه)-তাকে গর্ভধারণ করেছে ; أُمُّهُ-(ام+ه)-তার মা ; كُرْهًا-বড় কষ্ট করে ; وَ-এবং ; وَوَضَعَتْهُ-(وضعت+ه)-তাকে প্রসব করেছে ; كُرْهًا-অতি কষ্ট করে ; وَ-আর ; وَفِصْلَهُ-(فصل+ه)-তার দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ; ثَلَاثُونَ-ত্রিশ ; شَهْرًا-মাস ; حَتَّىٰ-এমনকি ; إِذَا-যখন ; بَلَغَ-সে পৌঁছে ; أَشُدَّهُ-(اشد+ه)-তার যৌবন বয়সে ; وَ-এবং ; وَبَلَغَ-পৌঁছে ; أَرْبَعِينَ-চল্লিশ ; سَنَةً-বছর বয়সে ;

১৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহকেই তাদের একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয় এবং এ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে ভয় করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা দুনিয়াতে তাদের অভিভাবক আল্লাহ ; আর আখেরাতে তাদের জন্য আল্লাহ এমন প্রতিদান রেখেছেন, যার তুলনায় দুনিয়ার সব সুখ-সম্পদ নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য। দুনিয়াতে তারা আল্লাহর দীনকে সম্মুখ করার জন্য দুঃখ-দৈন্যতার মধ্যে কালাতিপাত করেছে, এর প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে দেবেন—এতে কোনোই সন্দেহ-সংশয় নেই।

১৯. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে মাতা-পিতা উভয়ের সাথে সদাচার তথা সেবায়ত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সন্ত্রম দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে গুরুত্বের দিক থেকে সদাচার পাওয়ার অধিকার পিতার চেয়ে মাতার তিন গুণ বেশী। সহীহ হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমার ওপর সদাচার

পাওয়ার কার অধিকার সবচেয়ে বেশী? তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের'। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার? তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের'। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার? তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের'। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো, তারপর কার? তিনি এবার বললেন, 'তোমার পিতার'। এ থেকে জানা যায় যে, সন্তানের সদাচার পাওয়ার অধিকার পিতার চেয়ে মাতার তিনগুণ বেশী। আয়াতেও মাতার তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগিত রয়েছে—১. মাতার গর্ভধারণের কষ্ট, ২. সন্তান প্রসবের কষ্ট ও ৩. গর্ভধারণ ও দুধপান করানোর মেয়াদ ৩০ মাস পর্যন্ত কষ্ট। অর্থাৎ গর্ভধারণ ও প্রসব করার পরও মা কষ্ট থেকে রেহাই পান না। দুধ পান করানোর জন্য তাঁকে দুই বছর তথা আরো ২৪ মাস কষ্ট করেই যেতে হয়।

এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানের দুধ পান করানোর সর্বমোট মেয়াদ দু'বছর তথা ২৪ মাস। সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল ৩০ মাস থেকে দুধপানের ২৪ মাস বাদ দিলে ৬ মাস বাকী থাকে। অতএব গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ৬ মাসই নির্ধারিত হয়।

হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতকালে একটি মামলায় এ আয়াতের প্রয়োগে তিনি তাঁর প্রদত্ত রায় পরিবর্তন করেছিলেন। মামলাটি হলো—জুহায়না গোত্রের জনৈক মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত সন্তান ভূমিষ্ট হলে খলীফা উসমান রা. একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে মহিলার ওপর শাস্তির আদেশ জারী করেন। কেননা গর্ভের মেয়াদ সাধারণভাবে ছিল নয় মাস এবং সর্বনিম্ন সাত মাস। হযরত আলী রা. এ সংবাদ জানতে পেরে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করা থেকে বিরত রাখেন এবং কুরআন মাজীদে সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াতের অংশ "মায়েরা তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে.....।" সূরা লোকমানের ১৪ আয়াতের অংশ ".....তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর সময় লেগেছে.....।" এবং অত্র সূরার আলোচ্য আয়াত ধারাবাহিকভাবে খলীফার সামনে তুলে ধরেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস। খলীফা তাঁর যুক্তি গ্রহণ করে তাঁর পূর্বোক্ত রায় পরিবর্তন করেন এবং শাস্তির আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নেন। (কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-ও হযরত আলী রা.-এর এ যুক্তি সমর্থন করেন। উল্লেখিত তিন আয়াত থেকে নিম্নোক্ত তিনটি আইনগত বিধান পাওয়া যায়—

এক : বিয়ের পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে কোনো মহিলার যদি পূর্ণাঙ্গ সুস্থ সন্তান স্বাভাবিক প্রসব করে এবং তা গর্ভপাত না হয় তবে মহিলা দ্বিচারিণী বলে সাব্যস্ত হবে এবং এ সন্তানের বংশ মহিলার স্বামীর সাথে সম্পর্কিত হবে না।

দুই : কোনো মহিলা বিয়ের ছয় মাস পর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর জীবিত ও সুস্থ সন্তান প্রসব করে, তবে শুধু এ কারণে তার ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করার অধিকার স্বামীকে দেয়া যাবে না। আর মহিলার স্বামীও এ সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করতে পারবে না এবং মহিলাকে এজন্য কোনো প্রকার শাস্তি দেয়া যাবে না।

قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

(তখন) সে বলে — “হে আমার প্রতিপালক ! আপনি আমাকে আপনার সেই নিয়ামতের শৌকর আদায় করার  
তাওফীক দিন, যা আপনি দান করেছেন আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ

আর আমি যেনো এমন ভালো কাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন<sup>০</sup>, আর আমার জন্য আমার  
সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিন, আমি অবশ্যই তওবা করছি

قَالَ-(তখন) সে বলে- رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; أَوْزِعْنِي-আপনি আমাকে  
তাওফীক দিন ; أَنْ أَشْكُرَ-শৌকর আদায় করার ; نِعْمَتَكَ-(نعمت+ك)-আপনার  
নিয়ামতের ; وَعَلَى-সেই, যা ; أَنْعَمْتَ-আপনি দান করেছেন ; وَالِدَيَّ-আমাকে ;  
এবং ; وَأَنْ أَعْمَلَ-আমি যেনো করতে পারি ; وَأَصْلِحْ-আমার পিতা-মাতাকে ;  
وَأَنْ تَرْضَاهُ-(ترضى+ه)-আপনি পছন্দ করেন ; وَذُرِّيَّتِي-(ذرية+)-  
আর ; فِي ذُرِّيَّتِي-আমার জন্য ; وَأَصْلِحْ-যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিন ;  
تُبْتُ-আমি অবশ্যই তওবা করছি ;

তিন : দুধপান করানোর সর্বোচ্চ মেয়াদ দু'বছর। এ মেয়াদকালের পর তথা শিশুর  
বয়স দু'বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তারপর যদি সে শিশু কোনো মহিলার দুধপান করে,  
তবে সে মহিলা দুধ পানকারী শিশুর দুধমা বলে বিবেচিত হবে না এবং দুধপানের  
সাথে শরীয়তের যেসব বিধি-বিধান জড়িত তা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অধিক  
সতর্কতার জন্য ইমাম আবু হানীফা রা. এ মেয়াদ দু'বছরের স্থলে আড়াই বছর  
নির্ধারণ করেছেন, যাতে দুধপান জনিত কারণে হারাম হওয়ার বিধানসমূহ অনুসরণে  
ভুলের সম্ভাবনা না থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে, একটি সুস্থ ও জীবন্ত  
শিশু প্রসব করার জন্য গর্ভকাল কমপক্ষে ২৮ সপ্তাহ হওয়ার প্রয়োজন, যা সাড়ে  
ছয়মাস থেকে সামান্য বেশী। ইসলামী শরীয়ত এটাকে অর্ধমাস কমিয়ে ছয়মাস  
নির্ধারণ করে দিয়েছে। কারণ, একজন মহিলার দ্বিচারিণী বলে প্রমাণিত হওয়া এবং  
একটি শিশু বংশ পরিচয় থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি গুরুতর ব্যাপার। মা ও শিশুটিকে  
এমন একটা কঠিন পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য আইনের মধ্যে যথেষ্ট প্রশস্ততা  
থাকা প্রয়োজন। আর শিশুর গর্ভে স্থিতি লাভ করার সঠিক মুহূর্তটি ডাক্তার, বিচারক,  
গর্ভধারিণী মা অথবা গর্ভদানকারী পুরুষ আমরা কেউ বলতে পারি না, সুতরাং  
আইনগতভাবে গর্ভধারণের স্বল্পতম মেয়াদ নির্ধারণ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

২০. অর্থাৎ “হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এমন শক্তি সামর্থ দিন, যাতে আমি  
আপনার নিয়ামতের শৌকর আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-

إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا

আপনার নিকট, আর আমি নিঃসন্দেহে (আপনার) অনুগত বান্দাহদের शामिल। ১৬. তারা এমন যাদের সেসব ভালো কাজ তাদের থেকে আমি গ্রহণ করে নিয়ে থাকি, যা

عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي

তারা করতো এবং তাদের অপরাধসমূহ আমি মাফ করে দেই<sup>১৬</sup>—(তারা) জান্নাতের বাসিন্দাদের शामिल—সেই ওয়াদা সত্য ছিলো যা

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدُنِي أَنْ

তাদেরকে দিয়ে আসা হয়েছিলো। ১৭. আর যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলে, “ধিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে যে,

إِلَيْكَ-আপনার নিকট ; وَ-আর ; إِنِّي-আমি নিঃসন্দেহে ; مِنَ-শামিল ; الْمُسْلِمِينَ- (আপনার) অনুগত বান্দাহদের। ﴿٥٧﴾ أُولَئِكَ-তারা এমন ; الَّذِينَ-যাদের ; نَتَقَبَّلُ-আমি গ্রহণ করে নিয়ে থাকি ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; أَحْسَنَ-ভালো কাজ ; مَا-সেসব যা ; عَمِلُوا-তারা করতো ; وَ-এবং ; تَتَجَاوَزُ-আমি মাফ করে দেই ; عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ (+) -তাদের অপরাধসমূহ ; فِي (তারা) शामिल ; أَصْحَابِ-বাসিন্দাদের ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; وَعَدَ-ওয়াদা ; الصِّدْقِ-সত্য ; الَّذِي-সেই, যা ; كَانُوا يُوعَدُونَ - তাদেরকে দিয়ে আসা হয়েছিলো। ﴿٥٨﴾ وَالَّذِي-যে ব্যক্তি ; قَالَ-বলে ; لِوَالِدَيْهِ-তার মাতা-পিতাকে ; أُفٍّ-ধিক ; لَّكُمَا-তোমাদেরকে ; أَتَعِدُنِي (+)-তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে ; أَنْ-যে ;

মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি ; আর আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্মশীল করুন, আমি তাওবা করছি এবং আমি আপনার নির্দেশের অনুগত বান্দাহদের शामिल।”

উল্লেখিত দোয়ায় বর্ণিত অবস্থা ছিলো হযরত আবু বকর রা.-এর। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে একরূপ দোয়া করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যাতে তারাও একরূপ দোয়া করে। (মাযহারী)

এখানে পছন্দনীয় সৎকর্ম বলে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যা অবিকল আল্লাহর বিধানের অনুরূপ হয় এবং বাস্তবেও তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত হয়। কোনো সৎকাজ দুনিয়ার মানুষের কাছে পছন্দনীয় হলেও এবং বাহ্যত আল্লাহর বিধানের অনুরূপ হলেও অন্তরে অসৎ নিয়ত, লোক দেখানো মনোভাব, আত্মতুষ্টি ও অহংকারের মনোভাব এবং স্বার্থচিন্তা থাকলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَبَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَفِثِينَ اللَّهُ وَيَلْتَكِمُنَّ

আমাকে বের করে আনা হবে (কবর থেকে), অথচ আমার আগে বহু জনগোষ্ঠী অতীত হয়ে গেছে।" আর (তখন) তারা (তার মাতা-পিতা) আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে (তাকে) বলে — তোর সর্বনাশ হোক। তুই বিশ্বাস কর —

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ أَذَىٰ إِلَيْهِمْ أَوْ لِيَكُنَّ كَلِمَاتِهِمْ

অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; কিন্তু সে বলে — 'এসবতো আগেকার লোকদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়। ১৮. এরা এমন লোক

الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ

যাদের ওপর (আল্লাহর আযাবের) বাণী সাব্যস্ত হয়ে আছে সেসব উম্মতের সাথে যারা তাদের আগে অতীত হয়ে গেছে জ্বিন জাতি থেকে

وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خُسْرَيْنِ ۗ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ

ও মানব জাতি থেকে; নিশ্চয়ই তারা ছিলো সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯. আর প্রত্যেকের জন্য তারা যা করেছে সে অনুসারে মর্যাদা রয়েছে; যেনো তিনি তাদেরকে পূর্ণ বিনিময় দান করতে পারেন

الْقُرُونُ; -আমাকে বের করে আনা হবে; وَأَخْرَجَ; -অতীত হয়ে গেছে; وَقَدْ خَلَبَ; -অতীত হয়ে গেছে; الْقُرُونُ; -বহু জনগোষ্ঠী; مِنْ قَبْلِي; -আমার আগে; وَأَخْرَجَ; -আর; وَهُمَا; -তারা (তার মাতা-পিতা); وَيَلْتَكِمُنَّ; -ফরিয়াদ করে (তাকে) বলে; اللَّهُ; -আল্লাহর নিকট; وَيَلْتَكِمُنَّ; -তোর সর্বনাশ হোক; وَأَمِنْ; -তুই বিশ্বাস কর; إِنَّ; -অবশ্যই; وَعْدَ; -ওয়াদা; اللَّهُ; -আল্লাহর; وَوَعْدَ; -ওয়াদা; اللَّهُ; -আল্লাহর; حَقٌّ; -সত্য; فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ; -কিন্তু সে বলে; أَذَىٰ; -কিছু নয়; إِلَيْهِمْ; -এসব তো; أَوْ لِيَكُنَّ; -এরা এমন লোক; كَلِمَاتِهِمْ; -আগেকার লোকদের; أَوْ لِيَكُنَّ; -এরা এমন লোক; الَّذِينَ; -যাদের; حَقَّ; -সাব্যস্ত হয়ে আছে; عَلَيْهِمُ; -তাদের ওপর; الْقَوْلُ; - (আল্লাহর আযাবের) বাণী; فِي; -সাথে; أُمِّرٍ; -সেসব উম্মতের; قَدْ خَلَتْ; -যারা অতীত হয়ে গেছে; مِنَ الْجِنِّ; -জ্বিন জাতি; وَوَعْدَ; -ও; مِنْ قَبْلِهِمْ; -তাদের আগে; وَوَعْدَ; -থেকে; مِنَ الْجِنِّ; -জ্বিন জাতি; وَالْإِنْسِ; -মানব জাতি থেকে; إِنَّهُمْ; -নিশ্চয়ই তারা; كَانُوا; -সবাই ছিলো; خُسْرَيْنِ; -ক্ষতিগ্রস্ত; وَلِكُلِّ; -প্রত্যেকের জন্য রয়েছে; دَرَجَةٍ; -মর্যাদা; مِمَّا عَمِلُوا; -যা, সে অনুসারে; وَلِيُوفيَهُمْ; -যেন তিনি তাদেরকে পূর্ণ বিনিময় দান করতে পারেন;

২১. কোনো মহৎ হৃদয়, উদার ও মর্যাদাসম্পন্ন মনিব যেমন তার অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকরের বড় বড় অবদানের ভিত্তিতে ছোটখাট দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতাসমূহ ক্ষমা করে

أَعْمَالِهِمْ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

তাদের কর্মসমূহের এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না<sup>২০</sup>। ২০. আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যেদিন জাহান্নামের নিকট হাজির করা হবে

أَذْهَبَتْ رَبِّبْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أَلْئِنْ وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْرُونَ

(তখন বলা হবে) 'তোমরা তো তোমাদের নিয়ামতসমূহ তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছো এবং তার দ্বারা খুব মজা উপভোগ করেছো, অতএব আজ তোমাদেরকে বিনিময় দেয়া হবে

- لَا يُظْلَمُونَ ; তাদের প্রতি -مُمْ- এবং ; وَ- তাদের কর্মসমূহের ; -أَعْمَالِهِمْ- কোনো অবিচার করা হবে না । ২০) وَ- আর ; يَوْمَ- যেদিন ; يُعْرَضُ- হাজির করা হবে ; الَّذِينَ- তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا- কুফরী করেছে ; عَلَى- নিকট ; النَّارِ- জাহান্নামের ; رَبِّبْتُمْ (+) طَبَّتُمْ ; -أَذْهَبَتْ- (তখন বলা হবে) তোমরা তো নিঃশেষ করে ফেলেছো ; -فِي حَيَاتِكُمْ- তোমাদের জীবনে ; -فِي حَيَاتِكُمْ- তোমাদের জীবনে ; -أَسْتَمْتَعْتُمْ- খুব মজা উপভোগ করেছো ; -بِهَا- তার দ্বারা ; -الدُّنْيَا- দুনিয়ার ; -وَ- এবং ; -فَالْيَوْمَ- (ফ+আল+ইয়ুম)- অতএব আজ ; -تُجْرُونَ- তোমাদেরকে বিনিময় দেয়া হবে ;

দেন, তেমনি মহান আল্লাহ তা'আলাও বান্দার ভালো কাজগুলোর নিরিখে তার ছোট-খাটো পদস্থলন, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন এবং আখেরাতে এসবের জন্য তাকে পাকড়াও করবেন না ।

২২. এর আগের ১৬ আয়াতে সমাজের এক ধরনের চরিত্রের লোকের বৈশিষ্ট্য ও আখেরাতে তাদের পরিণাম উল্লেখিত হয়েছে এবং ১৭ ও ১৮ আয়াতে এক ধরনের লোকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে কাফির নেতৃবৃন্দের একথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, কুরআন মেনে চলা যদি কোনো ভালো কাজ হতো, তাহলে কতিপয় অর্বাচিন যুবক ও ক্রীতদাস শ্রেণীর এ লোকেরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতো না। তাদের একথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা সমাজে বিদ্যমান কিতাব মান্যকারী ও অমান্যকারী উভয় শ্রেণীর লোকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কারা ভালো লোক—কুরআন মান্যকারীরা, না-কি কুরআন অমান্যকারীরা। সাথে সাথে উভয় চরিত্রের লোকদের আখেরাতে কি পরিণাম হবে তা-ও উল্লেখিত হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ যারা সংকর্ম করেছে—কুরআন মেনে চলতে গিয়ে দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছে, আল্লাহর দীনকে উর্ধ্বে তুলে ধরার সংগ্রামে ত্যাগ ও কুরবানী দিয়েছে, তাদের কর্মের যথাযথ প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ, তাদের প্রতিদান কম দেয়া হলে তা হবে অবিচার। আবার মন্দ লোক—যারা কুরআন মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর



عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ

অপমানকর শাস্তি ; কারণ তোমরা কোনো অধিকার ছাড়াই পৃথিবীতে  
বড়াই করতে এবং

بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

তোমরা যেহেতু (পৃথিবীতে) পাপাচার করতঃ ১৪ ।

عَذَابَ-শাস্তি ; الْهُونِ-অপমানকর ; بِمَا-কারণ ; كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ-তোমরা বড়াই  
করতে ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; بِغَيْرِ-(ব+غير)-ছাড়াই ; الْحَقِّ-কোনো অধিকার ;  
وَ-এবং ; تَفْسُقُونَ-(পৃথিবীতে) পাপাচার করতে ।

দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছে, তাদের শাস্তিও যথাযথ দেয়া হবে। কারণ তাদের  
প্রাপ্য শাস্তি থেকে বেশী দেয়াও অবিচার হবে। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের অবিচার  
থেকে মুক্ত।

২৪. অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে—তোমরা কিছু ভালো কাজ দুনিয়াতে করে  
থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের  
আকারে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে তোমাদের প্রাপ্য কিছু নেই। এ থেকে প্রমাণিত  
হয় যে, ঈমান ছাড়া কাফিরদের কোনো সৎকাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয় ;  
আখেরাতে সেগুলো মূল্যহীন। কাফিরদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি  
সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মু'মিনদের ব্যাপারে এমন নয়,  
তারা দুনিয়াতে ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-সম্মান লাভ করলেও আখেরাতের  
প্রাপ্য থেকে তারা বঞ্চিত হবে না।

কাফিররা দুনিয়াতে গর্ব-অহংকার করে ঈমান ও সৎকর্ম থেকে যেমন বিরত থেকেছে  
তেমনি তাদের জন্য নির্ধারিত আছে লাঞ্ছনাকর আযাব। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত  
থাকার কারণে এটা হলো তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী।

রাসূলুল্লাহ সা., সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার  
অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনেতিহাস এ সাক্ষ্যই দেয়। রাসূলুল্লাহ সা.  
মুয়ায রা.-কে ইয়ামন পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়েছিলেন—‘দুনিয়ার ভোগ-বিলাস  
থেকে বেঁচে থাকো’। হযরত আলী রা. বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন যে,  
যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে স্বল্প রিয়িক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ  
তা'আলা তার স্বল্প আমলেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। (মাযহারী)

### ২য় রুকু' (১১-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মেনে চলা-ই মু'মিনের পরিচয়। আর কুরআন মেনে চলতে অস্বীকার করাই কুফরী।
২. আল কুরআনকে পুরনো মিথ্যা কাহিনী বলে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে কুফরী কাজ। এমন কাজ যারা করে তারা অবশ্যই কাফির।
৩. কুরআন মাজীদের সত্যতার এটা একটা প্রমাণ যে, কুরআন অতীতের আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে। যারা এ কিতাবকে প্রত্যাখান করে তারা নিজেরা নিজেদের ওপর যুলুম করে। তাদের জন্য কুরআন সতর্ককারী।
৪. যারা কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ে, তারাই সৎকর্মশীল; আর তাদের জন্য কুরআন সুসংবাদ প্রদানকারী।
৫. আল্লাহর ওপর অটল ঈমান এবং তদনুযায়ী কাজ করলেই মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য কোনো ভয় বা দুঃশঙ্কতা নেই। এমন লোক অবশ্যই জান্নাতের বাসিন্দা হবে।
৬. জান্নাত হবে মু'মিনদের দুনিয়াতে সৎকর্মের প্রতিদান। জান্নাতের সুখ হবে নির্ভেজান, যার সাথে দুঃখের কণামাত্র মিশ্রণও থাকবে না।
৭. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের প্রতি আল্লাহর আদেশ। এ আদেশ অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই।
৮. সন্তানের সদ্ব্যবহার করার অধিকার পিতার চেয়ে মাতার তিনগুণ বেশী। এর কারণ মাতার গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসবের কষ্ট এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত লালন-পালনের কষ্ট—এসব কষ্ট পিতাকে ভোগ করতে হয় না।
৯. ছয় মাসে কোনো নারী পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ সন্তান প্রসব করলে তা তার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বলে গৃহীত হবে।
১০. মানুষ যখন চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপক্বতা আসে এবং সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার মধ্যে আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার প্রবণতা আসে।
১১. মানুষ আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে যার হিসেব করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। একমাত্র মু'মিন বান্দাহগণই আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায়ে সচেষ্ট থাকে।
১২. যারা আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করে না তারাই কাফির; আর কাফিরদের ঠিকানা জাহান্নাম।
১৩. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থাকে ব্যক্তিগতভাবে থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে নিজেকে সার্বিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা।
১৪. আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত সংগ্রামী বান্দাহর সকল সৎকর্ম গ্রহণ করে নেন এবং তার সকল সগীরা বা ছোট গুনাহ-খাতা এমনিতেই ক্ষমা করে দেন এবং বড় গুনাহের জন্য কৃত তাওবাও গ্রহণ করে নেন।
১৫. উপরোক্ত বান্দাহদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দানের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদার কখনো ব্যতিক্রম হয় না।
১৬. মাতা-পিতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও তাদের সাথে অসাদাচরণ কোনো মু'মিন বান্দাহর কাজ।

হতে পারে না। এমন কাজ যারা করে তারা আখিরাতে অবিশ্বাসী। আর আখিরাতে অবিশ্বাসীদের প্রকৃত অর্থে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয়ই বরবাদ।

১৭. মাতা-পিতার সাথে অসচ্চাদরণকারী দুনিয়াতেও শান্তি পেতে পারে না, আর আখিরাতে তো তার জন্য কঠিন শান্তি নির্ধারিত, কেননা সে আখেরাতে বিশ্বাসী নয়।

১৮. যার আখিরাতে বিশ্বাস দৃঢ় ও মজবুত, তার জীবন ও কর্মে তার প্রতিফলন অবশ্যই ফুটে উঠবে।

১৯. সুদূর অতীত থেকেই জ্বিন ও মানব জাতির মধ্যে দু'টো ধারা চলে আসছে—একদল আল্লাহর কিতাবের অনুগত। অপর দল বিদ্রোহী। কিয়ামত পর্যন্ত এ দু'টো ধারা জারী থাকবে।

২০. আল্লাহর অনুগতদের স্থান হলো চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত। আর বিদ্রোহীদের স্থান হলো চিরস্থায়ী দুঃখের আবাস জাহান্নাম।

২১. দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তাদের বিশ্বাস ও কর্ম অনুসারে আখিরাতে যথাযথ প্রতিদান পাবে। কারো প্রতি অণুমান্য অবিচারও করা হবে না।

২২. কোনো সৎকর্মশীল বান্দাহকে তার প্রাপ্য প্রতিদান থেকে অণু পরিমাণ কম দেয়া হবে না। আর কোনো অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তির অণুমান্য বেশী দেয়া হবে না।

২৩. কাফিরদের সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়ার বিভূ-বৈভব ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির আকারে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। ফলে তাদের সৎকর্মের আখিরাতে কোনো পুরস্কার তারা পাবে না।

২৪. আখিরাতে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যে, তারা তাদের সৎকর্মের প্রতিদান কোথায় কিভাবে ভোগ করেছে এবং তাদের সাজা ভোগের কারণও তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে।



সূরা হিসেবে রুক্ব'-৩

পারা হিসেবে রুক্ব'-৩

আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٣٥﴾ وَاذْكُرْ أَصْحَابَ إِدْرِيقِ إِذْ أَنْذَرْنَاهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذِيرُ

২১. আর আপনি 'আদ' সম্প্রদায়ের ভাই (হুদ)-এর কথা উল্লেখ করুন, যখন তিনি আহ্কাফে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন<sup>২৫</sup> আর নিঃসন্দেহে অনেক সতর্ককারী গত হয়ে গেছে।

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ

তাঁর নিকট অতীতেও এবং তাঁর পরেও (তিনি সতর্ক করেছিলেন এ মর্মে) যে, তোমরা ইবাদত করো না আল্লাহ ছাড়া (অন্য কারো) ; আমি নিশ্চিত আশংকা করছি

﴿٣٥﴾-আর ; অ-আপনি উল্লেখ করুন ; অ-ভাই (হুদ)-এর কথা ; এ-আদ সম্প্রদায়ের ; অ-যখন ; অ-তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন ; অ-তঁর (قوم+)-তঁর সম্প্রদায়কে ; অ-আর ; অ-আহ্কাফে ; অ-আর ; অ-নিঃসন্দেহে গত হয়ে গেছে ; অ-তাঁর নিকট-অতীতেও ; অ-তাঁর (من+বিন+যদি+)-তাঁর নিকট-অতীতেও ; অ-তাঁর পরেও ; অ-তাঁর (من+খলফ+)-তাঁর পরেও ; অ-এবং ; অ-এবং ; অ-আল্লাহ ; অ-আমি নিশ্চিত ; অ-আশংকা করছি ;

২৫. আদ জাতির শক্তি-ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আরবদের মুখে মুখে প্রচারিত বিষয় ছিলো এবং পরিণতি সম্পর্কেও তারা ওয়াকফহাল ছিলো, তাই আয়াতে তাদের করণ পরিণতির কথা উল্লেখ করে কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। 'আদ জাতি তাদের প্রতি প্রেরিত নবী হুদ আ.-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যে করণ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো, তেমনি মুহাম্মদ সা.-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে মক্কার কাফিরদের পরিণতিও তার চেয়ে ভিন্নতর হবে না বলে আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে।

'কাওমে 'আদ'-এর আবাসভূমি বর্তমান ওমান থেকে পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণে ইয়ামন পর্যন্ত-বিস্তৃত ছিলো। কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুসারে তাদের আদি বাসস্থান 'আল আহ্কাফ' ছিলো। এখান থেকে বের হয়ে তারা আশেপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিলো। বর্তমানে এ অঞ্চলটি জন-মানব ও গাছ-পালা হীন ধূধু বালুকাময় মরুভূমি। বর্তমানে সেখানে কোনো মানুষের যাতায়াতও নেই। হাদ্রামাউতের উত্তর প্রান্তে কোনো উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকালে শুধু ধূধু বালুকাময় মরুপ্রান্তর-ই দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার বালু অত্যন্ত মিহি ও সাদা সেখানে এমন ভূমিখণ্ডও আছে,

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٤﴾ قَالُوا اجْتَنَبْنَا لَتَأْفِكَنَا عَنِ الِْمْتَنَاءِ فَاتِنَا

তোমাদের ওপর এক ভীষণ দিনের আযাবের। ২২. (তখন) তারা বলেছিলো—“তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, আমাদের উপাস্যদের (উপাসনা) থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে, তাহলে এসো না আমাদের ওপর

بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

তা নিয়ে যার (যে আযাবের) ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছে, যদি তুমি হয়ে থাকো সত্যবাদীদের শামিল।

২৩. তিনি বললেন, “সেই জ্ঞান তো শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে।”

وَأَبْلِغْكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ

“আর আমি তো তোমাদেরকে তা-ই পৌছে দিচ্ছি যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি; কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি মূর্খ লোকদের মতো কথা বলছো।” ২৪. অতপর যখন তারা তাকে (আযাবকে) দেখলো

عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর; عَذَابَ-আযাবের; يَوْمٍ-এক দিনের; عَظِيمٍ-ভীষণ।

﴿٢٤﴾-তখন তারা বলেছিলো-اجْتَنَبْنَا-(+জিতনা)-তুমি কি-আমাদের কাছে এসেছো; لَتَأْفِكَنَا-(+লতআফকনা+না)-এজন্য যে, আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে; عَنِ- (উপাসনা) থেকে; الِْمْتَنَاءِ-(+লিমতনা)-আমাদের উপাস্যদের; فَاتِنَا-(+ফাতনা+না)- তাহলে এসো না আমাদের ওপর; بِمَا-তা দিয়ে যার (যে আযাবের); تَعِدُنَا-ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছে; إِنْ-যদি; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাকো; مِنَ-শামিল; الصّٰدِقِیْنَ-সত্যবাদীদের। ﴿٢٥﴾-তিনি বললেন; إِنَّمَا-শুধুমাত্র; الْعِلْمُ-সেই জ্ঞান তো; أَرَاكُمْ-(+আরি+কুম)-আমি তো তোমাদেরকে দেখছি; تَجْهَلُونَ-মূর্খ লোকদের মতো কথা বলছো। ﴿٢٨﴾-অতপর যখন; رَأَوْهُ-(+রাওহু)-তাকে (আযাবকে) তারা দেখলো;

যেখানে কোনো বস্তু পতিত হলে তা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বালুকারাশির মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে। আরব বেদুইনরাও সেদিকে যেতে ভয় পায়। দূর থেকে যদি সেসব ভূখণ্ডে কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা হয়, তা পাঁচ মিনিটের মধ্যে বালুকারাশির মধ্যে ডুবে যায়। এমনকি বস্তুটি যদি কোনো রশির সাথে বাঁধা থাকে রশির যে প্রান্ত বস্তুটির সাথে বাঁধা থাকে তা-ও গলে যায়। অথচ এক সময় এ এলাকাটি ছিলো তৎকালীন সময়ের অত্যন্ত প্রত্যাশালী জাতি ‘কাওমে ‘আদের’ জমকালো আবাস ভূমি। আল্লাহর নবীর কথা অমান্য করার ফলে তাদের এমন পরিণতি হয়েছিলো যে, বর্তমানে তারা ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে।

২৬. অর্থাৎ হঠকারিতা করে আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ আল্লাহ

عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْ دِيْتِهِمْ ۗ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا ۗ بَلْ هُوَ مَا

তাদের উপত্যকার অভিমুখী অহসরমান, তারা বলে উঠলো, “এটা তো আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে অহসরমান ; না<sup>২৬</sup>, বরং ওটা তা-ই

اَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٍ فَيَهَا عَنَّا ابَّ الْيَمْرِ ۗ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে ; (এটা ছিলো) — প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, তাতে ছিলো যন্ত্রণাদায়ক আঘাব ।  
২৫. তা ধ্বংস করে দেবে প্রত্যেকটি বস্তুকে তার প্রতিপালকের নির্দেশে,

فَاصْبِرُوا لَآيْرِي إِلَّا مَسْكِنَهُمْ ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمَجْرِمِينَ ۝

অতঃপর তাদের ভোর হলো (এমনভাবে) যে, তাদের বাসস্থানগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না ; আমি এমনই প্রতিফল দিয়ে থাকি পাপাচারী সম্প্রদায়কে ।<sup>২৬</sup>

عَارِضًا-অহসরমান; مُّسْتَقْبِلَ-অভিমুখী ; أَوْ دِيْتِهِمْ-(অু+দী+হম)-তাদের উপত্যকার ; قَالُوا-তারা বলে উঠলো ; هَذَا-এটা তো ; عَارِضٌ-অহসরমান ; مُّطِرُنَا-আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে ; بَلْ-না, বরং ; هُوَ-ওটা ; مَا-তা-ই ; اَسْتَعْجَلْتُمْ-তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে ; رِيْحٍ-বাতাস ; فَيَهَا-তাতে ছিলো ; عَنَّا-আমাদের ; ابَّ الْيَمْرِ-প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস ; تَدْمِرُ-ধ্বংস করে দেবে ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; بِأَمْرِ-নির্দেশে ; رَبِّهَا-তার প্রতিপালকের ; إِلَّا-অতঃপর তাদের ভোর হলো (এমনভাবে) যে, مَسْكِنَهُمْ-(মসাকন+হম)-তাদের বাসস্থানগুলো ; كَذَلِكَ-এমনই ; نَجْزِي-আমি প্রতিফল দিয়ে থাকি ; الْقَوْمَ-সম্প্রদায়কে ; الْمَجْرِمِينَ-পাপাচারী ।

তা'আলা কত দিন তোমাদেরকে দেবেন, তা একমাত্র তিনিই জানেন। আমার কাজ হলো তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া।

২৭. অর্থাৎ আন্দাহর আঘাব সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতার কারণেই তোমরা অজ্ঞ-মূর্খদের মতো তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো। তোমাদের আচার-আচরণের ফলে তোমরা আঘাবের যোগ্য হয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছো।

২৮. আকাশে মেঘ দেখে 'আদ জাতি মনে করেছিলো যে, এটা বুঝি বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক ছিলো না, এটা ছিলো প্রচণ্ড ঝড়-তুফান যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছিলো। তাদের ধারণার জবাবে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ই এর সাক্ষ্য দিচ্ছিলো।



৩১. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমেই মানুষ সত্যকে সঠিকভাবে দেখতে, শুনতে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, তারা চোখ থাকে সন্তোষেও সত্যকে দেখতে সমর্থ হয় না, তাদের কান থাকে সন্তোষেও সত্যের বাণী শুনতে তারা সক্ষম হয় না এবং তাদের অন্তর থাকে সন্তোষেও দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সত্যের নিদর্শন বাণী উপলব্ধি করে সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে।

### ‘ওয় রুকু’ (২১-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত হুদ আ. ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের এক শক্তিমান জাতি ‘আদ’-এর নিকট প্রেরিত আল্লাহর নবী। ‘আদ’জাতির শৌর্য-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে মক্কার কুরাইশ কাফিররা অবগত ছিলো, তাই তাদের নিকট ‘আদ’ জাতির পরিণতির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

২. আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান অমান্য করা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। ‘আদ’ জাতির পরিণতি থেকে এ শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি।

৩. সত্যের পতাকাবাহী একদল মানুষ চিরদিন দুনিয়াতে থাকবে। অতীতে যেমন ছিলো, বর্তমান কালেও আছে। আর অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবে।

৪. কুরআন মাজীদেবর এ সতর্কবাণী রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে প্রযোজ্য ছিলো, বর্তমানকালেও প্রযোজ্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য থাকবে।

৫. কাফির ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের ওপর যেসব অভিযোগ-আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, নবী-রাসূলদের মিশন নিয়ে যারা এগিয়ে যাবে, তাদের ওপরও একই অভিযোগ-আপত্তি সর্বকালেই উত্থাপিত হবে।

৬. আল্লাহ তা‘আলা বাতিলের অপতৎপরতা চালানোর সুযোগ কতদিন পর্যন্ত দেবেন, তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা-ই জানেন। সত্যের পতাকাবাহীদের কাজ হলো সত্যের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের করণ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া।

৭. ‘আদা’ জাতি যেমন সত্য প্রত্যাখ্যানের ফলে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে, বর্তমানেও সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্যপন্থীদের ওপর যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে বেঁচে যেতে পারবে না।

৮. ‘আদ’ জাতিকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের নাম-নিশানা মুছে দেয়া হয়েছিলো। বর্তমানে তারা শুধুমাত্র ইতিহাস হয়ে আছে। দুনিয়াতে যে কোনো জাতি-গোষ্ঠী যুলুম-অত্যাচার ও পাপাচারে সীমালংঘন করবে, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও তাদের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। তবে তার সময়টা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

৯. আল্লাহর গযব যখন নেমে আসবে, তখন দুনিয়ার কোনো প্রযুক্তি দ্বারা তার প্রতিরোধের চেষ্টা চালানো বৃথা প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা এবং তাঁর দরবারে নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিকল্প কোনো পথ নেই।

১০. মানুষকে আল্লাহ চোখ দিয়েছেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে সঠিক পথে চলার জন্য; কান দিয়েছেন আল্লাহর বাণী শুনে সঠিক পথের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য; আর অন্তর দিয়েছেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও বাণীর মর্ম দেখে-শুনে উপলব্ধি করার জন্য।

১১. আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও বাণীর মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেই মানুষের ব্যর্থতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে করণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।



সূরা হিসেবে রুকু'-৪

পারা হিসেবে রুকু'-৪

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ

২৭. আর নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তোমাদের আশেপাশের অনেক জনপদ এবং আয়াতসমূহ  
বারবার নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, সম্ভবত তারা ফিরে আসবে।

﴿٢٨﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل

২৮. তবে কেনো তাদেরকে ওরা সাহায্য করলো না যাদেরকে তারা আল্লাহর পরিবর্তে  
(আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে<sup>২২</sup>; বরং

﴿٢٩﴾-আর ; وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا-নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম ; مَا حَوْلَكُمْ-  
তোমাদের আশেপাশের ; مِنَ الْقَرْيَةِ-অনেক জনপদ ; وَ-এবং ; وَصَرَفْنَا-বারবার  
নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ; الْآيَاتِ-আয়াতসমূহ ; لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; يَرْجِعُونَ  
-ফিরে আসবে। ﴿٢٨﴾-তবে কেনো তাদেরকে (ف+لولا+انصرهم)-  
সাহায্য করলো না ; مِنَ الَّذِينَ-ওরা, যাদেরকে ; اتَّخَذُوا-তারা গ্রহণ করে নিয়েছে ;  
مِن دُونِ-পরিবর্তে ; اللَّهُ-আল্লাহর ; قُرْبَانًا (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য ;  
آلِهَةً-উপাস্যরূপে ; بَل-বরং ;

৩২. অর্থাৎ কুফর ও শিরকের কারণে আমি তোমাদের আশেপাশের অনেক জনপদকে  
ধ্বংস করে দিয়েছি। এখানে আশেপাশের জনপদ বলে সামূদ ও লূত সম্প্রদায়ের  
এলাকা বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা ব্যবসায়ীক সফরে এসব এলাকা অতিক্রম  
করতো, মক্কার একদিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত। তাই 'মা হাওলাকুম'  
বলা হয়েছে।

মক্কার কাফির-মুশরিকরা কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয় এভাবে—প্রথমে তারা আল্লাহর  
কিছু প্রিয় বান্দাহকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা  
দেখানো শুরু করে। এদের ধারণা ছিলো যে, তাঁদের অসীলায় এরা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে  
পারবে। ক্রমান্বয়ে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে  
নেয়। তাদেরকেই সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে। তাঁদের কাছেই প্রার্থনা জানাতে শুরু  
করে। তাঁদের প্রতি এ বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করে যে, তাঁরাই ক্ষমতা-কর্তৃত্বের  
মালিক। বিপদে তাঁরা এদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে কিন্তু তাদের একপুঁয়েমি  
ও হঠকারিতার দরুন যখন আল্লাহর গণ্য নেমে আসলো, তখন এদের এ উপাস্যগণ

ضَلُّوا عَنْهُمْ<sup>٢٤</sup> وَذَلِكَ<sup>٢٥</sup> اِفْكَرُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ<sup>٢٦</sup> وَإِذْ صَرَفْنَا<sup>٢٧</sup> إِلَيْكَ

ওরা তাদের কাছে থেকে উধাও হয়ে গেছে ; আর এটা ছিলো তাদের বানোয়াট কথা এবং তা, যা তারা নিজেরা রচনা করে নিয়েছিলো । ২৪. আর (স্মরণ করুন) যখন আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছিলাম

نَفَرًا<sup>٢٨</sup> مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ<sup>٢٩</sup> فَلَمَّا حَضَرُوهُ<sup>٣٠</sup> قَالُوا أَنصِتُوا<sup>٣١</sup> فَلَمَّا

জিনদের একটি দলকে, তারা কুরআন পাঠ শুনছিলো, তারপর যখন তারা সেখানে (কুরআন পাঠের স্থানে) উপস্থিত হলো, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করলো—চুপ করে শোন, অতপর যখন

ضَلُّوا-ওরা উধাও হয়ে গেছে; عَنْهُمْ-তাদের কাছ থেকে; وَ-আর; ذَلِكَ-এটা ছিলো; - كَانُوا يَفْتَرُونَ; وَمَا-তা, যা; -اِفْكَرُمْ-তাদের বানোয়াট কথা; -وَ-এবং; -صَرَفْنَا-তারা নিজেরা রচনা করে নিয়েছিলো। ২৫. -وَ-আর; -إِذْ-(স্মরণ করুন) যখন; -إِلَيْكَ-আমি আকৃষ্ট করে দিয়েছিলাম; -الْجِنِّ-আপনার প্রতি; -نَفَرًا-একটি দলকে; -يَسْتَمِعُونَ-জিনদের; -الْقُرْآنَ-কুরআন পাঠ; -فَلَمَّا-তারপর যখন; -حَضَرُوهُ-তারা সেখানে (কুরআন পাঠের স্থানে) উপস্থিত হলো; -قَالُوا-তারা পরস্পরে বলাবলি করলো; -أَنصِتُوا-চুপ করে শোনো; -فَلَمَّا-অতপর যখন;

এদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো না ; বরং উপাস্যরা নিজেরাই কোথায় উধাও হয়ে গেলো। আসলে তাদেরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করার বিষয় ছিলো কাফির-মুশরিকদের মনগড়া ও মিথ্যা।

৩৩. অত্র আয়াতে জিনদের প্রথম উপস্থিতির ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে ; যা 'নাখলা' উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছিলো। বিভিন্ন বর্ণনায় জিনদের একাধিক উপস্থিতির কথা জানা যায়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সা. তায়েফ থেকে নিরাশ হয়ে মক্কা ফেরার পথে নাখলা প্রান্তরে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে ইশা, ফজর বা তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। সে সময় জিনদের একটি দল সে স্থান অতিক্রম করছিলো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য যাত্রা বিরতি করে। তবে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে তখন সাক্ষাত করেনি। এমনকি তিনি জিনদের আগমন অনুভবও করেননি। পরে আব্দুল্লাহ তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন।

'নাখলা' প্রান্তরে 'আয যায়মা' ও 'আস সায়লুল কাবীর' নামক দু'টো স্থানে তায়েফ থেকে আগমনকারীরা অবস্থান করতো। কারণ এ দু'টো স্থানে পানি ও উর্বরতা বিদ্যমান ছিলো। এ দু'টো স্থানের যে কোনো এক স্থানেই রাসূলুল্লাহ স. অবস্থান করেছিলেন। জিনদের দলটি নামাযে রাসূলুল্লাহ স.-এর কুরআন পাঠ শুনে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়।

قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ

(কুরআন পাঠ) শেষ হলো, তারা ফিরে গেলো তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারী হিসেবে। ৩৫. তারা বললো—  
“হে আমাদের কাওম! আমরা অবশ্যই এমন একটি কিতাব (পাঠ) শুনেছি, (যা) নাযিল করা হয়েছে

مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٦﴾

মূসার পরে। (এটা) সত্যায়নকারী ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের, এটা পরিচালিত করে সত্যের দিকে এবং সরল-সঠিক-মজবুত পথের দিকে।

﴿٣٦﴾ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم

৩৬. হে আমাদের কাওম! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তোমরা তার প্রতি ঈমান আনো, তিনি (আল্লাহ), তোমাদেরকে— তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করবেন

- قَوْمِهِمْ; وَلَوْ-তারা ফিরে গেলো; إِلَى-কাছে; قُضِيَ-(কুরআন পাঠ) শেষ হলো; مُنْذِرِينَ-তাদের সম্প্রদায়ের; قَالُوا-তারা বললো; ﴿٣٥﴾-তাদের সতর্ককারী হিসেবে; قَوْمَنَا-হে আমাদের কাওম; إِنَّا-আমরা অবশ্যই; سَمِعْنَا-শুনেছি; كِتَابًا-এমন একটি কিতাব (পাঠ); أُنزِلَ-নাযিল করা হয়েছে; مِنْ بَعْدِ-পরে; مُوسَىٰ-মূসার; مُصَدِّقًا-ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের; وَيَهْدِي-এটা পরিচালিত করে; إِلَى-দিকে; الْحَقِّ-সত্যের; وَ-এবং; طَرِيقٍ-পথের; مُسْتَقِيمٍ-সরল-সঠিক-মজবুত। ﴿٣٦﴾- (যা+ক্বোম+না)- يَقَوْمَنَا-হে আমাদের কাওম; أَجِيبُوا-তোমরা ডাকে সাড়া দাও; دَاعِيَ-আহ্বানকারীর; اللَّهُ-আল্লাহর দিকে; وَ-এবং; آمِنُوا-তোমরা ঈমান আনো; بِهِ-তার প্রতি; يَغْفِرُ-তিনি (আল্লাহ) ক্ষমা করে দেবেন; مِّن ذُنُوبِكُمْ-(মন+ডনুব+কম)-তোমাদেরকে; وَيُجِرْكُم-তোমাদের গুনাহগুলোকে; وَ-এবং; يُجِرْكُم-(যিগ্র+কম)-তোমাদেরকে রক্ষা করবেন;

অতপর তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকে। তাদের প্রচারের ফলে আরো তিনশত জ্বিন ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়।

(রুহুল মায়ানী)

৩৪. এখানে ‘মূসার পরে’ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ জ্বিনেরা হযরত মূসা আ. এবং অন্যান্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখতো। তারা কুরআন পাঠ শুনে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো যে, হযরত মূসা আ. ও নবী-রাসূলগণ যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, এটাও একই দাওয়াত ও শিক্ষা দিচ্ছে। অতএব তারা এ কিতাবের বাহকের প্রতি ঈমান আনলো।



الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٨﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا

মৃতদেরকে ; কেনো নয় ! তিনি অবশ্যই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । ৩৪ আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যেদিন উপস্থিত করা

عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۗ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا

জাহান্নামের সামনে (জিজ্ঞেস করা হবে) — ‘এটা কি সত্য নয়?’ তারা বলবে — ‘হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম (এটা সত্য) তিনি (আল্লাহ) বলবেন — “তবে তো শাস্তির মজা ভোগ করো,

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۗ

কারণ তোমরা (এটাকে) অস্বীকার করতে ।” ৩৫. অতএব আপনি সবর করুন, যেভাবে সবর করেছিলেন রাসূলদের মধ্য থেকে দৃঢ়চেতা রাসূলগণ এবং তাড়াছড়ো করবেন না তাদের ব্যাপারে”

كَانَ هُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يوعَدُونَ ۗ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۗ بَلَّغْ

তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে যেদিন তারা তা দেখবে, তখন তাদের মনে হবে (দুনিয়াতে) তারা দিনের অল্প কিছু সময় ছাড়া অবস্থান করেনি — এটা শুধু সংবাদ পৌছে দেয়া ;

সর্ব- عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ; তিনি অবশ্যই ; إِنَّهُ-কেনো নয় ; بَلَىٰ-মৃত্যুদেরকে ; الْمَوْتَىٰ-

বিষয়ে ; الْقَدِيرُ-সর্বশক্তিমান । ৩৪-আর ; وَيَوْمَ-যেদিন ; يُعْرَضُ-উপস্থিত করা হবে ;

الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; عَلَى-সামনে ; النَّارِ-জাহান্নামের ;

قَالُوا-এটা ; بِالْحَقِّ-সত্য ; هَذَا-এটা ; أَلَيْسَ-নয় কি ; (اليس)- (জিজ্ঞেস করা হবে) ; رَبِّنَا-

আমাদের প্রতিপালকের কসম (এটা সত্য) ; وَرَبِّنَا-হাঁ ; بَلَىٰ-তারা বলবে ;

الْعَذَابَ-তবে তো মজা ভোগ করো ; فَذُوْقُوا-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; قَالَ- (এটা সত্য) ;

فَاصْبِرْ ۗ (৩৫) كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ-তোমরা (এটাকে) অস্বীকার করতে ।

أُولُو الْعَزْمِ-যেভাবে সবর করেছিলেন ; كَمَا صَبَرَ-অতএব আপনি সবর করুন ;

الرُّسُلِ-রাসূলদের ; مِنَ-এবং ; الرُّسُلِ-দৃঢ়চেতা রাসূলগণ ;

لَا-এবং ; تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ-তাদের ব্যাপারে ; لَمْ يَلْبَثُوا-তাদের মনে হবে ;

يَرُونَ-তারা দেখবে ; مَا-তা, যে বিষয়ে ; يُوْعَدُونَ-তাদেরকে সতর্ক করা

হচ্ছে ; يَوْمَ-যেদিন ; نَهَارٍ-তারা অবস্থান করেনি (দুনিয়াতে) ; إِلَّا-ছাড়া ; سَاعَةً-অল্প কিছুক্ষণ ;

بَلَّغْ-এটা শুধু সংবাদ পৌছে দেয়া ; مِنْ نَّهَارٍ-দিনের ;

প্রায় ছয়টি দল এসেছিলো । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর ৩টি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে জ্বিনদের সাক্ষাতের বিবরণ পাওয়া যায় ।

## فَهَلْ يَمْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ

তবে কি পাপাচারী সম্প্রদায় ছাড়া (অন্য কাউকে) ধ্বংস করা হয়ে থাকে ?

الْقَوْمَ - ছাড়া (অন্য কাউকে) ; فَهَلْ يُهْلِكُ - তবে কি ধ্বংস করা হয়ে থাকে ; الْفَاسِقُونَ - পাপাচারী ।

৩৬. এ বাক্যটি আল্লাহর পক্ষ থেকে উক্ত হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ বাক্যের ধরন থেকে এমনই বুঝা যায়। তবে এটা জ্বিনদের পক্ষ থেকে উক্ত হতে পারে।

৩৭. অর্থাৎ আগেকার নবী-রাসূলগণ যেভাবে দিনের পর দিন বিপক্ষ শক্তির ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যুলুম-নির্যাতন উপেক্ষা করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছিলেন, আপনিও তাঁদের মতো ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পালন করুন। বিরোধীদের ঈমান আনা বা ঈমান না আনলে তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো শাস্তি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।

### ৪র্থ রুকু' (২৭-৩৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অতীতে যেসব জাতি আল্লাহর নবীদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে আল্লাহর দীনের বিরোধিতা করেছে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিয়েছেন, আর আখিরাতের শাস্তিতে নির্ধারিত আছেই।

২. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হঠকারী-জাতিগুলোকে শাস্তি দেয়ার আগে সঠিক পথে আসার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে ; সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এসেছে।

৩. উল্লিখিত জাতিসমূহের ধ্বংসের মূল কারণ হলো— তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অতীতের সৎলোকদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।

৪. মুশরিকদের উপাস্যরা তাদের ধ্বংসযজ্ঞের সময় কোনো উপকারে আসেনি। এতে মুশরিকদের সকল ধারণা-বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

৫. জ্বিন জাতি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী গর্ব-অহংকারী ছিলো ; কিন্তু আল্লাহর কিতাব কুরআন পাঠ শুনে তারা ঈমান এনেছিলো—এটা মানব জাতির জন্য লজ্জাকর ব্যাপার।

৬. আল্লাহ তা'আলা জ্বিন জাতির ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে অবিশ্বাসী মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন। মানুষ জ্বিন থেকে জ্ঞান-বুদ্ধিতে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বাণী শোনা, বুঝা ও গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে—এটা আফসোসের বিষয়।

৭. জ্বিনেরা ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন আঙনের তৈরী আল্লাহর অপর এক সৃষ্টি। এরা নিজের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। এদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই আছে, পানাহার করে। আখিরাতে মানুষের মতো এদেরও হিসাব হবে এবং পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

৮. জ্বিন জাতিও মানুষের মতো বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে কাফির-মুশরিক জ্বিন যেমন আছে, তেমনি মু'মিন জ্বিনও আছে।

৯. কুরআন মাজীদ তার আগেকার সকল আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সত্যের পথ প্রদর্শনকারী আসমানী কিতাব।

১০. সর্বশেষ নবী ও রাসূল সা.-এর তিরোধানের পর মানব জাতিকে সত্যের দিকে আহ্বান করার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর।

১১. মুসলিম উম্মাহর আহ্বানে যারা সাড়া দিয়ে ঈমান আনবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং আখিরাতে তাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

১২. যারা মুসলিম উম্মাহর সত্যের দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, তারা আল্লাহ তাআলার কোনো সিদ্ধান্তে দুনিয়াতেও বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না; আর আখিরাতেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে না।

১৩. আল্লাহর বিধান অমান্যকারী কাফির ও মুশরিকদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো সাহায্যকারীও আখেরাতে পাওয়া যাবে না।

১৪. আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। সুতরাং তিনি তাঁর কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিতেও সক্ষম।

১৫. আখেরাতে অপরাধীদেরকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামের শাস্তির সত্যতা প্রমাণ করা হবে। তারা সেদিন আর অস্বীকার করতে পারবে না, তখন তাদের নিজেদের সাক্ষ্যই তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

১৬. আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা যাবে না।

১৭. দিনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ কতে হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। যথাসময়ে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

১৮. দিনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা যেদিন শাস্তির মুখোমুখী হবে, সেদিন দুনিয়ার জীবনকালকে এক দিনের সামান্য অংশ বলে মনে হবে।

১৯. ধীনের পথে আহ্বানকারীদের দায়িত্ব শুধুমাত্র আখিরাতে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া। এটা মানা বা না মানার দায়-দায়িত্ব মানুষের নিজেদের।

২০. কাফির-মুশরিক পাপাচারী সম্প্রদায় ছাড়া আখিরাতে কাউকেই চূড়ান্ত ধ্বংসের শিকার করা হবে না।

২১. আখিরাতে চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে হলে ঈমান ও সৎকর্মের সাথে দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।



## সূরা মুহাম্মদ-মাদানী

আয়াত ৪ ৩৮

রুকু' ৪ ৪

## নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ সা.-এর মহান নামটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ সূরাতে 'কিতাল' তথা যুদ্ধ-জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরাটি 'সূরা আল কিতাল' নামেও সুপরিচিত।

## নাযিলের সময়কাল

'সূরা মুহাম্মদ' রাসূলুল্লাহ সা.-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই নাযিল হয়েছে। এ সময়টা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময়। পবিত্র মক্কা নগরী এবং সাধারণভাবে গোটা আরবের সর্বত্র মুসলমানরা বাতিল শক্তির যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়েছিলো। মুসলমানদের জীবনযাপন অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিলো। আরবের সকল অঞ্চল থেকে হিজরত করে মুসলমানরা দীন ও ঈমান রক্ষার জন্য মদীনায় এসে জড়ো হয়েছিলো। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাদেরকে মদীনায়ও শান্তিতে থাকতে দিতে রাজী ছিলো না। তারা ক্ষুদ্র ইসলামী শক্তিকে শক্তি প্রয়োগে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলো। তারা মদীনার চারদিক থেকে অবরোধ করে রেখেছিলো। অতপর মুসলমানদের সামনে দু'টো পথ খোলা ছিলো। হয়ত তারা দীন ও ঈমান পরিত্যাগ করে আবার জাহেলিয়াতের জীবনে ফিরে যাবে, নয়তো জীবনপণ করে লড়াই করে এ বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধান দেবে যে, আরবের মাটিতে ইসলাম থাকবে না-কি জাহেলিয়াত থাকবে। এমন একটি কঠিন সময়-সম্মুখণে সূরা মুহাম্মদ নাযিল হয়েছে। এ সূরা নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেটাই মুসলমানদের একমাত্র পথ।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় মুসলমানদেরকে যুদ্ধের প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া। সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে বিবদমান দল দু'টোর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, একটি দল সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক-এর অবস্থানে রয়েছে; আর অপর দলটির অবস্থান হলো, তারা মুহাম্মদ সা.-এর ওপর অবতীর্ণ সত্যকে মেনে নিয়েছে। তারা যে দীশকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, তাকে জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে তৎপর। তাদের অবস্থা যতই নাজুক হোক না কেনো, তাদের সংখ্যা যতই নগণ্য হোক না কেনো, তাদের সাজ-সরঞ্জাম যতই অপ্রতুল হোক আল্লাহর নির্দেশে তারা তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী সমগ্র আরবের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তাদের সমস্ত নির্ভরতা হলো আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের ওপর। আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত



হলো—সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী দলটির সকল চেষ্টা-সাধনা ও কাজ-কর্ম তিনি ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন। অপরদিকে সত্যের অনুগত দলটির সকল অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

এরপর মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রাথমিক নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য ও নির্দেশনা একমাত্র তারাই পাবে, কারণ তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্যের অনুসারী। আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহর সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। এ পর্যায়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য ও দিক নির্দেশনা দানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার সর্বোত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কখনো ব্যর্থ হবে না ; বরং তা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্রমান্বয়ে সুফল বয়ে আনবে।

অষ্টম আয়াত থেকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। তাদের সকল প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম ব্যর্থ হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের পরিণাম-পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ তারা আল্লাহর রাসূলকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছে।

২০ আয়াত থেকে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিকরা যুদ্ধের নির্দেশ আসার আগে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবেই পরিচয় দিতো, মুসলমানদের সাথেই জামায়াতে নামায আদায় করতো। যুদ্ধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা ভীত হয়ে পড়ে। তারা গোপনে মুসলমানদের শত্রু কাফিরদের সাথে আঁতাত করে, যাতে তারা যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর দীনের সাথে মুনাফিকী করার কারণে কোনো কর্মই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়নি।

যারা ঈমানের দাবিদার তারা নিজেদের পরীক্ষা নিয়ে দেখতে পারে, তার ঈমান কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই এ পরীক্ষা করে দেখতে পারে যে, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে আছে, না বাতিলের সাথে আছে। তার সহানুভূতি ও সমর্থন কি ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি, না কাফির ও কুফরীর প্রতি। সে কি নিজ সত্তা ও স্বার্থকে বেশী ভালোবাসে না-কি যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবি করে তাকে বেশী ভালোবাসে। এ পরীক্ষায় যদি প্রমাণিত হয়, তার সহানুভূতি ও সমর্থন ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি নেই ; তার দাবিকৃত ন্যায় ও সত্যের প্রতি তার ঈমানের চেয়ে সে নিজ সত্তা ও স্বার্থকে বেশী ভালোবাসে, তাহলে আল্লাহর কাছে তার নামায, রোযা ও যাকাত ইত্যাদি গৃহীত হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং তার ঈমানও সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত নয়। অতঃপর মুসলমানদেরকে নানাভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন কাফিরদের সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে এবং নিজেদের সংখ্যালঘুতা ও সহায়-সম্বলহীনতার কারণে সাহস ও মনোবল না হারায়। কাফিরদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে ; বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখে

আগ্রাসী কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের সাথে যেহেতু আব্বাহ আছেন, তাই তারাই আব্বাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করবে। আর কুফরী বাতিল শক্তির সাথে যেহেতু আব্বাহ নেই, সুতরাং তারা পরাজিত ও লালিত হবে।

অবশেষে মুসলমানদেরকে আব্বাহর পথে জানের সাথে আর্থিক কুরবানী দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও এ সময় মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিলো। কিন্তু মুসলমানদের সামনে তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন ছিলো। আরবে ইসলাম ও মুসলমান টিকে থাকবে, না-কি চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী প্রশ্ন তাদের সামনে ছিলো। নিজেদেরকে ও নিজেদের দীন ও ঈমানকে কুফরী আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং আব্বাহর যমীনে আব্বাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের জানমাল সর্বস্ব ব্যয় করা ছিলো পরিস্থিতির দাবি। এ পর্যায়ে আব্বাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এ ব্যাপারে কার্পণ্য করলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আব্বাহ তা'আলা সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখা গেলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য একটি দলকে দিয়ে তাঁর দীন রক্ষা করবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।



রুক'-৪

## ৪৭. সূরা মুহাম্মদ-মাদানী

আয়াত-৩৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

① الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ② وَالَّذِينَ آمَنُوا

১. যারা কুফরী করে<sup>১</sup> এবং (অন্যকে) আল্লাহর পথে (চলতে) বাধা দেয়<sup>২</sup>, তিনি (আল্লাহ) তাদের যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করে দেন<sup>৩</sup>। ২. আর যারা ঈমান এনেছে

① الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করে ; وَ-এবং ; صَدَّوْا-(অন্যকে) বাধা দেয় ; عَنْ سَبِيلِ-পথে (চলতে) ; اللَّهُ-আল্লাহর ; أَضَلَّ-তিনি (আল্লাহ) বিনষ্ট করে দেন ; أَعْمَالَهُمْ-তাদের যাবতীয় কর্ম (اعمال+هم)- ; ②-আর ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ;

১. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল যে দীনের দাওয়াত তাদের সামনে পেশ করেছে, তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

২. অর্থাৎ তারা নিজেরাও আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত কবুল করে না এবং অন্যদেরকেও তা কবুল করতে দেয় না।

কাফিররা বিভিন্ন উপায়ে মানুষকে দীনের পথে চলতে তথা ঈমান গ্রহণ করতে বাধা সৃষ্টি করতো। তারা জোর করে লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখতো। যারা গোপনে ঈমান আনতো, তা জানতে পারলে কাফিররা তাদের ওপর এমন যুলুম-নির্যাতন চালাতো যে, ঈমানের ওপর তাদের টিকে থাকা এবং অন্যদের ঈমান আনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তো। দীনের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো। কাফির ব্যক্তির কুফরী রীতিনীতি অনুসরণ করা-ই অন্যদের ঈমান গ্রহণের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। কারণ তার ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠান, তার সামাজিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও রীতিনীতি সত্য দীনের প্রচার ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাঁর পথে চলতে বাধা দেয়ার কারণে আল্লাহ কাফিরদের চেষ্টা ও শ্রম সঠিক পথে ব্যয়িত হওয়ার তাওফীক ছিনিয়ে নেন। এখন থেকে তাদের সকল কাজকর্ম ও চেষ্টা-সাধনা ভ্রান্ত পথেই পরিচালিত হবে। তারা যেসব কাজকে উন্নত নৈতিক কাজ বলে মনে করতো, যেমন হাজীদের খেদমত, মেহমানদের আতিথেয়তা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কাজগুলোর প্রতিদানও তারা পাবে না। এর অর্থে এটাও শামিল রয়েছে যে, সত্যের দাওয়াতকে বন্ধ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিররা যে তৎপরতা চালাচ্ছে, তা আল্লাহ ব্যর্থ করে দেবেন। তাদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

এবং সৎকর্ম করেছে, আর মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে এবং তা-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) একমাত্র সত্য ;

كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ بَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ

তিনি (আল্লাহ) মিটিয়ে দিয়েছেন তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন।  
৩. এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করেছে, তারা অনুসরণ করেছে বাতিলের, আর

و-এবং ; وَعَمِلُوا-করেছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকর্ম ; وَ-আর ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; بِمَا -  
তাতেও যা ; نُزِّلَ-নাযিল করা হয়েছে ; عَلَيَّ-প্রতি ; مُحَمَّدٍ-মুহাম্মদের ; وَ-এবং ; وَ-  
তা-ই ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্য ; مِن-পক্ষ থেকে (আগত) ; رَبِّهِمْ-(রব+হম)-তাদের  
প্রতিপালকের ; كَفَرُوا-তিনি (আল্লাহ) মিটিয়ে দিয়েছেন ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ;  
سَيِّئَاتِهِمْ-(সিাত+হম)-তাদের মন্দ কাজগুলো ; وَ-এবং ; وَأَصْلَحَ-শুধরে দিয়েছেন ;  
بَالَهُمْ-তাদের অবস্থা। ۗ-এটা ; ذَٰلِكَ-এজন্য যে, যারা ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا -  
কুফরী করেছে ; وَاتَّبَعُوا-তারা অনুসরণ করেছে ; الْبَاطِلَ-বাতিলের ; وَ-আর ;

৪. আয়াতের প্রথমমাংশে ঈমান ও সৎকর্মের কথা বলার পর “মুহাম্মদ-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান এনেছে” কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ, আখেরাত, আগেকার সকল নবী-রাসূল এবং আগেকার আসমানী কিতাবসমূহ যতই মেনে চলুক না কেনো, নবী হিসেবে মুহাম্মদ স.-এর আগমনের পর যতক্ষণ না সে তাঁকে এবং তাঁর আনীত শিক্ষাসমূহকে মেনে না নেবে, ততক্ষণ তার কোনো সৎকর্মই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। একথাকে সুস্পষ্টভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, হিজরতের পর মদীনায় এমন সব লোক মুসলমানদের সংস্পর্শে আসতে থাকলো, যারা আল্লাহ, আখেরাত, আগেকার নবী-রাসূল ও কিতাবে বিশ্বাসী ছিলো কিন্তু মুহাম্মদ স.-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে রাজী ছিলো না।

৫. অর্থাৎ জাহেলী আমলে তারা যেসব গুনাহে লিপ্ত ছিলো, ঈমান আনার পর আল্লাহ তাদের আমলনামা থেকে সেসব গুনাহ মুছে দিয়েছেন। সেসব গুনাহের জন্য তাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

তাছাড়া আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চরিত্র ও কর্মের যে ভ্রান্তি তাদের মধ্যে ছিলো, তা থেকেও তাদেরকে মুক্ত করে তাদেরকে ঈমান, সৎকর্ম এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন।

৬. ‘বা-লুন’ শব্দ দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়—অন্তর এবং অবস্থা। প্রথম অর্থে এর মর্ম হলো, আল্লাহ তাদের (মু’মিনদের) অন্তরকে সবল করে দিয়েছেন। আগে তারা দুর্বল,

أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كُنَّا لَكِ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

যারা নিশ্চিত ঈমান এনেছে, তারা তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আগত) একমাত্র সত্যের অনুসরণ করেছে ; এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য বর্ণনা দেন

أَمْثَلَهُمْ ۖ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ

তাদের অবস্থাসমূহের<sup>১</sup>। ৪. সুতরাং যারা কুফরী করেছে তোমরা যখন তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন (তাদের) গর্দানে আঘাত করা প্রয়োজন ; এমনকি যখন তোমরা তাদেরকে পুরোপুরি পরাভূত করে ফেলবে

فَشُدُّوا الرِّبَاطَ ۚ فَإِذَا مَنَّابَعْدُ وَإِمَافِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

তখন তাদেরকে শক্ত বন্ধনে বেঁধে ফেলবে, তারপর হয়তো অনুগ্রহ দেখাবে, আর না হয় মুক্তিপণ আদায় করবে, যতক্ষণ না যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ তাদের অস্ত্র-সম্ভার সমর্পণ করে ;<sup>২</sup>

ان-নিশ্চিত ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; اتَّبَعُوا-তারা তো অনুসরণ করেছে ; الْحَقُّ-একমাত্র সত্যের ; مِنْ-পক্ষ থেকে (আগত) ; رَبِّهِمْ-(র+হম)-তাদের প্রতিপালকের ; كُنَّا-এভাবে ; يَضْرِبُ-বর্ণনা দেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; أَمْثَلَهُمْ-(ামثال+হম)-তাদের অবস্থাসমূহের। ৪। فَإِذَا-যখন ; لَقِيتُمُ-তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে ; الَّذِينَ-তাদের সাথে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; حَتَّىٰ-তখন আঘাত করা প্রয়োজন ; الرِّقَابِ-(তাদের) গর্দানে ; فَضَرْبَ-তখন আঘাত করা প্রয়োজন ; إِذَا-যখন ; أَتَخْتَمُوهُمْ-(াতখ্তম+হম)-তোমরা তাদেরকে পুরোপুরি পরাভূত করে ফেলবে ; فَشُدُّوا-(ফ+শদা)-তখন তাদেরকে বেঁধে ফেলবে ; الرِّبَاطَ-শক্ত বন্ধনে ; مَنَّابَعْدُ-আর না ; وَإِمَافِدَاءٌ-মুক্তিপণ আদায় করবে ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; تَضَعَ-সমর্পণ করে ; الْحَرْبُ-যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ ; أَوْزَارَهَا-তাদের অস্ত্র-সম্ভার ;

অসহায় ও নির্যাতিত অবস্থার মধ্যে ছিলো, আল্লাহ তাদেরকে সে অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন। এখন তারা অসহায়ভাবে যুলুম-নির্যাতিত ভোগ করার পরিবর্তে যুলুমের মুকাবিলা করার মতো মানসিক অবস্থার অধিকারী হয়েছে। এখন তারা শাসিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই নিজেদের জীবন পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় অর্থে এর মর্ম হলো, আল্লাহ তাদেরকে অতীতের জাহেলী অবস্থা পরিবর্তন করে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে তথা ঈমানের পথে নিয়ে এসেছেন।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মানুষের অবস্থাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন, যাতে তারা তাঁর দেয়া উদাহরণ থেকে নিজেদের অবস্থান সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

মানুষের মধ্যে একটি দল আদ্বাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী, তারা বাতিলের অনুসারী; আদ্বাহ তা'আলা তাদের সমস্ত শ্রম-সাধনা নিষ্ফল করে দেন। আর অপর দল আদ্বাহর আয়াতকে মেনে নিয়ে ন্যায় ও সত্যের অনুসরণে জীবনযাপন করছে, আদ্বাহ তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের অবস্থাকে সংশোধন করে দেন।

৮. কুরআন মাজীদে সূরা বাকারার ১৯০ আয়াত, সূরা আনফালের ৬৭ থেকে ৬৯ আয়াত, সূরা হুজ্জের ৩৯ আয়াত, সূরা মুহাম্মাদ-এর আলোচ্য ৪ আয়াত এবং এসব আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত বিধি-বিধান থেকে ফিকাহবিদগণ ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত যেসব হুকুম আহকাম রচনা করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

এক : শত্রুদের সাথে যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর উচিত নয় যুদ্ধের মূল লক্ষ্য শত্রুর সামরিক ক্ষমতা পুরোপুরি নিক্রিয় করে দেয়ার আগে শত্রুসৈন্যকে বন্দী করতে লেগে যাওয়া। মুক্তিপণ বা ক্রীতদাস সংগ্রহের লোভে পড়ে যুদ্ধের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়।

দুই : যুদ্ধবন্দী হয়ে যারা মুসলিম বাহিনীর আয়ত্বাধীন হয়ে যাবে, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।

তিন : বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের—কোনো বিশেষ বন্দীকে বা একাধিক বন্দীকে হত্যা করার ইখতিয়ার আছে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করার ইখতিয়ার কোনো সৈনিকেরই নেই। হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেও ফিকাহবিদগণ তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন—

(১) বন্দী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাকে হত্যা করা যাবে না। (২) বন্দী যতক্ষণ সরকারের আয়ত্বে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে, দাস হিসেবে বণ্টন বা বিক্রির মাধ্যমে অন্য কারো মালিকানাভুক্ত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা যাবে না। (৩) বন্দীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সহজভাবে তাকে হত্যা করতে হবে। কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যাবে না।

চার : যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাধারণ বিধান হলো, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। অথবা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে।

তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের চারটি অবস্থা হলো—(১) বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। (২) হত্যা বা চিরস্থায়ী বন্দী করে রাখার পরিবর্তে তাকে দাস বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। (৩) জিযিয়া আরোপ করে তাকে যিন্দী তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বানিয়ে নিতে হবে। (৪) কোনো বিনিময় বা মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে মুক্তিদান করতে হবে।

মুক্তিপণ গ্রহণের তিনটি পর্যায় হলো—(১) অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া। (২) কোনো বিশেষ সেবা গ্রহণ করে মুক্তি দেয়া। (৩) শত্রুদের হাতে বন্দী কোনো মুসলমানের সাথে বিনিময় করা।

এসব উপায়গুলোর মধ্যে যখন, যে অবস্থায় যে উপায় প্রযোজ্য হবে, তা গ্রহণ করার ইখতিয়ার ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষের আছে।

পাঁচ : যুদ্ধবন্দীদের খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ ও চিকিৎসার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের—যতক্ষণ তারা সরকারের হাতে থাকবে। তাদেরকে অভুক্ত রাখা, পোশাক পরিচ্ছদ না দেয়া অথবা শারীরিকভাবে শাস্তি দেয়া ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়।

ছয় : যুদ্ধবন্দীদেরকে স্থায়ীভাবে বন্দী করে শ্রম আদায় করার বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই। বন্দী বিনিময় বা মুক্তিপণ আদায়ের ব্যবস্থা না হলে তাদেরকে দাস হিসেবে ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে এবং তাদের সাথে সদাচার করার জন্য মালিকদেরকে নির্দেশ দিতে হবে। কোনো বন্দী ইসলাম গ্রহণ করলেও দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। তবে বন্দী হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলে এবং কোনো কারণে শত্রুদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং তাকে স্বাধীন করে দেয়া হবে।

সাত : কোনো বন্দী ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নাগরিক হিসেবে জিযিয়া প্রদান করে বসবাস করতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দেয়া যাবে। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান যেমন স্বাধীনতা ভোগ করে, সে-ও তদ্রূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এভাবে যেসব বন্দীকে দাস বানানো বৈধ, তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করে যিম্মী নাগরিক বানানো-ও বৈধ।

আট : ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যদি মনে করেন যে, কোনো বন্দীকে ছেড়ে দিলে সে চিরতরে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এবং সে শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব লাভে আগ্রহী থাকবে। এমনকি মু'মিনও হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে সে বন্দী থেকে কোনো মুক্তিপণ না নিয়েও ছেড়ে দিতে পারেন। তবে এটা তখন পর্যন্ত সরকার প্রধানের হাতে এ ক্ষমতা থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দীদেরকে জনগণের মধ্যে দাস হিসেবে বণ্টন করে দেয়া না হবে। আর যদি বন্দীরা বণ্টিত হয়ে যায়, তখন তাদের মালিকদের সম্মতির ভিত্তিতে মুক্তিপণ ছাড়া বা বিনিময় মূল্য নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

নয় : মুক্তিপণ নিয়ে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে বদর যুদ্ধ ছাড়া দেখা যায় না এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না, তাই ইসলামী আইনবিদদের মতে ব্যাপকভাবে এরূপ করা অপছন্দনীয়। যেহেতু কুরআন মাজীদে এর অনুমতি রয়েছে, তাই এটাকে ইসলামী শরীয়তে বৈধতা দান করা হয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলিম শাসক অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারে।

দশ : বন্দীদের যোগ্যতা অনুসারে সেবা গ্রহণের বিনিময়েও মুক্তিদান করা যেতে পারে। বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষমতা ছিলো না, তাদেরকে আনসারদের শিশুদের দশজন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেয়ার বিনিময়ে মুক্তিদানের শর্ত রাসূলুল্লাহ সা. আরোপ করেছিলেন।





৯. অর্থাৎ বাতিলের সাথে যুদ্ধ-সংগ্রামের মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমানের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে যে যতটুকু মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তাকে ততটুকু মর্যাদা পুরোপুরি দেয়াই আল্লাহর উদ্দেশ্য। তা না হয়ে যদি বাতিলকে ধ্বংস করাই আল্লাহর একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তাঁর সৃষ্ট একটি ভূমিকম্প বা ঝড়-তুফান বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে এক নিমেষেই তা করে দিতে পারতেন।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর পথে যারা শাহাদাত লাভ করে তাদের ব্যক্তিগত সব কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। শহীদদের ত্যাগ ও কুরবানী দ্বারা তাদের পরে যারা দুনিয়াতে জীবিত থাকলো তাদের কল্যাণ হওয়ার সাথে সাথে শহীদদের নিজেদের জন্যও শাহাদাত কল্যাণজনক। শহীদদের কিছু গুনাহ থাকলেও তাদের গুনাহর কারণে তাদের কোনো সৎকর্মই বিনষ্ট হয় না ; বরং তাদের সৎকর্ম তাদের গুনাহর কাফ্যারা হয়ে যায়।

১১. আলোচ্য ৫ ও ৬ আয়াতে আল্লাহ শহীদদের তিনটি মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন—(১) আল্লাহ তাঁদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন। এর অর্থ অবশ্যই এবং শীঘ্রই তাঁদেরকে জান্নাতের দিকে পথ দেখাবেন। (২) তাঁদের অবস্থা শুধরে দেবেন। এর অর্থ পার্থিব জীবনে শহীদদের জীবনে যেসব কলুষ-কালিমা-শিঙ হয়েছিলো তা দূর করে দিয়ে তাদেরকে উপহার হিসেবে জান্নাতী পোশাকে সজ্জিত করে দেবেন। (৩) দুনিয়াতে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ স.-এর মাধ্যমে যে জান্নাতের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো এবং জান্নাতের সুখময় চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিলো, সেখানে হুবহু সেই জান্নাতের অধিকারী তাঁরা হবে, বিন্দুমাত্র পার্থক্য তারা পাবে না।

১২. 'আল্লাহকে সাহায্য করা'র আল্লাহর দীনকে অন্য সকল দীনের ওপর বিজয়ী করার কাজে সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কুফর বা ঈমান কোনো একটি গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করেননি। বরং মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা চান যে, মানুষ স্বতস্কর্তভাবে কুফরী বা বিদ্রোহ ত্যাগ করে ঈমান ও আনুগত্যের পথ গ্রহণ করুক। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চান যে, কুফরী, নাফরমানী ও বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার স্রষ্টার দাসত্ব আনুগত্যকেই সত্য, সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করুক। আল্লাহ তা'আলা এজন্য নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রচার, উপদেশ-নসীহতের দ্বারা মানুষকে সত্য-সঠিক পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছেন। আর এ কাজে যারা আল্লাহর সাহায্য করবে, তারাই 'আল্লাহর সাহায্যকারী' হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর কাছে মানুষের এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদা। নামায-রোযা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দ্বারা মানুষ আল্লাহর বান্দাহ বা গোলাম হিসেবে মর্যাদা পায় ; আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সংগ্রামী মানুষেরা আল্লাহর সাহায্যকারী এবং সহযোগীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। দুনিয়াতে রুহানী তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এবং আল্লাহর দরবারে উচ্চতম মর্যাদা লাভের এটাই একমাত্র পথ।

وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ

এবং তোমাদের পাগুলোকে সুদৃঢ় রাখবেন। ৮. আর যারা কুফরী করেছে তবে তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি<sup>৩৩</sup> এবং তিনি তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। ৯. এটা

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

এজন্য যে, তারা অপছন্দ করেছে তা, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন<sup>৩৪</sup>, ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। ১০. তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি,

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُلًّا لِّكُفْرِهِمْ

তাহলে দেখতে পেতো, তাদের আগে যারা ছিলো তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো; আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে

أَمْثَالَهَا ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝

তার মতো (ধ্বংস)<sup>৩৫</sup>; ১১. এটা এজন্য যে, আল্লাহ তাদের বন্ধু যারা ঈমান এনেছে আর নিশ্চয়ই কাফিররা—তাদের জন্য নেই কোনো বন্ধু।<sup>৩৬</sup>

৩৩-এবং ; وَيُثَبِّتُ-সুদৃঢ় রাখবেন ; أَقْدَامَكُمْ-(অقدام+কম)-তোমাদের পাগুলোকে ; ৩৪-আর ; وَالَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; فَتَعْسًا-(ফ+তعا) -তবে দুর্গতি রয়েছে; أَعْمَالَهُمْ-(অعمال+)-তাদের জন্য ; ৩৫-এবং ; وَأَضَلَّ-তিনি বিনষ্ট করে দিয়েছেন ; ৩৬-এটা ; ذَٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّهُمْ-তাদের কর্মসমূহ। ৩৭-এজন্য যে তারা ; كَرِهُوا-অপছন্দ করেছে ; مَا-তা, যা ; أُنزِلَ-নাযিল করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; فَحَبِطَ-ফলে তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন ; أَعْمَالَهُمْ-(অعمال+হম)-তাদের কর্মসমূহ। ৩৮-তবে কি তারা ভ্রমণ করেনি ; فِي الْأَرْضِ-(ফ+ইন+আর) -পৃথিবীতে ; فَيَنْظُرُوا-ফ+ইন+আর)-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিলো ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِينَ-তাদের, যারা ছিলো ; مِن قَبْلِهِمْ-(ম+ইন+হম)-তাদের আগে ; دَمَّرَ-ধ্বংস করে দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الْكُفْرِينَ-কাফিরদের জন্য রয়েছে ; أَمْثَالَهَا-(অমথাল+হা)-তার মতো (ধ্বংস) ; ৩৯-এটা ; ذَٰلِكَ-এটা ; ৪০-এজন্য যে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مَوْلَى-বন্ধু ; الَّذِينَ-তাদের, যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-আর ; الْكُفْرِينَ-কাফিররা ; لَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের জন্য।

১৩. অর্থাৎ কাফিরদের পা-কে মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে সুদৃঢ় রাখবেন না ; বরং তারা হোচট খেয়ে পড়বে এবং দুর্গতির শিকার হবে।

১৪. অর্থাৎ তারা সেই জীবনব্যবস্থাকে অপছন্দ করেছে যে জীবনব্যবস্থা আদ্বাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন। অধিকন্তু তারা নিজেদের জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়ে তাতেই নিমজ্জিত হয়ে আছে।

১৫. অর্থাৎ অতীতের সেসব কাফিররা নবীর দাওয়াত ও তাবলীগকে অস্বীকার করার ফলে যে ধ্বংসাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো, মুহাম্মদ সা.-এর দাওয়াত ও তাবলীগকে অস্বীকারকারী কাফিরদের পরিণতিও একই রূপ হবে। আর দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক পরিণতি-ই তাদের শেষ নয়, আখেরাতের ধ্বংসও তাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ কাফিরদের দুনিয়া-আখেরাতে করুণ পরিণতি এজন্য হবে—কারণ, তাদের কোনো সাহায্যকারী অভিভাবক নেই। অপরদিকে মু'মিনদের সফলতার কারণ, তাদের সাহায্যকারী অভিভাবক সর্বময় শক্তি-স্কমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান আদ্বাহ। ওহদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা. আহত হলে সাহাবাদের কয়েকজনসহ পাহাড়ে একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললো—আমাদের উয্যা দেবতা আছে, তোমাদের তো উয্যা নেই।” রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদেরকে বললেন যে, তোমরা বলো—আদ্বাহ-ই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক, তোমাদের তো কোনো অভিভাবক নেই। আলোচ্য আয়াত থেকেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর জবাবটি গৃহীত হয়েছে।

### ১ম রুকু' (১-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফির তথা দীন-ইসলামকে অস্বীকারকারী, দীনি কাজে অন্যদেরকে বাধাদানকারীদের কোনো সৎকর্ম-ই আদ্বাহর কাছে গৃহীত হবে না।

২. আদ্বাহর দীনে দৃঢ়বিশ্বাসী এবং দীন প্রতিষ্ঠায় আদ্বাহর রাসূলের দেখানো পথে জান-মাল দিয়ে সংগ্রামকারীদের সকল অপরাধ আদ্বাহ ক্ষমা করে দেন। দীনের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামীদের ভুল-ত্রুটি ও ক্ষতি-বিচ্যুতও আদ্বাহ সংশোধন করে দেন, ফলে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

৩. দুনিয়াতে কারা সত্যের অনুসারী আর কারা বাতিলের অনুসারী, আদ্বাহ তা'আলা উভয় দলের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ; সুতরাং যে চায় সত্যের অনুসরণ করুক, আর যে চায় বাতিলের অনুসরণ করুক।

৪. আদ্বাহ তা'আলা হক বা বাতিল কোনো পথে চলতে কাউকে বাধ্য করেন না। হক ও বাতিলের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি সত্যিকার মু'মিনদেরকে বাছাই করে নেন। হক ও বাতিলের সংগ্রামে মানবজাতির সূচনা থেকে চলে আসছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৫. হক ও বাতিলের সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো সম্মুখ যুদ্ধ। এমন পরিস্থিতিতে হকপন্থীদের কাজ হবে বাতিলের শক্তিকে পুরোপুরি পরাজিত করা। হাতিয়ার সমর্পণ করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অস্ত্র সমর্পণকারী শত্রুদের আঘাত করা যাবে না, তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসতে হবে।

৬. বন্দীদের প্রতি উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের ওপর কোনোরূপ অন্যায় আচরণ করা যাবে না। বন্দীদেরকে উত্তম পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান ও সূচিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

৭. তারপর ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষ বন্দীদের ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন। কর্তৃপক্ষ সমিচীন মনে করলে কোনো বিনিময় ছাড়াই তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

৮. ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ চাইলে বন্দীদের নিকট থেকে বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

৯. কর্তৃপক্ষ চাইলে বন্দীদের থেকে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করার শর্তে মুক্তি দিতে পারেন।

১০. কর্তৃপক্ষ শত্রুপক্ষের সাথে বন্দী বিনিময় করতে পারেন। তবে কোনো বন্দী ইসলাম গ্রহণ করলে, তাকে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে শত্রুদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

১১. কর্তৃপক্ষ সমিচীন মনে করলে বন্দীদেরকে দাস হিসেবে জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন।

১২. এভাবে যারা দাস-দাসীর মালিক হবে তাদেরকে দাস-দাসীর সাথে অবশ্যই উত্তম আচরণ করতে হবে। নিজেরা যা খাবে ও পরবে, দাসদেরকে অনুরূপ খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে।

১৩. জিযিয়া দেয়ার শর্তে বন্দীদের ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

১৪. বন্দীদের ব্যাপারে ইসলামী আইনে ব্যাপক প্রশস্ততা রয়েছে। তবে কোনো অবস্থায় বন্দীদেরকে আমভাবে হত্যা করার বিধান ইসলামে নেই। শাসনকর্তৃপক্ষ কোনো বিশেষ কারণে, কোনো বিশেষ বন্দীর ব্যাপারে হত্যার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু এটা হবে একটা ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত।

১৫. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিহতদের কোনো নেকআমলই আল্লাহ নিষ্ফল করেন না।

১৬. আল্লাহ শহীদদের শাহাদাত লাভের পরই জান্নাতে স্থান দেন এবং দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে কোনো কলুষ-কালিমা স্পর্শ করে থাকলেও আল্লাহ তা দূর করে দেন।

১৭. দুনিয়ার জীবনে শহীদরা যে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তাদেরকে হুবহু সেই জান্নাত-ই দেয়া হবে, তাতে একটুও পার্থক্য তারা পাবে না।

১৮. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জ্ঞান-মাল দিয়ে অংশ নেয়াই আল্লাহকে সাহায্য করা। আর যারা আল্লাহকে এভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহও তাদেরকে উভয় জাহানে সাহায্য করবেন।

১৯. আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যানকারী, অন্যদেরকে দীনের পথে চলতে বাধাদানকারী দুরাচারদের উভয় জাহানে দুর্গতি হবে। তাদের কোনো কর্মই ফলদায়ক হবে না।

২০. দুনিয়াতে ভ্রমণ করলেই পাপাঙ্গা-দুরাচারদের দুর্গতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্যই কুরআন মাজীদে ভ্রমণের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২১. অতীতের যেসব কাফির নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। শেষ নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কেননা মু'মিনদের একমাত্র অভিভাবক আল্লাহ, আর কাফিরদের কোনো অভিভাবক নেই।

২২. মহান স্রষ্টা, প্রতিপালক, দয়াময় আল্লাহ যাদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক তাদের ভয় ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কোনো কারণ নেই। আমাদেরকে নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক চাইতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৬

আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٥٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

১২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ  
করাবেন এমন জান্নাতে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবহমান রয়েছে

الْأَنْهَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ

ঝর্ণাধারা ; আর যারা কুফরী করেছে, তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছে এবং পানাহার  
করছে, যেমন পানাহার করে চারপেয়ে পশুগুলো<sup>১৭</sup>—আর জাহান্নাম হলো

مَثْوًى لَّهُمْ ﴿٥٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ

তাদের শেষ ঠিকানা । ১৩. আর (হে নবী!) অনেক জনপদইতো (এমন ছিল) যা আপনার সেই জনপদ থেকে শক্তির  
দিক দিয়ে অনেক বেশী (কঠোর) ছিলো, যা থেকে আপনাকে তারা বের করে দিয়েছে ;

﴿٥٦﴾ - آمَنُوا ; الَّذِينَ-তাদেরকে ; يُدْخِلُ-প্রবেশ করাবেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ;

إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يُدْخِلُ-প্রবেশ করাবেন ; الَّذِينَ-তাদেরকে ; آمَنُوا -

ঈমান এনেছে ; وَعَمِلُوا-করেছে ; الصَّالِحَاتِ-নেক আমল ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন

জান্নাতে ; تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا-যার নিম্নদেশ দিয়ে ; جَنَّاتٍ-এমন



مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ وَأَنْهَرٍ مِنْ لَبْنٍ لَمْ يَتَّغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَرٍ مِنْ خَمْرٍ

নির্মল-বিশুদ্ধ পানির<sup>২০</sup> ; আর (আছে) দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ (কখনো) পরিবর্তন হবে না<sup>২১</sup>, এবং (আছে) শরাবের নহরসমূহ

لَذَّةٍ لِلشَّرْبِينَ ۚ وَأَنْهَرٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

(যা) পানকারীদের জন্য অতীব সুস্বাদু<sup>২২</sup> ; আর (আছে) পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ<sup>২৩</sup> ; আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব ধরনের ফলমূল

وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

এবং (থাকবে) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা<sup>২৪</sup> এরা (মুক্তাকীরা) কি তার মতো, যে চিরবাসিন্দা জাহান্নামের এবং যাদেরকে পান করানো হবে এমন ফুটন্ত পানি, যা ছিন্‌ভিন্‌ করে দেবে

مَنْ - পানির ; مَاءٍ - পানির ; أَنْهَرٍ - নহরসমূহ ; وَ - আর (আছে) ; طَعْمُهُ - (কখনো) পরিবর্তন হবে না ; لَمْ يَتَّغَيَّرْ - (কখনো) পরিবর্তন হবে না ; لَبْنٍ - দুধের ; خَمْرٍ - শরাবের ; مِنْ - এবং (আছে) ; الشَّرْبِينَ - পানকারীদের জন্য ; عَسَلٍ - মধুর ; مُصَفًّى - পরিশোধিত ; وَ - আর (আছে) ; فِيهَا - তাদের জন্য ; مِنْ كُلِّ - সব ধরনের ; الثَّمَرَاتِ - ফলমূল ; وَ - এবং ; مَغْفِرَةٌ - ক্ষমা ; مَنْ - পক্ষ থেকে ; رَبِّهِمْ - তাদের প্রতিপালকের ; خَالِدٌ - চিরবাসিন্দা ; هُوَ - যে ; فِي النَّارِ - জাহান্নামের ; وَسُقُوا - যাদেরকে পান করানো হবে ; مَاءً - এমন পানি ; حَمِيمًا - ফুটন্ত ; فَقَطَّعَ - যা ছিন্‌ভিন্‌ করে দেবে ;

দুনিয়াতে যেমন এ দু'দলের জীবন একরকম হয় না, তেমনি মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও তাদের পরিণতি এক হতে পারে না।

২০. অর্থাৎ দুনিয়ার নদী-সমুদ্রের পানির মতো জান্নাতের নহরসমূহের পানি বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধ বিকৃত হবে না ; তার পরিবর্তে সেসব নহরের পানি হবে স্বচ্ছ, নির্মল এবং পুরোপুরি বিশুদ্ধ।

২১. জান্নাতের নহরসমূহে প্রবহমান দুধের বর্ণনা হাদীসে এসেছে এভাবে যে, তা কোনো পত্তর বাঁট থেকে বের করে নেয়া হবে না ; বরং তা হবে মাটি থেকে স্বতস্কূর্ত উৎসারিত দুধের নহর। আর এতে পত্তর দুধে যেমন এক প্রকার গন্ধ থাকে, তা কখনো থাকবে না।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ার মাদক পানীয় যেমন পানকারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

أَمْعَاءَهُمْ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ

তাদের নাড়িভুড়ি। ১৬. আর তাদের মধ্যে কতক (লোক) আছে যারা আপনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে (কথা)

শোনে; এমনকি যখন তারা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়

قَالُوا لِلَّذِينَ اتَّبَعُوا مَاذَا قَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ

তখন যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে ওদেরকে তারা বলে, 'এইমাত্র তিনি কি বলেছেন' ২৫,

ওরাই তারা, আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন যাদের

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى

অন্তরের উপর এবং তারা অনুসরণ করে তাদের খেয়াল-খুশীর ২৬। ১৭. আর যারা সৎপথ

অবলম্বন করেছে, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে হিদায়াতের পথে এগিয়ে দেন ২৭

منهم-তাদের মধ্যে আছে; ۖ-আর; ۗ-আর; ۗ-তাদের মধ্যে আছে; ۗ-আর; ۗ-তাদের মধ্যে আছে;

أَمْعَاءَهُمْ-আপনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে (কথা) শোনে; ۗ-আপনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে (কথা) শোনে; ۗ-আপনার প্রতি মনোযোগ দিয়ে (কথা) শোনে;

عِنْدِكَ-আপনার নিকট; ۗ-আপনার নিকট; ۗ-আপনার নিকট; ۗ-আপনার নিকট;

أُولَٰئِكَ-ওদেরকে, যাদেরকে; ۗ-ওদেরকে, যাদেরকে; ۗ-ওদেরকে, যাদেরকে;

الَّذِينَ-এইমাত্র; ۗ-এইমাত্র; ۗ-এইমাত্র; ۗ-এইমাত্র;

طَبَعَ-আল্লাহ; ۗ-আল্লাহ; ۗ-আল্লাহ; ۗ-আল্লাহ;

الَّذِينَ-তারা; ۗ-তারা; ۗ-তারা; ۗ-তারা;

أَهْوَاءَهُمْ-তাদের খেয়াল-খুশীর; ۗ-তাদের খেয়াল-খুশীর; ۗ-তাদের খেয়াল-খুশীর;

الَّذِينَ-যারা; ۗ-যারা; ۗ-যারা; ۗ-যারা;

اهْتَدَوْا-সৎপথ অবলম্বন করেছে; ۗ-সৎপথ অবলম্বন করেছে; ২৭-তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এগিয়ে দেন; ۗ-হিদায়াতের পথে;

করে, তেমনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া জান্নাতের পানীয় পানকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করবেন না; বরং এ পানীয় হবে অত্যন্ত সুস্বাদু।

২৩. হাদীসে জান্নাতের মধুর নহরের যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, জান্নাতের মধু মৌমাছির পেট থেকে নির্গত হবে না; বরং তা হবে ঝর্ণা থেকে নির্গত এবং নহরসমূহে প্রবহমান মধু এবং কোনো প্রকার আবীলতা থাকবে না। এটা হবে স্বচ্ছ ও পরিশোধিত মধু।

২৪. জান্নাত লাভের অর্থই তো অপরাধের ক্ষমা লাভ করা, কারণ অপরাধ ক্ষমা না করলে তো আল্লাহ জান্নাতে স্থান দিতেন না। এরপরও ক্ষমা লাভ করাই হচ্ছে বড় নিয়ামত। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে তাদের দ্বারা যে ক্রটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, জান্নাতে তাদের সামনে তা উল্লেখ করে তাদেরকে কখনো অপ্ৰভুত করা হবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি চিরদিনের জন্য ঢেকে দেবেন।



وَأْتِمِرْتُمْ قَوْلَهُمْ فَأَهْلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

এবং তাদেরকে তাদের (অংশের) তাকওয়া দান করেন। ১৮. তবে কি তারা শুধুমাত্র কিয়ামতের-ই অপেক্ষা করছে যে, তা হঠাৎ তাদের উপর এসে পড়ুক, অথচ তার লক্ষণগুলো এসেই পড়েছে° ;

তাদের (تقوى+هم)-تَقْوَاهُمْ ; তাদেরকে দান করেন (اتى+هم)-أَتَاهُمْ ; এবং-وَ ; অংশের তাকওয়া। ১৮-فَهْلٌ-তবে কি ; তারা অপেক্ষা করছে ; يَنْظُرُونَ-শুধুমাত্র ; (تاتى+هم)-تَأْتِيَهُمْ ; যে-ان ; তাদের ওপর এসে পড়ুক ; (اشراط+ها)-أَشْرَاطُهَا ; অথচ এসেই পড়েছে ; (ف+قد جاء)-فَقَدْ جَاءَ ; হঠাৎ-بَغْتَةً ; তার লক্ষণগুলো ;

২৫. এখানে সেসব আব্দাহদ্রোহী কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে বসতো, তাঁর উপদেশ-নসীহত এবং কুরআনের আয়াতসমূহ শুনতো ; কিন্তু তাদের মনোযোগ এদিকে মোটেই থাকতো না। এজন্য তারা বাহ্যিক কান দিয়ে শুনলেও না শোনার মতোই তাদের অবস্থা হতো। তাই মাজলিস থেকে বের হলেই মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতো, এইমাত্র তিনি কি যেন বলেছিলেন ?

২৬. অর্থাৎ তারা তো তাদের খেয়াল-খুশীর দাস হয়ে আছে, তাই তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে কখনো উপস্থিত হলেও তাঁর বাণী শোনার ব্যাপারে তাদের অন্তরের কান বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর সেজন্য তারা তাঁর বাণী শোনার ভান করতো বটে, আসলে তাদের কানে কিছুই প্রবেশ করতো না।

২৭. অর্থাৎ রাসূলের যে কথা শুনে মু'মিনরা হিদায়াতের পথে এগিয়ে যাওয়ার দিক-নির্দেশনা লাভ করতো, সেই একই কথা কাফির মুনাফিকরাও শুনতো কিন্তু তারা মাজলিস থেকে বের হয়েই জানতে চাইতো যে, রাসূল কি বলেছেন।

২৮. অর্থাৎ রাসূলের নসীহত থেকে যারা নিজেদের পথের সম্বল লাভ করতো, তাদের মধ্যে তাকওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হতো এবং আব্দাহ-ও তাদেরকে তাকওয়া দান করেন, কেননা এ তাকওয়ার তারা অংশীদার।

২৯. অর্থাৎ প্রকৃত সত্য তো কুরআন মাজীদ। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র জীবন, সাহাবায়ে কেরামের পরিবর্তিত জীবন এবং সর্বোপরি আব্দাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি থেকে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও সত্য দীনের প্রতি ঈমান না আনার কারণ তো একটাই হতে পারে যে, তারা কিয়ামত আসার অপেক্ষায় আছে, কিয়ামতকে স্বচোক্ষে দেখে তারপর ঈমান আনবে।

৩০. 'আশরাত' শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। কিয়ামতের আলামত বা লক্ষণের মধ্যে প্রথম লক্ষণ হলো শেষ নবীর আগমন। শেষ নবীর পরে কিয়ামতের আগে আর কোনো নবীর আগমন হবে না ; তাই তাঁর এবং কিয়ামতের অবস্থান পাশাপাশি।

فَأَنذَرْتَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۖ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ

তবে তাদের জন্য তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ কিভাবে হবে, যখন তা (কিয়ামত) তাদের উপর এসেই পড়বে ?

১৯. অতএব জেনে রাখুন। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ-ই নেই, আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন

لِنَبِيِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ ۝

আপনার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মু'মিন পুরুষদের জন্য ও মু'মিন নারীদের (জন্য) ১০ ;

আর আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানেন।

তা-জَاءَ تَهُمْ-যখন; إِذَا-তাদের জন্য; لَهُمْ-তবে কিভাবে হবে; فَأَنذَرْتَهُمْ-তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ। (কিয়ামত) তাদের ওপর এসেই পড়বে; ذِكْرُهُمْ-

১৯।-لَا-কোনো ইলাহ-ই নেই; إِلهَ-অতএব জেনে রাখুন; (ف+اعلم)-

আপনার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য; (ف+اعلم)-অতএব জেনে রাখুন; إِلهَ-কোনো ইলাহ-ই নেই; لَا-

হ্যাঁ; (ل+ذنّب+ك)-ক্ষমা প্রার্থনা করুন; اسْتَغْفِرُ-আর; وَ-

আপনার ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য; (و)-এবং; وَلِلْمُؤْمِنِينَ-মু'মিন পুরুষদের জন্য; (و)-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

মু'মিন নারীদের (জন্য); (و)-আর; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-জানেন; مُتَقَلَّبَكُمْ-

বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ; সুতরাং তোমরাও নিজেদের অপরাধের জন্য সদা-সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো। উল্লেখ যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

### ২য় রুকু' (১২-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সংকর্মশীল মু'মিনদেরকে আল্লাহ নিঃসন্দেহে জান্নাত দান করবেন—এটা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্য-অবশ্যই সত্য। জান্নাত এমন একটি সুখের বাগান যেখানে রয়েছে বিভিন্ন পানীয়ের প্রবহমান নহরসমূহ।

২. যারা দুনিয়াতে আল্লাহর দীনকে বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে অস্বীকার করেছে, তাদের সুখ স্বাস্থ্য উৎপাদন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনেই শেষ হয়ে যাবে, আখেরাতের অনন্ত জীবনে সুখের কোনো অংশ থাকবে না।

৩. কাফিররা দুনিয়াতে চতুষ্পদ পশুর মতো কোনো বাহ-বিচার ছাড়া পানাহার করে, খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাকারী ও তাদের প্রতিপালনকারী প্রভুর প্রতি তাদের কোনো কর্তব্যবোধ নেই। তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম।

৪. আল কুরআন ও রাসূলের সূন্যাহর বিরোধীরা যতই শক্তিশালী হোক না কেনো, নিঃসন্দেহে তারা ধ্বংস হবে। তখন তাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

৫. আল কুরআন ও রাসূলের সূন্যাহর অনুসারীরা এবং দুনিয়া পূজারী, আল্লাহর দীনে অবিশ্বাসীরা কখনো সমান হতে পারে না। অবিশ্বাসী দুনিয়া পূজারীরা নিজেদের খেয়াল-খুশীর দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তারা নিজেদের মন্দ কাজগুলোতে ডুবে থাকে।

৬. জান্নাতে সংকর্মশীল মু'মিনদের জন্য থাকবে বিস্তৃত পানির, অপরিবর্তনীয় স্বাদবিশিষ্ট দুধের, পরিশোধিত মধুর এবং অতীব সুস্বাদু শরাবের প্রবহমান নহর। আরো থাকবে সবধরনের ফল-ফলাদি। সর্বোপরি তাদের জন্য থাকবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা।

৭. জাহান্নামীরা পিপাসার্ত হয়ে যখন পানি চাইবে, তখন তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়িভুড়ি টুকরো টুকরো করে দেবে।

৮. যারা দীনের কথা শুনে চায় না, আর শুনেও তাতে মনযোগ নিবদ্ধ করে না, তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেয়ে দেন, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে দুনিয়াতে জীবন যাপন করে।

৯. সংপথে চলতে যারা অগ্রহী হয়, আল্লাহ তাদেরকে সংপথের দিকে এগিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সংপথে চলাকে সহজ করে দেন এবং তাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করে দেন।

১০. আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলের পবিত্র জীবন, সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ জীবন এবং ওলামায়ে কেরামের উপদেশ নসীহত সত্ত্বেও যারা নিজেরা দীন অমান্য করে ও অন্যদেরকে বাধা দেয় তাদের হিদায়াতের ভার আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।

১১. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগেই ঈমান আনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে ; মৃত্যুপথ যাত্রীর তাওবা-ও গৃহীত হবে না। তাওবা করতে হবে সুস্থ-সজ্ঞান অবস্থায়।

১২. মু'মিন সদা-সর্বদা স্বীয় গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। সাথে সাথে সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

১৩. আল্লাহ আমাদের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তৎপরতা লক্ষ্য করছেন, এমনকি অন্তরের গভীরে জাহ্নত বিষয়গুলোও তার লক্ষ্যচ্যুত নয়।

সূরা হিসেবে রুকু'-৩

পারা হিসেবে রুকু'-৭

আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٥﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِنَّ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ

২০. আর যারা ঈমান এনেছে, তারা বলে — 'এমন একটি সূরা নাখিল হয় না কেন (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকতো)?' অতপর যখন সুস্পষ্ট বিধান সম্বলিত একটি সূরা নাখিল করা হলো

وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۗ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ

এবং তাতে জিহাদের-ও উল্লেখ করা হলো, তখন যাদের অন্তরে রোগ ছিল, আপনি তাদেরকে দেখলেন, তারা আপনার দিকে তাকাচ্ছে

نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ۗ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۗ

মৃত্যুভয়ে বেহঁশ ব্যক্তির দৃষ্টিতে<sup>২২</sup>; কিন্তু তাদের জন্য দুর্ভোগ। ২১. (তাদের মুখে) আনুগত্যের ওয়াদা ও ভালো ভালো কথা;

لَوْلَا نَزَّلَتْ - নাখিল হয় না কেনো ; الَّذِينَ - যারা ; آمَنُوا - ঈমান এনেছে ; سُورَةٌ - এমন একটি সূরা (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকতো) ; مُحْكَمَةٌ - সুস্পষ্ট ; سُورَةٌ - একটি সূরা ; أُنزِلَتْ - নাখিল করা হলো ; فَإِنَّ - অতপর যখন ; نَزَّلَتْ - নাখিল করা হলো ; الْقِتَالُ - জিহাদের-ও ; فِي - তাতে ; فِي قُلُوبِهِمْ - (ফী+قلوب+হম) - যাদের অন্তরে ছিলো ; يَنْظُرُونَ - তারা তাকাচ্ছে ; إِلَيْكَ - আপনার দিকে ; الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ - বেহঁশ ব্যক্তির ; مِنَ الْمَوْتِ - মৃত্যুভয়ে ; فَأَوْلَىٰ لَهُمْ - তাদের জন্য দুর্ভোগ ; طَاعَةٌ (তাদের মুখে) আনুগত্যের ওয়াদা ; وَقَوْلٌ - কথা ; مَّعْرُوفٌ - ভালো ভালো ;

৩২. 'মুহকামাহ' শব্দটির অর্থ 'বিধিবদ্ধ' অর্থাৎ যা মানসুখ বা রহিত নয়। এখানে এর দ্বারা জিহাদের বিধান সম্বলিত আয়াত বুঝানো হয়েছে।

মুসলমানদের তখনকার পরিস্থিতিতে তারা সাধারণভাবে কাফিরদের অন্যায় যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি কামনা করছিলো। মুসলমানরা ব্যাকুল মনে এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু মুসলমানদের দলে মুসলিম পরিচয়ে এমন লোকও शामिल ছিলো, বাহ্যিকভাবে যাদের মধ্যে ও মুসলমানদের মধ্যে

فَاذْأَعَزَّ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ فَهَلْ عَسَيْتُمْ

সূত্রাং যখন (জিহাদের) বিষয়টি চূড়ান্ত হলো, তখন যদি তারা আল্লাহর কাছে (তাদের ওয়াদার ব্যাপারে) সত্যবাদী প্রমাণিত হতো, তবে তা তাদের জন্য খুব ভালো হতো। ২২. অতএব, তোমাদের কাছে (এছাড়া অন্য কিছুর) কি আশা করা যায়—যদি

تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ

তোমরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হও, তবে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে<sup>৩৩</sup>। ২৩. এরাই তারা যাদেরকে

(ف+ল+র)-فَلَوْ-সূত্রাং যখন; الْأَمْرُ-(জিহাদের) বিষয়টি; عَزَمَ-চূড়ান্ত হলো; تَوَلَّيْتُمْ-তখন যদি; صَدَقُوا-তারা (তাদের ওয়াদার ব্যাপারে) সত্যবাদী প্রমাণিত হতো; اللَّهُ-আল্লাহর কাছে; لَكَانَ-তবে হতো; خَيْرًا-খুব ভালো; لَهُمْ-তাদের জন্য। (২২) أَنْ-যদি; تَوَلَّيْتُمْ-তোমরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হও; تُفْسِدُوا-তবে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে; أَرْحَامَكُمْ-তুমি পৃথিবীতে; وَ-এবং; تَقَطَّعُوا-ছিন্ন করবে; (أرحام+كم)-তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। (২৩) أُولَئِكَ-এরাই; الَّذِينَ-তারা;

কোনো পার্থক্য ছিলো না। তারা নামায পড়তো, রোযা রাখতেও তাদের কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু যখন যুদ্ধের নির্দেশ জারী হলো, তখন তারা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের চেয়ে নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদকে বেশী প্রিয় মনে করতো। যুদ্ধের নির্দেশ আসার আগে তাদেরকে মু'মিনদের থেকে পার্থক্য করার কোনো উপায় ছিলো না। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পরে তাদের মুখোশ খুলে গেলো। সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে তাদের কথা এভাবে বলা হয়েছে—“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে বলা হয়েছিলো ‘তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো, নামায কয়েম করো এবং যাকাত দাও’ তারপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, তখন তাদের মধ্যে একটি দল মানুষকে ভয় করতে লাগলো, আল্লাহকে ভয় করার মতো অথবা তারচেয়েও অধিক ভয়; আর তারা বলতে লাগলো—“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর যুদ্ধের বিধান কেনো চাপিয়ে দিলে? আমাদেরকে যদি আরো কিছু সময় অবকাশ দিতে।”

আলোচ্য আয়াতে সেসব লোকদের কথাই বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের নির্দেশ সন্বলিত আয়াত নাথিল হওয়ার সাথে সাথে তারা মৃত্যুভয়ে বেহুঁশ ব্যক্তির মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে।

৩৩. ‘ইন তাওয়াল্লাইতুম’-এর অনুবাদ এটাও হতে পারে—‘যদি তোমরা (ইসলাম থেকে) ফিরে যাও।’

لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصْمُهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ۖ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۗ أَلَيْسَ الْقُرْآنُ آءَالَى قُلُوبٍ

আল্লাহ লা'নত করেছেন, ফলে তিনি তাদেরকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন এবং অন্ধ করে দিয়েছেন তাদের দৃষ্টিশক্তিকে ।  
২৪. তবে কি তারা গভীরভাবে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না, না-কি তাদের মনের উপর রয়েছে

أَقْفَالَهُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

তার (মনের) তালা ২৫. নিশ্চয়ই যারা তারপরে তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর ফিরে যায়, যখন হিদায়াত তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় ;

ফলে (ف+اصم+هم)-فَاصْمُهُمْ-আল্লাহ; লা'নত করেছেন; لعنهم-তিনি তাদেরকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন; و-এবং; أعْمَى-অন্ধ করে দিয়েছেন; أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ২৪-তবে কি তারা তাদের দৃষ্টিশক্তিকে (ابصار+هم)-أَبْصَارَهُمْ গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে না; الكُرْآنُ-কুরআন সম্পর্কে; না-কি; عَلَى-ওপর; أَقْفَالَهُمْ-তাদের (মনের) তালা ২৫। ان-নিশ্চয়ই; الْهُدَىٰ-যারা; آرْتَدُوا-ফিরে যায়; (على+ادبار+هم)-عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ-তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে; تَبَيَّنَ-সুস্পষ্ট হয়ে যায়; مِّن بَعْدِ-তারপরে; لَهُمْ-তাদের কাছে; الْهُدَىٰ-হিদায়াত;

৩৪. অর্থাৎ তোমাদের ঈমান ও জীবনাচার তথা ঈমান ও আমলের অবস্থা বর্তমানে এমন যে, যে দীনের প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো তার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস দৃঢ় নয় এবং সে দীনের জন্য তোমরা কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী নয়। এমতাবস্থায় তোমাদের ওপর যদি শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয় এবং পার্থিব সব কাজ-কর্মের দায়িত্ব এসে পড়ে তাহলে তোমরা যুলুম ও ফাসাদ এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কাজই করবে।

এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা মুহাম্মদ সা.-এর আনীত যে দীনের প্রতি ঈমান আনার দাবি করছো, সে দীনকে নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে কায়ম করার সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে থাক এবং মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরা আগেকার জাহেলী জীবনে ফিরে যাবে। যে জীবনব্যবস্থায় শত শত বছর পর্যন্ত তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত ছিলে। এমনকি নিজেদের সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়ে নিজেদের সবচেয়ে নিকটতম সম্পর্কও ছিন্ন করেছো।

৩৫. অর্থাৎ এসব লোক হয়তো আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে তার মর্ম বুঝার চেষ্টা করতে আগ্রহী নয়। অথবা তারা করতে চাইলেও আল্লাহর কিতাবের মর্ম তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না; কেননা তাদের অন্তরে তালা লাগানো আছে। ন্যায় ও সত্যকে চিনতে-জানতে যারা আগ্রহী নয়, তাদের মনের ওপর আল্লাহই সীল মে রে দিয়েছেন।

الشَّيْطَانِ سَوَّلَ لَهْمُ وَاَمْلى لَهْمُ ۝۲۶ ذَلِكِ بَانَهمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ

শয়তান তাদের জন্য (এটাকে) শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। ২৬. এটা এজন্য যে, তারা (মুনাফিকরা) তাদেরকে বলে — যারা তাকে (দীনকে) অপছন্দ করে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন —

سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ۝۲۷ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُمْ

‘কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করবো’; আর আল্লাহ তাদের শলা-পরামর্শ ভালো করেই জানেন। ২৭. অতএব তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তাদের জান কবয করে নেবে

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝۲۸ ذَلِكِ بَانَهمْ اتَّبِعُوا مَا آسَخَطَ اللهُ

ফেরেশতারা—তাদের মুখমণ্ডলে ও তাদের পিঠে আঘাত করতে করতে করতে<sup>২৮</sup>। ২৮ এটা এজন্য যে, তারা এমন বিষয়ের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ

এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।<sup>২৯</sup>

الشَّيْطَانِ-শয়তান; سَوَّلَ-(এটাকে) শোভন করে দেখায়; لَهْمُ-তাদের জন্য; وَ-এবং; (ب+ان+هم)-এজন্য; ذَلِكِ-এটা; ۝۲۶-এটা; بَانَهمْ-তাদেরকে। ۝۲৭-এটা; كَرِهُوا-অপছন্দ করে; قَالُوا-বলে; لِلَّذِينَ-তাদেরকে যারা; تَوَفَّتُمْ-অপছন্দ করে; مَا-তাকে (দীনকে) যা; سَنُطِيعُكُمْ-আল্লাহ; أَسَخَطَ-আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছে; اتَّبِعُوا-আমরা অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করবো; فِي بَعْضِ-কিছু কিছু; الْأَمْرِ-ব্যাপারে; وَاللَّهُ-আল্লাহ; يَعْلَمُ-ভালো করেই জানেন; أَسْرَارَهُمْ-তাদের শলা-পরামর্শ; ۝۲৭-অতএব কেমন হবে; إِذَا-যখন; تَوَفَّتُمْ-তাদের জান কবয করে নেবে; الْمَلَائِكَةُ-ফেরেশতারা; يَضْرِبُونَ-আঘাত করতে করতে; وُجُوهَهُمْ-(ওজোহ+هم)-তাদের মুখমণ্ডলে; ۝-ও; أَدْبَارَهُمْ-তাদের পিঠে; ۝۲৮-এটা; فَكَيْفَ-কিছু কিছু; إِذَا-যখন; تَوَفَّتُمْ-অপছন্দ করে; مَا-এমন বিষয়ের যা; آسَخَطَ-অসন্তুষ্ট করেছে; رِضْوَانَهُ-(رضوان+ه)-তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টিকে; فَاحْبَطُوا-ফলে তিনি নিষ্ফল করে দিয়েছেন; أَعْمَالَهُمْ-তাদের সকল কর্ম।

৩৬. অর্থাৎ তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করে এসেছে, যদিও তারা প্রকাশ্যে ঈমান এনে মুসলমানদের দলে शामिल হয়েছে। তারা ইসলামের শত্রুদেরকে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসছে যে, আমরা মুসলমানদের দলে शामिल হলেও কিছু কিছু ব্যাপারে তোমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা অবশ্যই করবো।

৩৭. অর্থাৎ মুনাফিকরা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা এবং মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যকার যুদ্ধে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করার জন্যই উভয় দলের সাথে হাত রাখার কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু মৃত্যুর পর তারা আল্লাহর হাত থেকে তো বাঁচতে পারবে না। মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের 'রুহ' নিয়ে যাবে তখন তো তারা কিছুই করতে পারবে না। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মৃত্যুর পর থেকেই কাফির-মুনাফিকদের আযাব শুরু হয়ে যাবে। এ থেকে কবর জীবনের আযাব হওয়া প্রমাণিত হয়।

৩৮. অর্থাৎ মুসলমান সেজে তারা যেসব নেক কাজ-কর্ম করেছে এবং দুনিয়ার মানুষের কাছে সেসব কাজ নেক কাজ বলে পরিচিত হয়েছে, তা সবই নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কেননা তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের আচরণ দেখায়নি এবং দুনিয়াবী স্বার্থ রক্ষার জন্য ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়েছে। আর তারা জিহাদের নির্দেশ আসার পর নিজেদের জানমাল রক্ষা করার জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছে।

কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব যার সমবেদনা, সমর্থন, ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে নয়, বরং কুফরী ব্যবস্থার পক্ষে; তার কোনো নেক আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। শুধু তা-ই নয়, এমন লোকের ঈমানও আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

### ৩য় রুকু' (২০-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলিম পরিচয়ে মুসলিম সমাজের অন্তর্গত অনেক লোক রয়েছে, যারা ইসলামকে একটি অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করে।
২. ইসলাম তথাকথিত অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মমাত্র নয়; বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।
৩. পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে হলে ইসলামের বিধি-বিধানগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলতে হবে।
৪. আল কুরআন-ই হলো ইসলামের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস, আর মুহাম্মদ স.-এর জীবন হলো তার বাস্তব প্রতিমূর্তি।
৫. যারা ইসলামের ঝুঁকিবিহীন বিধানগুলোকে মেনে চলে, আর ঝুঁকিপূর্ণ বিধানগুলোকে মানতে রাজী নয়, তাদের ঈমানের দাবি প্রশ্নবিদ্ধ।
৬. যারা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব নিজেদের নিরাপদ রেখে উভয় দল থেকে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায় তারা মুনাফিক।
৭. আখেরাতে মুনাফিকদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।
৮. মুসলমানদের সুসময়ে তারা ইসলামের সপক্ষে মানুষ; আর যখন মুসলমানদের জানমালের



ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন তারা নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে স্থান নেয় এবং শত্রুদলের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে।

৯. প্রকৃত মু'মিন হতে হলে সকল অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন থাকতে হবে।

১০. দুর্বল ঈমান, স্বার্থপর মানসিকতা এবং অনুন্নত নৈতিক চরিত্রের লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং নিজেদের মধ্যকার আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

১১. যারা জেনেশুনে নিজেদের অপকর্ম দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্নাম রটায়, তাদের ওপর আল্লাহ লা'নত করেন।

১২. উল্লেখিত লোকেরাই আল্লাহর লা'নতে চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ এবং কান থাকা সত্ত্বেও বধির হিসেবে আল্লাহর দরবারে নীত হবে।

১৩. যারা আল্লাহর কিতাব থেকে নিজেদের জীবন-নির্দেশ সংগ্রহ করতে আদৌ রাজী নয়, তাদের অন্তরে আল্লাহ তালা লাগিয়ে দেন, ফলে তাদের হিদায়াত লাভের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৪. শয়তানই মুনাফিকদের সামনে দুনিয়ার জীবনকে শোভন করে দেখায় এবং মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যায়।

১৫. মুনাফিকরা বিপদ দেখলে ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মেলায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।

১৬. জিহাদই হলো ঈমান যাঁচাইয়ের কষ্টিপাথর। জিহাদ দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে যায় ঈমানের দাবিতে কারা সত্য আর কারা মিথ্যা।

১৭. মুনাফিকরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবয় করবে।

১৮. মৃত্যুর সময় থেকেই অপরাধীদের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর শেষ বিচারে তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১৯. মুনাফিকদের এ শাস্তির কারণ হলো— তারা আল্লাহর সত্ত্বটিকে উপেক্ষা করে, আল্লাহর অসত্ত্বটি উৎপাদনকারী বিষয়ের অনুসরণ করেছে।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৪

পারা হিসেবে রুক্ক'-৮

আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٢٩﴾ أَأَحْسَبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۖ

২৯. যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ কখনো প্রকাশ করবেন না।

﴿٣٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَكُم مَّا فَعَّرْتُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ

৩০. আর আমি যদি চাইতাম, তাহলে অবশ্যই আপনাকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিতাম, ফলে তাদের চেহারার চিহ্ন থেকেই আপনি তাদেরকে চিনে নিতেন এবং আপনি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবেন (তাদের) কথার সুরে

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۖ ﴿٣١﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۗ

আর আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড ভালো করেই জানেন। ৩১. আর আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের মধ্যকার (আল্লাহর পথের) সংগ্রামীদের এবং ধৈর্যশীলদের পরিচয় প্রকাশ করে দেই;

﴿২৯﴾-কি-ম-মনে করে নিয়েছে ; -التَّذِينَ-তারা ; -قُلُوبِهِمْ-যাদের অন্তরে আছে ; -اللَّهُ-আল্লাহ ; -مَرَضٌ-রোগ ; -أَن-যে ; -لَّنْ يُخْرِجَ-কখনো প্রকাশ করবেন না ; -أَضْغَانَهُمْ-তাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ । ﴿৩০﴾-আর ; -لَوْ-যদি ; -نَشَاءُ-আমি চাইতাম ; -لَأَرَيْنَكُم-তাহলে আপনাকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিতাম ; -فَعَّرْتُهُمْ-ফলে তাদেরকে আপনি চিনে নিতেন ; -بِسَيِّئِهِمْ-তাদের চেহারার চিহ্ন থেকেই ; -و-এবং ; -لَتَعْرِفَنَّهُمْ-আপনি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবেন ; -لَحْنِ الْقَوْلِ-সুরে ; -الْقَوْلِ-(তাদের) কথার ; -و-আর ; -أَعْمَالَكُمْ-(اعمال+كم)-তোমাদের কর্মকাণ্ড । ﴿৩১﴾-আর ; -لَنَبْلُوَنَّكُمْ-(لنبلون+كم)-আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ; -حَتَّى-যে পর্যন্ত না ; -نَعْلَمُ-আমি পরিচয় প্রকাশ করে দেই ; -و-এবং ; -الْمُجْهِدِينَ-(আল্লাহর পথের) সংগ্রামীদের ; -مِنكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; -و-এবং ; -الصَّابِرِينَ-ধৈর্যশীলদের ;

وَنَبَلُّوْا۟ اٰخْبَارَكُمْ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَشَاقُوْا

আর যাঁচাই করে দেখি তোমাদের অবস্থা । ৩২. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর বিরোধিতা করে

الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لٰن يُّضْرُوْا اللّٰهَ شَيْئًا وَّسَيُحِبُّ

রাসূলের — তাদের কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও, তারা কখনো আল্লাহকে কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না ; আর তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই নিষ্ফল করে দেবেন

اَعْمَالَهُمْ ۙ يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تَبْطُلُوْا

তাদের সকল কর্মতৎপরতা<sup>৩৩</sup> । ৩৩. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর (আদেশের) আনুগত্য করো এবং অনুসরণ করো রাসূলের, আর নষ্ট করে দিও না

اَعْمَالَكُمْ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثَمَّ اٰتَوْا هُمْ كُفْرًا

নিজেদের নেককাজগুলোকে<sup>৩৪</sup> । ৩৪. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং (অন্যদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তারপর মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে, তারা কাফির

ان ۙ (৩২) - তোমাদের অবস্থা - (اخبار+কম) - (اخباركم) ; যাঁচাই করে, দেখি - (نبلو) ; আর - (و) ;

নিশ্চয়ই ; (الذين) - যারা ; (كفروا) - কুফরী করে ; (و) - এবং ; (صدوا) - (অন্যদেরকে) ফিরিয়ে রাখে ; (عن) - থেকে ; (سبيل) - পথ ; (الله) - আল্লাহর ; (و) - আর ; (اشاقوا) - বিরোধিতা করে ;

(الرسول) - রাসূলের ; (من بعد) - পরও ; (ما تبين) - প্রকাশিত হওয়ার ; (لهم) - তাদের কাছে ; (الهدى) - সৎপথ ; (لن يضر) - তারা কখনো ক্ষতি করতে পারবে না ; (الله) - আল্লাহকে ;

(و) - আর ; (سيحبت) - তিনি (আল্লাহ) অবশ্যই নিষ্ফল করে দেবেন ; (اعمالهم) - তাদের সকল কর্মতৎপরতা । (يا أيها) - হে ; (الذين) - যারা ;

(و) - এবং ; (اطيعوا) - তোমরা আনুগত্য করো ; (الله) - আল্লাহর (আদেশের) ; (و) - আর ; (لا تبطلوا) - নষ্ট করে দিও না ;

(ان) - নিশ্চয়ই ; (اعمالكم) - (اعمال+কম) - নিজেদের নেক কাজগুলোকে । (الذين) - যারা ; (كفروا) - কুফরী করে ; (و) - এবং ; (صدوا) - ফিরিয়ে রাখে (অন্যদেরকে) ;

(و) - (عن) - থেকে ; (سبيل) - পথ ; (الله) - আল্লাহর ; (ثم) - তারপর ; (آتوا) - মৃত্যুবরণ করে ; (و) - এমতাবস্থায় যে ; (هم) - তারা ; (كفار) - কাফির ;

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ

তবে তাদেরকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। ৩৫. অতএব তোমরা সাহস হারিয়ো না এবং সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না<sup>(৪)</sup>, তোমরাই থাকবে বিজয়ী; আর আল্লাহ

فَلَا ۖ ৩৫) -তাদেরকে। -لَهُمْ-আল্লাহ; -اللَّهُ-তবে কখনো ক্ষমা করবেন না; -يَغْفِرَ-অতএব তোমরা সাহস হারিয়ো না; -وَ-এবং; -تَدْعُوا-আহ্বান করো না; -إِلَى-প্রতি; -السَّلْمِ-সন্ধির; -أَنْتُمْ-তোমরাই থাকবে; -الْأَعْلَوْنَ-বিজয়ী; -وَ-আর; -اللَّهُ-আল্লাহ;

৩৯. অর্থাৎ ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যেসব ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশল চালিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে চাচ্ছে, তা সবই আল্লাহ তা'আলা ব্যর্থ করে দেবেন। তাছাড়া তারা নিজেরা যেসব কাজকে ভালো বা নেককাজ মনে করে চালিয়ে যাচ্ছে সেসব কাজের কোনো ফল তারা আখেরাতে পাবে না; আল্লাহ তা সবই ধ্বংস করে দেবেন।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে ফিরে গিয়ে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ছাড়া কোনো আমলই নেকআমল বলে আল্লাহর দরবারে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং সেসব আমলের কোনো প্রতিদানও পাওয়া যাবে না।

৪১. অর্থাৎ সংখ্যা ও সামর্থ্যের দিক থেকে তোমাদের অবস্থান দুর্বল হলেও তোমরা মনোবল হারিয়ে কাফিরদের প্রতি সন্ধির প্রস্তাব দিও না; বরং নিজেদের মনোবল দৃঢ় রেখে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থেকে, তাহলে বিজয় তোমাদের-ই হবে।

একথাটি এমন এক সময়ে বলা হয়েছিলো, যখন মুহাজির ও আনসার মিলিয়ে অল্পসংখ্যক মুসলমান মদীনার ক্ষুদ্র জনপদে অবস্থান করে মক্কার শক্তিশালী কুরাইশ গোত্র ও আরবের কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলো। এর দ্বারা মুসলমানদের প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়নি যে, কখনো কাফিরদের সাথে সন্ধি-সমঝোতা করা যাবে না; বরং মুসলমানদের তখনকার পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি সন্ধির প্রস্তাব দিলে, কাফিররা এমনসব শর্ত আরোপ করবে যা কোনোক্রমেই মেনে নেয়া সম্ভব হবে না; কারণ দুর্বল পক্ষ থেকে সবল পক্ষের প্রতি প্রস্তাবিত সন্ধি দুর্বল পক্ষের স্বার্থের বিপক্ষে যায়। বিপক্ষ শত্রুরা তখন আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠে। অতএব সে পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে মুকাবিলায় দৃঢ়তা প্রকাশ করাই সমিচীন। তবে যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব দেয়া হয় তাহলে আলোচনা সাপেক্ষে সন্ধি করা যেতে পারে। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও সন্ধির প্রস্তাব দেয়া যায়, যদি মুসলমানদের জন্য এতে উপযোগিতা দেখা যায় এবং তাতে মুসলমানদের দুর্বলতার প্রকাশ না ঘটে। মূলকথা হলো, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আদৌ সন্ধির প্রস্তাব দেয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি।

مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَزَكَّرَ أَعْمَالَكُمْ ۖ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَكُمْ وَان تَزْمِنُوا

তোমাদের সাথেই আছেন ; এবং তিনি কখনো তোমাদের নেক কাজসমূহ কমাবেন না । ৩৬. দুনিয়ার এ জীবন তো শুধুমাত্র খেলাধুলা ও তামাশা<sup>৩২</sup> ; আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং

تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِن يَسْئَلْكُمْ فِي حِفْظِكُمْ

তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বিনিময় দেবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না<sup>৩৩</sup> । ৩৭. যদি তিনি তোমাদের কাছে তা চান এবং তোমাদেরকে চাপ দিতে থাকেন,

তোমাদের সাথেই আছেন ; -এবং ; لَنْ يَتَزَكَّرَ -তিনি কখনো কমাবেন না ; -এবং ; أَعْمَالَكُمْ -তোমাদের নেক কাজসমূহ । ৩৬. -শুধুমাত্র ; -এ الْحَيَاةُ -দুনিয়ার ; -এ لَعِبٌ -খেলাধুলা ; -ও ; وَان -যদি ; تَزْمِنُوا -তোমরা ঈমান আন ; এবং ; وَلَا يَسْئَلْكُمْ -তাকওয়া অবলম্বন করো ; تَتَّقُوا -তবে আল্লাহ তোমাদেরকে দেবেন ; -এবং ; أَجُورَكُمْ -তোমাদের প্রতিদান ; -এবং ; لَا يَسْئَلْكُمْ -তিনি তোমাদের কাছে চাইবেন না ; -এবং ; أَمْوَالَكُمْ -তোমাদের (মাল+কম) -তোমাদের (মাল+কম) -তিনি তোমাদের কাছে চাইবেন না ; (মাল+কম) -তিনি তোমাদের কাছে তা চান ; (মাল+কম) -তিনি তোমাদের কাছে তা চান ; (মাল+কম) -এবং তোমাদেরকে চাপ দিতে থাকেন ;

৪২. অর্থাৎ আখেরাতের জীবনই হলো আসল জীবন । দুনিয়ার কয়েকদিনের জীবন মনভুলানো খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয় । এ জীবনের ব্যর্থতা যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি এখানকার সফলতাও স্থায়ী নয় । সুতরাং আসল জীবনের সফলতার জন্য কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ ।

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত । তিনি তাঁর নিজের জন্য তোমাদের ধন-সম্পদ চান না । তিনি যা চান, তা তোমাদের উপকারের জন্যই চান । তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়ার জন্যই চান । আখেরাতে তোমরা সেই প্রতিদানের বদৌলতেই জান্নাত লাভে সমর্থ হবে । অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— “আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোনো জীবনোপকরণ চাই না ।” আলোচ্য আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ চান না । (কুরতুবী) পরবর্তী আয়াতে এ অর্থের প্রতি ইংগিত রয়েছে । তাতে বলা হয়েছে— “যদি তিনি তোমাদের কাছে তা (ধন-সম্পদ) চান এবং তোমাদের ওপর চাপ দিতে থাকেন তাহলে তোমরা কার্পণ্য করবে”—আয়াতে ‘ফা-ইউহুফিকুম’ শব্দের অর্থ ‘কোনো কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া’ অর্থ নিহিত রয়েছে । অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের ধন-সম্পদ চান এবং তোমাদের শেষ সম্পদটি পর্যন্ত চান, তাহলে তোমরা তা দিতে রাজী হবে না ।

تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجُ أَضْفَانَكُمْ ۝ هَآئِنْتُمْ لَآءٍ تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন<sup>৪৪</sup>। ৩৮. হাঁ, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে ডাকা হচ্ছে যাতে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো;

فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ ۗ وَ

অথচ তোমাদের মধ্যে কতক কৃপণতা করে; আর যে কৃপণতা করে, তবে সে তো শুধুমাত্র তার নিজের প্রতি-ই কৃপণতা করে; আর আল্লাহ তো অভাবমুক্ত এবং

أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

তোমরা সবাই (তঁার) মুখাপেক্ষী; আর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন, অতপর তারা তোমাদের মতো হবে না।<sup>৪৫</sup>

تَبَخَّلُوا-তবে তোমরা কার্পণ্য করবে; وَ-এবং; يُخْرِجُ-তিনি প্রকাশ করে দেবেন; هَآئِنْتُمْ-হাঁ, তোমরাই তোমরা; أَضْفَانَكُمْ-(اضفان+কম)-তোমাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ; ۝-তোমরাই তো; لَآءٍ-তারা, যাদেরকে; تَدْعُونَ-ডাকা হচ্ছে; لِنَفْسِكُمْ-যাতে তোমরা ব্যয় করো; فِي سَبِيلِ-পথে; اللّٰهُ-আল্লাহর; مِنْكُمْ-(ফ+ম+কম)-অথচ তোমাদের মধ্যে; يَبْخُلُ-কৃপণতা করে; وَمَنْ-যে; يَبْخُلْ-কৃপণতা করে; عَنِ-কতক; نَفْسِهِ-তবে শুধুমাত্র; الْغَنِيُّ-সে-তো কৃপণতা করে; وَاللّٰهُ-আল্লাহ তো; الْفُقَرَاءُ-অভাবমুক্ত; وَأَنْتُمْ-এবং; الْفُقَرَاءُ-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; وَإِن تَتَوَلَّوْا-তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; يَسْتَبْدِلْ-তবে তিনি স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন; قَوْمًا-অন্য এক জাতিকে; غَيْرَكُمْ-(غير+কম)-তোমাদের ছাড়া; ثُمَّ-অতপর; لَا يَكُونُوا-তারা হবে না; أَمْثَالَكُمْ-(امثال+কম)-তোমাদের মতো।

৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের সব সম্পদ চাইতেন তাহলে তোমরা তো তা দিতে কখনো রাজী হতে না ফলে তোমাদের কার্পণ্য, সম্পদ দিতে টাল-বাহানা ইত্যাদি মনের গোপন অপ্রিয় বিষয়গুলো স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়তো।

৪৫. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার শরীয়তের বিধানগুলো মানতে অস্বীকার করো, তাহলে অন্য একটি জাতিকে তার জন্য তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে আমার দীন ইসলামকে যতদিন আমি চাইবো দুনিয়াতে বাকী রাখবো, যারা তোমাদের মতো আমার বিধানকে অমান্য করবে না।

### ৪র্থ রুকু' (২৯-৩৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যাদের অন্তরে 'মুনাফিকী' রয়েছে, তাদের মুনাফিকী একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ-ই তা প্রকাশ করে দেন।

২. কাফিরদের কুফরী সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য; কিন্তু মুনাফিকদের মুনাফিকী যদিও প্রকাশ্য নয়, তবে আল্লাহর পথে জান-মাল কুরবানীর নির্দেশের মাধ্যমে যে পরীক্ষা নেয়া হয় তাতেই মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর পথে জান-মাল ত্যাগের বিষয়টা এমন এক কষ্টপাথর যার দ্বারা মু'মিন-মুনাফিক পরিচয়টা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এর দ্বারা মু'মিনদের ঈমানের মাত্রারও পরিমাপ হয়ে যায়।

৩. কুফরী ও মুনাফিকী দ্বারা আল্লাহ তা'আলার (বিন্দুমাত্র) ক্ষতিও হয় না; যারা এসবে লিপ্ত রয়েছে তাদেরই দুনিয়া আখেরাত বরবাদ হয়ে যায়।

৪. যারা নিজেরা আল্লাহর বিধান মানে না এবং অন্যদের তাঁর বিধান মানার পথে প্রকাশ্যে ও বিভিন্ন কৌশলে বাধা সৃষ্টি করে, তারাও আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে কখনো সক্ষম হবে না।

৫. আল্লাহদ্রোহীদের সকল বিদ্রোহী তৎপরতা এবং যেসব কাজকে তারা ভালো কাজ মনে করে সম্পাদন করেছে সবই আল্লাহ নিষ্ফল করে দেবেন।

৬. আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ছাড়া কোনো নেক আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে না। সুতরাং নেককাজের প্রতিদান পাওয়ার পূর্বশর্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করা।

৭. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যহীন অবস্থায় অর্থাৎ ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না।

৮. বাতিলের পার্শ্বি শক্তি-সামর্থ্য যত প্রবলই হোক না কেনো, তাতে মু'মিনদের সাহস-হিম্মত হারানো উচিত নয়; কারণ মু'মিনদের সাথে আল্লাহ আছেন।

৯. মু'মিনদের কোনো পরাজয় নেই; দুনিয়াতে সাময়িক বিপর্যয় চূড়ান্ত পরাজয়ের সমার্থক নয়; চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে আখেরাতে, আর সেখানে বিজয় মু'মিনদের জন্যই নির্দিষ্ট।

১০. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়—এটা মৃত্যুর সাথে সাথেই বোধগম্য হবে।

১১. ঈমান ও তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়যুক্ত সৎকর্মই চূড়ান্ত বিজয়ের মৌলিক উপাদান। দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আখেরাতে কোনো কাজেই আসবে না, যদি না তা আল্লাহর পথে কসর হয়। আল্লাহর পথে যে ধন-সম্পদ ব্যয়িত হয়, তাতে আল্লাহর কোনো লাভ নেই; আখেরাতের কঠিন সময়ে তা ব্যয়কারীর-ই কাজে লাগবে।

১২. আল্লাহ সাধ্যের বাইরে তাঁর পথে ব্যয় করতে মানুষকে বাধ্য করেন না—যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকুই ব্যয় করতে বলেন। আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করলে তার কুফল নিজেকেই ভোগ করতে হবে। কেননা সে কৃপণতা তার নিজের জন্য কৃপণতা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

১৩. আল্লাহ মানুষের ধন-সম্পদ, ইবাদাত-আনুগত্য কোনো কিছুই মুখাপেক্ষী নন, এসব কিছু মানুষেরই কাজে লাগবে। আল্লাহ সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত; মানুষই সার্বক্ষণিক তাঁর মুখাপেক্ষী।

১৪. মুসলিম জাতি যদি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে বিমুখ হয়, তবে অন্য কোনো জাতিকে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন এবং তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন।



## সূরা আল ফাত্‌হ-মাদানী

আয়াত : ২৯

রুকু' : ৪

## নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতেই 'ফাত্‌হান' শব্দটি রয়েছে ; তা থেকেই সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। 'ফাত্‌হান' অর্থ বিজয়। এ সূরায় মুসলমানদের সেই মহান বিজয় সম্পর্কে 'ফাত্‌হান মুবীনা' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ দিক থেকে সূরার 'আল ফাত্‌হ' নামটি সূরাতে আলোচিত বিষয়ের শিরোনামও বটে।

## নাযিলের সময়কাল

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী এবং তাফসীর বিশারদদের অধিকাংশের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দ মাসে মক্কার কাফিরদের 'সুলহে হুদায়বিয়া' তথা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে সূরা আল ফাত্‌হ নাযিল হয়েছে।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হুদায়বিয়ার সন্ধি। সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা এ চুক্তিকে মুসলমানদের এক সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অতপর এ চুক্তি সম্পাদনের কারণে মুসলমানদের অন্তরে যে সাময়িক মনোকষ্টের উদ্ভব হয়েছিলো তা দূর করার জন্য মুসলমানদেরকে সাবুনা দান করেছেন। বলা হয়েছে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সন্ধি যদিও মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হচ্ছে, কিন্তু এ সন্ধির পরিণাম ফল অত্যন্ত শুভ, যা তারা সময়ের পরিবর্তনে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সন্ধির মাধ্যমেই একটি চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

অতপর আলোচনা করা হয়েছে যে, এ সন্ধির ফলে পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়ে এবং আল্লাহর রাসূলের কৃত এ সন্ধির প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের কারণে পরকালীন জীবনে শুভ পরিণামের অধিকারী হবে।

এ সন্ধির ফলে কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণ সম্পর্কেও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ চুক্তি কাফির-মুশরিকদের পক্ষে কল্যাণকর মনে হলেও মূলতঃ এর দ্বারা তাদের পরাজয় হয়েছে, যা তারা সময়ের পরিক্রমায় বুঝতে পেরেছে, যার কারণে তারাই এ চুক্তি প্রথমে ভঙ্গ করেছে। এ পর্যায়ে কাফির-মুশরিকদের পরকালীন জীবনে নির্ধারিত কঠিন শাস্তির কথাও এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত রেখে মুসলমানরা যে শপথ গ্রহণ করেছে, তা আল্লাহর হাতে হাত রেখে শপথ করার শামিল। সুতরাং এ শপথ



ভঙ্গের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আর যারা এ শপথকে যথাযথভাবে পূর্ণত্ব দেবে, তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় পুরস্কার।

দ্বিতীয় রুকু'তে ঈমানের দাবীদার সেসব বন্দু আরবদের কথা আলোচনা করে তাদের অসুস্থ মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং এ পর্যায়ে তাদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

অতপর সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর মনোভাব ও তাদের পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এসব লোক গনীমত তথা স্বার্থ লাভের সম্ভাবনা দেখলে এগিয়ে আসে এবং বিপদের আশংকায় পিছু হটে। এ জাতীয় লোকদেরকে কোনো অভিযানে সাথে না রাখার জন্যও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশনা করেছেন। কারণ এসব লোকের মুখের কথা ও মনের কথা এক নয়। এদের মৌখিক ঈমান যে গ্রহণযোগ্য নয় সে কথাও সূরায় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এদের পরিচয় তখনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন এদেরকে কোনো কঠিন মুকাবিলার কথা বলা হবে। আখেরাতে এদের পরিণামও কাফিরদের মতো হবে বলেও রায় ঘোষিত হয়েছে।

অতপর অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও রোগাক্রান্তদের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দান করা হয়েছে।

তৃতীয় রুকু'তে বাইয়াতে রিদওয়ান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মনের অবস্থা জানতেন, তারা আপনার হাতে হাত দিয়ে যে শপথ নিয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন। তিনি তাদেরকে অচেল গনীমত লাভের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন যা তারা অচিরেই লাভ করবে। তিনি তাদের ওপর শত্রুর উত্তোলিত হাতকে নামিয়ে দিয়ে সহজে সঠিক পথ লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন।

অতপর সন্ধির সুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ মুহূর্তে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা হলে, তার মন্দ ফলাফলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় অর্জিত হয়েছে। কাফিরদের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য এ সন্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, যেসব কাফির মুশরিক মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছে, আল্লাহ চাইলে তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পরতেন, কিন্তু মক্কায় এমন কিছু মু'মিন বান্দা রয়েছে, যাদেরকে মু'মিন হিসেবে তোমরা জান না ; তোমরা নিজেদের অজান্তেই কাফিরদেরকে তাদের সহই পিষে ফেলতে। এ কারণেও আল্লাহ তোমাদেরকে মুকাবিলা থেকে বিরত রেখেছেন এবং এটা সন্ধির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

চতুর্থ রুকু'তে বলা হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণ যে স্বপ্ন দেখেন, তা সত্য স্বপ্ন এবং তা ওহীর একটি প্রকার। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা.-এর কা'বা ঘর যিয়ারত তথা উমরা করার

স্বপ্ন কোনো মিথ্যা বা অমূলক নয়। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী বছর পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে আল্লাহর নবী ও মু'মিনগণ উমরা করার সুযোগ পাবে। আর সেই নিরাপত্তা এবং কা'বা যিয়ারতের সুযোগও সন্ধি-চুক্তির ফলেই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি আল্লাহর নবী ও মুসলমানদের জন্য একটি সুস্পষ্ট মহান বিজয়।

অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবনব্যবস্থা সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর আল্লাহর দেয়া সত্য জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য যে এটাই সেই জন্য আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। স্বয়ং আল্লাহ যার সাক্ষী তার জন্য অন্য কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই।

অবশেষে রাসূলের অনুসারী মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মু'মিনরা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে হবে আপোষহীন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি তারা হবে অত্যন্ত দয়ালু হৃদয়। তারা হবে নামায আদায়কারী এবং আল্লাহর হুকুম পালনে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় সদা তৎপর। তাদের চেহারা তথা তাদের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর আনুগত্যের চিহ্ন বর্তমান থাকবে। অর্থাৎ তাদের প্রকাশ্য কাজ-কর্মেও আল্লাহর আনুগত্যহীনতার কোনো চিহ্ন থাকবে না। মু'মিনদের এ বৈশিষ্ট্য তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। ইন্জিলে মু'মিনদেরকে একটি শস্যক্ষেত ও তার ক্রমবর্ধমান পরিপুষ্ট লাভ ও স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়ানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যা দেখে কৃষক অত্যন্ত খুশী হয় ; কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী শক্তির মনে কষ্ট হয়। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের মু'মিনদের জন্য উপসংহারে ঘোষিত হয়েছে মহামূল্যবান ক্ষমা এবং আশাতিরিক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।



রুক'-৪

## ৪৮. সূরা আল ফাত্‌হ-মাদানী

আয়াত-২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

① إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

১. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বিজয় দান করেছি — এক সুস্পষ্ট বিজয়'। ২. যাতে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন আপনার সেসব ক্রটি-বিচ্যুতি যা আগে হয়েছে এবং যা পরে হয়েছে, ১

① إِنَّا - (হে নবী) নিশ্চয়ই আমি ; فَتَحْنَا - বিজয় দান করেছি ; لَكَ - আপনাকে ; مُّبِينًا - এক বিজয় ; اللَّهُ - আপনার ; لِيَغْفِرَ - যাতে ক্ষমা করে দেন ; تَقَدَّمَ - আগে হয়েছে ; مِن ذَنْبِكَ - (অপনার ক্রটি-বিচ্যুতি) ; وَمَا - এবং ; تَأَخَّرَ - পরে হয়েছে ;

১. আল্লাহ তা'আলা এখানে হৃদয়বিয়ার সন্ধিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই বিশেষত হযরত উমর রা. এ ধরনের সন্ধিচুক্তিতে সম্মত ছিলেন না ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর ইশারায় এ চুক্তিকে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে নেন। এ সন্ধির মাধ্যমেই মক্কা বিজয়ের সূচনা হয়। আল্লাহ তা'আলা এটাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করেন। সাহাবায়ে কিরাম যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এ সন্ধির কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই এ সন্ধির কল্যাণকারিতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকলে তাঁরা বুঝতে সক্ষম হলেন যে, এ সন্ধি প্রকৃতপক্ষেই মুসলমানদের জন্য এক বিরাট বিজয় ছিলো।

নিম্নের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য এক বিরাট বিজয় ছিলো :

এক : সন্ধির প্রস্তাব এসেছিলো কাফিরদের পক্ষ থেকে। এ প্রস্তাব দানের মধ্য দিয়ে কাফিররা মুসলমানদেরকে এমন একটি পক্ষ বলে মেনে নিয়েছে, যাদের সাথে সন্ধি করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে তারা মুসলমানদেরকে একটি শক্তি বা একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও রাজী ছিলো না।

দুই : সন্ধির প্রথম শর্ত অনুসারে পরবর্তী দশ বছরের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা বন্ধ থাকার বিষয়টাও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয়েছিলো। এ প্রস্তাব যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে দেয়া হতো তাহলে কাফিররা এটাকে গ্রহণ করতো না, কারণ কাফিররা নিজেদের শক্তি-ক্ষমতার ব্যাপারে অত্যন্ত দান্তিক ছিলো। পার্থিব শক্তি-ক্ষমতায় তারা সবল ছিলো। অপরদিকে মুসলমানরা ছিলো এদিক থেকে দুর্বল। সাধারণত বিবদমান দু'টো পক্ষের মধ্যে,

অধিকতর দুর্বল পক্ষ থেকে আগত যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব সবল পক্ষ গ্রহণ করে না। অথচ মুসলমানদের প্রস্তুতির জন্য কিছুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিলো। আর যুদ্ধ বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়ে কাফিররাই সেই প্রয়োজন পূরণ করে দিলো।

তিন : সন্ধির দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে কোনো ব্যক্তি যদি মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে চলে আসে, তাকে মক্কায ফেরত দিতে হবে। আর কোনো ব্যক্তি মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায চলে যায় তাহলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না। এ শর্ত-ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয়েছিলো। কোনো কাফির মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায যাওয়ার অর্থ মুসলমান হওয়ার জন্যই মদীনায যাওয়া। শর্ত অনুসারে তাকে মক্কায ফেরত পাঠানো আদ্বাহ হয়ত তার মুক্তির বিকল্প পথ বের করে দেবেন। কিন্তু যে মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায যাবে এমন লোক দ্বারা মুসলমানদের কোনো কল্যাণ হবে না। সুতরাং তাকে মদীনায ফেরত নেয়ার প্রয়োজন নেই। কিছুদিন যেতে না যেতেই এ শর্ত কাফিরদের বিপক্ষে চলে গেছে এবং তারা এ শর্ত বাতিলের প্রস্তাব রেখেছে।

চার : চুক্তির দু'টো শর্ত মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে অসহনীয় মনে হয়েছিলো। আর তাহলো ২নং ও ৪নং শর্ত। কিন্তু ২নং শর্তের মতো এটাও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিলো।

এ শর্তটি মেনে নেয়াকে মুসলমানরা নিজেদের পরাজয় মনে করেছিলো। তারা মনে করেছিলো যে, সারা আরবের দৃষ্টিতে আমরা ব্যর্থ হয়ে কাফিরদের ইচ্ছা মতো ফিরে যাচ্ছি। তাদের মনে এ প্রশ্নও জেগেছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সা. যে মক্কায গিয়ে বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করতে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তার বাস্তবায়ন কোথায় হলো? আমরা তো এখন তাওয়াফ না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সা. এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, এ বছরই তাওয়াফ করা হবে, স্বপ্নে এমন কথা তো বলা হয়নি। চুক্তির শর্ত অনুসারে এ বছর না হলেও আগামি বছর তাওয়াফ ইনশাআল্লাহ হবে।

অতপর মুসলমানদের মদীনায ফিরে যাওয়ার পথে মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে—কারো কারো মতে 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে সূরা আল ফাত্‌হ নাখিল হয়েছে। যার ফলে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই পূর্বে উল্লিখিত এ সন্ধি-চুক্তির সুফলগুলো একে একে প্রকাশ পেতে শুরু করলো, ফলে এ চুক্তি সম্পাদন যে এক বিরূপ বিজয় ছিলো, তাতে মুসলমানদের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না।

২. অর্থাৎ আপনাকে বিজয়দান করা হয়েছে এজন্য, যেন আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেয়া যায়। নবী-রাসূলগণ গুনাহ থেকে পবিত্র। কুরআন মাজীদে তাদের বেলায় যেসব স্থানে গুনাহ (اذنب) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা তাঁদের উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত তথা অনুত্তম কাজ বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে নবী-রাসূলদের দ্বারা অনুত্তম কাজও একটি ক্রটি, যাকে কুরআনের ভাষায় 'যাযুন' বা বিচ্যুতি হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে 'মা তাকাদামা'

وَيُتْرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ

এবং পূর্ণতা দান করেন তাঁর নিয়ামতকে আপনার প্রতি<sup>৩</sup> আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল সঠিক পথে<sup>৪</sup>। ৩. আর (যেন) আপনাকে আল্লাহ সাহায্য করেন—

نَصْرًا عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا

বলিষ্ঠ সাহায্য<sup>৫</sup>। ৪. তিনি সেই সত্তা যিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাখিল করেন,<sup>৬</sup> যাতে তারা বাড়িয়ে নিতে পারে

- عَلَيْكَ ; (نِعْمَةٌ+ه)-নৈমত্বে ; (نِعْمَتُهُ)-তঁার নিয়ামতকে ; وَيُتْرَ-পূর্ণতা দান করেন ; وَيُتْرَ-এবং ; وَيُتْرَ-আপনার প্রতি ; وَيُتْرَ-আর ; وَيُتْرَ-পরিচালিত করেন আপনাকে ; وَيُتْرَ-পথে ; وَيُتْرَ-সরল-সঠিক। ৩. وَيُتْرَ-আর ; وَيُتْرَ-আপনাকে সাহায্য করেন ; وَيُتْرَ-আল্লাহ ; وَيُتْرَ-সাহায্য ; وَيُتْرَ-বলিষ্ঠ। ৪. هُوَ-তিনি ; وَيُتْرَ-অন্তরে ; وَيُتْرَ-প্রশান্তি ; وَيُتْرَ-নাখিল করেন ; وَيُتْرَ-সেই সত্তা যিনি ; وَيُتْرَ-অন্তরে ; وَيُতْرَ-মু'মিনদের ; وَيُতْرَ-যাতে তারা বাড়িয়ে নিতে পারে ;

দ্বারা নবুওয়াতের পূর্বকার এবং 'মা তায়াখ্খারা' দ্বারা নবুওয়াতের পরবর্তী ক্রটি-বিচ্যুতি বুঝানো হয়েছে। (মাযহারী)

৩. অর্থাৎ আপনাকে এ বিজয় দানের অপর একটি কারণ হলো—এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণতা দান করবেন। নিয়ামতকে পূর্ণতা দানের অর্থ মুসলমানদেরকে সকল প্রকার কুফরী শক্তির ভয়-ভীতি মুক্ত করা এবং তাদের নিজ স্থানে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি-সামর্থ্য দান করা। যার ফলে মুসলমান দুনিয়াতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং কুফরী শক্তি মুসলমানদের পদানত থাকবে। যেসব শক্তি আল্লাহর দীনকে বুলন্দ করার চেষ্টায় প্রতিবন্ধক তাদের ফিতনা থেকে মুসলমানরা মুক্তি পাবে ; যমীনে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার উপায়-উপকরণ লাভ করে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তির আবাস লাভ করবে।

৪. অর্থাৎ এ সুস্পষ্ট বিজয় দানের মাধ্যমে আপনাকে বিজয় ও সাফল্য লাভের সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, যার ফলে আপনি আপনার ও মু'মিনদের জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার সহজ পথ প্রাপ্ত হবেন।

মানব জীবনের মূল লক্ষ্যই হলো আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষ লাভ করা। এ নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের অসংখ্য স্তর রয়েছে। এক স্তর লাভ করার পর পরবর্তী স্তর অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বাকী থাকে, আর সেজন্যই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে সরল-সঠিক পথ লাভের প্রার্থনা উন্নততর শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৫. অর্থাৎ এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সাহায্য করবেন, তা এমন

إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَ لِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

নিজেদের (বিদ্যমান) ঈমানের সাথে আরও ঈমান<sup>১</sup> ; আর আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহর-ই জন্য ; এবং আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী —

إِيْمَانًا-আরও ঈমান ; مَعَ-সাথে ; إِيْمَانِهِمْ-(ইমান+হম)- নিজেদের (বিদ্যমান) ঈমানের ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহর-ই জন্য ; جُنُودُ-বাহিনীসমূহ ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلِيْمًا-মহাজ্ঞানী ;

বলিষ্ঠ হবে, যার ফলে শত্রুরা অক্ষম হয়ে পড়বে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন বিরল ও নজীরবিহীন সাহায্য করবেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি সাধারণ ও অপমানজনক সন্ধি মনে হলেও সময়ের ব্যবধানে তা একটি চূড়ান্ত বিজয়ে রূপান্তরিত হবে, ইতিপূর্বে যার কোনো নজির নেই।

৬. অর্থাৎ হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তির আদলে মুসলমানদের যে বিজয় লাভ হয়েছিলো সে জন্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরে স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ়চিত্ততা দান করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. স্বপ্নে নির্দেশ পাওয়ার পর কা'বার তাওয়াফ করতে মক্কা যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করার পর মু'মিনরা যদি ভীত হয়ে পড়তো, কিংবা পশ্চিমধ্যে কাফিরদের আক্রমণের সংকল্পের কথা জানতে পেরে হতবুদ্ধি ও অস্থির হয়ে পড়তো এবং সেজন্য তাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিত, তাহলে সন্ধিচুক্তি হতো না, যার ফলে যে বিজয় লাভ হয়েছে তা-ও অর্জিত হতো না। তাছাড়া হৃদয়বিয়ায় কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান, রাতের অন্ধকারে আকস্মিক হামলা করে উত্তেজিত করে যুদ্ধ বাঁধানোর অপচেষ্টা, হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাত-এর গুয়ব ছড়ানো এবং আবু জানদাল-এর শৃংখলিত ও নির্যাতিত প্রতিমূর্তি মু'মিনদের সামনে হাজির হওয়ায় মু'মিনরা যদি উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতিষ্ঠিত শৃংখলা ও সংযম ভঙ্গ করতো, তাহলেও বিজয়ের সম্ভাবনা অংকুরেই নষ্ট হয়ে যেতো। মুসলমানরা এ সময় যে স্থিরতা ও দৃঢ় চিত্ততা আর রাসূলের নেতৃত্বের প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছিলো এবং রাসূলের গৃহীত সিদ্ধান্তের যথার্থতা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের অন্তরে যে ধীরস্থির ও প্রশান্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো আয়াতে সে দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। মুসলমানদের অন্তরের অবস্থা এর ব্যতিক্রম হলে এ বিজয় লাভ সম্ভব হতো না।

৭. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, ঈমান কোনো স্থির বা জড় অবস্থার নাম নয়, বরং তার ত্রাস-বৃদ্ধি ও উঠানামা আছে। কোনো পরীক্ষায় সফলতা দ্বারা ঈমানের ডিহী বাড়ে, আবার সে পরীক্ষায় ব্যর্থতা দ্বারা ঈমানের ডিহী নিচে নেমে যায়। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে একাধিক আয়াত রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত

حَكِيمًا ⑤ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

প্রজ্ঞাময় ৫। (তা এজন্য) যাতে তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে (এমন)

জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে

الْأَنْهَارِ خَالِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ

নহরসমূহ; সেখানে তারা হবে অনন্ত কালের বাসিন্দা, আর তিনি তাদের থেকে মিটিয়ে দেবেন তাদের মন্দ কাজগুলো ১০ আর আল্লাহর কাছে এটাই হলো

حَكِيمًا-প্রজ্ঞাময় ৫। لِيَدْخُلَ-(তা এজন্য) যাতে তিনি প্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন ;

الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিন পুরুষ ; وَالْمُؤْمِنَاتِ-ও-মু'মিন নারীদেরকে ; جَنَّتِ-(এমন) জান্নাতে;

الْأَنْهَارِ-প্রবাহিত রয়েছে ; مِنْ تَحْتِهَا-(মেন+তحت+হা)-যার তলদেশ দিয়ে ;

وَالْأَنْهَارِ-প্রবাহিত রয়েছে ; وَكَانَ-তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা ; خَالِينَ-সেখানে-;

وَالْأَنْهَارِ-প্রবাহিত রয়েছে ; وَيُكَفَّرُ-তিনি মিটিয়ে দেবেন ; عَنْهُمْ-(عن+হম)-তাদের থেকে ;

سَيِّئَاتِهِمْ-তাদের মন্দ কাজগুলো ; وَكَانَ-আর ; ذَلِكَ-এটাই ; عِنْدَ-

কাজগুলো ; وَكَانَ-আর ; ذَلِكَ-এটাই ; عِنْدَ-আল্লাহর ;

একজন মু'মিনকে এমন অনেক পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়। যার মাধ্যমে তার ঈমানের ডিগ্রী বাড়ার সম্ভাবনা বা কমে যাওয়ার আশংকা থাকে। সেসব পরীক্ষায় মু'মিন যদি দীনের প্রতি নিষ্ঠা, ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে ঈমানের সাক্ষ্য দান করতে পারে, তাহলে তার ঈমান প্রবৃদ্ধি ঘটে। আর যদি সেসব পরীক্ষায় সে তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার ঈমান স্ববির হয়ে যায় এবং পরপর ব্যর্থতার কারণে তার ঈমানের প্রাথমিক পূঁজিও সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়ে যায়।

৮. অর্থাৎ আসমান-যমীনে আল্লাহর এমন বাহিনী আছে যে, তিনি চাইলে মুহূর্তের মধ্যেই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তবে আখিরাতে মু'মিনদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই কাফিরদের সাথে মু'মিনদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নীতি গ্রহণ করেছেন। যাতে করে তারা সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের জন্য আখিরাতে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ ব্যবস্থার মধ্যেই যে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ বিশাল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

৯. অর্থাৎ পুরস্কার হিসেবে জান্নাত পাওয়ার অধিকারী শুধু মু'মিন পুরুষরাই নয়, বরং মু'মিন নারীরাও তার অধিকারী হবে। কুরআন মাজীদে সাধারণত মু'মিনদের পুরস্কারের ব্যাপারে উল্লেখ করার সময় নারী-পুরুষ আলাদাভাবে উল্লেখ না করে সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে ; কিন্তু আলাদা করে উল্লেখ করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ জান্নাত লাভে শুধু পুরুষ নয়, বরং নারীরাও সমানভাবে এ পুরস্কার লাভ

فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

মহাসাকল্য। ৬. আর তিনি শাস্তি দেবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে—

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ

যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণকারী; তাদের ওপর অকল্যাণের আবর্তন হবেই, আর আল্লাহ তাদের ওপর গযব নাযিল করেছেন এবং

لَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ ۙ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۙ

তাদেরকে লানত করেছেন, আর তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন জাহান্নাম; এবং তা অত্যন্ত নিকট গন্তব্য।

৭. আর আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহর-ই নিয়ন্ত্রণাধীন;

- الْمُنْفِقِينَ - মুনাফিক পুরুষ; وَيُعَذِّبُ - তিনি শাস্তি দেবেন; وَالْمُنْفِقَاتِ - মুনাফিক নারী; وَالْمُشْرِكِينَ - মুশরিক পুরুষ; وَالْمُشْرِكَاتِ - মুশরিক নারীদেরকে; وَالظَّالِمِينَ - যারা পোষণকারী; بِاللَّهِ - আল্লাহ সম্পর্কে; ظَنُّ السَّوْءِ - মন্দ ধারণা; عَلَيْهِمْ - তাদের ওপর হবেই; دَائِرَةُ السَّوْءِ - আবর্তন; وَغَضِبَ اللَّهُ - গযব নাযিল করেছেন; وَأَعَدَّ لَهُمْ - তাদের ওপর; جَهَنَّمَ - জাহান্নাম; وَسَاءَتْ مَصِيرًا - তৈরী করে রেখেছেন; وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - বাহিনীসমূহ; ۙ -

করবে। কারণ যেসব মু'মিন ও আল্লাহ ভীরু নারী নিজেদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতাকে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দিয়ে তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়ী-ঘর, সম্ভান-সমৃদ্ধি ও সহায়-সম্বল সংরক্ষণ করে এবং বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করে তারা নিজেরাও অবশ্যই পুরস্কারের অংশীদার হবে এতে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই।

১০. অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তাদের দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তা এমনভাবে পবিত্র করে দেবেন যাতে জান্নাতে তার কোনো চিহ্ন তাদের মধ্যে দেখা যাবে না। যাতে জান্নাতে তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের সামনে লজ্জিত হতে না হয়।

১১. অর্থাৎ মদীনার আশেপাশের মুনাফিক নারী-পুরুষ এবং মক্কার কাফির মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যে কুধারণা পোষণ করতো, তাহলো আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সংগী-সাথী মু'মিনদেরকে সাহায্য করবেন না। তাছাড়া মুনাফিকরা ভেবেছিলো



وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِيَتُؤْمِنُوا

আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১০ ৮. (হে নবী!) আমি অবশ্যই আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্য দানকারী<sup>১২</sup>  
এবং সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে<sup>১৩</sup>; ৯. যাতে (হে মানুষ) তোমরা ঈমান আন

১০-আর ; ৯-হলেন ; ৮-আল্লাহ ; ৭-পরাক্রমশালী ; ৬-প্রজ্ঞাময় । ৫-  
(হে নবী!) আমি অবশ্যই ; ৪-আপনাকে পাঠিয়েছি ; ৩-  
সাক্ষ্যদানকারী ; ২-এবং ; ১-ও ; ০-সতর্ককারী  
হিসেবে । ০-যাতে (হে মানুষ) তোমরা ঈমান আন ;

রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাথীরা ওমরা করার জন্য মক্কায় যাত্রা করেছে, তারা কেউ জীবিত ফিরে আসতে পারবে না ।

১২. অর্থাৎ যে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেসব চক্রান্ত তারা এঁটেছিলো, সেসব অকল্যাণ তাদের ওপর আপত্তিত হবে, এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই ।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ যেসব কাফিরকে শাস্তি দিতে চান তাদের শাস্তির জন্য আল্লাহ তাঁর বাহিনীসমূহ ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী । এমন কোনো শক্তি আসমান-যমীনে নেই যে বা যারা নিজেদের ক্ষমতা ও কৌশল দ্বারা আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে ।

১৪. সূরায় শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর উম্মতকে—বিশেষ করে ‘বাইয়াতে রিদওয়ানে’ অংশ গ্রহণকারীদেরকে যেসব নিয়ামত দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার দানকারী ছিলেন আল্লাহ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা. । আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক আদায় এবং তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলা হয়েছে । এ পর্যায়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ সা.-এর তিনটি মর্যাদার কথা বলা হয়েছে—শাহিদ, মুবাশশির ও নায়ীর ।

‘শাহিদ’ অর্থ সাক্ষ্যদানকারী । প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন । তারপর কেউ তাঁর আনুগত্য করেছে আর কেউ নাফারমানী করেছে । একইভাবে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন । নবী-রাসূলদের এ সাক্ষ্য হবে তাদের নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে যে—তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে । এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাক্ষ্য হবে তার সমসাময়িক লোকদের সম্পর্কে তাছাড়া সমস্ত উম্মতের পাপ-পুণ্য সম্পর্কেও তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে । কেননা তাঁর উম্মতের আমল সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে পেশ করা হয়, তাই তিনি সমস্ত উম্মাহর আমল সম্পর্কে অবহিত হবেন । (কুরতুবী)

بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعْزِزُوهُ وَتُقِرُّوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۝١٥٠ اِنَّ الَّذِيْنَ

আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি এবং তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁকে সম্মান কর ; আর সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর<sup>১৫</sup> । ১০ নিশ্চয়ই যারা

يَبَيِّعُونَكَ اِنَّمَا يَبِيْعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ

আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়, অবশ্যই তারা আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ নেয়<sup>১৬</sup> ; তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত<sup>১৭</sup> ; অতপর যে ব্যক্তি শপথ ভঙ্গ করবে তবে সে অবশ্যই ভঙ্গ করবে

و- ; তাঁর রাসূলের প্রতি (رسول+ه)-رَسُولِهِ ; و-ও- ; و- ; আল্লাহর প্রতি (ب+الله)-بِاللّٰهِ  
 (تُعْزِزُوهُ+و)-تُعْزِزُوهُ ; ও- ; (রাসূলকে) সাহায্য করো (تُعْزِزُوهُ+و)-تُعْزِزُوهُ ; এবং-  
 (تُسَبِّحُوهُ+و)-تُسَبِّحُوهُ ; আর-ও- ; (আল্লাহর) তাসবীহ (تُسَبِّحُوهُ+و)-تُسَبِّحُوهُ ; তাঁকে সম্মান করো ;  
 (أَصِيلاً+و)-أَصِيلاً ; ও- ; (সন্ধ্যায়) ۝١٥٠-নিশ্চয়ই ; (الَّذِيْنَ)-যারা ; (بُكْرَةً)-সকাল ;  
 (يَبَيِّعُونَكَ)-আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় ; (يَبَيِّعُونَكَ)-আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয় ;  
 (يَدُ اللّٰهِ)-হাত ; (اللّٰهِ)-আল্লাহর কাছেই ; (فَمَنْ نَّكَثَ)-তারা আনুগত্যের শপথ নেয় ; (فَمَنْ نَّكَثَ)-তারা আনুগত্যের শপথ নেয় ;  
 (اَيْدِيْهِمْ)-তাদের হাতের ; (فَوْقَ)-ওপর ; (وَقَوْلُكَ)-আল্লাহর ; (فَمَنْ نَّكَثَ)-অতপর  
 (فَمَنْ نَّكَثَ)-সে ভঙ্গ করবে ; (فَمَنْ نَّكَثَ)-তবে অবশ্যই ; (فَمَنْ نَّكَثَ)-সে ভঙ্গ করবে ;

১৫. মুবাশ্শির শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা আর নাযীর শব্দের অর্থ সতর্ককারী । রাসূলুল্লাহ সা. উম্মাহর আনুগত্যশীল মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবেন এবং কাফির ও পাপাচারীদেরকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবেন ।

১৬. এখানে 'তুআযযিকরুহ', 'তুওয়াক্কিরুহ' এবং 'তুসাযবিহুহ' শব্দ তিনটির 'হ' সর্বনাম দ্বয়ের প্রথম দু'টি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা. এবং তৃতীয়টি দ্বারা আল্লাহ বুঝানো হয়েছে বলে একদল তাফসীরবিদের অভিমত । তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে তিনটি সর্বনাম দ্বারাই আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে । তাঁদের মতে এ বাক্যের অর্থ হবে "তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, তাঁকেই সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতার ঘোষণা দাও ।"

এখানে 'সকাল-সন্ধ্যায়' দ্বারা শুধু সকালে ও সন্ধ্যায় বুঝানো হয়নি ; বরং এর অর্থ সার্বক্ষণিক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করার কথা বুঝানো হয়েছে ।

১৭. এখানে সেই বাইয়াতের কথা বলা হয়েছে, যা হুদায়বিয়া নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো । রাসূলুল্লাহ সা. ৬ষ্ঠ হিজরী সনের যুলকাদ মাসে উমরা করার নিয়তে ১৪শ সাহাবীর একটি দল ও ৭০টি কুরবানীর উট সাথে নিয়ে মক্কা থেকে প্রায় ১৩ মাইল দূরত্বে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন । কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেলে উভয় পক্ষের মধ্যে দূতদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা

عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسِرَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

নিজের (অনিষ্টের) জন্য ; আর যে ব্যক্তি পূর্ণ করবে তা, যে ওয়াদা সে আল্লাহর সাথে করেছে” তবে তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন ।

بِمَا -জন্য ; نَفْسِهِ -নিজের (অনিষ্টের) ; وَمَنْ -আর ; أَوْفَى -যে ব্যক্তি ; بِمَا -পূর্ণ করবে ; عَاهَدَ -তা, যে ; عَلَيْهِ -সে করেছে ; اللَّهُ -আল্লাহর ; مِيسِرَتِيهِ -সাথে ; أَجْرًا -পুরস্কার ; عَظِيمًا -মহা ।  
+ ) - (مِيسِرَتِيهِ) -তবে তিনি অচিরেই তাকে দান করবেন ; أَجْرًا -পুরস্কার ; عَظِيمًا -মহা ।

চলতে থাকে । এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সা. উসমান রা.-কে মক্কায় পাঠান এবং নিজেদের মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাফিরদেরকে অবহিত করেন । কিন্তু কাফিররা বিভিন্ন উচ্ছানীমূলক তৎপরতা ও গুণব ছড়িয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে জড়ানোর প্রচেষ্টা চালায় । এ সময় গুণব ছড়ানো হয় যে, মক্কায় উসমান রা.-কে হত্যা করা হয়েছে । সাহাবায়ে কিরাম এ সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে বাইয়াত বা শপথ গ্রহণ করেন যে, তাঁরা সবাই নিহত হলেও কাফিরদের সাথে বুঝাপড়া করবেন । আলোচ্য আয়াতে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে । এটাই ‘বাইয়াতে রিদওয়ান’ নামে পরিচিত ।

১৮. অর্থাৎ তারা যে রাসূলের হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছে তা ছিলো আল্লাহর প্রতিনিধির হাত । তাই তাদের শপথও ব্যক্তি রাসূলের সাথে ছিলো না, বরং তা ছিলো আল্লাহর সাথে ।

১৯. এখানে লক্ষণীয় যে, ‘আলাইহু’ শব্দটি আরবী ভাষার নিয়মের ব্যতিক্রম ব্যবহৃত হয়েছে । নিয়ম অনুসারে ‘আলাইহি’ হওয়া উচিত ছিলো । এর দু’টো কারণ আল্লামা আলুসী বর্ণনা করেছেন । (১) ‘হু’ (هـ) সর্বনামটি যে মহান সত্তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁর মহানত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এ ব্যতিক্রম ব্যবহার হয়েছে । তাই এ ক্ষেত্রে ‘আলাইহি’ এর পরিবর্তে ‘আলাইহু’ অধিক উপযুক্ত । (২) ‘হু’ (هـ) সর্বনামটি ‘হুয়া’ (هُوَ)-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে, আর ‘হুয়া’ সর্বনামের মূল কারক চিহ্ন (اعراب) হলো পেশ । তাই যেরের পরিবর্তে পেশ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মূলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং পরবর্তী ‘আল্লাহ’ শব্দটিকে যথার্থ উচ্চারণে মোটা করে আদায় করা যায় ।

### ১ম রুকু’ (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হৃদয়বিয়ার সন্ধি চুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের জন্য এক সুস্পষ্ট বিজয় ছিলো । আর এ চুক্তি আল্লাহর ইংগীতেই সম্পাদিত হয়েছিলো ।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের তথা জনগণের কল্যাণে যে কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করতে পারেন । অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে এবং জনগণ এর কল্যাণকারিতা অনুধাবন করতে না পারলেও কৃত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জনগণের কর্তব্য ।

৩. এ চুক্তি সম্পাদিত না হলে উভয় পক্ষের অনেক প্রাণহানীর আশংকা ছিলো। তাই প্রাণহানীর আশংকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এরূপ চুক্তি সম্পাদন অপরিহার্য ছিলো। যে কোনো সময়ে এরূপ পরিস্থিতিতে কোনো অমুসলিম দেশের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব এলে তা গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের জন্য বৈধ।

৪. এ চুক্তিরূপে বিজয় দান করে আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর চুক্তির আগে-পরের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইসলামী জীবন বিধান-কে পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ঈমানী জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

৫. হৃদয়বিয়ার সন্ধি চুক্তি একটি বিরল ও নজির-বিহীন চুক্তি যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের বিপক্ষে ছিলো; সময়ের ব্যবধানে তা মুসলমানদের বিজয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ মু'মিনদের ঈমানকে দৃঢ় করেছেন এবং তাদের অন্তরকে প্রশান্ত করেছেন। ঈমানী জীবনে যেসব পরীক্ষা আসে, তা সত্যিকার মু'মিনের ঈমানে প্রবৃদ্ধি আনয়ন করে।

৬. ঈমান গতিশীল (Dynamic)—এটা জড় বা স্থবির কোনো পদার্থ নয়। এতে ঘাটতি-প্রবৃদ্ধি আছে। আমাদের কোনো কোনো কাজে ঈমানে প্রবৃদ্ধি বা ঘাটতি হয়।

৭. মু'মিনদের প্রতিপক্ষ কাফিরদের অস্তিত্ব এবং তাদের সাথে মুকাবিলার ব্যবস্থা মু'মিনদের ঈমানের পরীক্ষার স্বার্থেই রাখা হয়েছে।

৮. আসমান-যমীনে আল্লাহর এমন অনেক বাহিনী আছে, যাদের দ্বারা আল্লাহ চাইলে কাফিরদেরকে নির্মূল করে দিতে সক্ষম।

৯. আল্লাহ প্রজ্ঞাময় তাই তিনি বিনা পরীক্ষায় মু'মিনদেরকে জান্নাত দিতে চান না; কারণ বিনা পরীক্ষায় জান্নাত লাভ করলে তা তত সুখের হবে না। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে ফল স্বরূপ যে জান্নাত লাভ হবে, তা হবে অতীব আনন্দদায়ক ও পরিতৃপ্তিকর।

১০. মু'মিনরা চিরসুখময় জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে, যার তলদেশ দিয়ে চিরপ্রবহমান নহরসমূহ থাকবে। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উভয়েই এ জান্নাতের অধিকারী হবে।

১১. মু'মিনদের দুনিয়ার জীবনের সকল দোষ-ক্রটি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাদের শরীর বা মন-মগজে সেসব দোষ-ক্রটির চিহ্নও থাকবে না।

১২. মুনাফিক নারী-পুরুষ এবং মুশরিক নারী-পুরুষ—এরা সবাই হবে চির দুঃখময় জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা। জাহান্নাম নিকটতম ঠিকানা। আল্লাহ এমন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় যে, তিনি যাদেরকে শাস্তি দেবেন তাদেরকে বাঁচানো বা সে শাস্তি প্রতিরোধের ক্ষমতা কারো নেই।

১৩. মুহাম্মাদ সা. তাঁর সমস্ত উম্মত সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেবেন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী তাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন, তা কারা মেনে নিয়েছে এবং কারা তা মানতে অস্বীকার করেছে।

১৪. মুহাম্মাদ সা.-এর তিনটি মর্যাদা—(ক) তিনি শাহিদ বা সাক্ষ্যদানকারী, (খ) তিনি মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী, (গ) তিনি কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী। মুহাম্মাদ সা.-এর প্রতি অনাবিল ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহকে সাহায্য করা, তাঁর সম্মান-মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং সার্বক্ষণিক তাঁর ঘোষণা নিরত থাকার মধ্যেই মানব জাতির ইহ-পরকালীন কল্যাণ নিহিত।

১৫. আল্লাহর সাথে কৃত অস্বীকার পূরণকারীদের জন্য তিনি আশাতীত পুরস্কার রেখেছেন।



সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-১০  
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾

১১. মরুবাসীদের° পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা আপনাকে অচিরেই বলবে — ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিলো, অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন

يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

তারা নিজেদের মুখ দ্বারা এমন কিছু বলছে, যা তাদের অন্তরে নেই°; আপনি বলুন — তবে (এমন) কে আছে যে তোমাদের জন্য কিছুমাত্র ক্ষমতা রাখে আল্লাহর মুকাবিলায়

﴿سَيَقُولُ﴾-অচিরেই বলবে ; ﴿لَكَ﴾-আপনাকে ; ﴿الْمُخَلَّفُونَ﴾-পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা ; ﴿مِنَ الْأَعْرَابِ﴾-মরুবাসীদের (من+الاعراب) ; ﴿شَغَلَتْنَا﴾-আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিলো ; ﴿أَمْوَالُنَا﴾-আমাদের ধন-সম্পদ ; ﴿وَأَهْلُونَا﴾-আমাদের পরিবার-পরিজন ; ﴿فَاسْتَغْفِرْ﴾-অতএব আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন ; ﴿لَنَا﴾-আমাদের জন্য ; ﴿يَقُولُونَ﴾-তারা বলছে ; ﴿بِالسِّنْتِهِمْ﴾-তাদের মুখ দ্বারা (ب+السنتهم) ; ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾-তাদের অন্তরে (في+قلوبهم) ; ﴿قُلْ﴾-আপনি বলুন ; ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ﴾-ক্ষমতা রাখে (ف+من) ; ﴿مِنَ اللَّهِ﴾-তোমাদের জন্য (من+الله) ; ﴿شَيْئًا﴾-কিছুমাত্র ;

২০. ‘মরুবাসী’ দ্বারা মদীনার আশেপাশের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। উমরা করতে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা. তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বিভিন্ন অজুহাতে তাঁর সাথী হওয়া থেকে বিরত থাকে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এসব লোক ছিলো আসলাম, মুযাইনা, জুহাইনা, গিফার ও আশজা গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

২১. অর্থাৎ এসব লোক আপনার উমরা যাত্রায় অংশ না নেয়ার যেসব অজুহাত পেশ করছে সেসব অজুহাত সত্য নয়। তারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার যে আবেদন জানাচ্ছে তা-ও আন্তরিক অনুশোচনার ফল নয় ; বরং এসব হলো মৌখিক বাহানা মাত্র। তারা রাসূলের আবেদনে সাড়া না দিয়ে যে গুনাহ করেছে, তার অনুভূতি-ও তাদের নেই।

إِنْ أَرَادِ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥٢﴾

যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি চান, অথবা তিনি চান তোমাদের কোনো উপকার ?  
বরং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ হলেন পরিপূর্ণভাবে অবহিত<sup>১২</sup> ১২. বরং

ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۖ وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ

তোমরা তো মনে করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ কখনো তাদের পরিবারবর্গের  
কাছে ফিরে আসবেন না—কক্ষণো না এবং এটা খুব ভালো লেগেছিলো

فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿٥٣﴾ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِن

তোমাদের অন্তরে<sup>১৩</sup> এবং তোমরা মনে স্থান দিয়েছো খুব মন্দ ধারণা ; আসলে তোমরা  
হলে অত্যন্ত মন্দ মানসিকতার লোক<sup>১৪</sup> । ১৩. আর যে ঈমান আনে না

ان-যদি ; ارَادَ-তিনি চান ; بِكُمْ-তোমাদের ; ضَرًّا-কোনো ক্ষতি ; اَوْ-অথবা ; ارَادَ -  
তিনি চান ; بِكُمْ-তোমাদের ; نَفْعًا-কোনো উপকার ; بَلْ-বরং ; كَانَ-হলেন ; اللَّهُ -  
আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা কর ; خَبِيرًا-পরিপূর্ণভাবে অবহিত ।  
﴿٥٢﴾ ظَنَنْتُمْ-তোমরা তো মনে করেছিলে ; ان-যে ; يَنْقَلِبَ-কখনো  
ফিরে আসবেন না ; الرَّسُولُ-রাসূল ; وَالْمُؤْمِنُونَ- মু'মিনগণ ; وَ-ও ; إِلَىٰ-কাছে ;  
أَهْلِيهِمْ-তাদের পরিবারবর্গের ; أَبَدًا-কক্ষণো না ; وَ-এবং ; زَيَّنَ-খুব  
ভালো লেগেছিলো ; ذَٰلِكَ-এটা ; فِي قُلُوبِكُمْ-(ফী+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে ;  
وَ-ও ; ظَنًّا-খুব মন্দ ; سَوْءًا-খুব মন্দ ধারণা ; وَكُنْتُمْ-তোমরা মনে স্থান দিয়েছো ; قَوْمًا-  
লোক ; بُورًا-অত্যন্ত মন্দ মানসিকতার । ﴿٥٣﴾ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِن-যে ঈমান আনে না ;

১২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপক। তিনি তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তোমাদের কাজকর্ম অনুসারে তোমরা যদি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের জন্য আমি মাগফিরাতের দোয়া করলেও তাতে তোমাদের শাস্তি মওকুফ হবে না। আর যদি তোমাদের কাজকর্ম শাস্তিযোগ্য না হয় তাহলে আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া না করলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তা'আলা সার্বিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, তিনি কারো মুখের কথায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। আমি তোমাদের মুখে পেশ করা অজুহাত গ্রহণ করে নিয়ে তোমাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করলেও তাতে তোমাদের কোনো লাভ হবে না।

১৩. অর্থাৎ তোমরা মনে করেছিলে যে, রাসূল ও তাঁর সাথী মু'মিনরা মক্কায় উমরা



سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَا ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ

১৫. শীঘ্রই পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা বলবে— যখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে— ‘আমাদেরও অনুমতি দাও, আমরাও তোমাদের সাথে যাবো’<sup>২৭</sup>

يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كُنْ لَكُمْ رَبُّنَا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۚ

তারা আল্লাহর ফরমান বদলে দিতে চায়<sup>২৮</sup>, আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ আগেই তোমাদের সম্পর্কে এরূপ বলে দিয়েছেন;<sup>২৯</sup>

সী-যখন ; إِذَا-যখন ; الْمُخَلَّفُونَ-পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা ; سَيَقُولُ ১৫-শীঘ্রই বলবে ; لَتَأْخُذُوا-তোমরা যাবে ; إِلَى-জন্য ; مَغَانِمَ-গনীমতের মাল ; لِتَأْخُذُوا-তোমরা যাবে ; نَتَّبِعْكُمْ-তোমাদেরকেও অনুমতি দাও ; ذُرُونَا-তোমাদেরকেও অনুমতি দাও ; هَا-সংগ্রহের জন্য ; انطَلَقْتُمْ-আমাদের সাথে যাবো ; يُرِيدُونَ-তারা চায় ; يُبَدِّلُوا-বদলে দিতে ; كَلِمَ-আমরাও তোমাদের সাথে যাবো ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; تَتَّبِعُونَا-তোমরা কখনো আমাদের সাথে যেতে পারবে না ; كَذَلِكَ-তোমাদের সম্পর্কে এরূপ ; قَالَ-বলে দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; مِنْ قَبْلُ-আগেই ;

২৬. অর্থাৎ এরপরও তোমরা যদি নিজেদের সততা ও নিজেদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের পরিচয় দিতে পারো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তৈরী শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রেহাই দেবেন।

২৭. অর্থাৎ যারা আজ আপনার উমরার বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ সফরে আপনার সাথী হতে বিভিন্ন অজুহাতে অস্বীকার করলো, তারাই নিকট ভবিষ্যতে স্বার্থ হাসিলের সম্ভাবনা দেখে আপনাদের সাথী হওয়ার বায়না ধরবে। আপনি সেসব স্বার্থ শিকারী লোকদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, তোমাদের এতে কোনো ভাগ বসানোর সুযোগ নেই। এসব সম্পদ তাদেরই হক যারা অত্যন্ত দুঃসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

শীঘ্রই সেসব স্বার্থ শিকারী লোকদেরকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পর যখন মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদের ঝুঁকি কমে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ সা. অতি সহজেই খায়বর অভিযানে বিজয়লাভ করলেন, তখন সেসব স্বার্থ শিকারী লোকেরা বুঝতে পারলো যে, আশেপাশের ইয়াহুদী অঞ্চলসমূহ মুসলমানদের করায়ত্তে চলে আসবে, তখন তারা এগিয়ে এসে বিভিন্ন অভিযানে অংশ নিয়ে গনীমতে ভাগ বসানোর সুযোগ খুঁজতে থাকলো, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সে সুযোগ দিতে তাঁর রাসূলকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।



فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا إِلَّا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٦﴾ قُلْ

তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ'—আসলে তারা সামান্য কিছু ছাড়া বুঝেই না। ১৬ আপনি বলে দিন

لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ بَأْسٍ شَدِيدٍ

বেদুইনদের মধ্য থেকে পেছনে থেকে যাওয়া লোকদেরকে— 'অচিরেই তোমাদেরকে এমন এক কণ্ঠের সাথে (যুদ্ধ করতে) ডাকা হবে, যারা অত্যন্ত শক্তিশালী

تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۚ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۗ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে<sup>০০</sup>; অতপর তোমরা যদি (তা) মেনে নাও, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দান করবেন; আর যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর

- تَحْسُدُونَنَا - বরং ; بَلْ - অবশ্যই বলবে ; (ف+سيقولون)-فَسَيَقُولُونَ

; تَحْسُدُونَ+না)- তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছো ; كَانُوا - আসলে তারা ;

; قُلْ - আপনি বলে দিন ; قَلِيلًا - সামান্য কিছু । إِلَّا - ছাড়া ; إِلَّا - বুঝেই না ;

; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ ; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ

; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ ; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ

; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ ; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ

; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ ; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ

; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ ; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ

; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ ; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ

; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ ; (ل+ال+مخلفين)-لِلْمُخَلَّفِينَ

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর ফরমান এটাই যে, যারা হৃদয়বিয়ার সফরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথী হয়েছিলেন এবং রাসূলের হাতে হাত রেখে জানমাল কুরবানীর শপথ করেছেন, তারাই খায়বরের গনীমতের অংশীদার। আল্লাহ তা'আলা সূরার ১৮ ও ১৯ আয়াতে একথা বলে দিয়েছেন।

২৯. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-কে হৃদয়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার সময়-ই এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর—আপনার উমরার সফরকে মৃত্যুর ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে যারা মদীনায় থেকে গিয়েছিলো, সেই পেছনে থেকে যাওয়ার লোকেরা যখন আপনার কাছে এসে বিভিন্ন গুণের পেশ করবে এবং খায়বর



ইসলামী সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু ইসলামের জন্য জানমাল তথা কোনো স্বার্থ ত্যাগ করার প্রশ্নে পিছিয়ে থাকবে, এতে তার বিশ্বাস বা ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

### ২য় রুকু' (১১-১৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলমান হিসেবে নিজেকে পরিচয় দানকারী অনেক লোকই মুসলিম সমাজে ছিলো যারা রাসূলের সাহচর্য পেয়েও দীনের জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলো না।

২. উল্লেখিত শ্রেণীর মুসলমান রাসূলের সময় যেমন ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৩. এ শ্রেণীর মুসলমানরা ইসলামের দুর্দিনে নিজেদের জান-মাল রক্ষার অজুহাতে যুক্তি এড়িয়ে চলে, আবার সুদিন দেখলে স্বার্থ-হাসিলের লক্ষ্যে এগিয়ে আসে।

৪. এ জাতীয় লোকদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা যদি কারো ক্ষতি চান, তবে সে ক্ষতি থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

৫. এসব লোকের মুখের কথা আর অন্তরের বিশ্বাস এক রকম নয়। এরা অত্যন্ত মন্দ মানসিকতার লোক।

৬. এসব লোক মুখে ঈমানের দাবী যতই করুক না কেনো আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।

৭. তবে এসব লোক যদি নিজেদের বিশ্বাস ও আচরণে পরিবর্তন আনে এবং অতীতের কার্যকলাপের জন্য খাঁটি অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৮. ইসলামের দুর্দিনে যারা নিজেদের জানমালের যুক্তি গ্রহণ করে দীনের ওপর অটল অচল থাকে, সুদিনের সুবিধা পাওয়ার অধিকার তাদের-ই থাকবে—এটাই আল্লাহর বিধান।

৯. দীন কায়েমের সংগ্রামে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের তাওবা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে। যখন ভবিষ্যতের কার্যকলাপ দ্বারা তাদের নির্ভার পরিচয় দানে সক্ষম হবে।

১০. আর যদি ভবিষ্যত সংগ্রামে তাদের ভূমিকা আগের মতো হয়, তবে তাদের জন্য আখিরাতে নির্ধারিত শাস্তি বহাল থাকবে।

১১. দীন কায়েমের সংগ্রামে যথার্থ অক্ষম, অন্ধ, খোঁড়া ও রুগ্ন ব্যক্তির পেছনে পড়ে থাকতে কোনো গুনাহ হবে না।

১২. কারা যথার্থ অক্ষম আর কারা তা নয়, তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন; সুতরাং আল্লাহ আখিরাতে সঠিক সিদ্ধান্ত দেবেন।

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যথার্থ অনুগত বান্দাহরা জান্নাতের অধিকারী হবে এবং মুখোশধারিরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৩  
পারা হিসেবে রুক্ক'-১১  
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿١٨﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبِيعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا

১৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মু'মিনদের প্রতি, যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট শপথ গ্রহণ করছিলো<sup>১৮</sup>; তখন তিনি জানতেন তা, যা ছিলো

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٩﴾ وَمَغَانِرَ

তাদের মনে; অতপর তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন<sup>১৯</sup> এবং তাদেরকে দান করলেন নিকটবর্তী বিজয়। ১৯. আর গনীমতের মাল দিলেন

- الْمُؤْمِنِينَ - প্রতি; عَنِ - আল্লাহ; لَقَدْ رَضِيَ ﴿١٨﴾ - মু'মিনদের; إِذْ - যখন; يَبِيعُونَكَ - (يبيعون+ك) - তারা শপথ গ্রহণ করেছিলো আপনার নিকট; تَحْتَ - নিচে; الشَّجَرَةِ - গাছের; فَعَلِمَ - (ف+علم) - তখন তিনি জানতেন; مَا - তা, যা ছিলো; فِي قُلُوبِهِمْ - (في+قلوب+هم) - তাদের মনে; فَأَنْزَلَ - (ف+انزل) - অতপর তিনি নাযিল করলেন; السَّكِينَةَ - (ال+سكينة) - প্রশান্তি; عَلَيْهِمْ - (على+هم) - তাদের ওপর; وَأَثَابَهُمْ - (اثاب+هم) - তাদেরকে দান করলেন; فَتْحًا - বিজয়; قَرِيبًا - (قربًا) - নিকটবর্তী; ﴿١٩﴾ - আর; وَمَغَانِرَ - গনীমতের মাল দিলেন;

৩২. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। কারণ সাহাবায়ে কিরাম ঈমানের দাবীতে নিজেদের সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ পেশ করেছিলেন এ বাইয়াত তথা শপথের মাধ্যমে। এ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিলো ১৪শ। তারা বলতে গেলে এক রকম নিরস্ত্রই ছিলেন। ইহরামের পোশাক পরিহিত সাহাবায়ে কিরামের নিকট একটি করে তরবারী ছাড়া আর কোনো যুদ্ধাস্ত্র ছিলো না, কেননা তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি। এমতাবস্থায় তাঁরা জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাতে শপথ করেছেন। তাদের এ শপথের পেছনে কোনো প্রকার লোভ-লালসা বা চাপ ছিলো না। ঈমানের দাবীতে তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি তাঁদের বিশ্বস্ততা পূর্ণতার স্তরে পৌছেছিলো। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টির সনদ দান করেছেন।

৩৩. এখানে 'সাকীনা' দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের মনের সেই অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে, যে অবস্থায় তাঁরা কোনো প্রকার ভয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলের হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছেন।

كَثِيرَةٌ يَا خذُ وَنَهَا لَوْ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ وَعَدَّ كُرْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

প্রচুর পরিমাণে যা তারা শীঘ্রই পেয়ে যাবে, ৩৪ আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী  
প্রজ্ঞাময় । ২০. আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল গণীমতের ওয়াদা দিয়েছেন

تَاخُذُ وَنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هُنَا ۝ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ

যা তোমরা (শীঘ্রই) লাভ করবে, ৩৫ অতএব তিনি তোমাদের জন্য এটাকে ত্বরান্বিত করেছেন ৩৬ এবং তোমাদের  
বিরুদ্ধে মানুষের হাতকে থামিয়ে দিয়েছেন, ৩৭ আর যাতে তা হয়

كَانَ - আর ; وَ - যা তারা শীঘ্রই পেয়ে যাবে ; يَا خُذُهَا - প্রচুর পরিমাণে ; كَثِيرَةٌ -  
হলেন ; اللَّهُ - আল্লাহ ; عَزِيزًا - পরাক্রমশালী ; حَكِيمًا - প্রজ্ঞাময় । ২০. وَعَدَّكُمْ ৩৪ -  
-তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন ; اللَّهُ - আল্লাহ ; مَغَانِمَ - গণীমতের ; كَثِيرَةً -  
বিপুল ; فَعَجَّلَ - তা তোমরা (শীঘ্রই) লাভ করবে ; (تَاخُذُونَ+هَا) - তা তোমরা (শীঘ্রই) লাভ করবে ;  
وَ - এটাকে ; هُنَا - তোমাদের জন্য ; لَكُمْ - অতএব তিনি ত্বরান্বিত করেছেন ; عَجَّلَ -  
- (عَنْ+كُمْ) - থামিয়ে দিয়েছেন ; النَّاسِ - মানুষের ; أَيْدِيَ - হাতকে ; كَفَّ - এবং ;  
তোমাদের বিরুদ্ধে ; وَ - আর ; لِتَكُونَ - যাতে তা হয় ;

৩৪. ১৮ আয়াতে উল্লিখিত 'নিকটবর্তী বিজয়' দ্বারা খায়বার বিজয় এবং ১৯ আয়াতে  
উল্লিখিত 'প্রচুর গণীমতের মাল' দ্বারা খায়বারে প্রাপ্ত প্রচুর গণীমতের মাল বুঝানো  
হয়েছে। এ গণীমতের মালে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অধিকার ঘোষণা করেছেন, যারা  
বাইয়াতে রিদওয়ান তথা হুদায়বিয়ায় সংঘটিত শপথ গ্রহণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।  
আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত অনুসারে খায়বারে লব্ধ গণীমতে তাঁরা ছাড়া অন্য কারো  
অধিকার ছিলো না। এজন্যই খায়বার অভিযানে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সা,  
কেবলমাত্র বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীকেই সাথে নিয়েছিলেন। তবে মোট  
গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ অথবা বাইয়াতে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে কিছু  
অন্যদেরকেও দিয়েছিলেন।

৩৫. অর্থাৎ শুধুমাত্র খায়বার বিজয় নয়, এর পরেও তোমরা পরপর আরো বিজয়  
লাভ করবে এবং সেই সাথে আরো গণীমত লাভ করবে।

৩৬. এখানে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যা মুসলমানদের  
তাৎক্ষণিকভাবে অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে সন্ধিচুক্তিকে সূরার শুরুতে  
'ফাতহুম মুবীন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩৭. অর্থাৎ মক্কার কাফিররা তোমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও এবং  
তোমাদের ১৪শ যুদ্ধকর্ম পুরুষ হুদায়বিয়ায় অবস্থান করার কারণে এক রকম অরক্ষিত  
থাকা সত্ত্বেও তোমাদের ওপর অতর্কিত হামলা করার সাহস শক্তরা করেনি। আল্লাহ-ই  
তাদের হাতকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٥١﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا

মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ এবং (যাতে) আল্লাহ তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।  
 ২১. আর অপরটি যা এখনো তোমরা করায়ত্ত করতে সক্ষম হওনি।

قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٥٢﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা ঘিরে রেখেছেন, আর আল্লাহ হলেন সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। ২২. আর যারা কুফরী  
 করেছে, তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো

لَوَلُوا إِلَّا دَبَّارًا يَجِدُونَ وَلَا يَأْوِلُوكُمْ إِلَّا نَصِيرًا ﴿٥٣﴾ سَنَةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ

তবে অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালাতো, অতপর তারা না পেতো কোনো বন্ধু আর না  
 কোনো সাহায্যকারী। ২৩. (এটাই) আল্লাহর বিধান যা চলে আসছে

(যাতে) - (يَهْدِيكُمْ) ; এবং - (وَ) ; মু'মিনদের জন্য ; (لِلْمُؤْمِنِينَ) - একটি নিদর্শন স্বরূপ ; (آيَةٌ) ;  
 তোমাদেরকে পরিচালিত করেন ; (صِرَاطًا) - সরল সঠিক পথে ; (مُسْتَقِيمًا) ; (٥١) ।  
 আর ; (أُخْرَى) - অপরটি ; (لَمْ تَقْدِرُوا) - তোমরা এখনো করায়ত্ত করতে সক্ষম হওনি ;  
 - (عَلَيْهَا) - (عليها) - যা ; (أَحَاطَ) - নিঃসন্দেহে ঘিরে রেখেছেন ; (اللَّهُ) - আল্লাহ ;  
 - (بِهَا) ; (وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) ; (عَلَىٰ) - ওপর ; (كُلِّ) - সব ; (اللَّهُ) - আল্লাহ ; (وَكَانَ) -  
 তা ; (وَعَلَىٰ) - আল্লাহ ; (اللَّهُ) - আল্লাহ ; (وَكَانَ) - হলেন ; (وَعَلَىٰ) - ওপর ; (كُلِّ) - সব ; (اللَّهُ) - আল্লাহ ;  
 তারা তোমাদের (مَاتَلَكُم) - (قاتل+كم) - তারা তোমাদের (وَقَاتَلَكُمُ) - (قاتل+كم) - তারা  
 সাথে যুদ্ধ করতো ; (وَلَوْ قَاتَلَكُمُ) - (قاتل+كم) - তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো ;  
 তারা না পেতো ; (لَا يَجِدُونَ) - তারা না পেতো ; (أَتَاكُمْ) - অতপর ; (تَبَّرًا) - পেছন ফিরে ;  
 তারা পালাতো ; (إِلَّا دَبَّارًا) - পেছন ফিরে ; (وَلَا يَأْوِلُوكُمْ) - কোনো সাহায্যকারী ;  
 (إِلَّا نَصِيرًا) - (٥٢) । (سَنَةِ اللَّهِ) - (এটাই) ; (الَّتِي قَدْ خَلَتْ) - (এটাই) ; (اللَّهُ) - আল্লাহ ;

৩৮. অর্থাৎ মু'মিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ওপর অটল থাকলে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন পন্থায় সাহায্য করেন, যা ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। হৃদয়বিয়ার সন্ধিকালীন অবস্থা-ই তার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহর দীন যখন যে পদক্ষেপ দাবী করবে, সেটাই মু'মিনের জন্য সরল-সোজা পথ। তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ওপর অটল থাক এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে ন্যায় ও সত্যের পথে এগিয়ে যাও, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ-ই তোমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবেন।

৪০. যুফাসিসরীনে কিরামদের মতে আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনো তাদের আওতাধীন নয়। এসব বিজয়ের

مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

আগে থেকে<sup>২২</sup> এবং আপনি কখনো আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।

২৪. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি ফিরিয়ে রেখেছেন তাদের হাত তোমাদের থেকে

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে মক্কার উপকণ্ঠে— তাদের ওপর তোমাদেরকে  
বিজয়ী করার পর ; আর তোমরা যা করছ আল্লাহ হলেন তার

بَصِيرًا ﴿٢٥﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّ كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا

সম্যক দ্রষ্টা। ২৫. তারা সেসব লোক যারা কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মাসজিদে  
হারাম থেকে বাধা দিয়েছে এবং (বাধা দিয়েছে) অপেক্ষমান কুরবানীর পশুকে

لِسُنَّةِ-আগে থেকে ; وَ-এবং ; لَنْ تَجِدَ-আপনি কখনো পাবেন না ; تَبْدِيلًا-কোনো পরিবর্তন ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِي-আল্লাহর ; اللَّهُ-আল্লাহর ; كَفَّ-ফিরিয়ে রেখেছেন ; أَيْدِيَهُمْ-তাদের হাত ; عَنْكُمْ-তাদের থেকে ; وَ-এবং ; أَيْدِيَكُمْ-তোমাদের হাত ; عَنْهُمْ-তোমাদের থেকে ; وَ-এবং ; بَطْنِ-উপকণ্ঠে ; مَكَّةَ-মক্কার ; مِنْ بَعْدِ-তার পর ; أَنْ-আর ; أَظْفَرَكُمْ-তোমাদেরকে বিজয়ী করার ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; وَ-আর ; كَانِ-হলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يَا-তা, তার ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করছো ; بَصِيرًا-সম্যক দ্রষ্টা ; هُمْ-তারা ; الَّذِينَ-সেসব লোক যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; عَنِ-থেকে ; الْمَسْجِدِ-মাসজিদে ; مَعْكُوفًا-অপেক্ষমান ; وَ-এবং (বাধা দিয়েছে) ; الْهَدْيِ-কুরবানীর পশুকে ; الْحَرَامِ-হারাম ;

মধ্যে সর্বপ্রথম হলো মক্কা বিজয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা শুধুমাত্র মক্কা বিজয়কেই বুঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষার ব্যাপকতা হেতু কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যত বিজয় আসবে সবই এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪১. অর্থাৎ তোমাদেরকে বাধা দেয়ার পর যদি আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ সংঘটিত হতে দিতেন তাহলে কাফিররাই পরাজিত হতো ; কিন্তু তারপরও তিনি যুদ্ধ থেকে মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে রেখেছেন। যেসব কারণে আল্লাহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি, তা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُم

তার যবেহর স্থানে পৌঁছতে<sup>১০</sup> ; আর যদি (মক্কায়) না থাকতো এমন মু'মিন পুরুষ  
ও মু'মিন নারী যাদেরকে তোমরা জানতে না পেরে

أَنْ تَطَّوهُم فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِيْغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ

তাদেরকে পদদলিত করতে, ফলে না জেনে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হতে  
(এজন্যই যুদ্ধ থামিয়ে দেয়া হয়েছে) যেন আল্লাহ নিজ রহমতে দাখিল করে নেন

مِنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٢٦ اِذْ جَعَلَ

যাকে চান ; যদি তারা সরে যেতো, তাহলে যারা তাদের মধ্যে কুফরী করেছে তাদেরকে অবশ্যই অমি শাস্তি  
দিতাম — যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি<sup>১১</sup> । ২৬. যখন তারা পোষণ করলো

ان-পৌছতে ; مَحَلَّهُ-তার যবেহর স্থানে ; و-আর ; لو-যদি ; لا-না থাকতো ;  
لَمْ-মু'মিন ; مُؤْمِنَاتٌ-নারী ; و-ও ; مُؤْمِنُونَ-মু'মিন ; رِجَالٌ-এমন পুরুষ ;  
أَنْ تَطَّوهُم-আদেরকে তোমরা জানতে না পেরে ; تَعْلَمُوهُمْ-তাদেরকে তোমরা  
পদদলিত করতে ; فَتُصِيبُكُمْ-ফলে (ف+তুসিব+কম)-ক্ষতির সম্মুখীন হতে ;  
بِيْغَيْرِ عِلْمٍ-না জেনে (ب+غير+علم) ; لِيَدْخُلَ اللَّهُ-যেন দাখিল  
করে নেন ; فِي رَحْمَتِهِ-নিজ রহমতে (فِي+رحمت+ه) ; مَنْ-যাকে ;  
يَشَاءُ-চান ; لَوْ-যদি ; تَزَيَّلُوا-তারা সরে যেতো ; لَعَذَّبْنَا-তাহলে অবশ্যই আমি  
শাস্তি দিতাম ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; مِنْهُمْ-  
তাদের মধ্যে ; عَذَابًا-শাস্তি ; أَلِيمًا-যন্ত্রণাদায়ক । ২৬. যখন তারা পোষণ করলো ;

৪২. এখানে 'সুন্নাতুল্লাহ' দ্বারা আল্লাহর রীতি বা বিধান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব কাফির-মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহী শক্তি তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তিনি অবশ্য সেসব বাতিল শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দেবেন। এটাই আল্লাহর রীতি বা বিধান।

৪৩. অর্থাৎ কাফিররা তোমাদেরকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে যেতে দেয়নি। তোমাদের কুরবানীর পশুকে যবেহর স্থানে নিয়ে যেতেও বাধা দান করেছে—এসব কিছুই আল্লাহর দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা যথার্থই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদের কল্যাণের জন্যই তোমাদের হাতকে তাদের থেকে এবং তাদের হাতকে তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন।

৪৪. হৃদয়বিয়াতে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার যে কারণ ছিলো, তা



الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

হঠকারিতা তাদের অন্তরে—যারা কুফরী করেছে—অজ্ঞতা যুগের হঠকারিতা<sup>৫</sup>, তখন আল্লাহ নিজ প্রশান্তি নাযিল করলেন<sup>৬</sup>

الَّذِينَ-তারা যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; قُلُوبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরে ; فَانزَلَ - অজ্ঞতা যুগের ; الْحَمِيَّةَ-হঠকারিতা ; الْحَمِيَّةَ-হঠকারিতা ; (سكينة+ه)-নিজ প্রশান্তি ; (ف+انزل)-তখন নাযিল করলেন ;

এখানে উল্লেখিত হয়েছে। একটি কারণ এই ছিলো যে, মক্কায় এমন অনেক নারী পুরুষ ছিলেন যাদের ঈমান গোপন ছিলো। তারা নিজেদের অসহায়ত্বের কারণে মদীনায় হিজরত করে যেতে সমর্থ হয়নি। আর মক্কায় কাফিরদের সাথে মদীনাবাসী মুহাজির আনসার মু'মিনদের সাথে যুদ্ধ বেধে গেলে মুসলমানরা কাফিরদেরকে পর্যুদস্ত করে ছাড়তো। তখন মুসলমানদের অজান্তে মক্কাবাসী অনেক মু'মিন নর-নারী নিহত হতো। যার ফলে মুসলমানরা অনুতাপে দগ্ধ হতো, আর কাফিররাও এ বদনাম ছড়ানোর সুযোগ পেতো যে, মুসলমানরা নিজেদের দীনী ভাই-বোনদেরকে হত্যা করেছে।

যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার অপর কারণ হলো তখন যুদ্ধ বাধলে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে অনেক মানুষ নিহত হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তা ছিলো না। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো, দুই বছরের মধ্যে কাফিরদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ করে ফেলা, যাতে যথাসময়ে কম রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয় এবং মক্কার সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। আর দুই বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় ঘটনা এমনই ঘটেছিলো।

৪৫. 'হামিয়্যাতুল জাহেলিয়াহ' অর্থ জাহেলী বা অজ্ঞতা যুগের হঠকারিতা বা সংকীর্ণতা। অর্থাৎ নিজেদের কর্মতৎপরতা তথা মুসলমানদেরকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফে বাধা প্রদান করা অন্যায় জেনেও অবলীলায় তা করে যাওয়া। আরবের তৎকালীন নীতি অনুযায়ী-ও হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারতকারীদেরকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা প্রাচীন কাল থেকেই আরবের সর্বস্বীকৃত আইন। আর মুসলমানরা সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী এবং তারা নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্যই মক্কায় আসছিলো। এসব কিছু জানা সত্ত্বেও কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিলো। এটা ছিলো তাদের জাহেলী অহমিকা রক্ষার গোঁড়াধী। কাফিরদের এ মানসিকতাকেই অজ্ঞতা যুগের হঠকারিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার কুরাইশ-কাফির নেতৃবৃন্দের চিন্তা ছিলো, রাসূলুল্লাহ সা. যদি ১৪শ সংগী-সাধী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে তাহলে সারা আরবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। অপরদিকে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। তারা এটাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে প্রস্তু ছিলো না। এটাই তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা।

عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَمِ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا

তাঁর রাসূলের ওপর ও মু'মিনদের ওপর এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাণীর ওপর সুদৃঢ় রাখলেন, আর তারা ছিলো তার অধিক হকদার

وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

ও তার যোগ্য; আর আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

المؤمنين - ওপর-এ; ও-তাঁর রাসূলের (رسول+ه)-رَسُولِهِ - ওপর; عَلَى - মু'মিনদের ওপর; وَ - এবং-الزَّمَمِ - তাদেরকে সুদৃঢ় রাখলেন; كَلِمَةَ - বাণীর ওপর; التَّقْوَىٰ - তাকওয়ার; وَ - আর; كَانُوا - তারা ছিলো; أَحَقُّ - অধিক হকদার; بِهَا - তার; (ب+ها)-وَأَهْلَهَا - তার যোগ্য; وَ - আর; كَان - আর; وَ - তার যোগ্য; (اهل+ها)-أَهْلَهَا - তার যোগ্য; وَ - আর; وَ - তার যোগ্য; (ب+كل)-بِكُلِّ - প্রত্যেক; شَيْءٍ - বিষয়ে; عَلِيمًا - সর্বজ্ঞ।

৪৬. 'সাকীনাতুন' অর্থ প্রশান্তি মনের ধীরস্থির অবস্থা ধৈর্য ও মর্যাদাবোধ যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের অন্তরে এমন এক সময় নাযিল করেন, যখন কোনো ভয়ানক আতংকজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়, অতপর তারা যেকোনো অবস্থার মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এটা তাদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা দান করে। (লুগাতুল কুরআন)

### ৩য় রুকূ' (১৮-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বাইয়াতে নিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ ঘোষণা করেছেন।

২. সাহাবায়ে কিরামের এ মর্যাদা লাভের কারণ ছিলো, তাঁরা আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত রেখে নিজেদের জান-মাল সর্বস্ব আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য সংকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

৩. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর দীনের জন্য নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি করাই মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য।

৪. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরী হলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও আশাতীত বিজয় দান করবেন।

৫. আমাদের আন্তরিক ঈমান ও কর্মে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটলে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন।

৬. মুসলিম উম্মাহর বিজয় লাভের যোগ্যতা লাভের পরই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা কোনো শক্তির নেই। কারণ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৭. হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির ফলে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের যে বিজয় দান করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনদের জন্য একটি সমুজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকবে।

৮. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে সরাসরি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে পরচালিত করেছেন। আর তার সার্থক অনুসারি সাহাবায়ে কিরাম।

৯. দুনিয়ার সকল সংকটে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে রাসূলের নির্দেশ পালনের মধ্যে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত।

১০. সর্বশক্তিমান আল্লাহ মু'মিনদের জন্যই চূড়ান্ত বিজয় নির্ধারণ করে রেখেছেন; সুতরাং চূড়ান্ত বিজয় হবে মু'মিনদের, এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

১১. আল্লাহ তা'আলার স্থায়ী রীতি হলো সকল সংকটে মু'মিনদেরকে সাহায্য করা—এ রীতির কোনো পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম যেমন অতীতে কখনো দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও কখনো দেখা যাবে না।

১২. দৃশ্যত মু'মিনদের সাময়িক বিপর্যয়ও পরিণামে মু'মিনদের কল্যাণ ও বিজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একটু গভীর চিন্তা করলেই তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

১৩. আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল কাজের সম্যক দ্রষ্টা, তিনি আমাদের ঈমানের মৌখিক দাবী, অন্তরের নিষ্ঠা এবং কর্মের সামাজ্যস্বয়ং অবশ্যই লক্ষ্য করছেন।

১৪. কাফির-মুশরিক ও আল্লাহদ্রোহী সকল শক্তির সকল অন্যায অপরাধ ও কূটকৌশল সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং তাদের সকল তৎপরতা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

১৫. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করেন, তা তাদের কল্যাণেই করেন। সুতরাং আপাত দৃশ্যমান কোনো সংকটও তাদের কল্যাণের সহায়ক।

১৬. দুনিয়াতে মু'মিনদের বর্তমান থাকার কারণে বাতিলের অনুসারীরা কিছুটা অবকাশ লাভ করছে, আল্লাহর মু'মিন বান্দার অবর্তমানে বাতিলের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

১৭. বাতিলের পক্ষ থেকে মু'মিনদের কল্যাণে কোনো কাজ করার প্রতিশ্রুতি সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাদের মধ্যে জাহেলী সংকীর্ণতা বিদ্যমান।

১৮. দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মু'মিনদের সুদৃঢ় ঈমান এবং সে অনুসারে আত্মাণ প্রচেষ্টা থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাকওয়ার নীতির ওপর মজবুত রাখেন।

১৯. কারা আল্লাহকে পাওয়ার যোগ্য আর কারা যোগ্য নয়, তার যথার্থ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। সুতরাং দীনের পথে আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তরা যথার্থই তার যোগ্য।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৪  
পারা হিসেবে রুক্ক'-১২  
আয়াত সংখ্যা-৩

﴿٢٩﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

২৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথার্থভাবে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন<sup>৪৭</sup>, তোমরা অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে<sup>৪৮</sup>

إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا

নিরাপদে — যদি আল্লাহ চান<sup>৪৯</sup>; (তখন) তোমরা তোমাদের মাথা মুড়াবে এবং চুল ছোট করবে<sup>৫০</sup> তখন তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না; অতএব তিনি (আল্লাহ) তা জানেন যা

﴿٢٩﴾-নিঃসন্দেহে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন; اللَّهُ-আল্লাহ; رَسُولُهُ-রাসূল; الرُّءْيَا-স্বপ্নটি; بِالْحَقِّ-(ব+আল+হক)-যথার্থভাবে; (রসূল+হ)-তাঁর রাসূলকে; الْمُحَلِّقِينَ-মাসজিদে; الْحَرَامَ-হারামে; أَنْ-যদি; شَاءَ-চান; اللَّهُ-আল্লাহ; آمِنِينَ-নিরাপদে; مُحَلِّقِينَ-(তখন) তোমরা মুড়াবে; مُقَصِّرِينَ-চুল ছোট করবে; رُءُوسَكُمْ-(রুস+কম)-তোমাদের মাথা; وَ-এবং; لَا تَخَافُونَ-(তখন) তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না; (ফ+এলম)-অতএব তিনি (আল্লাহ) জানেন; مَا-তা, যা;

৪৭, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্বপ্ন সত্য। উমরা না করে ফিরে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের মনে রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তার জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, আমার রাসূলকে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়েছি তা পুরোপুরি-ই বাস্তবায়িত হবে—এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৪৮. অর্থাৎ আপনি অবশ্য অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন। তবে এ বছর নয়, পরবর্তী বছর। আর স্বপ্নে তা মাসজিদে হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া ছিলো না। সাহাবায়ে কিরামের প্রবল আশ্রয়ের কারণে রাসূলুল্লাহ সা.-ও তাঁদের সাথে যোগ দিয়ে উমরা করার জন্য সফরে বের হয়েছিলেন। এতে আল্লাহর কুদরতের রহস্য নিহিত ছিলো। যা হৃদয়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকশিত হয়। অতপর ৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করে। আর এ উমরা-ই 'উমরাতুল কাযা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَرِيبًا ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

তোমরা জান না, তাই তিনি এটা (স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ) ছাড়াই (তোমাদেরকে) আসন্ন  
বিজয় দান করেছেন<sup>৫১</sup>। ২৮. তিনি সেই সন্তা যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

(কুরআনের) দিক নির্দেশনা ও সত্য জীবনব্যবস্থা (ইসলাম) সহ যাতে তিনি (রাসূল) অন্যসব জীবনব্যবস্থার  
ওপর তাকে (ইসলামকে) বিজয়ী করেন : আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট<sup>৫২</sup>।

لَمْ تَعْلَمُوا-তোমরা জানো না ; -فَجَعَلَ-(ফ+জেল)-তাই তিনি দান করেছেন  
তোমাদেরকে ; -مِنْ دُونِ-ছাড়াই ; -ذَلِكَ-এটা ; -فَتَحَا-বিজয় ; -قَرِيبًا-আসন্ন। ৫১। -هُوَ  
-তিনি ; -الَّذِي-সেই সন্তা যিনি ; -أَرْسَلَ-পাঠিয়েছেন ; -رَسُولُهُ-(রসূল+হ)-তাঁর  
রাসূলকে ; -بِالْهُدَىٰ-(হ+উ)-দিক নির্দেশনা ; -و-ও ; -وَدِينِ-জীবনব্যবস্থা  
(ইসলাম)সহ ; -الْحَقِّ-সত্য ; -لِيُظْهِرَهُ-(লিয্‌হের+হ)-যাতে তিনি (রাসূল) তাকে  
(ইসলামকে) বিজয়ী করেন ; -عَلَى-ওপর ; -الدِّينِ-জীবনব্যবস্থার ; -كُلِّهِ-অন্য সব ; -وَ-  
আর ; -كَفَىٰ-যথেষ্ট ; -بِاللَّهِ-আল্লাহ-ই ; -شَهِيدًا-সাক্ষী হিসেবে।

৪৯. 'ইনশাআল্লাহ' অর্থ 'যদি আল্লাহ চান'। আল্লাহ তা'আলা নিজেই যে  
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাতে তাঁর নিজের চাওয়ার শর্ত যোগ করার প্রয়োজন থাকে না।  
কিন্তু নিজ রাসূল ও বান্দাদেরকে এ শিক্ষা দেয়ার জন্য একরূপ বলেছেন, যেন তারা  
ভবিষ্যত ইচ্ছা বা সংকল্পের সাথে 'ইনশাআল্লাহ' যুক্ত করে। (কুরতুবী)

মক্কাবাসী কাফিরদের ধারণা ছিলো, আমরা চাইলেই মুসলমানরা উমরা করতে  
পারবে, আমরা উমরা করতে অনুমতি না দিলে কেউ তা করতে পারবে না। তা-ও  
আমরা যখন যাকে উমরা করতে দেবো, তখন সে-ই উমরা করতে পারবে। আল্লাহ  
তা'আলা তাদের এ মনোভাবের প্রেক্ষিতেই এখানে 'ইনশাআল্লাহ' বলে বুঝাতে  
চেয়েছেন যে, তারা উমরা করতে না দেয়ার কারণেই রাসূল ও তাঁর সাথীরা এ বছর  
উমরা না করে চলে যাচ্ছেন এবং পরবর্তী সময় এসে উমরা করবেন—ব্যাপার এমন  
নয়। আসল ব্যাপার হলো এটা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা  
মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরও নির্ভরশীল নয়। এ বছর উমরা না করে চলে  
যাওয়া এবং পরবর্তী বছর এসে উমরা করা তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না এবং  
এটা তাদের শক্তি-সামর্থ্যের আওতাভুক্তও নয়।

৫০. এ আয়াত থেকে হজ্জ ও উমরা আদায়ের পর মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করার  
প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুড়ানো উত্তম। যেহেতু আল্লাহ  
তা'আলা মাথা মুড়ানোর কথা আগে উল্লেখ করেছেন।

﴿٢٥﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِشْرَاءٌ عَلَى الْكَافِرِ رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর যারা তাঁর সাথে আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর, পরস্পর নিজেদের মধ্যে দয়াশীল

مَعَهُ - যারা; وَالَّذِينَ - আর; وَاللَّهُ - আল্লাহর; رَسُولٌ - রাসূল; مُحَمَّدٌ ﴿٢٥﴾ - মুহাম্মদ; الْكَافِرِ - কাফিরদের; عَلَى - বিরুদ্ধে; إِشْرَاءٌ - অত্যন্ত কঠোর; رَحِمَاءٌ - দয়াশীল; بَيْنَهُمْ - পরস্পর নিজেদের মধ্যে; (مَعَهُ) - তাঁর সাথে আছে;

সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী বছর উমরাতুল কাযায় হযরত মুয়াবিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কেটেছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সা. মাথা মুড়িয়েছিলেন। (কুরতুবী)

৫১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চাইলে এ বছরই তোমাদেরকে মাসজিদে হারামে প্রবেশ এবং উমরা করিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে যে কল্যাণ ছিলো, তা তোমরা জানতে না। আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো খায়বর বিজয়ের পর মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে। তারা খায়বরে লব্ধ সাজ-সরঞ্জাম সহকারে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত অন্তরে উমরা পালন করতে সক্ষম হবে।

৫২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. যে আল্লাহর রাসূল তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। কাফিরদের তা মানা-নামানায় তার কোনো কিছু এসে যাবে না; আর আমার রাসূল আমার পক্ষ থেকে যে সত্য জীবনব্যবস্থা ও দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন তা অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর বিজয়ী হবেই তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য এটাই। এখানে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, যখন হৃদয়বিয়ার সন্ধিচুক্তি লেখার সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটির মধ্যে 'রাসূলুল্লাহ' কথাটি কাফিররা মেনে নিতে রাজী হচ্ছিলো না, তখন রাসূলুল্লাহ সা. নিজ হাতে উল্লিখিত শব্দ মুছে দিয়েছিলেন।

৫৩. এখানে সাহাবায়ে কিরামের গুণ-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পরবর্তী মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ সাহাবায়ে কিরাম-ই হলেন আখেরী নবী এবং আখেরী কিতাব আল কুরআনের সার্থক অনুসারী। এ পর্যায়ে তাঁদের সর্বপ্রথম গুণাবলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা কাফিরদের মুকাবিলায় অত্যন্ত কঠোর। তাঁরা দীন-ইসলামের জন্য তাঁদের বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হৃদয়বিয়ার ঘটনায় তার পরিচয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

৫৪. তাঁদের দ্বিতীয় গুণ হলো, তাঁরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাঁদের দীনী ভাইদের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগের নুমনা সর্বকালের জন্য সমৃদ্ধ নমুনা। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যখন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাদের অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর প্রমাণ পাওয়া যায়। আনসাররা মুহাজিরদের দীনী ভাইদেরকে তাদের সহায়-সম্পদের সবকিছুতেই অংশদার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।



فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللهُ

এবং নিজ কাণের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, যা চাষীদেরকে খুশী করে, যাতে করে তিনি তার দ্বারা কাফিরদের মনে জ্বালা সৃষ্টি করেন<sup>৫৭</sup>; আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا

তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।<sup>৫৮</sup>

নিজ-সুওক(হ+স) ; সُوْقِهِ-ওপর ; عَلٰى-এবং সোজা হয়ে দাঁড়ালো ; فَاسْتَوَىٰ-(ফ+استوى)-কাণের ; يُعْجِبُ-যা খুশী করে ; الزُّرَّاعَ-চাষীদেরকে ; لِيَغِيْظَ-যাতে করে তিনি জ্বালা সৃষ্টি করেন ; الْكُفَّارَ-কাফিরদের মনে ; وَعَدَّ-ওয়াদা দিয়েছেন ; اللهُ-আল্লাহ ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَمِنْهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; وَعَمِلُوا-করেছে ; أَجْرًا-পুরস্কার ; عَظِيمًا-মহা ।

যে সংস্করণ বর্তমানে পাওয়া যায় তাতে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সংগী-সাথীদের পবিত্র মানুষদের কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের আর কোনো গুণের উল্লেখ বর্তমান বাইবেলে পাওয়া যায় না।

৫৭. অর্থাৎ ইন্‌জীলেও সাহাবায়ে কিরামের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, শুরুতে তাঁদের সংখ্যা হবে একেবারে কম, তারপর তাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। (ইমাম বগভী রহ.)

হযরত কাতাদাহ রহ. বলেন—সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ ইন্‌জীলে উল্লিখিত হয়েছে যে, এমন এক জাতির আবির্ভাব হবে, যারা চারাগাছের মতোই ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠবে, তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করবে। (মাযহারী)

বর্তমান বাইবেল যা অনেক পরিবর্তিত সংস্করণ তাতেও হযরত ইসা আ.-এর এক বক্তৃতায় কুরআন মাজীদে উল্লিখিত উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে।

৫৮. অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর সবলতা দান করেছেন, তাদের সংখ্যান্বিতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন। যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের মনে জ্বালা সৃষ্টি হয় এবং তারা হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে।

৫৯. এখানে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে' দ্বারা সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে।



ইমান ও আমলের দিক দিয়ে যারা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ করবে, তাদের জন্যও আল্লাহর এ ওয়াদা প্রযোজ্য।

### ৪র্থ রুকু' (২৭-২৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নবী-রাসূলদের স্বপ্নও ওহী। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন ছিলো না। যা পরবর্তী বছর-ই বাস্তব রূপ লাভ করেছিলো।

২. আল্লাহ তা'আলা যা চান, তা-ই দুনিয়াতে ঘটে; দুনিয়ার মানুষের চাওয়া আল্লাহর চাওয়া না চাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত।

৩. দুনিয়াতে সংঘটিত কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হলেও পরিণামে তা কল্যাণকর বলেই সাব্যস্ত হয়। ধৈর্য, সাহস ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের মাধ্যমেই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতির মুকাবেলা করাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সত্য জীবনব্যবস্থা সহকারে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

৫. আল্লাহ প্রদত্ত সত্য জীবনব্যবস্থাকে অন্য সকল জীবনব্যবস্থার ওপর বিজয়ী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো রাসূলের মূল দায়িত্ব। তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

৬. রাসূলের তিরোধানের পর খিলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছর সেই সত্য জীবনব্যবস্থা বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। পরবর্তীকালে সেই সত্য জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর এসে পড়ে।

৭. সেই সত্য জীবনব্যবস্থাকে পুনরায় বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করে যাওয়া মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান কাজ।

৮. মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল—আল্লাহ নিজেই যেহেতু তার সাক্ষী; সুতরাং তা কেউ মানুষ আর না মানুষ তাতে কিছু এসে যায় না।

৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবায়ে কিরামের যে বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে, তা-ই প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। অতএব আমাদেরকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে আদর্শ মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

১০. বাতিল শক্তির প্রতি আমাদেরকে হতে হবে আপোষহীন; আর আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক হবে অত্যন্ত রহমদীল।

১১. সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত মু'মিনের চেহারা সিজদা তথা নামাযের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে অর্থাৎ তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়, বিনয়-নম্রতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের প্রভাব ফুটে উঠবে। তাওরাত ও ইন্জীল আসমানী কিতাব দু'টোতেও রাসূলের সাহাবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত বৈশিষ্ট্যই উল্লিখিত হয়েছে।

১২. ইন্জীলে সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রথম দিকে তাদের সংখ্যালঘুতা এবং ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বৃঝানো হয়েছে। মু'মিনদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও এমন হবে যে, তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়বে বৈ কমবে না।

১৩. উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মু'মিনদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।



## সূরা আল হজুরাত-মাদানী

আয়াত ৪ ১৮

রুকু' ৪ ২

### নামকরণ

'হজুরাত' শব্দটি হজুরাতুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ কক্ষ, ঘরের চার দেয়াল ঘেরা স্থান। সূরার ৪র্থ আয়াতে এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে এবং তা দ্বারাই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

### নাযিলের সময়কাল

মুফাসসিরীনে কিরামের মতে এবং সূরায় আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের সমর্থন অনুসারে সূরাতে নির্দেশিত হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরার অধিকাংশ আয়াত-ই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। সূরার ৪র্থ আয়াতে বর্ণিত বনী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের ঘটনাটি ৯ম হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ আয়াতটিও ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, এ দু'টো বিষয় সম্পর্কে সমস্ত সীরাতে গ্রন্থ ও হাদীসের বর্ণনায় ঐকমত্য রয়েছে। এতে করে এ সূরার বিভিন্ন আয়াতের নাযিলের সময়কাল মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না।

### আলোচ্য বিষয়

সূরার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে-

মুসলমানদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে আত্মসংশোধন, শিষ্টাচার ও সামাজিক উত্তম আচার-আচরণ শিক্ষাদান করা। এ পর্যায়ে প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে আবশ্যিকীয় শিষ্টাচার সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতপর কোনো দিক থেকে প্রাণ্ড খবরের নির্ভরযোগ্যতা যাঁচাই না করে সে অনুসারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে।

এরপর মুসলমানদের দু'টো দলের মধ্যে যদি কোনো মতপার্থক্য বা সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন অন্য মুসলমানদের করণীয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আচার-আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—যেমন পারস্পরিক ঠাট্টা-বিত্রপ, দুর্নাম রটনা করা একে অপরকে উপহাস করা, নাম বিকৃত করে ডাকা, পারস্পরিক খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয়তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা এবং এসব কথা প্রচার করে বেড়ানো ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা এসবকে নাম উল্লেখ করে করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

বংশগত ও গোত্রীয় ঘনু-সংঘাত সর্বযুগেই বিশ্বময় যে বৈষম্য ও হানাহানীর জন্ম দেয় এবং প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠী নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে উত্তমতার মনোভাব পোষণ

করে আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় তারও মূলোচ্ছেদ করে বলে দিয়েছেন যে, সব মানুষই একই উৎস থেকে সৃষ্টি। শুধুমাত্র পারস্পরিক পরিচিতির জন্যই মানুষকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের ওপর গর্ব-অহংকার করার কোনো বৈধতা নেই। তবে আল্লাহর কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আন্তরিক ঈমান ছাড়া বাহ্যিকভাবে ইসলামের কিছু কিছু বিধান পালন করা যে তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় তা উল্লেখ করেছেন। ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পারিভাষিক কোনো পার্থক্য নেই। শরয়ী পরিভাষায় আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রাসূলকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। অপরদিকে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে তথা ইসলামী আইনে ঈমান বা অন্তরের বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্ম-তৎপরতায় তা প্রতিফলিত হবে। তেমনভাবে ইসলাম বাহ্যিক কর্মের নাম হলেও তা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না অন্তরের বিশ্বাস তার সাথে জড়িত হবে। আর অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া বাহ্যিক কাজকর্ম হবে মুনাফিকী। আর মুনাফিকরা দুনিয়াতে মুসলিম সমাজে মুসলিম হিসেবে গণ্য হলেও আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না।



রুক'-২

## ৪৯. সূরা আল হুজুরাত-মাদানী

আয়াত-১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

১. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা (কোনো বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।

①-আয়াত-হে; الَّذِينَ-যারা; آمَنُوا-ঈমান এনেছো; لَا-তোমরা (কোনো বিষয়ে) অগ্রণী হয়ো না; بَيْنَ-সামনে; اللَّهُ-আল্লাহ; وَ-ও; وَرَسُولِهِ-(+রসূল); ①-তাঁর রাসূলের;

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের প্রতি কোনো জরুক্ষিপ না করে নিজেদের ব্যাপারসমূহে নিজেরাই অগ্রগামী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করা কোনো মু'মিনের জন্য বৈধ নয়।

যারা আল্লাহকে নিজেদের প্রতিপালক এবং তাঁর রাসূলকে নিজেদের পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়েছে, তারা মতামত ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করতে পারে না। এ বিধান শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে প্রযোজ্য।

এ ব্যাপারে একটি সহীহ হাদীস থেকেও এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সা. যখন হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামনের বিচারক করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, “তুমি কিসের ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা করবে।” জবাবে তিনি বললেন, “আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে।” রাসূলুল্লাহ সা. আবার প্রশ্ন করলেন, “কোনো বিষয়ে যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে কোনো নির্দেশ না পাওয়া যায়, তাহলে কিসের সাহায্য নেবে?” তখন মুয়ায রা. জবাব দিয়েছিলেন, “তখন আল্লাহর রাসূলের সাহায্য নেবো।” রাসূলুল্লাহ জানতে চাইলেন, “যদি সেখানেও কোনো নির্দেশ না পাওয়া যায়, তাহলে কি করবে?” তখন তিনি জবাব দিলেন, তাহলে আমি নিজে (কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে) ইজতিহাদ করবো।” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. মুয়ায রা.-এর বুকের ওপর হাত রেখে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। তারপর বললেন যে, “সেই মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন উপায় অবলম্বন করার তাওফীক দিয়েছেন যা আল্লাহর নিজের ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় পথ ও পছন্দ হলে নিজেই ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর হিদায়াত তথা সঠিক পথ লাভের জন্য সর্বপ্রথম

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا

এবং আল্লাহকে তোমরা ভয় করো, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। ২. হে যারা  
ঈমান এনেছো, তোমরা উঁচু করো না

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর এবং তাঁর সাথে কথা বলার সময় এমন  
উচ্চ আওয়াজে বলো না তোমাদের একের উঁচু আওয়াজের মতো

لِيُغِضَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ

অপরের সাথে<sup>৩</sup>; যেন তোমাদের আমল বা কর্মফল ধ্বংস হয়ে না যায় অথচ তোমরা  
(তা) জানতেই পারবে না<sup>৩</sup>। ৩. নিশ্চয়ই যারা নিচু রাখে

আল্লাহ - اتَّقُوا; আল্লাহকে - اتَّقُوا; নিশ্চয়ই - إِنَّ; আল্লাহ - اتَّقُوا; এবং - وَ;  
ঈমান এনেছো - آمَنُوا; যারা - الَّذِينَ; হে - يَا أَيُّهَا; সর্বজ্ঞ - عَلِيمٌ; সর্বশ্রোতা - سَمِيعٌ;  
তোমাদের কণ্ঠস্বরকে - أَصْوَاتِكُمْ; তোমরা উঁচু করো না - لَا تَرْفَعُوا;  
এমন উচ্চ আওয়াজে - لَا تَجْهَرُوا; এবং - وَ; নবীর - النَّبِيِّ; কণ্ঠস্বরের - صَوْتٍ; ওপর - فَوْقَ;  
কথা বলার সময় - (ب+ال+قول)-بِالْقَوْلِ; তাঁর সাথে - لَهُ; উচ্চ আওয়াজের মতো - كَجَهْرٍ;  
তোমাদের একের - (بعض+كم)-بَعْضُكُمْ; তোমাদের একের - كَجَهْرٍ;  
অপরের সাথে - (ل+بعض)-لِيُغِضَ; যেন না - أَنْ; ধ্বংস হয়ে যায় - تَحْبَطَ;  
তোমাদের আমল বা কর্মফল - (اعمال+كم)-أَعْمَالُكُمْ; তোমরা - أَنْتُمْ; আর - وَ;  
নিশ্চয়ই - إِنَّ; যারা - الَّذِينَ; নিচু রাখে - يَغُضُّونَ; (তা) জানতেই পারবে না - أَنْ ③।

উল্লিখিত দু'টো উৎসের দিকেই একজন মু'মিনকে ফিরে যেতে হবে, সে সমাজে যে  
স্তরেই অবস্থান করুক না কেনো। কিয়াস ও ইজতিহাদ এমন কি সমগ্র মুসলিম  
উম্মাহর ইজমা তথা ঐকমত্য-ও আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের বিপরীত কোনো  
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

২. অর্থাৎ তোমাদের সব কথা আল্লাহ শোনেন এবং তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য  
মনোভাব সম্পর্কেও তিনি সবই জানেন, অতএব স্বেচ্ছাচারী হয়ে তোমরা বেঁচে যেতে  
পারবে না।

৩. আল্লাহর রাসূলের সাথে কিভাবে কথাবার্তা বলতে হবে এ আয়াতে সেই আদব-  
কায়দা-ই মু'মিনদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মু'মিনরা যেন তাদের সমকক্ষদের সাথে  
যে কণ্ঠস্বরে কথাবার্তা বলে থাকে, আল্লাহর রাসূলের সাথেও তেমন উচ্চস্বরে কথাবার্তা  
না বলে।

أَصْوَاتِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

তাদের কণ্ঠস্বর আল্লাহর রাসূলের সামনে, ওরাই তারা যাদের অন্তরকে আল্লাহ  
তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন ;

اللَّهُ-রাসূলের ; رَسُولٌ-সামনে ; عِنْدَ-তাদের কণ্ঠস্বর ; (اصوات+هم)-অবস্বাতহুম  
আল্লাহ-আল্লাহ ; وَالَّذِينَ-তারা ; أُولَئِكَ-ওরাই ; وَامْتَحَنَ-যাচাই করে নিয়েছেন ;  
وَاللَّتْقْوَىٰ-(ل+ال+تقوى)-তাকওয়ার জন্য ; (قلوب+هم)-قلوبهم

কারো কারো অভিমত নবীদের উত্তরাধিকারী হকপত্নী ওলামা-মাশায়েখদের সাথে কথাবার্তা বলার সময়ও এদিকে নজর রাখা আবশ্যিক। একটি ঘটনায় একথার সমর্থন পাওয়া যায়। একদা রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আবু দারদা রা.-কে হযরত আবু বকর রা.-এর আগে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন, “তুমি এমন ব্যক্তির আগে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ ?” তিনি আরো বলেন, “দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যক্তির ওপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি, যে নবীদের পর হযরত আবু বকর রা. থেকে শ্রেষ্ঠ।” (রুহুল বায়ান)

অতএব ওলামায়ে কিরাম বলেন যে, উস্তাদ ও দীনী পথ প্রদর্শক ব্যক্তিদের সাথে একই আদব ও শিষ্টাচারের সাথে কথাবার্তা বলা ও আচরণ করা উচিত।

৪. অর্থাৎ রাসূলের কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা দ্বারা নিজেদের অজান্তেই জীবনের সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সাহাবায়ে কিরাম ও মু'মিনদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামে রাসূলুল্লাহ সা.-এর মর্যাদা ও স্থান এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইজমা' তথা ঐকমত্যে একমাত্র কুফরী দ্বারাই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়। কোনো গুনাহের কারণে সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয় না। অথচ এখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলে বেয়াদবী করা দ্বারা তোমাদের অজান্তেই সমস্ত জীবনের নেক আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো কুফরীর শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হতে পারে। এর অর্থ এ বেয়াদবীর কারণে তোমাদের অজান্তে রাসূলের মনে কষ্ট হতে পারে। যার ফলে তোমরা হিদায়াতের রাস্তা থেকে ছিটকে পড়তে পারো, তোমরা হিদায়াতের পথে টিকে থাকার তাওফীক হারিয়ে ফেলতে পারো। সুতরাং রাসূলের সামনে কথা বলার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৫. অর্থাৎ যাদের অন্তরে রাসূলের প্রতি মর্যাদাবোধ আছে তাদের কণ্ঠস্বর তাঁর সামনে উঁচু হতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলো, তাই তাঁরা সদা-সর্বদা রাসূলের সম্ভৃষ্টি-অসম্ভৃষ্টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, যাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি মর্যাদাবোধ নেই, তাদের অন্তরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয়-ও নেই।

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ

তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার ৪. যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে ডাকা ডাকি করে, অবশ্যই

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ⑤ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

তাদের অধিকাংশই কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না। ৫. আর যদি তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতো যতক্ষণ না আপনি তাদের কাছে বের হয়ে আসেন তবে তা হতো তাদের জন্য উত্তম

ان ⑧ - বিরাট-عظيم; পুরস্কার-اجر; ও-و; ক্ষমা-مغفرة; তাদের জন্য রয়েছে-لهم-  
- থেকে; من; আপনাকে ডাকাডাকি করে-ينادونك-; যারা-الذين; অবশ্যই;  
- তাদের-هم-; অধিকাংশই-اکثرهم-; কক্ষের-الحجرات-; বাইরে-وراء-; থেকে;  
- আর-و-; যদি-لو-; জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না-لا يعقلون-; অধিকাংশই-أكثرهم-;  
- যতক্ষণ না-حتى-; অপেক্ষা করতো-صبروا-; তারা-ان-; আপনি বের হয়ে আসেন-  
- তাদের কাছে-إليهم-; তবে তা হতো-لكان-; উত্তম-خيرًا-; তাদের জন্য-لهم-;

৬. অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি অপর একটি আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. দীনের কাজে সদা ব্যস্ত জীবন কাটাতেন। তিনি তো মানুষই ছিলেন তাঁরও কিছু সময় বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো। তিনি বিশ্রামের জন্য তাঁর বাসগৃহে তাশরীফ রাখতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে ডাকাডাকি না করে তাঁর বের হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ছিলো তাঁর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের দাবী। কিন্তু এমন কিছু লোকজনও ছিলো যাদের মধ্যে এ বোধের অভাব ছিলো। বন্ তামীম নামক বেদুইন গোত্রের লোকজন একদা দুপুরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিশ্রামের সময় এসে তাঁকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছিলো। তারা সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো। তাই আয়াতে এরূপ ডাকাডাকি করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিশ্রাম শেষে বের হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (মাযহারী)

সাহাবায়ে কিরাম রা. এবং তাবেয়ীগণ তাঁদের মধ্যকার আলেমদের সাথেও এ আদব রক্ষা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, আমি যখন কোনো আলেম সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে ডাকাডাকি করতে বা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আসতেন তখন হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি তখন বলতেন, হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই। আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেনো? হযরত ইবনে আব্বাস রা. তখন উত্তরে বলতেন, আলেমগণ কোনো জাতির জন্য পয়গম্বর

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৬. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদেরকে কাছে যদি কোনো ফাসেক লোক কোনো খবর নিয়ে আসে

فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بِيْجَاهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

তবে তা ভালোভাবেই যাঁচাই করে নেবে, যেন তোমরা অজ্ঞতার কারণে কোনো কাওমের বিপদের কারণ হয়ে না যাও ; তাহলে তোমরা যা করবে তার জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে।

হে ; يَا أَيُّهَا ৬-এবং ; اللَّهُ-আল্লাহ ; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু ; إِن-যদি ; الَّذِينَ-যারা ; فَاسِقٌ-কোনো ফাসিক লোক ; نَبَأٍ-কোনো খবর নিয়ে ; تَبَيَّنُوا-(+ف) ; قَوْمًا-কোনো কাওমের ; بِجَاهَالَةٍ-(ب+ج) অজ্ঞতার কারণে ; تُصِيبُوا-বিপদের কারণে ; عَلَىٰ-জন্য ; مَا-তার যা ; فَتُصْبِحُوا-(+ف+ت) তাহলে তোমাদেরকে হতে হবে ; نَادِمِينَ-তোমরা করবে ; لَجْجَتٌ-লজ্জিত ।

সদৃশ। আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

হযরত আবু দারদা র. বলেন, আমি কোনোদিন কোনো আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দেয়নি ; বরং অপেক্ষা করেছি যেন তিনি নিজেই যখন বাইরে বের হয়ে আসবেন তখন সাক্ষাত করব। (রুহুল মায়ানী)

৭. অর্থাৎ যারা অজ্ঞতার কারণে এ যাবত ভুল করেছে এবং তাদের আচরণে রাসূলের মনে কষ্ট হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তিনি যেহেতু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু তাই তিনি তাদের অতীতের আচরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল যেন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকতে হবে।

৮. এ আয়াতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোনো ফাসেকের দেয়া কোনো খবর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে একটি সামগ্রিক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরীনে কিরামের মতে এ আয়াত ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা. কর্তৃক বনীল মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে প্রদত্ত সংবাদ যথার্থ না হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে নাথিল হয়েছে। এ গোত্রের সরদার বা নেতা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া রা.-এর পিতা হারেস ইবনে মেরার। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে হাজির হলে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে



﴿وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوِيطِعَكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾

৭. আর তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল বর্তমান আছেন; যদি তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে চলেন, তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

﴿وَ-আর ; اَعْلَمُوا-তোমরা জেনে রেখো ; اَنْ-অবশ্যই ; فِيكُمْ-(মি+কম)-তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন ; رَسُوْلَ-রাসূল ; اَللّٰهُ-আল্লাহর ; لَوْ-যদি ; يُّطِيعُكُمْ-(+يطيع)-তোমাদের কথা মেনে চলেবে ; فِي كَثِيْرٍ-বেশীর ভাগ ; مِّنَ الْاَمْرِ-(মি+মন)-তোমাদের কথা মেনে চলেবে ; لَعَنِتُمْ-তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ; (ال+امر)-ক্ষেত্রেই ;

ইসলামে দীক্ষিত করে এবং তাদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে রাসূলের পাঠানো যাকাত আদায়কারীর হাতে অর্পণ করার ওয়াদা দিয়ে স্বগোত্রে ফিরে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তিনি গোত্রের লোকদের মধ্যকার ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে রাসূলের প্রতিনিধির অপেক্ষা করতে থাকলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সা. ওয়ালিদ ইবনে উকবা রা.-কে বনীল মুস্তালিক গোত্রের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে আনার জন্য পাঠালেন। ওয়ালিদ ইবনে উকবা বনীল মুস্তালিক গোত্রের অঞ্চলে পৌঁছলে গোত্রপতি হারেস ইবনে মেরার অন্যদেরকে নিয়ে সদলবলে রাসূলের প্রতিনিধিকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসলেন। কিন্তু দূর থেকে ওয়ালিদ ইবনে উকবা ভাবলেন যে, এ গোত্রের সাথে তাঁর যে পূর্ব শত্রুতা ছিলো সে জন্য তারা সদলবলে তাঁকে ধরার জন্য আসছে। আর তারা তাঁকে ধরতে পারলে অবশ্য তাঁকে হত্যা করবে। এটা ভেবে তিনি আর সামনে অগ্রসর না হয়ে মদীনা ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে এসে বললেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদকে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠালেন। ওদিকে নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পক্ষ থেকে যাকাত নিতে না আসায় গোত্রপতি হারেস মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। পথেই মুজাহিদদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে উভয় পক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হল। অতপর হারেস রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে এসে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলেন এবং তাঁরা যে দীনের ওপর অটল আছেন তা তাঁকে অবহিত করলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আইনের একটি মৌলিক বিধান জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা যখন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাবে যার ভিত্তিতে কোনো বড় ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন সংবাদদাতা সম্পর্কে ভালোভাবে যাঁচাই করে দেখতে হবে, সে ব্যক্তির চরিত্র ও কাজ-কর্ম যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তাহলে তার দেয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞগণ এর ভিত্তিতে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য সেসব

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الْيَكْرَ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ الْيَكْرَ

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে এবং তাকে তোমাদের অন্তরে শোভন করে দিয়েছেন আর ঘৃণিত করে দিয়েছেন তোমাদের নিকট

الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ ﴿٥﴾ فَضَلَّ مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً

কুফরীকে ও পাপাচারকে এবং অবাধ্যতাকে ; তারা—তারা ই সঠিক পথের অনুসারী ।<sup>১০</sup>

৮. আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহ

(-الى+كم)-الْيَكْرَ-প্রিয় করেছেন ; حَبِيبُ-আল্লাহ তা'আলা ; الْيَكْرَ-কিন্তু ; وَلَكِنَّ-তোমাদের কাছে ; الْإِيمَانَ-ঈমানকে ; وَ-এবং ; زَيْنَهُ-তাকে শোভন করে দিয়েছেন ; الْيَكْرَ-ঘৃণিত করে দিয়েছেন ; وَ-আর ; قُلُوبِكُمْ-(فى+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে ; فَضَلَّ-আর ; الْيَكْرَ-কুফরীকে ; وَ-ও ; الْكُفْرَ-তোমাদের নিকট (-الى+كم)-الْيَكْرَ ; الْعِصْيَانَ-অবাধ্যতাকে ; وَ-এবং ; الْفُسُوقَ-পাপাচারকে ; هُمْ-তারা ; أُولَئِكَ-তারা ; الرُّشْدُونَ-সঠিক পথের অনুসারী । ﴿٥﴾ فَضَلَّ-দয়া ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; اللَّهُ-আল্লাহর ; وَ-ও ; نِعْمَةً-অনুগ্রহে ;

ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন শরীফী কোনো নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোনো মানুষের ওপর কোনো অধিকার বর্তায়। তবে তাঁরা এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ পার্থিব কোনো ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং সংবাদ দাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক নয়। আয়াতে উল্লিখিত 'নাবা' শব্দ থেকে একধার ইংগিত পাওয়া যায়।

৯. সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা ওয়ালাদ ইবনে উকবা রা.-এর দেয়া তথ্য অনুসারে বনীল মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, অত্র আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানেন। সুতরাং কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তাঁর ওপর ছেড়ে দেয়াই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তোমাদের পরামর্শ অনুসারে যদি তিনি অধিকাংশ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে এমন সব ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে, যার জন্য তোমাদের অনেক ভোগান্তি হতে পারে। কেননা, তোমাদের নিকট ওহী আসে না। তাই সকল পরামর্শ সঠিক হতে পারে না।

১০. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর সংগী-সাথী সাহাবায়ে কিরাম তথা তৎকালীন মু'মিনদের গোটা দল সঠিক পথের ওপরই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে গুটি কয়েকজন ওয়ালাদ ইবনে উকবা রা.-এর কথা অনুসারে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বনীল মুস্তালিক গোত্রের প্রতি

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِتْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۝

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়”। ৯. আর যদি মু’মিনদের মধ্য থেকে দু’টো দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের (উভয় দলের) মধ্যে মীমাংসা করে দাও;”

طَائِفَتَيْنِ-আর ; ان-যদি ; وَ-আর ; عَلِيمٌ-সর্বজ্ঞ ; فَاصْلِحُوا-প্রজ্ঞাময় । ৯. আর যদি মু’মিনদের মধ্য থেকে দু’টো দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে ; بَيْنَهُمَا-তবে তোমরা মীমাংসা করে দাও ; (بَيْنَهُمَا)-তাদের (উভয় দলের) মধ্যে ;

অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন তাঁরাও বিভ্রান্ত ছিলেন না ; বরং সেটা ছিলো তাঁদের ইজ্জতিহাদী ভুল। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কারো দ্বারা কোনো বড় গুনাহ হয়ে গেলেও আল্লাহ তাদেরকে তাওবা করা এবং গুনাহের ক্ষমা লাভ করার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁদের সম্পর্কে নিজেই ইরশাদ করেছেন ‘রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু’ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর একথা স্পষ্ট যে, গুনাহের ক্ষমা ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি আসতে পারে না। তাছাড়া দীন ও ঈমানের প্রতি তাঁদের ভালোবাসায়ও কোনো ঘাটতি ছিলো না। কারণ আল্লাহ নিজেই তাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ করছেন যে, তিনি তাঁদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং কুফরী, পাপাচার এবং অবাধ্যতাকে তাঁদের নিকট ঘৃণিত করে দিয়েছেন। আর তাই তাঁরা আল্লাহর মেহেরবানীতে সত্য পথের ওপরই রয়েছেন।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই বর্ণিত হয়ে থাকে। অযৌক্তিকভাবে ও অপাত্রে তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামত তিনি দান করেন না, কেননা তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

১২. আয়াতে উল্লিখিত ‘তায়িফাতানি’ শব্দটি দ্বিবাচন অর্থাৎ ‘দু’টো ছোট দল’। এক বচনে ‘তায়িফাতুন’। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার দু’টো ছোট দলের মধ্যে যদি কখনো পরস্পর যুদ্ধ বেঁধে যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দু’টো ফিরকা বা বড় দলের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ বেঁধে যাওয়া কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়—আশা করা যায় না। দল বুঝাতে তাই ‘ফিরকা’ শব্দ ব্যবহার না করে ‘তায়িফাতুন’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

১৩. মুসলমানদের দু’টো দলের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দেয়ার এ হুকুম বাকী সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা বিবদমান দল দু’টোর মধ্যে शामिल নয় এবং যাদের পক্ষে উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার অবকাশ আছে।

আল্লাহর এ হুকুম দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যকার সকল বিপদ-মতবৈষম্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূর করার দায়িত্ব অন্য সকল মুসলমানের। সবাই যার যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব ততটুকু চেষ্টা করাই তার ওপর কর্তব্য।

فَانْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلٰى الْاٰخَرٰى فَمَا تَلُوْا النَّبِىَّ تَبِغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ

তারপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে তবে তোমরা তাদের (সেই দলের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা বাড়াবাড়ি করে<sup>১৪</sup> যে পর্যন্ত না তারা ফিরে আসে

اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاَنْتَ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহর হুকুমের দিকে<sup>১৫</sup>, এরপর যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের উভয় দলের মাঝে ন্যায়-বিচারের সাথে মীমাংসা করে দাও<sup>১৬</sup> এবং ইনসাক করো ; অবশ্যই আল্লাহ

তাদের (احدى+هما)-তাদের ; اخنهُمَا-বাড়াবাড়ি করে ; فان-তারপর যদি (ف+ان)-তারপর যদি ; فان-একদল ; على-ওপর ; الاخرى-অন্যদলের ; فقاتلوا-(ফ+قاتلوا)-তবে তোমরা যুদ্ধ করে ; حتى-যে পর্যন্ত না ; تا-তাদের (সেই দলের) যারা ; تبغى-বাড়াবাড়ি করে ; تا-যে পর্যন্ত না ; تا-তারা ফিরে আসে ; الى-দিকে ; امر-হুকুমের ; الله-আল্লাহর ; فان-তারপর যদি ; فان-এরপর যদি ; فاصحوا-(ফ+اصحوا)-তবে মীমাংসা করে দাও ; بينهما-(بين+هما)-তাদের (উভয় দলের) মাঝে ; بالعدل-(ب+ال+عدل)-ন্যায় বিচারের সাথে ; و-এবং ; اقسطوا-ইনসাক করো ; ان-অবশ্যই ; الله-আল্লাহ ;

তবে যারা শাসক কর্তৃপক্ষ এবং ইসলামী সমাজে যাদের প্রভাব রয়েছে তাদের ওপর বিবাদ মীমাংসায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। তা না করে বিনা চেষ্টায় বসে বসে দু'টো দলের বিবাদের দৃশ্য উপভোগ করা মুসলমানদের কাজ হতে পারে না।

১৪. অর্থাৎ বিবাদমান দু'টো দলের মধ্যে যে দল অন্যায়াভাবে বাড়াবাড়ি করে এবং কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ও সন্ধি সমঝোতা মানতে রাজী না হয় সে দলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এ নির্দেশ মুসলিম উম্মাহর সেসব লোকের প্রতি যারা শক্তি প্রয়োগ করার মতো অবস্থানে রয়েছে। তারা ততটুকু শক্তি প্রয়োগ করছেন যতটুকু করলে কড়াকড়িকারী দলটিকে কড়াকড়ি থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে। এভাবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য-ন্যায়ে ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের পক্ষে সহযোগিতা করা ফিকাহবিদদের ঐকমত্যে ওয়াজিব। অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকে 'ফিতনা' সৃষ্টি মনে করে চূপচাপ বসে থাকা কোনো মতেই উচিত নয়। কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। বরং এ বিবাদ নিরসন করার জন্য শক্তি প্রয়োগকে ফিতনা সৃষ্টি মনে করে বসে থাকাটাই ফিতনা সৃষ্টির সহায়তা বলে গণ্য হবে।

তবে এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ শক্তি প্রয়োগ কোনোমতেই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না পৌঁছে যায়।

১৫. অর্থাৎ যে সীমালংঘনকারী দলটি আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধের সীমা লংঘন করে তার বিপক্ষে সত্যপন্থী দলটির ওপর বাড়াবাড়ি করেছিলো সেই দলটি

يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন<sup>১৯</sup>। ১০ অবশ্যই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই,  
অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে<sup>২০</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

আর (এ ব্যাপারেও) আল্লাহকে ভয় করবে, আশা করা যায় তোমাদের  
প্রতি দয়া করা হবে।

يُحِبُّ-ভালোবাসেন ; الْمُتَّقِينَ-ইনসাফকারীদেরকে। ৫০-অবশ্যই ; الْمُؤْمِنُونَ -  
মু'মিনরা ; إِخْوَةٌ-পরস্পর ভাই ভাই ; فَأَصْلِحُوا-(ف+اصلحوا)-অতএব মীমাংসা করে  
দেবে ; وَ-আর (এ  
ব্যাপারেও) ; اتَّقُوا-ভয় করবে ; لِلَّهِ-আল্লাহকে ; لَعَلَّكُمْ-(لعل+كم)-আশা করা  
যায় ; تُرْحَمُونَ-তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

যেন আল্লাহর বিধানের সীমার মধ্যে ফিরে আসে। বিদ্রোহী দলটির বিরুদ্ধে শক্তি  
প্রয়োগের লক্ষ্য এটাই তথা দলটিকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সূন্যাহর সীমার  
মধ্যে নিয়ে আসা। আর যখনই দলটি নিজেকে সংযুক্ত করে উক্ত সীমার মধ্যে এসে  
যাবে, তখনই তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও  
রাসূলের সূন্যাহর সীমা নির্ধারিত হবে মুসলিম উম্মাহর সেসব জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন  
ব্যক্তির দ্বারা যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সূন্যাহর জ্ঞানের যথার্থ অধিকারী।

১৬. অর্থাৎ বিদ্রোহী দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখাই যথেষ্ট হবে না, বরং উভয়  
পক্ষের অভিযোগ শুনে ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে সমস্যার মূল কারণ দূরীভূত করতে  
হবে। নচেৎ যেনতেনভাবে বিদ্রোহী দলকে কিছু সুবিধা দিয়ে সমস্যার আপাত  
সমাধান দিলে বিপর্যয় স্থায়ীভাবে দূর হবে না। এতে করে বিদ্রোহী দলের সাহস ও  
উৎসাহ বেড়ে যাবে এবং সমস্যার মূল কারণ বাকী থেকে যাবে। পরবর্তী সময় আবার  
তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং বারবার সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই এমনভাবে সমস্যার  
সমাধান করতে হবে যাতে উভয় পক্ষের মনের অসন্তোষ দূর হয়ে যায়।

১৭. মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের ব্যাপারে এ আয়াতটি হচ্ছে শরয়ী ভিত্তি।  
রাসূলুল্লাহ সা.-এর আমলে মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি  
হয়নি। তাই নিম্নোক্ত হাদীস ছাড়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আর কোনো বিধান  
পাওয়া যায় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে—  
রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে উম্মে  
আবদের পুত্র। এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কি তুমি জান ? তিনি

উত্তরে বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই অধিক জ্ঞানেন।” তিনি বললেন, “তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না। পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের মাল হিসেবে বণ্টন করা হবে না।”

অতপর এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান উম্মতের ফকীহ তথা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ উদ্ভাবন করেছেন হযরত আলী রা.-এর উক্তি ও কার্যাবলী থেকে। কারণ তখন এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো। এ সম্পর্কিত বিধানাবলীর সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ :

মুসলমানদের দু'দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে অথবা শাসনাধীন হবে না। অথবা একদল ইমামের শাসনাধীন হবে, অন্য দল ইমামের শাসনের বহির্ভূত হবে। প্রথম অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি তারা বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের ফলে উভয় দল যুদ্ধ বন্ধ করে তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময় বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ যুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদেল বা ন্যায়পরায়ণ মনে করা হবে।

[এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান ফিকাহর কিতাবসমূহ এবং তাফসীরসমূহ দ্রষ্টব্য।]

১৮. এ আয়াতের বরকতেই বিশ্বের সকল মুসলমান একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। দুনিয়াতে ইসলাম ছাড়া আর কোনো মতাদর্শে এমন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নেই। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমার নিকট থেকে তিনটি বিষয়ে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন—১. নামায কায়েম করবো ; ২. যাকাত আদায় করবো ; ৩. প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।”

উক্ত হাদীস গ্রন্থের একই অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।”

সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের ‘বিরর ওয়াস সিলাহ’ অধ্যায়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জানমাল ও ইয্যত-আবরু হারাম।

মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই ; সে তার ওপর যুলুম করে না ; তাকে হয় ও অপমানিত করে না ;

তার সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে না। কোনো ব্যক্তির জন্য তার কোনো মুসলমান ভাইকে হয় ও ছোট মনে করার মতো মন্দ কাজ আর নেই।”

### ১ম ব্লক (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়ার জীবনে যাবতীয় সমস্যা বা জিজ্ঞাসার সমাধান বা জবাব সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসে খুঁজতে হবে।

২. কুরআন ও হাদীসে কোনো সমস্যা বা প্রশ্নের জবাব না পাওয়া গেলে কুরআন ও হাদীসে বিশেষজ্ঞ ইমাম বা ফকীহদের সর্বসম্মত মত তথা ইজমা'তে খুঁজতে হবে।

৩. উপরোক্ত তিনটি সূত্রের কোনোটাতে যদি কোনো সমস্যার সমাধান না মেলে, তবে উপরোক্ত সূত্র তিনটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জনের ইজতিহাদকে কাজে লাগাতে হবে।

৪. নবী-রাসূলদের কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করা তাঁদের সংগী-সাথী মু'মিনদের জন্য যেমন সমিচীন ছিলো না, তেমনি সর্ব যুগেই দীনী পথ প্রদর্শক ও দীনী শিক্ষকদের সামনে তাদের অনুসারী ও ছাত্র-শিষ্যদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা সমিচীন নয়।

৫. যাদের অন্তরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় আছে, সেসব সুশীল লোকেরাই উক্ত শিষ্টাচার মেনে চলে এবং তাদের জন্যই আখিরাতে রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

৬. সাক্ষাত করতে গিয়ে সুউচ্চ শব্দে আদর্শিক নেতৃত্বকে ডাকাডাকি করা মূর্খতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি হীনতার পরিচায়ক। তাই সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করাই সাক্ষাত প্রার্থীর জন্য উত্তম ব্যবস্থা।

৭. কোনো ফাসিক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যহীন জীবনযাপনকারী, সদা-সর্বদা বড় গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির দেয়া তথ্য ভালোভাবে যাঁচাই না করে তদনুসারে কোনো জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বড় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঠিক নয়।

৮. আল কুরআন ও রাসূলের সুন্যাহতে যেসব সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান বিদ্যমান রয়েছে তা গ্রহণ না করে নিজেদের ইচ্ছানুসারে সেসব সমস্যার সমাধান করা হলে তা নিজেদের জন্য অকল্যাণই বয়ে আনবে।

৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবায়ে কিরামের নিকট আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে প্রিয়তম এবং কুফর, পাপাচার এবং অবাধ্যতাকে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন।

১০. সাহাবায়ে কেলাম রা. আজমাঈন নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যথার্থ আনুগত্যের ওপর ছিলেন। সুতরাং তাদের পদাংক অনুসরণ করাই সঠিক পথ পাওয়ার একমাত্র উপায়।

১১. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় তাই তাঁর দয়া-অনুগ্রহ ও নিয়ামত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে বশিষ্ঠ হয়ে থাকে।

১২. মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার দু'টো দল যদি কোনো কারণে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো অন্যদের ওপর একান্ত কর্তব্য।

১৩. এ পর্যায়ে বিবদমান দল দু'টোকে উপদেশ-নসীহতের মাধ্যমে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৪. দল দু'টোর একদল যদি যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এবং অপর দল সীমালংঘনকারী হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগে সীমালংঘনকারী দলটিকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে হবে।

১৫. দল দু'টো যদি বড় দল হয় অথবা দু'টো মুসলিম সরকারের অধীন হয় এবং তাদের মধ্যকার লড়াই পার্থিব স্বার্থের জন্য হয়, আর তারা কোনো সমঝোতায় না আসে তবে মু'মিনদের কাজ হলো ফিতনায় অংশগ্রহণ থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা।

১৬. ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে কুরআন হাদীস থেকে এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বা কর্ম থেকে বিস্তারিত বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রয়োজন হলে সেসব বিধান প্রয়োগ করতে হবে।

১৭. মীমাংসার সকল প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য হবে তাদের উভয় দলকে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

১৮. উভয় দলের অভিযোগ ভালোভাবে শুনে ন্যায়-ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯. উভয় দলের মধ্যে একদল যদি প্রতিষ্ঠিত ও ন্যায়নিষ্ঠ সরকার হয় আর অপর দল অন্যায়ভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী হয় তাহলে শেযোক্ত দলের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করা মু'মিনদের কর্তব্য।

২০. এ ব্যাপারে আল্লাহর ভয় তথা আখিরাতের জবাবদিহিতাকে মনে রেখে সকল তৎপরতা চালাতে হবে। তাহলে আল্লাহ সকলের অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং সবাইকে তাঁর রহমতে शामिल করবেন।

২১. মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মুসলিমকে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। বিবদমান দলগুলোর মধ্যে মীমাংসার সময় এ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথা সদা-সর্বদা স্মরণে জাগরুক রাখতে হবে।





সূরা হিসেবে রুক্ব'-২  
পারা হিসেবে রুক্ব'-১৪  
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا

১১. হে যারা" ঈমান এনেছো, (তোমাদের) পুরুষদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষ  
কাউকে যেন বিদ্রপ না করে, তারা হতে পারে উত্তম

مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا

ওদের (বিদ্রপকারীদের) চেয়ে, আর যেন বিদ্রপ না করে মহিলাদের মধ্য থেকে কোনো  
মহিলা ; তারাও হতে পারে উত্তম ওদের চেয়ে" এবং তোমরা খোঁটা দিয়ো না"

﴿ يَا أَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; لَا يَسْخَرُوا-কাউকে যেন বিদ্রপ না  
করে ; عَسَىٰ أَن-কোনো পুরুষ ; قَوْمٍ-কোনো পুরুষ ; مِّنْ- (তোমাদের) মধ্য থেকে ; قَوْمٍ-পুরুষদের ;  
يَكُونُوا-হতে পারে তারা ; خَيْرًا-উত্তম ; مِّنْهُمْ-(মন+হম)-ওদের (বিদ্রপকারীদের)  
চেয়ে ; وَلَا-আর ; نِسَاءً-কোনো মহিলা ; مِّن-মধ্য  
থেকে ; نِسَاءٍ-মহিলাদের ; عَسَىٰ أَن يَكُنَّ-তারাও হতে পারে ; خَيْرًا-উত্তম ; مِّنْهُنَّ-  
ওদের চেয়ে ; وَلَا تَلْمِزُوا-তোমরা খোঁটা দিও না ; (মন+হন)

১৯. ইতোপূর্বেকার আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমান একে অপরের ভাই অর্থাৎ বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এখান থেকে এমনসব বড় বড় অন্যায কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে যা ভ্রাতৃত্বের পবিত্র সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে তা বিরাট আকার ধারণ করে ভাইদের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায়। এসব অন্যাযের মধ্যে রয়েছে অপরের মান-ইয্যতের ওপর হামলা করা, অপরের মনে কষ্ট দেয়া, অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা, গীবত করা এবং অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো ইত্যাদি। সমাজে পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ-ই অন্যান্য কারণের সাথে মিশে সমাজে বড় বড় দুর্ঘটনার কারণে পরিণত হয়।

২০. অন্যকে বিদ্রপ করা অত্যন্ত দূষণীয় কাজ, এর দ্বারা সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাই ইসলামে এ কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদ্রপের অনেক ধরন হতে পারে—১. মৌখিকভাবে কাউকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা, ২. কারো কোনো কাজের অভিনয় করে তাকে হেয় করা ; ৩. কারো প্রতি কথায় বা কাজের মাধ্যমে ইংগিত করা ; ৪. কারো কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে হাসাহাসি করা;

أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَنْابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

তোমাদের নিজেদেরকে (পরস্পর খোঁটা দেয়ার মাধ্যমে) আর পরস্পরকে মন্দ নামে অভিহিত করে ডেকো না<sup>২১</sup>,  
ঈমানের পর ফাসিক নাম যুক্ত হওয়া অত্যন্ত মন্দ ব্যাপার ;<sup>২০</sup>

و- أَنْفُسِكُمْ (انفس+كم)-তোমাদের নিজেদেরকে (পরস্পর খোঁটা দেয়ার মাধ্যমে ;  
আর ; (ب+ال+القَاب)-بِالْأَلْقَابِ-পরস্পরকে মন্দ নামে ডেকো না ;  
অভিহিত করে ; الْفُسُوقُ-অত্যন্ত মন্দ ব্যাপার ; الْأَسْمَاءُ-নাম যুক্ত হওয়া ;  
ফাসিক ; بَعْدَ-পর ; الْإِيمَانِ-ঈমানের ;

অথবা ৫. কারো কোনো ক্রটি বা দোষের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসির খোরাক হয়। মূলকথা হলো, কাউকে উপহাস বা হাসি-তামাশার লক্ষ্য বানানো।

নারীদের কথা আলাদা উল্লেখ করার কারণ হলো—উপহাস সাধারণত খোলামেলা মজলিসেই বা কর্মক্ষেত্রে একাধিক লোকের উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে। আর নারী ও পুরুষের মজলিস ও কর্মক্ষেত্রে যেহেতু ভিন্ন তাই তাদের কথা আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম একই মজলিসে বা কর্মক্ষেত্রে গায়েরে মুহারাম, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা আদৌ সমর্থন করে না।

২১. “লা তালমিযু” শব্দটি ‘লাযুম্’ শব্দ থেকে গৃহীত। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে—খোঁটা দেয়া, উপহাস করা, দোষারোপ করা, প্রকাশ্যে বা গোপনে বা ইশারা-ইংগীতে কাউকে তিরস্কার করা ইত্যাদি। নিজেকে নিজে এসব করার অর্থ অন্যদের এসবের লক্ষ্যস্থল বানালে অন্যদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়ায় নিজেই এসবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতে হয়। তাই অন্যদেরকে এসব করা থেকে বিরত থাকলে নিজেও এসব থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তাছাড়া কারো বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভালো কিংবা মন্দ বলা যায় না। কারণ যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা মন্দ দেখে তাকে নিন্দা-উপহাস করা হচ্ছে, তার অন্তরের গুণাগুণ সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি তার অন্তরে গুণাগুণকে বাহ্যিক অবস্থার কাফ্ফারা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে যার বাহ্যিক কাজ-কর্মকে আমরা খুব ভালো মনে করছি, সে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হতে পারে।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদের ধন-দৌলত ও আকার-আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন।

২২. আয়াতে বর্ণিত অপর নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে অপরকে মন্দ নামে ডাকা যে নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়। যেমন কাউকে ফাসিক, মুনাফিক, অন্ধ, লেংড়া, কানা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা। অথবা অন্য কোনো অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। যেমন

وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا

আর যারা (এ জাতীয় কাজ থেকে) তাওবা করেনি তবে তারা—তারা ই যালিম।

১২. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা বিরত থাকো

و-আর ; مَنْ-যারা ; لَّمْ يَتَّبِعْ (এ জাতীয় কাজ থেকে) তাওবা করেনি ; فَأُولَٰئِكَ -  
الَّذِينَ ; ه-يَا أَيُّهَا ﴿٥٢﴾ । الظَّالِمُونَ-যালিম ; ত-তবে তারা ; (ف+اولئك)  
যারা ; اجْتَنِبُوا-তোমরা বিরত থাকো ;

তাওবা করার পরও কাউকে তার অতীতের কোনো মন্দ কাজের পরিচয়ে সন্মোদন করা। যেমন কোনো ব্যক্তিকে চোর, ব্যভিচারী ও মদ্যপ বলে সন্মোদন করা। একইভাবে কারো পিতা-মাতার কোনো মন্দ কাজের জন্য বা তার বংশ বা আত্মীয়তার কোনো দোষের সাথে সম্পর্কিত করে সন্মোদন করাও নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন গুনাহ দ্বারা লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে, তাকে সে গুনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত করার দায়িত্ব আত্মাহ তা’আলা গ্রহণ করেন।” (কুরতুবী)

তবে যেসব উপাধি বাহ্যত মন্দ হলেও তা দ্বারা কাউকে নিন্দা করা উদ্দেশ্য না হয়, বরং সেই উপাধি তাদের পরিচয়ের জন্য সহায়ক, এমন সব উপাধি এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। এজন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম ‘আসমাউর রিজাল’ তথা রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচয়মূলক শাস্ত্রে এমন উপাধি উল্লেখ করেছেন। যেমন সুলায়মান আল আমাশ (ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) ও ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) ইত্যাদি। এমনসব নামও এ নিষেধাজ্ঞার শামিল নয় যা অর্থগত অমর্যাদা বুঝালেও আসলে সেগুলো স্নেহ-ভালোবাসার পরিচায়ক আবু হরায়রা, আবু তালিব ইত্যাদি।

২৩. অর্থাৎ আত্মাহ রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মু’মিন কোনো গুনাহের কারণে বা অশালীন কোনো কাজের জন্য সমাজে মন্দ পরিচয়ে খ্যাত হবে এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। এটা মু’মিনের জন্যই নয় মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সাথেও এটা সামঞ্জস্যশীল নয়।

মানুষকে ভালো নামে ডাকা রাসূলের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন “মু’মিনের হক অপর মু’মিনের ওপর এই যে, তাকে অধিক পছন্দনীয় নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে।” আর এ কারণেই আরবে ডাক নামের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ সা.-ও তা পছন্দ করেছিলেন। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু পদবীতে ভূষিত করেছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর রা.-কে ‘আতীক’, হযরত উমর রা.-কে ‘ফারুক’, হযরত হামযা রা.-কে ‘আসাদুল্লাহ’ এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রা.-কে ‘সাইফুল্লাহ’।

كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً

অনেক ধারণা-অনুমান থেকে ; অবশ্যই কোনো কোনো ধারণা-অনুমান গুনাহ<sup>১৪</sup>, আর তোমরা দোষ খুঁজে বেড়িয়ে না<sup>১৫</sup> এবং তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে,<sup>১৬</sup>

কোনো -بَعْضٌ ; অবশ্যই -إِنَّ ; ধারণা-অনুমান -الظَّنُّ -থেকে -مِنْ ; অনেক -كثيراً কোনো ; ধারণা-অনুমান -الظَّنُّ ; গুনাহ -إِثْمٌ ; আর -وَ ; তোমরা দোষ খুঁজে বেড়িয়ে না -وَلَا تَجَسَّسُوا ; এবং -وَ ; যেন গীবত না করে -لَا يَغْتَابُ ; -بَعْضُكُمْ (কম+بعض) -তোমাদের কেউ ; -بَعْضًا -অপরের ;

২৪. আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীত বর্ণিত হয়েছে। এতে তিনটি বিষয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক—‘যান্ন’ বা ধারণা-অনুমান দুই—‘তাজাস্‌সুস’ বা কারো গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ানো, তিন—‘গীবত’ বা কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হতো।

যান্ন বা ধারণা সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে, অনেক ধারণা অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, অনেক ধারণা-অনুমান-ই গুনাহ। এ থেকে জানা গেলো যে, প্রত্যেক ধারণাই গুনাহ নয়। বরং কোনো কোনো ধারণা পছন্দনীয় ও প্রশংসিত। যেমন আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা।

এক প্রকার ধারণা পোষণ করেন আদালতে বিচারকগণ। তাদের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ যাঁচাই-বাছাই করে তাঁরা নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করেন। এরূপ ধারণা ছাড়া আদালত অচল।

আরেক প্রকার ধারণা রয়েছে, যা মন্দ হলেও বৈধ। যেমন কোনো ব্যক্তি বা দলের কাজ-কর্ম আচার-আচরণ দ্বারা তাদের সম্পর্কে মন্দ ধারণাই অন্তরে সৃষ্টি হয়। অন্তরে সৃষ্টি এ ধারণার ভিত্তিতে তাদের দুষ্কৃতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন শরীয়তে বৈধ। তবে নিছক ধারণার ওপর নির্ভর করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালানো সঠিক নয়।

কুরতুবী বলেন, ইমাম আবু বকর আল জাস্‌সাস আহকামুল কুরআনে ধারণাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। এক : হারাম, দুই : ওয়াজিব, তিন : মুস্তাহাব, চার : জায়েয।

এক : হারাম—আল্লাহর প্রতি এরূপ মন্দ ধারণা পোষণ করা হারাম যে, তিনি আমাকে শাস্তি-ই দেবেন এবং বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ বলেন—আমি আমার বান্দাহর সাথে তেমন ব্যবহার করি যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। সুতরাং আল্লাহর প্রতি

কুধারণা করা হারাম। একইভাবে বাহ্যিক দিক থেকে সংকর্মপরায়ণ এমন মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করাও হারাম। হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।”

দুই : ওয়াজিব—যেসব ব্যাপারে কোনো এক দিককে কার্যকর করা আইনত জরুরী এবং সে দিক সম্পর্কে কুরআন হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেখানে প্রবল ধারণা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। যেমন বিচারকার্যে বিচারকের নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষাত অনুসারে সিদ্ধান্ত দেয়া।

তিন : মুস্তাহাব—প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এজন্য সাওয়াবও পাওয়া যায়।

চার : জায়েয—জায়েয ধারণা হলো, যেমন নামাযের রাকাতাত সম্পর্কে সন্দেহ হলো যে, তিন রাকাতাত পড়া হয়েছে, না চার রাকাতাত ; তখন প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয।

২৫. অর্থাৎ কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়ে না। ‘তাজাস্‌সুস’ ও ‘তাহাস্‌সুস’ সমার্থক শব্দ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে দু’টো শব্দই উল্লিখিত হয়েছে। শব্দ দু’টোর অর্থও কাছাকাছি। অর্থাৎ যে দোষ তোমার সামনে আছে তা ধরতে পারো, কিন্তু কোনো মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন : “তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না ; কারণ যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন, আর আব্দাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে নিজ গৃহের মধ্যেই লাঞ্চিত করে ছাড়েন।”

অপর এক হাদীসে দোষ গোপন করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, “কেউ যদি কারো গোপনীয় দোষ দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে, তাহলে সে যেন জীবন্ত পুতে ফেলা মেয়েকে জীবিত করলো।” (জাস্‌সাস)

এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ব্যক্তি নয় বরং ইসলামী সরকারের জন্যও এ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যদিও মন্দ কাজ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারের। তার অর্থ এটা নয় যে, গোয়েন্দা লাগিয়ে অযথা মানুষের দোষ বের করে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে।

২৬. অত্র আয়াতে কারো ‘গীবত’ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ সম্পর্কে আলোচনা করা যা তার উপস্থিতিতে করলে সে অসন্তুষ্ট হবে—এটাই গীবতের সংজ্ঞা।

পরিবার ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে কুরআন ও হাদীসে এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ জঘন্য কাজকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হাদীসে আছে, “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো, ‘গীবত’ কি ? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে (তার অনুপস্থিতিতে) এমন কথা বলা, যা তার পছন্দ নয়। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি তা সত্য হয় ? তিনি বললেন, তোমার কথা মিথ্যা হলে তো তা হবে অপবাদ।” (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত আবু সায়ীদ রা. ও জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, “গীবত যিনা বা ব্যাভিচারের চেয়ে জঘন্য গুনাহ।” সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, তা কিভাবে ? তিনি বললেন “কোনো ব্যক্তি ব্যাভিচার করার পর তাওবা করলে মাফ হয়ে যায় ; কিন্তু যে গীবত করলো তার গুনাহ প্রতিপক্ষের মাফ করা ছাড়া মাফ হয় না।”

তবে শরয়ী কোনো সংগত কারণে তথা ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সার্বিক তথ্য প্রদান কল্পে ইসলামী আইনবিদ এবং হাদীস শাস্ত্রবিদগণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গীবত তথা কারো অনুপস্থিতিতে কারো দোষগুণ আলোচনা করাকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এক : যালিমের যুলুমের প্রতিকার কল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে ময়লুমের ফরিয়াদ।

দুই : কারো সংশোধনকল্পে সংশোধন করতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা।

তিন : মুফতী তথা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ফতওয়া বা শরয়ী সমাধান পাওয়ার জন্য প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা।

চার : কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির অপকর্মের ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে সতর্ক করে দেয়া।

পাঁচ : বিদআত ও ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিস্তারকারীর গুমরাহী থেকে আত্মাহর বান্দাহদেরকে রক্ষা কল্পে গুমরাহ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের প্রকাশ্য সমালোচনা।

ছয় : মন্দ নামে খ্যাত ব্যক্তির পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে যখন সেই নাম উল্লেখ ছাড়া তার পরিচয় দান সম্ভব না হয় তখন সেই নাম বা উপাধী ব্যবহার করা।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অনুপস্থিতিতে কারো নিন্দাবাদ করা বা তা শোনা একেবারেই নিষিদ্ধ। কেউ কারো গীবত করতে শুনলে সম্ভাব্য উপায়ে তা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিরত রাখা কর্তব্য।

গীবতের অপরাধ থেকে ক্ষমা পেতে হলে অবশ্যই আত্মাহর দরবারে তাওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। যার গীবত করা হয়েছে সে জীবিত থাকলে এবং এ সম্পর্কে অবহিত থাকলে অপবাদ মিথ্যা হলে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চাওয়া এবং যাদের কাছে গীবত করা হয়েছে তাদের নিকট গিয়ে তা প্রত্যাহার করতে হবে। আর সত্য ঘটনা হলে ভবিষ্যতে গীবত না করার দৃঢ়ভাবে ওয়াদাবদ্ধ হতে হবে।

أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে? তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা করো; আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ১৩. হে মানুষ! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ

এবং বিভক্ত করে দিয়েছি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পার; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যকার অধিক মুত্তাকী-ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যকার অধিক মর্যাদাবান, অবশ্যই আল্লাহ

- أَنْ يَأْكُلَ - তোমাদের কেউ (احد+كم)- (احد+كم)-পছন্দ করবে কি; (يحب)- (احب)-  
খেতে; لَحْمٍ-গোশত; أَخِيهِ- (احي+ه)-তার ভাইয়ের; مَيْتًا-মৃত; فَكَرِهْتُمُوهُ-  
তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা কর; وَ-আর; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো; ۚ-  
; تَوَّابٌ-বড়ই তওবা কবুলকারী; رَحِيمٌ-পরম দয়ালু। ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ-  
হে- (يا+أيها+الناس); إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; مِنْ ذَكَرٍ-  
একজন পুরুষ; وَأُنْثَىٰ-একজন নারী; وَ-এবং; وَجَعَلْنَاكُمْ-বিভক্ত করে  
দিয়েছি তোমাদেরকে; شُعُوبًا وَقَبَائِلَ-বিভিন্ন জাতিতে; لِتَعَارَفُوا-  
যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পার; إِنَّ أَكْرَمَكُمْ-নিশ্চয়ই; عِنْدَ اللَّهِ-  
তোমাদের মধ্যকার অধিক মর্যাদাবান; أَتَقَىٰ-আল্লাহর কাছে; إِنَّ اللَّهَ-  
আল্লাহ; تَقَىٰ-তোমাদের মধ্যকার অধিক মুত্তাকী-ই; أَنْ-অবশ্যই; ۚ-

২৭. 'গীবত' যে চরম একটা ঘৃণ্য কাজ তা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া এমনভাবেই ঘৃণ্য ব্যাপার—তা-ও আবার যদি হয় মানুষের এবং মানুষটি যদি হয় নিজের ভাই; তাহলে এটা কেমন ঘৃণ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এটা যেমন ঘৃণ্য, তেমনি গীবত করাও সমান ঘৃণ্য কাজ। কোনো ব্যক্তির অসাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দাবাদ করা এজন্য হারাম নয় যে, যার গীবত করা হয় তার মনোকষ্ট হয়। বরং তা এজন্য হারাম যে কাজটি অত্যন্ত নীচ কাজ। যার গীবত করা হয় সে জানলেই তো কষ্ট পাওয়ার কথা আসে; কিন্তু সে যদি না-ই জানে যে তার

গীবত করা হয়েছে, তাহলে তো সে কষ্ট পাবে না। আসলে এটা সুস্পষ্ট যে, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এজন্য হারাম নয় যে, তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর তার লাশ কিসে খাচ্ছে তা তার জ্ঞানার কথা নয়। সুতরাং কেউ জানুক বা না জানুক গীবত তথা কারো অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করা হারাম।

২৮. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অনাচার-সমূহ উল্লেখ করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে গোটা মানবজাতির মধ্যকার এক বিরাট গুমরাহী দূর করে বিশ্ব-মানবতাকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিশ্ব মানবতাকে বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল ও জাতীয়তার সংকীর্ণ পৌড়ামী থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্যের প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

এক : সব মানুষের মূল উৎস এক। একটিমাত্র পুরুষ ও একটিমাত্র নারী থেকে মানব বংশধারা শুরু হয়েছে। পরবর্তী মানব বংশ একমাত্র স্রষ্টা কর্তৃক একই নিয়মে সৃষ্ট। আর সকল মানুষের সৃষ্টির উপাদানও একই। সুতরাং এ সৃষ্টিধারার মধ্যে কোনো বিভেদ এবং উচ্চ নীচের কোনো ভিত্তির অস্তিত্ব নেই। সকল বিভেদ-বিশৃংখলা মানুষেরই সৃষ্ট।

দুই : বর্ণ, বংশ, গোত্র ও ভাষার পার্থক্য মহান স্রষ্টা আল্লাহর-ই সৃষ্ট। পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যই আল্লাহ এ পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানব বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এবং তাদের বর্ণ, দেহের আকার-আকৃতি, ভাষা ও খাদ্যভাসে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে মানুষের মধ্যে উচ্চ ও নীচ, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ইত্যাদি ভেদভেদ সৃষ্টি করা যায় না। এ পার্থক্যের কারণে এক জাতি শ্রেষ্ঠ অপর জাতি নিকৃষ্ট হওয়া বা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার যোগ্য হওয়ার কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ তো মানুষের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার একটি সহজ উপায় হিসেবে এ পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন।

তিন : জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। মানুষের মর্যাদার পার্থক্য হতে পারে, একমাত্র নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে। মানুষের মধ্যকার জন্মগত সাম্যের কারণ হলো সকল মানুষ একমাত্র স্রষ্টার সৃষ্টি। তাদের সকলের সৃষ্টির উপাদান এবং সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও একই। বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা বিশেষ কোনো অঞ্চলের মধ্যে জন্মগ্রহণের কারণে মর্যাদা ও অধিকারে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ এগুলোর কোনোটাই তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। মানুষের মধ্যকার ব্যক্তিগত নৈতিক গুণাবলীর কারণেই তার মর্যাদায় পার্থক্য সূচীত হতে পারে। যে মানুষ সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু, অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথের পথিক, এমন মানুষ যে বর্ণ, গোত্র, বংশ, ভাষা বা অঞ্চলের হোক না কেনো আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাবান ও সম্মানের পাত্র।



عَلِمَ خَيْرٌ ﴿٥٨﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

সর্বজ্ঞ, সব খবর রাখনেওয়াল। ১৪. মক্কাবাসীরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি,' আপনি বলুন 'তোমরা তো ঈমান আননি, বরং তোমরা বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি,'

“সেই আল্লাহ-ই সমস্ত প্রশংসার মালিক যিনি তোমাদের থেকে মূর্খতার অহংকার ও দোষ-ত্রুটি দূর করে দিয়েছেন। হে লোক সকল! মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত : এক. সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু—যারা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। দুই. পাপাচারী দুর্ভাগা—যারা আল্লাহর কাছে নিকট। মূলত সকল মানুষ এক আদমের সন্তান ; আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।” মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হবে তার আল্লাহভীরুতার মাপকাঠিতে। এ পর্যায়ে হাদীসের কিতাবগুলোতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনেক বাণী রয়েছে। যেসব বাণী বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছিলো এবং ইসলাম মানুষের মধ্যকার বিভেদ দূর করে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছিলো।

আল্লাহর রসূলও মক্কা বিজয়কালের বক্তৃতায় একই কথা বলেছেন—

“সেই আল্লাহ-ই সমস্ত প্রশংসার মালিক যিনি তোমাদের থেকে মূর্খতার অহংকার ও দোষ-ত্রুটি দূর করে দিয়েছেন। হে লোক সকল! মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত : এক. সৎকর্মশীল ও আল্লাহভীরু—যারা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। দুই. পাপাচারী দুর্ভাগা—যারা আল্লাহর কাছে নিকট। মূলত সকল মানুষ এক আদমের সন্তান ; আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।” মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হবে তার আল্লাহভীরুতার মাপকাঠিতে। এ পর্যায়ে হাদীসের কিতাবগুলোতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনেক বাণী রয়েছে। যেসব বাণী বাস্তবেও রূপায়িত হয়েছিলো এবং ইসলাম মানুষের মধ্যকার বিভেদ দূর করে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছিলো।

২৯. অর্থাৎ আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং খবর রাখেন যে, কে উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী, আর কে অসম্মান ও লাঞ্ছনা পাওয়ার যোগ্য। এমনও হতে পারে যাকে দুনিয়াতে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হচ্ছে, আখিরাতে সে লাঞ্ছনার শিকার হবে, আর যাকে দুনিয়াতে হেয়প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, আখিরাতে সে-ই হবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ মানুষের বানানো যে মানদণ্ডের ভিত্তিতে দুনিয়াতে উচ্চ-নীচের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০. এখানে আরবের সেসব বেদুইন গোত্রের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যারা ইসলামের বিজয় ধারা লক্ষ্য করে মৌখিকভাবে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো এভাবে তারা মুসলমানদের আঘাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং ইসলামী সমাজের সুবিধাও ভোগ করতে পারবে। এসব বেদুইন গোত্র আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করেনি। এদের আচরণ এমন ছিলো যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দয়া করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতো যে, আমরা বিনা যুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করেছি অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা তাদের একটা বড় অবদান। সুতরাং তাদের এর জন্য বিনিময় পাওয়া উচিত। এসব বেদুইন গোত্রের মধ্যে ছিলো মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম, আশজা, গিফার ইত্যাদি। খুযায়মা নামক একটি গোত্র দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় এসে বিনা যুদ্ধে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে সাহায্য দাবী করে।

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ

আর ঈমান তো এখনো প্রবেশ করেনি তোমাদের অন্তরে; তবে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তিনি নিষ্ফল করবেন না

مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٥٤ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

তোমাদের কর্মসমূহ থেকে বিন্দুমাত্রও ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।  
১৫. প্রকৃত মু'মিন তো তারাই যারা ঈমান এনেছে

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি, অতপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং জিহাদ করেছে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ও তাদের জীবন দিয়ে—

فی(+)-فی قُلُوبِكُمْ; ঈমান তো; الْإِيمَانُ; এখনো প্রবেশ করেনি; لَمَّا يَدْخُلِ; আর; وَ-তবে; وَإِنْ-যদি; تُطِيعُوا; তোমরা আনুগত্য করো; (قُلُوبِكُمْ+)-তোমাদের অন্তরে; وَ-ও; وَرَسُولَهُ; তাঁর রাসূলের; لَا يَلِتْكُمْ(+)-লা যলিতকুম; তিনি নিষ্ফল করবেন না; مِنْ-থেকে; أَعْمَالِكُمْ; তোমাদের কর্মসমূহ; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল; رَحِيمٌ; বিন্দুমাত্রও; شَيْئًا; নিশ্চয়ই; اللَّهُ; আল্লাহ; إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ۝٥٤; প্রকৃত মু'মিন তো; الَّذِينَ; তারাই যারা; آمَنُوا; ঈমান এনেছে; بِاللَّهِ; (ব+الله)-আল্লাহর প্রতি; وَ-ও; وَرَسُولِهِ; (رسول+হ)-রাসূলের প্রতি; لَمْ يَرْتَابُوا; সন্দেহ পোষণ করেনি; وَ-এবং; وَجَاهِدُوا; জিহাদ করেছে; بِأَمْوَالِهِمْ; (ب+اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে; وَ-ও; وَأَنْفُسِهِمْ; (انفس+هم)-তাদের জীবন দিয়ে;

৩১. 'ওয়া লা-কিন কুলু আসলামনা'। অর্থাৎ 'বরং তোমরা বলা, আমরা আনুগত্য গ্রহণ করেছি।' একথা সেসব লোককে বলা হয়েছে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।

এ আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য আছে। শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলে। অর্থাৎ অন্তর দিয়ে আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালাতকে সত্য বলে জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বহিঃ প্রকাশকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরের বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্তব্য নয় যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালিমার স্বীকারোক্তি করা।

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٦﴾ قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ وَأَلَّهُ

আল্লাহর পথে ; তারা—তারা ই সত্যবাদী । ১৬. আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে অবগত করাসে তোমাদের দীন গ্রহণ সম্পর্কে ? অথচ আল্লাহ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ يَمُنُونَ عَلَيْكَ

জানেন যাকিছু আছে আসমানে এবং যাকিছু আছে যমীনে ; আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ । ১৭. তারা আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করছে—

أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هُنَّ نِكَمٌ

যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ; আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণকে আমার প্রতি (তোমাদের) অনুগ্রহ বলে মনে করো না, বরং আল্লাহ-ই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন

سَبِيلٍ -সত্যবাদী ; أُولَئِكَ-তারা ; اللَّهُ-আল্লাহর ; فِي سَبِيلِ -পথে ;

اللَّهُ - আল্লাহকে ; اتَّعْلَمُونَ-তোমরা কি অবগত করাসে ; قُلْ- আপনি বলুন ;

اللَّهُ - আল্লাহ ; وَمَا-এবং ; فِي السَّمَوَاتِ-আসমানে ; يَعْلَمُ-জানেন ;

السَّمَوَاتِ-আসমানে ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ; الْأَرْضِ-যমীনে ;

يَمُنُونَ-তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করছে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

يَمُنُونَ-তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করছে ; أَنْ أَسْلَمُوا-যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ;

قُلْ-আপনি বলুন ; لَا تَمْنُوا-তোমাদের) অনুগ্রহ বলে মনে করো না ;

عَلَيَّ-আমার প্রতি ; إِسْلَامَكُمْ-তোমাদের ইসলাম গ্রহণকে ;

بَلِ اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; يَمُنُ عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

يَمُنُ-অনুগ্রহ করেছেন ; أَنْ هُنَّ نِكَمٌ-যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে ;

تَمْنُوا-তোমাদের) অনুগ্রহ বলে মনে করো না ;

عَلَيَّ-আমার প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ;

لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ঈমানের দিকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। ১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও  
যমীনের গোপন বিষয়সমূহ জানেন ;

وَاللَّهُ بِصِرِّبِمَا تَعْمَلُونَ

আর তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

صَادِقِينَ -তোমরা হয়ে থাক ; كُنْتُمْ -যদি ; إِنْ -ঈমানের দিকে ; (ل+ال+إيمان)-ঈমানের দিকে ; لِلْإِيمَانِ -সত্যবাদী ; السَّمَوَاتِ -আসমান ; وَالْأَرْضِ -যমীনের ; وَ -আর ; اللَّهُ -আল্লাহ ; بَصِيرٌ -সম্যকদ্রষ্টা ; تَعْمَلُونَ -তোমরা করো ; مَا -যা কিছু তার ; صِرِّبِمَا -

### ২য় ব্লক' (১১-১৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাউকে কথায়, ইশারা-ইংগীতে বা অভিনয়ের মাধ্যমে উপহাস করা হারাম।
২. কোনো পুরুষের জন্য যেমন অন্য পুরুষকে উপহাস করা হারাম, তেমনি কোনো নারীর জন্যও কোনো নারীকে উপহাস করা হারাম।
৩. গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষ একই মাজলিসে একত্র হওয়াও হারাম। কারণ, এরূপ মাজলিসেই হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
৪. যাকে উপহাস করা হয়, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে—একথা মনে রেখেই উপহাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫. কাউকে ষ্টোটা দেয়া, উপহাস করা এবং কারো প্রতি দোষারোপ করাও আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এরূপ করলে অপরের পক্ষ থেকে নিজেকেও এসবের শিকার হতে হয়।
৬. কাউকে মন্দ নামে আখ্যায়িত করে সন্ধান করাও হারাম।
৭. পূর্বে কৃত কোনো গুনাহের কারণে তাওবা করার পরও সে গুনাহের পরিচায়ক কোনো মন্দ উপাধি যোগে কাউকে সন্ধান করাও হারাম।
৮. কোনো মু'মিনকে তার ইসলাম পূর্ব সময়কার কোনো অপরাধ বা মন্দ কাজের পরিচায়ক কোনো উপাধি দ্বারা সন্ধান করাও হারাম।
৯. বেশী বেশী ধারণা-অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক কাজ নয়। তাছাড়া এটা বুদ্ধিমানের পরিচায়কও নয়। ধারণা-অনুমান দ্বারা তাড়িত হয়ে কোনো কাজ করলে, অনেক সময় তা মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে।
১০. মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো অত্যন্ত মন্দ অভ্যাস। এর দ্বারা সমাজ-সংসারে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই একাজকেও আয়াতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
১১. 'গীবত' তথা কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ নিয়ে আলোচনা করা একটি জঘন্য সামাজিক অনাচার। গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

১২. হাদীসে মহানবী সা. 'গীবত'-কে যিনা বা ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

১৩. আয়াতে উল্লিখিত সামাজিক ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর পাকড়া-এর ভয় মনে রেখে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১৪. অতীত কৃত এ জাতীয় অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। স্বরণীয় যে, আল্লাহ অবশ্যই তাওবা কবুলকারী ও গুনাহ ক্ষমাকারী এবং তিনি পরম দয়ালু ও বটে।

১৫. ভাষা, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, আকৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের সৃষ্টির সূচনা একটিমাত্র পুরুষ ও একটিমাত্র নারী থেকে।

১৬. সুতরাং আল্লাহর নিকট ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও অঞ্চলের কারণে, কোনো মানুষের ওপর অন্য মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

১৭. আল্লাহর নিকট সেই মানুষই অধিক মর্যাদাবান যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু।

১৮. প্রকৃতপক্ষে কে কোন কারণে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন এবং তিনি এ সম্পর্কে সকল খবর রাখেন।

১৯. আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রাসূলের রিসালাতকে অন্তরে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে, আর সেই বিশ্বাসের অনুকূলে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমকে বাহ্যিকভাবে কার্যকরী করাকে ইসলাম বলে।

২০. ঈমান ও ইসলাম একটা অপরাটর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং একটি ছাড়া অপরাট শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২১. মু'মিনের ঈমান যেমন ইসলাম ছাড়া শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি মুসলিমের ইসলাম ঈমান ছাড়া শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২২. ঈমান ছাড়া ইসলাম মুনাফিকী আর ইসলাম ছাড়া ঈমান মূল্যহীন সুতরাং মু'মিনকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে এবং মুসলিমকে অবশ্যই মু'মিন হতে হবে।

২৩. মু'মিনের অজ্ঞানতা, অক্ষমতা ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

২৪. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের নিষ্ঠাপূর্ণ সৎকর্ম তথা ইসলামকে বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করেন না।

২৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, অতপর কখনো তাতে সন্দেহ পোষণ করেনি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে, তারাই প্রকৃত মু'মিন ও ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী।

২৬. আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। সুতরাং কে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তা-ও আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তিনি সর্ব বিষয় জানেন।

২৭. ঈমান ও ইসলামের প্রতি পার্থক্যানির্দেশ লাভ করতে পারা দুনিয়াতে সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার, এ জন্য আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য এবং সদা-সর্বদা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর শোকর আদায় করা কর্তব্য।

২৮. আল্লাহ সকল মানুষের কাজ-কর্মই সার্বক্ষণিক দেখছেন। সুতরাং কেউই কোনো বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সক্ষম নয়।



## সূরা ক্বাফ-মাক্কী

আয়াত : ৪৫

রুকু' : ৩

## নামকরণ

সূরার প্রথমে উচ্চারিত বিচ্ছিন্ন বর্ণ 'ক্বাফ'-কে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## নাযিলের সময়কাল

সূরার আলাচ্য বিষয়ের আলোকে অনুমিত হয় যে, সূরাটি নবুওয়্যাতের পঞ্চম বর্ষের দিকে নাযিল হয়েছে। মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সময়টিতে কাফিরদের বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠলেও যুলুম-নির্যাতন তখনও আরম্ভ হয়নি।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো আখিরাত। রাসূলুল্লাহ সা. আখিরাত বিশ্বাসকে বেশী বেশী মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেশীর ভাগ ফজরের নামাযে এ সূরা তিলাওয়াত করতেন। তাছাড়া প্রায় জুমুআর খুতবায় এবং দু'ঈদের নামাযে এ সূরা পাঠ করতেন। হাদীস থেকে একথার সমর্থন মেলে। উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর গৃহের নিকটেই আমার গৃহ ছিলো। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর রুটি পাকানোর চুল্লীও অভিন্ন ছিলো। তিনি প্রতি শুক্রবার জুমুআর খুতবায় 'সূরা ক্বাফ' তিলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। (মুসলিম, কুরতুবী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. আবু ওয়াক্কেদ লাইসী রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. দু'ঈদের জামাতে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, 'ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' এবং 'ইকতারাবাতিস সা'আহ'।

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় 'সূরা ক্বাফ' তিলাওয়াত করতেন, (সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্ত্বেও বেশ হাল্কা মনে হতো। (কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ সা. মক্কায় দাওয়াতে দীনের কাজ শুরু করলে মানুষ আখিরাতকে অসম্ভব মনে করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো যে, এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আমাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর মাটিতে বিলীন দেহের অংশগুলোকে আবার একত্রিত করে আমাদের থেকে এ দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। তাদের এ ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা সূরাটি নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা আখিরাত সংঘটনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন এ সূরায়। বলা হয়েছে যে, তোমাদের দেহ মাটিতে বিলীন হয়ে

যাওয়ার পরও তা আমার জ্ঞানের আড়ালে যেতে পারে না। তার অণুগুলো কোন্টি কোথায় গেছে, তার রেকর্ড আমার কাছে আছে এবং তাকে আবার তৈরি করার জন্য আমার একটি হুকুম-ই যথেষ্ট। আখিরাতের ব্যাপারটা তোমাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারণেই তোমাদের বুঝে না আসতে পারে ; কিন্তু তাতে আখিরাতের সংঘটন থেমে থাকবে না। কেউ যদি সত্যকে অস্বীকার করে, তাতে সত্য পরিবর্তন হবে না বা তা মিথ্যায় পরিণত হবে না।

অতপর আমাদের দৃশ্যমান জগত থেকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী থেকে প্রমাণাদি পেশ করে আখিরাতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব অবিশ্বাসীরা কি তাদের মাথার ওপর বিরাজমান আকাশমণ্ডলী, বিস্তৃত যমীন, পাহাড়-পর্বত, সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি, আসমান থেকে বর্ষিত পানি এবং সে পানির সাহায্যে উৎপন্ন তাদের রিযিকের বিভিন্ন সামগ্রী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো থেকেই তো আখিরাত সংঘটন সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরপর অতীতের আখিরাত-অবিশ্বাসী উদ্ধৃত জাতিগুলোর পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অতীতের অনেক শক্তিমান জাতি গোষ্ঠী যেমন নূহের জাতি, রাস্বাসী, সামূদ, আদ, ফিরআউন, লূত, আইকাবাসী এবং তুব্বা প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠী তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলদের কথা অবিশ্বাস করে আখেরাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি।

বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে দুনিয়াতে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি ; বরং তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের প্রতিটি মুহূর্তের কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে হিসেব নেয়া হবে। তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার পর যেমন মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদরাজি বের হয়, তেমনি তোমরাও আল্লাহর একটিমাত্র ইংগিত পাওয়া মাত্রই যার দেহকণা যেখানেই থাকুক না কেনো বের হয়ে এসে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। আজ তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর যে পর্দা পড়ে আছে, সেদিন তা সরে যাবে। তোমরা সেদিন নিজের চোখেই নিজের কর্মকাণ্ডের সংরক্ষিত রেকর্ড দেখতে পাবে। তোমরা সেদিন বুঝতে পারবে দুনিয়াতে যে বিষয়টিকে তোমরা অসম্ভব মনে করেছিলে সেই আখিরাত তথা আল্লাহর সামনে জবাবদিহি জান্নাত ও জাহান্নাম সবই তোমাদের সামনে সত্য হয়ে দেখা দেবে।







رَجْعَ بَعِيدٍ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

সুদূর পরাহত প্রত্যাবর্তন<sup>৪</sup>। ৪. নিঃসন্দেহে আমি জানি যমীন তাদের কতটুকু ক্ষয় করে ; আর আমার কাছে রয়েছে (তার সবকিছুর) সংরক্ষণকারী একটি কিতাব ।<sup>৫</sup>

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ۝ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا

৫. বরং তারা সত্য অস্বীকার করেছে যখন তা (সত্য) তাদের কাছে এসেছে, ফলে তারা সংশয়ে দৌদুল্যমান অবস্থায় পড়ে আছে ।<sup>৬</sup> তারা কি তবে তাকিয়ে দেখে না

مَا-কতটুকু ; رَجْعَ-প্রত্যাবর্তন ; بَعِيدٍ-সুদূর পরাহত । ৪. قَدْ عَلِمْنَا-নিঃসন্দেহে আমি জানি ; مَا-আর ; وَ-আদের ; مِنْهُمْ-তাদের ; (مِنْ+هُمْ)-তাদের ; تَنْقُصُ-ক্ষয় করে ; الْأَرْضُ-যমীন ; كِتَابٌ-একটি কিতাব ; حَفِيظٌ-(তার সবকিছুর) সংরক্ষণকারী । ৫. بَلْ-বরং ; كَذَّبُوا-তারা অস্বীকার করেছে ; بِالْحَقِّ-(ব+আল+হক)-সত্য ; لَمَّا جَاءَهُمْ-তা (সত্য) তাদের কাছে এসেছে ; فَهُمْ-(ফ+)-ফলে তারা ; مَرِيجٍ-সংশয়ে দৌদুল্যমান । ৬. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا-তারা কি তবে তাকিয়ে দেখে না ; (أَف+لَمْ يَنْظُرُوا)-তারা কি তবে তাকিয়ে দেখে না ;

৩. কাফিরদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় ছিলো তাদের মধ্যকার একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠানো। তাদের আশ্চর্য হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, সেই রাসূলের বক্তব্য যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার তাদের জীবিত করে উঠানো হবে এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব গ্রহণ করা হবে। অতপর তাদেরকে ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে চিরসুখময় জান্নাতে স্থান দেয়া হবে অথবা মন্দ কাজের শাস্তিরূপ চিরদুঃখময় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪. এ আয়াতটিও একথার প্রমাণ যে, আখিরাতে মানুষ পুনর্জীবন লাভের সময় সেই একই দেহ নিয়েই পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে, যে দেহ নিয়ে সে দুনিয়াতে জীবিত ছিলো। আর তাই এ বিষয়টিকে কাফিরদের অস্বীকার করার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ কোন্টি কোথায় ও কিভাবে পড়ে আছে, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন। তাঁর কাছে এর পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড রয়েছে। যখন পুনর্জীবন লাভের সময় আসবে তখন ফেরেশতারা তাঁর নির্দেশে রেকর্ড অনুসারে বিক্ষিপ্ত দেহকণাগুলোকে একত্রিত করে ছবছ সেই একই দেহ দিয়েই তাকে গঠন করবে, যে দেহ নিয়ে সে দুনিয়াতে বেঁচেছিলো। তার দেহের কোনো ক্ষুদ্রতম অণুও তার পুনর্গঠিত দেহ থেকে বাদ পড়বে না।

৫. অর্থাৎ সত্যের দাওয়াত শোনামাত্রই কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা সত্যকে অস্বীকার করে বসেছে। তাদের অভ্যস্ত সুপরিচিত, তাদের সকলের বিশ্বস্ত,

إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَّهْمُ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا مِن فُرُوجٍ

তাদের ওপরে আসমানের দিকে, আমি তা কিভাবে বানিয়েছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি<sup>১</sup> ? আর তাতে কোনো ফাটল-ও নেই<sup>২</sup> ।

إِلَى-দিকে ; السَّمَاءِ-আসমানের ; فَوَقَّهْمُ-(فوق+هم)-তাদের ওপর ; كَيْفَ-কিভাবে ; وَ-এবং ; زَيَّنَّاهَا-(زيننا+ها)-আমি তা বানিয়েছি ; وَمَا-বিনিনা+হা)-আমি তা বানিয়েছি ; فُرُوجٍ-ফাটলও ।

তাদের মধ্যকার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং সকলের চেয়ে উত্তম লোকটি যে দাওয়াত পেশ করেছেন, যে বাণী নিয়ে তিনি মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, তাকে যাঁচাই-বাছাই না করে মিথ্যা বলে প্রথমেই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাদের অযৌক্তিক কাজটিকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য সত্যের দাওয়াত নিয়ে আসা রাসূলকে বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যায়িত করা শুরু করেছে। তারা কখনো তাঁকে কবি, কখনো গণক, কখনো উনাদ, আবার কখনো যাদুগ্রন্থ ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু তারা কখনো কোনো একটি কথায় স্থির থাকতে পারেনি এটাই ছিলো তাদের সংশয়ে দৌদুল্যমান অবস্থায় পড়ে থাকা। অথচ তারা যদি তাঁর দাওয়াতকে প্রথমেই অস্বীকার না করতো, বরং তাঁর কথাগুলো এবং তাঁর পেশ করা যুক্তি-প্রমাণগুলো মনযোগ দিয়ে শুনতো, তারপর সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো তাহলে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হতো এবং সংশয় সন্দেহ, দৌদুল্যমান অবস্থায় তাদেরকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে হতো না।

৬. ইতিপূর্বেকার পাঁচটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখান থেকে আখিরাত সম্পর্কে তাঁর দেয়া খবরসমূহের সত্যতার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া হচ্ছে। তারা যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এবং দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব প্রদান ও জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ অসম্ভব ও যুক্তি-বিরোধী বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, তার বিপক্ষেই এসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

৭. 'মাথার ওপরে আসমান' বলতে উর্ধ্বজগতকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ দিবারাজি দেখে আসছে এবং যেখান থেকে সূর্যকে দিবসে আলো ছড়াতে দেখে রাতে সেখানে তারার মেলা বসে। এ আসমানের যতটুকু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তাতেই আমাদের বিশ্বয় বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। আর যদি শক্তিশালী 'দূরবীন' লাগিয়ে দেখা যায়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের বিশালতার পরিমাপ করা আমাদের সংকীর্ণ জ্ঞানের পক্ষে অসাধ্যই থেকে যায়। খালি চোখে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে যতটুকু ধারণা পাওয়া যায়, তাতেই একথা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আল্লাহ অবশ্যই মৃত্যুর পর আমাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও আমাদের দেহকণাগুলো একত্রিত করে পুনর্জীবন দিতে সক্ষম।

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

৭. আর যমীন—আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি উদ্ভিদরাজি

زَوْجٍ بَهِيمٍ ﴿٥﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٦﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

প্রত্যেক প্রকারের— তরতাজা। ৫.—সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক বান্দাহর জন্য দৃষ্টি প্রসারণ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে। ৬. আর আমি নাথিল করেছি আসমান থেকে

مَاءٍ مَبْرُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٧﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا

বরকতময় পানি এবং তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করেছি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য।

১০. আর (উৎপন্ন করেছি) দীর্ঘ-উঁচু খেজুর গাছ, তাতে রয়েছে

﴿و-আর ; مَدَدْنَاهَا-আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি ; وَالْأَرْضَ-যমীন ; وَ-আর ;

أَنْبَتْنَا-এবং ; رَوَاسِيَ-সুউচ্চ পর্বতমালা ; وَ-আর ; فِيهَا-তাতে ; الْقَيْنَا-স্থাপন করেছি ;

زَوْجٍ-প্রকারের ; بَهِيمٍ-উৎপন্ন করেছি উদ্ভিদ রাজি ; وَ-আর ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক ; وَ-আর ;

تَبْصِرَةً-দৃষ্টি প্রসারণ ; وَ-ও ; وَ-আর ; ذِكْرَى-উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে ;

مُنِيبٍ-সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী ; وَ-আর ; عِبْدٍ-বান্দাহ ; وَ-আর ; لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য ;

نَزَّلْنَا-আমি নাথিল করেছি ; وَ-আর ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; وَ-আর ;

مَاءٍ-পানি ; وَ-আর ; مَبْرُكًا-বরকতময় ; وَ-আর ; فَأَنْبَتْنَا-এবং আমি উৎপন্ন করেছি ; وَ-আর ;

بِهِ-তা দ্বারা ; جَنَّاتٍ-বাগ-বাগিচা ; وَ-আর ; وَ-ও ; وَ-আর ; حَبَّ-শস্য ;

الْحَصِيدِ-কৃষিজাত । ১০. আর (উৎপন্ন করেছি) ; وَ-আর ; وَ-ও ; وَ-আর ;

بَاسِقَاتٍ-খেজুর গাছ ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ; وَ-আর ;

طَلَعِ نَضِيدٍ ﴿٥١﴾ رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَاهُ بِلَدَّةٍ مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿٥٢﴾ كَذَّبَتْ

থরে থরে সজ্জিত কাদি। ১১. (আমার) বান্দাহদের জন্য রিযিক হিসেবে— আর আমি তার (বৃষ্টির) দ্বারা মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি°, এভাবেই হবে (মৃতদের পুনরায় মাটি থেকে) বেরিয়ে আসা°। ১২. মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো

قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودٌ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿٥٣﴾

এদের আগে নূহের কাওম ও রাসূসের অধিবাসীরা° এবং সামূদ সম্প্রদায়। ১৩. আর কাওমে আদ ও ফিরআউন সম্প্রদায়° এবং লূতের ভাইয়েরাও (মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো)।

ل+ال+)-للْعِبَادِ-রিযিক হিসেবে; رَزَقًا ﴿٥١﴾-থরে থরে সজ্জিত। طَلَعِ-কাদি; نَضِيدٍ-তার; بِه-আমি সঞ্জীবিত করি; وَ-আর; وَ-আমার বান্দাহদের জন্য; عِبَاد-দ্বারা; بِلَدَّةٍ-জনপদকে; كَذَلِكَ-এভাবেই হবে (মৃতদের মাটি থেকে); مَيِّتًا-মৃত; كَذَّبَتْ ﴿٥٢﴾-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; الْخُرُوجُ- (قبل+هم)-বেরিয়ে আসা। قَبْلَهُمْ-এদের আগে; قَوْمَ نُوحٍ-নূহের কাওম; وَ-এবং; الرَّسِّ-রাসূসের; أَصْحَابُ-অধিবাসীরা; وَ-এবং; لُوطٍ-লূতের; إِخْوَانُ-ভাইয়েরাও; وَ-এবং; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন সম্প্রদায়; وَ-এবং; لُوطٍ-লূতের।

মাঝে মাঝে পাহাড় সৃষ্টি করে যমীনকে সুদৃঢ়ভাবে স্থির রেখেছেন। যমীনে অগণিত উদ্ভিদরাজি সৃষ্টি করে মানুষের রিষিকের ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও মানুষ কি করে আখিরাতের জীবনকে ভুলে যমীনে বেপরওয়া জীবনযাপন করতে পারে এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পারে? যারা এসব কিছু দেখার পরও আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে তারা মূলতই মূর্খ, নির্বোধ ও যালিম।

১০. অর্থাৎ গুরু ও মৃত জনপদে যখন আসমান থেকে পানি বর্ষিত হয়, তখন মাটি ফুঁড়ে যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদরাজি মাথাতুলে দাঁড়ায় তদ্রূপ আগে-পরের সকল মানুষই যথাসময়ে মাটি থেকে বের হয়ে আসবে। দুনিয়াতে কেউ আখিরাতকে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক সবাইকেই সেদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

১১. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন যে অসম্ভব নয় এখানে তার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির পরও যেমন উদ্ভিদরাজি ও পোকামাকড় মাটির অভ্যন্তরে নিশ্চাপ হয়ে পড়ে থাকে এবং বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়, তেমনি মানুষও কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমের সাথে সাথে মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আরব দেশে এমন অঞ্চলও আছে যেখানে একাধিক্রমে পাঁচ বছরও বৃষ্টি হয় না। এমনকি কখনো কখনো এর চেয়ে বেশী সময়ও প্রকৃতি বৃষ্টিহীন

﴿وَاصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبُعٍ ۚ كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ وَعَيْدٌ﴾

১৪. আর আইকার বাসিন্দারা এবং তুব্বা সম্প্রদায়<sup>১৪</sup> প্রত্যেকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো<sup>১৫</sup> রাসূলদেরকে<sup>১৬</sup> ফলে আমার শাস্তির ধমক (তাদের ওপর) কার্যকর হয়েছে<sup>১৭</sup>

﴿وَاصْحَابُ﴾-আর ; ﴿أَيْكَةِ﴾-বাসিন্দারা ; ﴿وَقَوْمُ﴾-এবং ; ﴿تُبُعٍ﴾-সম্প্রদায় ; ﴿كَذَّبَ﴾-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো ; ﴿الرَّسُولَ﴾-রাসূলদেরকে ; ﴿فَحَقَّ﴾-ফলে (তাদের ওপর) কার্যকর হয়েছে ; ﴿وَعَيْدٌ﴾-আমার শাস্তির ধমক ।

থাকে। উত্তপ্ত মরুভূমিতে এত দীর্ঘ সময় উদ্ভিদের মূল ও কীট-পতঙ্গ জীবিত থাকা কাল্পনাতীত। তারপরও সেখানে যখন কখনো সামান্য বৃষ্টি হয় তখন উদ্ভিদরাজি ও কীট পতঙ্গ জীবন লাভ করে। এ থেকেও আখিরাতের পুনর্জীবন লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২. রাস' শব্দটি আরবিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ কাঁচা কূপ যা ইট-পাথর দ্বারা পাকা করা হয়নি। রাস্‌সের অধিবাসী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে তা কুরআন মাজীদ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির দাহ্‌হাকের মতে এর দ্বারা আযাবের পর সামূদ জাতির অবশিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সালেহ আ.-এর জাতি কাওমে সামূদ-এর ওপর আযাব নাযিল হলে তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার লোক আযাব থেকে রক্ষা পায়। তারা আযাব নাযিলের স্থান থেকে গিয়ে 'হাযরা মাওত' নামক স্থানে গিয়ে বসতিস্থাপন করে। তাদের সাথে হযরত সালেহ আ.-ও ছিলেন। হাযরা মাওতে তারা একটি কূপের পাশে বাস করতে থাকে। তারপর সালেহ আ.-এর মৃত্যু হয়। আর এ কারণেই উক্ত স্থানের নাম 'হাযরা মাওত'—অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হলো—হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায়। পরবর্তী কালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন নবী পাঠান। কিন্তু তারা তাঁকে কূপে ফেলে হত্যা করে। ফলে তাদের ওপর আযাব এসে পড়ে। তাদের কূপ অকেজো হয়ে যায়, তাদের দালান-কোঠা শূন্যে পরিণত হয়। কুরআন মাজীদের সূরা হজ্জের ৪৫ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে—“কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, এসব জনপদ এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে আছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়ে আছে ও কত প্রাসাদও ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।” (সূরা আল হাজ্জ : ৪৫)

১৩. 'সামূদ' জাতি ছিলো সালেহ আ.-এর উম্মত, আর 'আদ' জাতি ছিলো হুদ আ.-এর উম্মত। বিশাল শরীর ও বীরত্বের জন্য 'আদ' জাতি আরব দেশে প্রবাদে পরিণত হয়েছিলো। তারা তাদের নবীর কথা অমান্য করে এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্ঝা-বায়ুর আযাবে তারা শেষ হয়ে যায়।

'ফিরআউনের জাতি' না বলে শুধুমাত্র ফিরআউনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সে তার জাতিকে একেবারে গুরুত্বহীন করে জাতির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসেছিলো। তার জাতির কথা বলার কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। ছিলো না তাদের কোনো

মানসিক দৃঢ়তা, সে একাই তাদেরকে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যেতো। আর তাই জাতির পথ ভ্রষ্টতার জন্যও তাকেই দায়ী করা হয়েছে। তবে তার জাতি যেহেতু তার মতো যালিমকে তাদের ঘাড়ে উঠে বসার ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে, তাই তার জাতিও তার অপরাধের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়নি। সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে একথা বলা হয়েছে—“ফিরআউন তার জাতিকে গুরুত্বহীন মনে করে নিয়েছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে, আসলে তারাও ছিলো পাপাচারী।”

১৪. ‘তুব্বা’ সম্প্রদায়’ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র নাম উল্লেখ ছাড়া বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। মুফাসসিরীনে কিরাম এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্তসার হলো, ‘তুব্বা’ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। এটা ইয়ামানের হিমইয়ারী গোত্রের সম্রাটদের উপাধি বিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামানের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম (সিরিয়া), ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। হাফেজ ইবনে কাসীরের মতে ‘তুব্বা’ সম্প্রদায়ের সম্রাটের মধ্যে আস’আদ আবু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব-এর শাসনকাল সবচেয়ে দীর্ঘকাল ছিলো, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত লাভের সাতশত বছর আগে তার আমল অতিক্রান্ত হয়েছে। সে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, দিগ্বিজয়কালে এ সম্রাট মদীনা মুনাওয়ারা অতিক্রম করার সময় মদীনা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও রাতের বেলা তার মেহমানদারী করতো। ফলে সে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। মদীনাবাসী দু’জন ইয়াহুদী আলেম তাকে সতর্ক করে দেয় যে, মদীনা করায়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এটা শেষ নবীর হিজরতের স্থান। অবশেষে সম্রাট ইয়াহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামানে ফিরে যায়। তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। তৎকালে ইয়াহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিলো। তুব্বা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায় আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজায় লিপ্ত হয়। ফলে তাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। কুরআন মাজীদে এ জন্যই শুধু ‘তুব্বা’ না বলে ‘তুব্বা সম্প্রদায়’ উল্লিখিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

১৫. অর্থাৎ উল্লিখিত জাতিসমূহ তাদের রাসূলের রিসালাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এবং জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের রাসূলের দেয়া এ সংবাদকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো।

১৬. অর্থাৎ তাদের নিকট যে রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই রাসূলের প্রদত্ত খবরকে অস্বীকার করা সকল রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা সকল রাসূলই সর্বসম্মতভাবে একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে একই খবর তারা দিয়েছেন। তাছাড়া এসব জাতি শুধুমাত্র তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি, বরং আল্লাহ তা’আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য কোনো মানুষকেই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তারা এ বিষয়টাকে মেনে নিতে রাজী ছিলো না, অর্থাৎ তারা আসলে একজন রাসূলের অস্বীকারকারী ছিলো না, তারা ছিলো মূল রিসালাতকেই অস্বীকারকারী।

﴿١٥﴾ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টিতেই অক্ষম হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে<sup>১৫</sup>।

﴿١٥﴾-بِالْخَلْقِ (+ال+)-তবে কি আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি; -أَفَعَيْنَا (আ+ফ+ইয়িনা)-সৃষ্টিতেই; -الْأَوَّلِ-প্রথমবার; -بَلْ-বরং; -هُم-তারা; -فِي-মধ্যে রয়েছে; -لَبْسٍ-সন্দেহের; -مِّنْ-ব্যাপারে; -خَلْقٍ-সৃষ্টির; -جَدِيدٍ-নতুন।

১৭. এটিই আখিরাতকে অস্বীকার করার চাক্ষুষ পরিণতি। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো তাদের নবী-রাসূলদের কথাকে অমান্য করে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে নৈতিক অধঃপতন। আর আখিরাত অস্বীকার করার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এটাই। যার ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছে ঐতিহাসিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত আযাবের ধমক তাদের ওপর কার্যকর হয়েছে। দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। আছে শুধু তাদের পরিণতির সাক্ষ্য হিসেবে তাদের বিধ্বস্ত প্রাসাদরাজি।

আখিরাত অস্বীকৃতির সাথে নৈতিক বিকৃতি অনিবার্যভাবে জড়িত। আখিরাত অস্বীকারকারী মানুষের নৈতিক বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে নৈতিক বিকৃতির শিকার মানুষই আখিরাতে অবিশ্বাসী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বহীন ও তার কাজকর্মের জবাবদিহি মুক্ত করে দুনিয়াতে ছেড়ে দেননি। বরং দুনিয়ার এ জীবনকাল শেষ হওয়ার পর তাকে তার সমস্ত কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য যখনই মানুষ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে চায়, তখনই তার কাজকর্ম ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে এবং ক্রমাগত তার মন্দ ফলাফল দেখা দিতে থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখিরাত অবিশ্বাস বাস্তবতা বিরোধী।

১৮. পারলৌকিক জগত যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তিসংগত প্রমাণ হলো—যে আল্লাহ প্রথমবার এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যার বাস্তব প্রমাণ আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেনো? এর কোনো যুক্তিসংগত কারণই থাকতে পারে না। অতএব পারলৌকিক জগত একমাত্র বুদ্ধিহীন লোকেরাই অস্বীকার করতে পারে এবং পরিণামে নিজেদের উভয় জাহানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

### ১ম রুকু' (১-১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মানুষের জন্য সার্বিক বিচারে উভয় জাহানে কল্যাণকর মহামর্যাদার অধিকারী অতুলনীয় এক গ্রন্থ।

২. সর্বকালে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য মানুষকেই নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এতে যারা বিশ্বয় প্রকাশ করেছে তারা যথার্থই নির্বোধ। মূলত এ নির্বোধরা রিসালাতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আখিরাতকেই অস্বীকার করে, যাতে করে তারা দুনিয়াতে অনৈতিক জীবনযাপন করতে পারে।

৩. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর তা যেখানে যে অবস্থায়ই পড়ে থাকুক না কেনো, আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পুনর্গঠিত হয়ে জীবিত হয়ে উঠতে বাধ্য; কেননা আল্লাহর নিকট তার পূর্ণ রেকর্ড বর্তমান আছে।

৪. তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্ব অস্বীকারকারী এবং রিসালাত তথা নবী-রাসূল ও তাঁদের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে বিভিন্ন ভুলপথে ঘুরপাক খেতে বাধ্য।

৫. আমাদের মাথার ওপরের কোনো ঝুঁটিহীন সুউচ্চ আসমান, সুবিস্তৃত যমীন এবং তাতে স্থাপিত পর্বতমালা, আর অগণিত উদ্ভিদরাজি ও পাখ-পাখালী সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর এককত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

৬. এসব প্রাকৃতিক জগত থেকে একমাত্র সত্য সন্ধানী মানুষই সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে।

৭. আসমান থেকে বর্ষিত পানির দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা প্রাণীজগতের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। বর্ষিত পানি ছাড়া যমীনে কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না।

৮. আসমান থেকে পানির বর্ষণে যেমন মৃত ও শুষ্ক জনপদ সঞ্জীবিত হয়ে উঠে এবং উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গ মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে তেমিন পৃথিবীর আগে-পরের সমস্ত মানুষ আল্লাহর নির্দেশে মাটি থেকে বের হয়ে হাশর ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৯. আখিরাত অস্বীকার করার অনিবার্য পরিণতি হলো মানুষের নৈতিক বিকৃতি এবং অবশেষে আল্লাহর গ্যববে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। অতীতের অবিশ্বাসী জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। এগুলো থেকে যারা শিক্ষাগ্রহণ করে তারাই জ্ঞানী।

১০. কুরআন মাজীদ ও রাসূলের সূন্যাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যানকারী এবং উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টিকারীরা ও প্রকৃতপক্ষে আখিরাত অস্বীকারকারী, অতএব তাদের পরিণতিও অতীতের জাতিসমূহের মতো হবে—এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

১১. আখিরাতের বাস্তব প্রমাণ হলো মানুষের প্রথমবার সৃষ্টি। মানব জাতির প্রথম জীবন লাভই অকাটাভাবে প্রমাণ করে যে, তার পুনর্জীবন অবশ্যই হবে।

১২. এ জগতে নবী-রাসূলদের আনীত জীবনব্যবস্থা-ই প্রকৃত ও একমাত্র সত্য। এ সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া-ই মানব জাতির সকল অকল্যাণের কারণ।

১৩. দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সুখ-শান্তি পেতে হলে মানব জাতিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।





সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-১৬  
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

১৬. আর নিঃসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং তা আমি জানি, তার প্রবৃত্তি তাকে যে সম্পর্কে কুমন্ত্রণা দেয় ; আর আমি তার অধিক নিকটে আছি<sup>১০</sup>

﴿۱۷﴾ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿۱۷﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ ۝

(তার) ঘাড়ের রগের চেয়েও । ১৭. (তা ছাড়া) যখন দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা (তার) ডানে থেকে ও বামে থেকে বসে (সবকিছু) লিপিবদ্ধ করছে ।

﴿১৬﴾-আর ; -এবং ; الْإِنْسَانَ-মানুষ ; لَقَدْ-নিঃসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি ; نَفْسَهُ-(+)-তাকে ; نَعْلَمُ-আমি জানি ; تُوَسُّوْسُ-কুমন্ত্রণা দেয় ; بِهِ-যে সম্পর্কে ; وَنَحْنُ-আমি ; أَقْرَبُ-অধিক নিকটে আছি ; إِلَيْهِ-তার ; مِنْ-তার প্রবৃত্তি ; الْوَرِيدِ-(তার) ঘাড়ের ; يَتَلَقَّى-(সব কিছুর) লিপিবদ্ধ করছে ; الْمُتَلَقِّينَ-দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা ; عَنِ-থেকে ; الْيَمِينِ-ডানে ; وَ-ও ; قَعِيدٍ-বসে ।

১৬. অর্থাৎ আখিরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তোমরা তা মেনে নাও বা অস্বীকার করো তাতে প্রকৃত সত্যের রদবদল হবে না। যদি তোমরা নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রদত্ত সতর্কবাণী বিশ্বাস করে আগে থেকে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি তাঁদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে জীবনযাপন করো তাহলে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। তোমাদের অমান্য করার ফলে আখিরাত মিথ্যা হয়ে যাবে না এবং আল্লাহর ন্যায় বিচারও থেমে থাকবে না।

১৭. “আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটে আছি” অর্থাৎ আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান মানুষের যত নিকটে আছে তার ঘাড়ের শাহরগও তার এতোটা নিকটে নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত ও জ্ঞানের নৈকট্য বৃদ্ধিয়েছেন। মানুষের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা এবং তার কথা শোনার জন্য তাঁকে তার নিকটে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের অন্তরের কল্পনাসমূহও জানেন। অনুরূপ কাউকে পাকড়াও করতে হলেও কোথাও থেকে এসে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক না কেনো তার জন্য শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট। তিনি ইচ্ছা করলেই কাউকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করতে পারেন।

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ১৮. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ

১৮. সে কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) তার নিকট থাকে<sup>১৮</sup>। ১৯. আর মৃত্যুর কষ্ট তো এসেই পড়েছে।

بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدُونَ﴾ ২০. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكُمْ

পরম সত্যসহ<sup>২০</sup>; এটাই তা, যা থেকে তুমি পালিয়ে থাকতে চাচ্ছ<sup>২০</sup>। ২০. অতপর (দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হলো<sup>২০</sup>, এটাই

﴿مَا يَلْفُظُ﴾-সে উচ্চারণ করতে পারে না ; مَنْ-কোনো ; قَوْلٍ-কথাই ; إِلَّا-কিন্তু ;  
 وَ-আর ; ﴿مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدُونَ﴾-আর ; رَقِيبٌ-প্রহরী ; عَتِيدٌ-সদাপ্রস্তুত ; ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾-  
 (ب+ال+حق)-বিস্ময়জনক ; الْحَقِّ-সত্য ; الْمَوْتِ-মৃত্যুর ; سَكْرَةُ-কষ্ট ; جَاءَتْ-এসেই পড়েছে ;  
 وَ-অতপর ; ذَلِكُمْ-এটাই ; مَا-তা ; كُنْتُمْ-চাচ্ছ ; مِنْهُ-যা থেকে ; تَحِيدُونَ-পালিয়ে  
 থাকতে । ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾-দ্বিতীয়বার) ফুঁৎকার দেয়া হলো ; فِي الصُّورِ-  
 শিঙ্গায় ; ذَلِكُمْ-এটাই ;

২১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশতা সার্বক্ষণিক তার সাথী হয়ে আছে। একজন তার ডান দিকে থাকে এবং তার সৎকর্ম, সৎচিন্তা, সৎকথাসমূহ লিপিবদ্ধ করে। অপরজন তার বাম দিকে থাকে এবং তার অসৎ কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে। বান্দাহর কোনো কাজ বা কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর সকল তৎপরতা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত। তারপর বান্দাহকে আল্লাহর আদালতে দাঁড় করানো হবে, তখন তার সকল তৎপরতার সচিত্র প্রতিবেদন এ দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে পেশ করা হবে। এ প্রতিবেদনের স্বরূপ কেমন হবে তা ধারণা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যে সত্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তাতে এ বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে, মানুষের কাজকর্ম ও কথাবার্তা তার চারদিকের পরিবেশের ওপর সচিত্র ছাপ ফেলে যাচ্ছে। যথাসময়ে এ পরিবেশ থেকেই মানুষের সকল কাজকর্ম ও কথাবার্তার সচিত্র রূপ পেশ করা হবে, এতে তার সামান্যতম কিছুও বাদ পড়বে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ এ কাজটি সীমিত পরিসরে করতে পারছে। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতারা এসব প্রযুক্তির মুখাপেক্ষী নয়। মানুষের নিজ দেহ ও তার চারপাশের প্রতিটি বস্তুই তাদের জন্য টেপ ও ফিল্ম স্বরূপ। তারা এসব টেপ ও ফিল্মের সাহায্যে প্রতিটি শব্দ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তৎপরতা খুঁটিনাটিসহ রেকর্ড করে রাখতে সক্ষম। এ রেকর্ড শেষে বিচারের দিন বান্দাহকে তার নিজ কানে নিজের কণ্ঠস্বর শুনিতে দেয়া হবে, তার নিজ চোখে তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে। যাতে করে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই বাকী থাকবে না।

يَوْمَ الْوَعِيدِ ۝ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝

সে দিন, যার ভয় দেখানো হতো। ২১. আর প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির হয়ে গেলো, (এমন অবস্থায় যে,) তার সাথে রয়েছে একজন পরিচালক এবং একজন সাক্ষী<sup>২৫</sup>।

يَوْمٌ-সেদিন ; الْوَعِيدِ-যার ভয় দেখানো হতো। ۝-আর ; وَجَاءَتْ-হাজির হয়ে গেলো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; مَعَهَا-(মে+হা)-এমন অবস্থায় যে, তার সাথে রয়েছে ; سَائِقٌ-একজন পরিচালক ; وَ-এবং ; شَهِيدٌ-একজন সাক্ষী।

এখানে উল্লেখ যে, আখিরাতে আদ্বাহ তা'আলা কোনো বান্দাহকে তাঁর আদালতে শুধুমাত্র নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি দেবেন না ; বরং ন্যায় বিচারের সকল শর্ত তথা যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আর তাই দুনিয়াতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সকল কথা ও কাজের পূর্ণ রেকর্ড তৈরী করে রাখা হচ্ছে, যাতে বান্দাহ তখন এসব কথা ও কাজ অস্বীকার করতে না পারে।

২২. অর্থাৎ আখিরাতে যে পরম সত্য তা মানুষ মৃত্যুর সময় থেকেই জানতে শুরু করে। দুনিয়ার জীবনে সেই পরম সত্য আখিরাতেও ওপর থেকে পর্দা সরে যেতে থাকে, আর মানুষের সামনে ভেসে উঠে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল। সে জানতে পারে সেখানে সে সৌভাগ্যবান হিসেবে প্রবেশ করছে, না দুর্ভাগ্য হিসেবে সে সেখানে প্রবেশ করছে।

২৩. অর্থাৎ যে মৃত্যু থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তা পরম সত্য হয়ে তোমার সামনে দেখা দিয়েছে। তুমি আখিরাতে যে জীবনটাকে অস্বীকার করে এসেছো, তা-ই এখন বাস্তব রূপ লাভ করে তোমার সামনে হাজির হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এ জীবনটাকে তুমি কোনো মতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলে না।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এ সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোভাব স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে বিপদ মনে করে তা থেকে পালিয়ে থাকতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের এ কামনা কখনো পূরণ হয় না। মৃত্যু আসবেই।

২৪. এটা শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। এ ফুৎকারের সাথে সাথে আগে-পরের সমগ্র মৃত্যু মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে উঠে দাঁড়াবে।

২৫. ইতিপূর্বেকার আয়াতে কিয়ামত সংঘটন ও পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা উল্লিখিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কালে প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে। একজন হবে 'সায়িক'। সায়িক বলা হয় কোনো পশুকে বা কোনো দলের পেছনে থেকে তাকে বিশেষ স্থানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় জন হবে 'শাহিদ'। 'শাহিদ' সে ব্যক্তির সকল কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য পেশ করবে। এ দু'জন ফেরেশতা ব্যক্তির ডানে ও বামে

﴿٢٢﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

২২. নিঃসন্দেহে তুমি তো উদাসীনতায় ছিলে এ (দিন) সম্পর্কে, তাই আমি তোমার (সামনে) থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি

حَدِيدٌ ﴿٢٣﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٤﴾ اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ<sup>২৩</sup>। ২৩. আর তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বললো, এইতো আমার নিকট যা (তোমার আমলনামা) আছে তা প্রস্তুত<sup>২৪</sup>।

২৪. (নির্দেশ দেয়া হবে ফেরেশতাদ্বয়কে) তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো<sup>২৫</sup> প্রত্যেক

﴿٢٢﴾-নিঃসন্দেহে তুমি তো ছিলে ; غَفْلَةٍ-উদাসীনতায় ; مِّنْ-সম্পর্কে ; هَذَا-তোমার (عن+ك)-(-عَن+ك)-তোমার (ف+بَصْرُكَ)-(-ف+بَصْرُكَ)-তোমার পর্দা ; غِطَاءَكَ-(-غِطَاءُ+كَ)-তোমার পর্দা ; الْيَوْمَ-আজ ; حَدِيدٌ-অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ﴿٢٣﴾-আর ; وَقَالَ-বললো ; قَرِينُهُ-তার সঙ্গী (ফেরেশতা) ; هَذَا-এই তো ; مَا-যা (তোমার আমলনামা) আছে তা ; اَلْقِيَا-(-اَلْقِيَا)-নির্দেশ দেয়া হবে ফেরেশতাদ্বয়কে) তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো ; فِي جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; كُلٌّ-প্রত্যেক;

বসে 'আমল' লিপিবদ্ধকারী 'কিরামুন কাতিবীন' তথা সম্মানিত লেখকদ্বয়ও হতে পারে অথবা অন্য দু'জন ফেরেশতাও হতে পারে।

২৬. আয়াতে সকল মানুষকে সস্বোধন করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর পরই মানুষ স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসবে। স্বপ্নে মানুষের চোখ বন্ধ থাকে, তেমনি মানুষের চোখ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধই, কেননা সে এই চর্মচক্ষু দ্বারা পরকালীন জগতের কিছুই দেখতে সক্ষম নয়। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথে যখন তার চর্মচক্ষু বন্ধ হয়ে যাবে। তখন থেকে আখিরাতের দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবে। যেসব বিশ্বয়াবলী সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ খবর দিয়ে গেছেন। আসলে মানুষ ইহজগতে নিদ্রিত। মৃত্যুর মাধ্যমেই সে জাগ্রত হবে।

২৭. এখানে 'কারীন' বা সাথী দ্বারা সেই ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যে তাকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে আসবে। সে ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে আরম্ভ করবে যে, এ ব্যক্তি আমার তত্ত্বাবধানে ছিলো এখন তাকে মহান প্রভুর দরবারে হাযির করা হয়েছে।

২৮ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ সেই দু'জন ফেরেশতাকেই দেয়া হবে, যারা লোকটিকে পুনর্জাগরণের পর হাশর ময়দানে আল্লাহর আদালতে হাজির করেছে। কোনো কোনো মুফাস্সির অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে কাসীর)

كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٥﴾ مِّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَّرِيْبٍ ﴿٢٦﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

হটকারী কষ্টর কাফিরকে<sup>২৫</sup>। ২৫.—(যে ছিলো) ভালো কাজের প্রতিবন্ধক<sup>২৬</sup>, সীমালংঘনকারী,<sup>২৭</sup> সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী<sup>২৮</sup>।

২৬. যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিলো—

فَالْقِيَةِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٧﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ

অতএব তোমরা তাকে নিষ্কেপ করো কঠিন আযাবে<sup>২৭</sup>। ২৭. তার সহযাত্রী (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে বিদ্রোহে লিপ্ত করিনি, বরং সে-ই ছিলো

- لِلْخَيْرِ - (যে ছিলো) প্রতিবন্ধক ; مِّنَاعٍ ﴿٢٥﴾ - কষ্টর কাফিরকে ; عَنِيدٍ - হটকারী ; الَّذِي ﴿٢٦﴾ - সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী ; مُعْتَدٍ - সীমালংঘনকারী ; جَعَلَ - বানিয়ে নিয়েছিলো ; مَعَ - সাথে ; اللَّهُ - আল্লাহর ; إِلَهًا - ইলাহ ; آخَرَ - অন্য ; الْقِيَةِ - আযাবে ; فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ - কঠিন ; قَالَ ﴿٢٧﴾ - বলবে ; قَرِينُهُ - তার সার্থী (শয়তান) ; رَبَّنَا - হে আমাদের প্রতিপালক ; مَا أَطْغَيْتَهُ - (মা+অপটিত+হে) ; وَلَكِنْ - বরং ; كَانَ - সে-ই ছিলো ;

২৯. 'কাফফার' শব্দ দ্বারা 'সত্যের চরম প্রত্যাখ্যানকারী' এবং 'চরম অকৃতজ্ঞ' উভয় অর্থই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী মানুষই চরম অকৃতজ্ঞ।

৩০. 'খায়ির' শব্দ দ্বারা কল্যাণ ও সম্পদ উভয় অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ এ কষ্টর কাফিররা শুধুমাত্র নিজেরাই কল্যাণের পথ থেকে বিরত থাকতো তা নয়, বরং তারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের পথেও বাধা সৃষ্টি করতো। আর সম্পদ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তারা নিজেদের সম্পদ থেকে বান্দাহ ও আল্লাহ কারো অধিকারই দিতে প্রস্তুত ছিলো না।

৩১. অর্থাৎ সে তার সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করতো। নিজের স্বার্থ ও অসদুদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য যে কোনো অন্যায়-অত্যাচার করতে পিছপা হতো না। অবৈধভাবে যা উপার্জন করতো তা অবৈধ পথেই ব্যয় করতো। মানুষের অধিকার হরণ করতো এবং তার মুখ ও হাত দ্বারা সে মানুষকে কল্যাণের পথে চলতে বাধা প্রদান করেই সে থেমে থাকতো না, বরং কল্যাণের পথের পথিকদের ওপর যুলুম-নির্ষাতন চালাতো।

৩২. 'মুরীব' অর্থ সে দীনের ব্যাপারে যেমন নিজে সন্ধিহান ছিলো, তেমনি অন্যদেরকে এ ব্যাপারে সন্ধিহান করে তোলার প্রচেষ্টায় রত ছিলো। নবী-রাসূলদের সত্যের দাওয়াতের প্রতি সে নিজে সন্দেহ পোষণ করতো, সাথে সাথে যেসব লোকের সাথে সে মিশতো, তাদের মনেও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দিতো।

فِي ضَلَالٍ بُعِيدٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدِيََّ وَقَدْ مَتَّ الْيَكْرَ بِالْوَعِيدِ ۚ

চরম গুমরাহীতে লিষ্ট।<sup>৩৩</sup> ২৮. তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার সামনে তোমরা ঝগড়া করো না, কারণ আমি আগেই তোমাদের কাছে আযাবের সতর্কবাণী পাঠিয়েছি।<sup>৩৪</sup>

﴿٢٥﴾ مَا يبدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ

২৯. আমার দরবারে কথা রদবদল হয় না<sup>৩৫</sup> এবং আমি আমার বান্দাহর প্রতি অবিচারকও নই।<sup>৩৬</sup>

৩৩. সূরার ২৪ থেকে ২৬ পর্যন্ত আয়াত তিনটিতে সেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব বিষয় মানুষকে জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিষ্ক্ষেপ করবে। বিষয়গুলো হলো—১. সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ২. মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, ৩. সত্যের পথিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, ৪. মানুষের কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করা, ৫. নিজের সম্পদ দ্বারা আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক আদায় না করা, ৬. নিজের সকল কাজে সীমালংঘন করা, ৭. মানুষের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা, ৮. দীনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, ৯. অন্যদের মনে দীনের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি করা এবং ১০. আল্লাহর প্রভুত্ব অন্যদেরকে শরীক করা।

৩৪. ‘কারীন’ শব্দের অর্থ অন্তরঙ্গ সাথী। ২৩ আয়াতে এ শব্দ দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে, যে দু’জন ফেরেশতা দুনিয়াতে অন্তরঙ্গভাবে তার সাথী ছিলো। আর এ আয়াতে ‘কারীন’ শব্দ দ্বারা সেই শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে দুনিয়াতে তার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো লেগে থেকে তাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে, তখন সে বলবে, ‘আমাকে এ শয়তান-ই পথভ্রষ্ট করছে, নইলে তো আমি সৎকাজই করতাম। তার জবাবে সেই শয়তান বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিনি, বরং সে নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। সে কোনো সদুপদেশ গ্রহণ করতো না।

৩৫. অর্থাৎ আমার সামনে অনর্থক ঝগড়া করো না, আমি তো তোমাদেরকে নবী এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, বিভ্রান্তকারী এবং

বিভ্রান্ত ব্যক্তি কাকে কি শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন তো সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথই বাকী নেই। এখন তোমাদের উভয়কে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৩৬. অর্থাৎ আমার ফয়সালা যথার্থ ইনসাফপূর্ণ। সুতরাং সে ফয়সালা রদবদল করার কোনো প্রয়োজন হয় না।

৩৭. 'যাল্লাম' শব্দের অর্থ চরম যালিম। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, আমি আমার বান্দাহর প্রতি যালিম হলেও চরম যালিম নই ; বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাহর স্রষ্টা ও প্রতিপালক হয়ে যদি তাদের ওপর যুলুম করি, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে চরম যালিম বলে গণ্য হয়ে যাবো। বান্দাহর ওপর আমি আদৌ যুলুম করি না। তোমাদের ওপর যে শাস্তি আপতিত হচ্ছে, তা তোমাদের নিজেরই উপার্জিত। তোমাদের উপার্জিত শাস্তির চেয়ে সামান্যতম বেশী শাস্তিও তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে না। এ আদালতে অন্যায়াভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণহীন কাউকে শাস্তি দেয়া হয় না।

### ২য় রুকু' (১৬-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রবৃত্তির স্রষ্টাও তিনি। সুতরাং প্রবৃত্তির চাহিদা কি, তা তিনি অবশ্যই জানবেন। অতএব তাঁর অবগতির বাইরে কিছু করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

২. আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান মানুষের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সুতরাং মানুষকে পাকড়াও করার জন্য তাঁকে কোনো তৎপরতা চালাতে হয় না। তাঁর সকল কাজই তাঁর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান ছাড়াও ন্যায় বিচারের শর্তপূরণ করে প্রত্যেক মানুষের সাথে তার ডানে ও বামে দু'জন ফেরেশতা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে। তারা তার সম্পাদিত ভালো-মন্দ সকল কাজের সচিৎ প্রতিবেদন তৈরি করে চলছে।

৪. মানুষের মুখ থেকে এমন একটি কথাও উচ্চারিত হয় না যা ফেরেশতাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। সুতরাং কোনো কথা বলার আগে এ রেকর্ডের কথা স্মরণ রাখা আমাদের কর্তব্য।

৫. অতিবড় কষ্টের নাস্তিকও মৃত্যুকে অস্বীকার করার মত ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়।

৬. মৃত্যু অনিবার্য, তা থেকে পালিয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদেরকে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। অতএব সেই জীবনের জন্য পাথৈয় সঞ্চয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৭. শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথেই আমাদের সবাইকে হাশর ময়দানে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর আদালতে হাজির হতে হবে।

৮. দুনিয়ার জীবনে যে দু'জন ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের সাথে সার্বক্ষণিক থাকছে, তারাই তাকে আল্লাহর আদালত পর্যন্ত পৌছে দেবে। সুতরাং কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

৯. মুতু্যর সাথে সাথেই দুনিয়া দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। দৃষ্টির সামনে এসে পড়বে আখিরাত।  
বেশ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদেরকে পরজগতের বাসিন্দা হয়ে যেতে হবে।

১০. অতপর আল্লাহর আদালতে সঙ্গী আমলনামা বহনকারী ফেরেশতা আল্লাহর সামনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলনামা পেশ করবে।

১১. কাফিরকে বিনা হিসাবেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর তদনুযায়ী কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১২. দুনিয়াতে মুসলিম হিসেবে পরিচিত থেকেও ভালো কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, প্রত্যেক কাজে নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘনকারী এবং দীন ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সন্দিহান ও অন্যের মনেও সংশয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১৩. আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্তকারী মুশরিককেও জাহান্নামের আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

১৪. কাফির ও মুশরিক ব্যক্তি তার পরিণতির জন্য তাকে বিভ্রান্তকারী তার সঙ্গী শয়তানকে দায়ী করবে আর শয়তান তা অস্বীকার করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পথভ্রষ্টতার জন্য তার নিজেকেই দায়ী করবে।

১৫. আল্লাহর আদালতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্ব অন্য কারো ওপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে না।

১৬. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আবার নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাব পাঠিয়ে দিক নির্দেশনা দান করেছেন; এতদসত্ত্বেও যারা পথভ্রষ্ট হবে, তাদের কোনো অজুহাত আল্লাহর আদালতে গৃহীত হবে না।

১৭. নবী-রাসূলগণ যে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন তা যথার্থই সত্য ছিলো, তাঁরা জ্ঞানাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবে তাদের দায়িত্ব যথার্থই পালন করেছেন।

১৮. দুনিয়া কোনো কালেই নবী-রাসূলদের উপস্থিতি বা তাদের শিক্ষা প্রচারকারী ও প্রশিক্ষণদানকারী অনুসারীদের থেকে খালি ছিলো না, বর্তমানেও নেই এবং কিয়ামত পর্যন্তও এ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

১৯. সুতরাং আল্লাহর দরবারে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আল্লাহর বিধানে কোনো রদবদলের প্রয়োজনও হবে না।

২০. কোনো জাহান্নামী নিজেও তার ওপর অবিচার হয়েছে একথা বলতে পারবে না। যাকে যতটুকু শাস্তি দেয়া হবে, সেটাই তার যথার্থ শাস্তি। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাহর ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুমকারী নন।





সূরা হিসেবে রুক্ক'-৩  
পারা হিসেবে রুক্ক'-১৭  
আয়াত সংখ্যা-১৬

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلئتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝۳۰ وَأَرْسَلْنَا

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো' ? আর সে জবাব দেবে, 'আরো অতিরিক্ত কিছ আছে কি' ? ৩১. আর নিকটে নিয়ে আসা হবে

الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝۳۱ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝

জাহান্নামকে মুক্তাকী তথা আত্মাহতীকদের জন্য—কোনো দূরত্বই থাকবে না ৩১. (বলা হবে)—এটাই তা, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো—প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী<sup>৩০</sup> হিফায়তকারীর<sup>৩১</sup> জন্য।

৩০-সেদিন ; نَقُولُ-আমি জিজ্ঞেস করবো ; لْجَهَنَّمَ-জাহান্নামকে ; هَل-  
কি ; مِنْ-কি ; تَقُولُ-সে জবাব দেবে ; وَ-আর ; امْتَلئتِ-তুমি পূর্ণ হয়ে গেছো ;  
الْجَنَّةَ-জাহান্নামকে ; غَيْرَ-অর ; بَعِيدٍ-নিকটে নিয়ে আসা হবে ; هَذَا-এটাই ;  
تُوْعَدُونَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো ; لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য ;  
أَوَّابٍ-প্রত্যাবর্তনকারী ; حَفِيظٍ-হিফায়তকারীর ।

৩৮. জাহান্নামকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে ; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো ? অর্থাৎ তোমার পেট ভরে গেছে কিনা, তখন জাহান্নাম জিজ্ঞেস করবে 'আরো জাহান্নামী বাকী আছে কিনা।' এর দ্বারা জাহান্নামের এ কামনা প্রকাশ পায় যে, যারা বাকী আছে, তাদেরকেও যেন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। কোনো একজন অপরাধীও যেন ছাড়া না পায়। জাহান্নামের এ জবাব দ্বারা এটাও অর্থ হতে পারে যে, জাহান্নামে আর কোনো জায়গায়ই বাকী নেই, তাই জাহান্নাম বিস্ময় প্রকাশ করে বলছে, আরো এমন মানুষ বাকী আছে কিনা, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাহান্নামের সাথে আত্মাহর এ কথোপকথন কেমন ধরনের হবে তা আত্মাহ-ই জানেন। হতে পারে জাহান্নামের এ জবাব তার অবস্থা দ্বারাই বুঝা যাবে। অথবা, আত্মাহ তা'আলা আখিরাতে জড়ো পদার্থকেও বাক-শক্তি সম্পন্ন করে দেবেন। তারা সেদিন কথা বলতে সক্ষম হবে তাদের ভাষা আমাদের বোধগম্য হতেও পারে বা নাও হতে পারে।

﴿٣٩﴾ مِّنْ خَشْيِ الرَّحْمَنِِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مَنِيْبٍ ﴿٣٨﴾ ۚ اَدْخَلُوْهَا بِسَلْمٍ ۙ

৩৭.—যে না দেখা সত্ত্বেও দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে<sup>৩৭</sup> এবং একনিষ্ট মন নিয়ে উপস্থিত হয়<sup>৩৮</sup>। ৩৮. (বলা হবে)—‘তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে’<sup>৩৯</sup>

﴿٣٩﴾ مِّنْ-যে ; خَشْيِ-ভয় করে ; الرَّحْمَنِ-দয়াময় আল্লাহকে ; بِالْغَيْبِ-(ব+আল+গইব)-না দেখা সত্ত্বেও ; وَ-এবং ; وَجَاءَ-উপস্থিত হয় ; بِقَلْبِ-(ব+ক্বল্ব)-মন নিয়ে ; مَنِيْبٍ-একনিষ্ট। ﴿٣٨﴾ اَدْخَلُوْهَا-(আখলু+হা)- (বলা হবে) তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো ; سَلْمٍ-(স+লম)-শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ;

৩৯. অর্থাৎ আখিরাতের স্থান-কালের দূরত্ব ও নৈকট্য দুনিয়ার স্থান-কালের মতো হবে না। আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা যখন কারো ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং সে জান্নাত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, তখনই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাকে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না। এর জন্য তাকে কিছুমাত্র সময় ব্যয় করতেও হবে না। জান্নাতের ফয়সালা হওয়া মাত্রই সে নিজেকে জান্নাতে উপস্থিত দেখতে পাবে। যেন তাকে জান্নাতে পৌঁছানো হয়নি, জান্নাতকেই তার নিকটে উঠিয়ে আনা হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ জান্নাতের ওয়াদা প্রত্যেক ‘আউয়াব’ ও ‘হাফীয’-এর জন্য। ‘আউয়াব’ অর্থ অনুরাগী। যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়, সেই ‘আউয়াব’। যে ব্যক্তি নির্জনে নিজ গুনাহ স্বরণ করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই ‘আউয়াব’। যে ব্যক্তি প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ তা‘আলার কাছে নিজ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই ‘আউয়াব’। নিজের সকল ব্যাপারে যে আল্লাহর স্বরণাপন্ন হয় সে ‘আউয়াব’।

৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘হাফীয’ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গুনাহসমূহ স্বরণ রাখে, যাতে সেগুলো মাফ করিয়ে নেয়। ইবনে আব্বাস রা. অন্য এক বর্ণনায় বলেন, ‘হাফীয’ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহর যাবতীয় বিধান স্বরণ রাখে। ‘হাফীয’-এর শাব্দিক অর্থ হিফায়তকারী। যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, আর তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত অধিকারসমূহ রক্ষা করে তারাই ‘হাফীয’ বা হিফায়তকারী।

৪২. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনে দয়াময় আল্লাহকে দেখা অসম্ভব জেনেও তাঁর নাফরমানী করতে ভয় করে। দুনিয়াতে দৃশ্যমান সকল শক্তি থেকে আল্লাহর ভয় তাদের মধ্যে অধিক প্রবল থাকার কারণে তাঁর রহমতের ভরসায় তারা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি। তারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও গুনাহ করার দুঃসাহস করে না, তাদের জন্যই জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।

ذٰلِكَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ ﴿٥٥﴾ لَمْرَ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَنْ يَنَا مَزِيْدٌ ﴿٥٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا

এটা অনন্তকাল অবস্থানের দিন। ৩৫. সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য মজুদ থাকবে এবং আমার কাছে আরো বেশী আছে। ৩৬. আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কতইনা<sup>৫৫</sup>

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ دٰهِلٌ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٥٧﴾

মানবগোষ্ঠীকে তাদের আগে যারা ছিলো শক্তিতে এদের চেয়ে অধিক প্রবল এবং যারা (দুনিয়ার) নগর-বন্দরগুলোতে বিচরণ করে বেড়াতো<sup>৫৬</sup>; —থাকলো কি (তাদের) কোনো আশ্রয়স্থল?<sup>৫৭</sup>

এটা-ই ; ডিন-দিন ; الْخُلُوْدُ -অনন্তকাল অবস্থানের । لَمْ-তাদের জন্য মজুদ থাকবে ; لَدِيْنَا ; -এবং ; وَ- সেখানে ; فِيْهَا -তারা চাইবে ; مَا-যা, তা-ই ; مَزِيْدٌ -আমার কাছে ; وَ-আর ; كَمْ-কতই না ; اَهْلَكْنَا -আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; قَبْلَهُمْ -তাদের আগে ; مِّنْ قَرْنٍ -মানব গোষ্ঠীকে ; هُمْ -যারা ছিলো ; بَطْشًا -শক্তিতে ; مِنْهُمْ -এদের চেয়ে ; اَشَدُّ -অধিক প্রবল ; فَنَقَّبُوْا -এবং যারা বিচরণ করে বেড়াতো ; فِي الْبِلَادِ -নগর-বন্দরগুলোতে ; دٰهِلٌ -থাকলো কি ; مِّنْ - (তাদের) কোনো ; مَّحِيْصٍ -আশ্রয়স্থল ।

৪৩. অর্থাৎ এমন অন্তর যে, অন্তর সর্বদা আল্লাহর মহানত্বকে জাগরুক রেখে তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকে এবং নিজের অন্তরের সকল কু-বাসনা পরিত্যাগ করে। সারা জীবন তাঁর ওপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেনো সকল অবস্থাতেই সে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। কম্পাসের কাঁটাকে যেকোনো ঘোরানো হোক না কেনো সে তার মেরুর দিকেই ফিরে যায় তেমনি তার মন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে।

৪৪. অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে তোমাদের জন্য ওয়াদাকৃত অনন্তকালের বাসস্থান এ জান্নাতে প্রবেশ করো। যেসব গুণাবলী থাকলে এক ব্যক্তি জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয়, সেগুলো হলো—(১) তাকওয়া (২) সকল অবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া (৩) আল্লাহর সকল বিধি-নিষেধ হিফাযত করা (৪) না দেখা সত্ত্বেও দয়াময় আল্লাহকে ভয় করা, (৫) খালেস তথা একনিষ্ঠ মন নিয়ে আখিরাতে উপস্থিত হওয়া তথা মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি অনুগামী থাকা।

৪৫. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা যা চাইবে তা-ই জান্নাতে পাবে। চাওয়া মাত্রই প্রার্থীত বস্তু তাদের সামনে উপস্থিত পাবে। কোনো প্রকার অপেক্ষা বা বিলম্বের বিড়ম্বনা তাদের পোহাতে হবে না।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন যে, জান্নাতে কেউ যদি সন্তান কামনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের শারীরিক প্রবৃদ্ধির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না, এক মুহূর্তের মধ্যে সব নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

٣٩ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَنْ كُرِيْ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝

৩৯. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত শিক্ষা তার জন্য, যার আছে (বোধশক্তি সম্পন্ন) হৃদয়, অথবা সে কান পেতে শোনে এমতাবস্থায় সে হয় মনোযোগী<sup>৩৯</sup>।

٣٨ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۗ وَّمَا مَسَّنَا

৩৮. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনের মধ্যে<sup>৩৮</sup>; আর আমাকে স্পর্শ করেনি

٣٩ (ل+من)-ল-লম্ন; لَنْ-নিশ্চিত শিক্ষা; لِكُرِيْ-এতে রয়েছে; ذٰلِكَ-নিশ্চয়ই; اِنْ-নিশ্চয়ই; اِنْ-তার জন্য; كَانَ-আছে; لَهٗ-যার; قَلْبٌ-(বোধশক্তি সম্পন্ন) হৃদয়; اَوْ-অথবা; اَلْقَى-কান পেতে শোনে; السَّمْعَ-এমতাবস্থায়; وَهُوَ-সে হয়; شَهِيدٌ-মনোযোগী।

٣٨ (و-আর; السَّمٰوٰتِ-আসমান; وَالْاَرْضَ-এবং; وَمَا بَيْنَهُمَا-এতদুভয়ের মধ্যকার; فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ-ছয় দিনের মধ্যে; وَمَا مَسَّنَا-আমাকে স্পর্শ করেনি; اَلْقَى-কান পেতে শোনে; السَّمْعَ-এমতাবস্থায়; وَهُوَ-সে হয়; شَهِيدٌ-মনোযোগী।

তাছাড়া তাদের জন্য আল্লাহর কাছে এমন নিয়ামতও রয়েছে যা তারা কল্পনা করতেও দুনিয়াতে সক্ষম ছিলো না। যার ফলে তারা সেসব নিয়ামতের আশাও কোনোদিন করতে পারতো না। হযরত আনাস রা. ও জাবের রা.-এর মতে এ বাড়তি নিয়ামত হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত যা জান্নাতীরা লাভ করবে।

৪৬. অর্থাৎ তাদের শক্তি সামর্থ্য তাদের নিজ দেশেই সীমিত ছিলো না, বরং তারা পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করে সেসব দেশে লুণ্ঠ-তরাজ চালাতো।

৪৭. অর্থাৎ এত শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে আশ্রয় নেয়ার মতো স্থান পেলো না। অতএব তোমরাও আল্লাহর নাফরমানী করে কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না।

৪৮. অর্থাৎ এ সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে যাদের বোধশক্তি আছে, যদ্বারা উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে এবং আয়াতসমূহকে মনের কান দিয়ে শোনে। যাদের বোধশক্তি নেই, যারা মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে না তারা এ থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।

৪৯. কুরআন মাজীদের অত্র আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। কতেক হাদীসের বর্ণনায় কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

مِن لَّغُوبٍ ۝۵۹ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

কোনো ক্লাস্তি । ৩৯. অতএব তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন<sup>৫০</sup> এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন সূর্য উদয়ের আগে

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝۶০ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝۶১ وَأَسْتَمِعْ يَوْمًا

এবং অস্ত যাওয়ার আগে । ৪০. আর রাতের অংশেও তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পরেও<sup>৫১</sup> ৪১. আর শোনো, যেদিন

مِن-কোনো ; لَّغُوبٍ-ক্লাস্তি । ৩৯. فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন ;  
عَلَىٰ مَا-তাতে, যা ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; وَ-এবং ; سَبِّحْ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা  
করুন ; رَبِّكَ-(ر+ب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; قَبْلَ-আগে ; طُلُوعِ-উদয়ের ; الشَّمْسِ-সূর্য ;  
و-এবং ; الْغُرُوبِ-অস্ত যাওয়ার । ৪০. وَمِنَ اللَّيْلِ-রাতের ; فَسَبِّحْهُ-(ف+স+ব+ح+ه)-তাঁর  
পবিত্র-মহিমা ঘোষণা করুন ; وَ-এবং ; أَدْبَارَ-পরেও ; السُّجُودِ-নামাযের । ৪১. وَأَسْتَمِعْ-  
আর শোনো ; يَوْمًا-যেদিন ;

এসব হাদীসের বর্ণনা কুরআন মাজীদের বর্ণনার ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত নয় ; কারণ এগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়ার আশংকা সমধিক। আদ্বামা ইবনে কাসীরও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কুরআনের আয়াতই হবে মূলভিত্তি। সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

৫০. অর্থাৎ আখিরাত অবিশ্বাসী এসব নিবোধ লোকেরা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করে, আপনাকে বিদ্রূপ করছে। আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন। এদের জেনে রাখা উচিত যে, আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছুই মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। আমি এতে মোটেই ক্লাস্ত হইনি। সুতরাং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পরে এ যমীন ও মানুষকে পুনঃ সৃষ্টি করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

৫১. আয়াতে তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত করে নির্দেশ দানের মাধ্যমে নামায বুঝানো হয়েছে। সূর্যোদয়ের আগে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা ফজর নামায, সূর্যাস্তের আগে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা যোহর ও আসর নামায এবং রাতে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামায বুঝানো হয়েছে। এছাড়া তাহাজ্জুদ নামাযও রাতের তাসবীহর মধ্যে শামিল।

يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٢﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكِ

একজন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান জানাবে<sup>৫২</sup>-৪২. যেদিন তারা (হাশরের) শোর-চিৎকার ঠিকমত শুনতে পাবে<sup>৫০</sup>; সেটাই হবে

يُنَادِ-আহ্বান জানাবে; الْمُنَادِ-একজন আহ্বানকারী; مِنْ-থেকে; مَكَانٍ-স্থান; الصَّيْحَةَ-সুসংবাদ; يَسْمَعُونَ-তারা শুনতে পাবে; يَوْمَ-যেদিন; قَرِيبٍ-নিকটবর্তী। (হাশরের) শোর-চিৎকার; بِالْحَقِّ-(ব+আল+হা)-ঠিকমত; ذَلِكِ-সেটাই হবে;

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-“চেঁচা করো যাতে তোমার সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের নামাযগুলো ছুটে না যায়। এর প্রমাণস্বরূপ জারীর আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (কুরতুবী)

আর সিজদার পরে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা ফরয নামাযের পর যেসব সুন্নাত, নফল বা তাসবীহ পাঠের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে হাদীসের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা-ই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ পাঠ করে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়। (মাযহারী)

আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে ৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ (আল্লাহ পবিত্র) ৩৩ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), ৩৩ বার ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) এবং এক বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াছয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এবং তার কোনো অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব। সকল প্রশংসা তারই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) পাঠ করবে তার গুনাহ মাক করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ফরয নামাযের পর যেসব সুন্নাত নামাযের কথা সহীহ হাদীসে উল্লিখিত আছে, তা-ও ‘আদবারাস সুজুদ’-এর মধ্যে শামিল। (মাযহারী)

এখানে উল্লেখ্য যে, এসব তাসবীহ পাঠ করার সময় এগুলোর অর্থের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী।

৫২. অর্থাৎ দুনিয়ার যমীনে যে মানুষ যেখানেই মরে থেকে পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাক না কেনো ফেরেশতা ইসরাফিল যখন শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুক দেবে তখন আগে-পরের সব মানুষের কানে এ আওয়াজ পৌঁছে যাবে। সব মানুষের মনে হবে যেন কানের নিকটেই এ আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে।



وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مِنَ الْخَافِ وَعَيْدٍ ۝

এবং আপনি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী নন ; অতএব আপনি এ কুরআন দ্বারা তাকে উপদেশ দিতে থাকুন, যে আমার আযাবের সতর্কীকরণকে ভয় করে<sup>৫৫</sup> ।

ب(+)-بِجَبَّارٍ-তাদের ওপর ; (على+هم)-عَلَيْهِمْ ; أَنْتَ-আপনি ; مَا-এবং ; عَيْدٍ-বল প্রয়োগকারী ; جَبَّارٍ-বল প্রয়োগকারী ; ذَكَرَ-(ف+ذَكَرَ)-অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন ; الْقُرْآنِ-এ কুরআন দ্বারা ; (ب+ال+قران)-بِالْقُرْآنِ -আমার সতর্কীকরণকে ।

মনে করছ, তাতে কিছু এসে যায় না। কোনো ব্যক্তির দেহাবশেষ কোথায় আছে তার পূর্ণ রেকর্ড আমার কাছে রয়েছে। এসব বিক্ষিপ্ত দেহাণুগুলোকে একত্র করে প্রত্যেকটি মানুষের দেহকে পুনরায় তৈরী করা এবং সেই ছবছ আগের ব্যক্তিত্ব নতুন করে দেয়া আমার জন্য কোনো কঠিন কাজ নয় ; বরং আমার একটি মাত্র ইশারায় আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই সমবেত হয়ে যাবে।

৫৫. এ আয়াতে কাফির-কুরাইশদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানজনক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দেয়ার সাথে সাথে কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। নবীকে বলা হয়েছে যে, এরা আপনার সাথে যেসব অসৌজন্যমূলক কথা বলছে, তা আমি সবই শুনছি। তাদের সাথে বুঝাপড়া করার দায়িত্ব আমার। আপনি তাদের কথায় কান দেবেন না। আর এতে কাফিরদের জন্য হুঁশিয়ারী এ মর্মে যে, তোমরা যেসব মন্দ কথাবার্তা আমার নবীর সাথে বলছো, তা আমার জানা আছে, তোমাদেরকে এজন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

৫৬. এখানে নবীকে সন্তোষন করে কাফিরদেরকে একথা শোনানো উদ্দেশ্য যে, আমার নবীকে আমি কাউকে বলপ্রয়োগ হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য পাঠাইনি। সুতরাং তোমরা মানতে না চাইলেও তোমাদেরকে মানতে বাধ্য করা তাঁর দায়িত্ব নয়। যারা তাঁর সতর্কবাণী শুনে স্বেচ্ছায় সতর্ক হয়ে যাবে, তাদেরকেই তিনি কুরআনের বানী শুনিতে হিদায়াতের পথে আনার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর শাস্তির ভয় থেকে তারা ই উপদেশ গ্রহণ করবে।

### ৩য় ব্লক' (৩০-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা জড় পদার্থকেও বাকশক্তি দান করবেন এবং এটা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।
২. জাহান্নামের সাথে আল্লাহর কথোপকথন-এর ধরন কেমন হবে, তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। জাহান্নামের অবস্থা দ্বারা অথবা আল্লাহর কুদরতে জাহান্নাম বাকশক্তি লাভ করবে।
৩. জান্নাতের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে জান্নাতকে তাদের নিকটে নিয়ে আসা হবে।



৪. নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষই জান্নাত লাভের যোগ্য হবে—(১) মুজাক্কী বা আল্লাহ ভীরু, (২) সকল অবস্থায় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং নির্জনে নিজ গুনাহ স্বরণ করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, (৩) যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সচেষ্ট অর্থাৎ ফরয ওয়াজিব ও হালাল-হারাম-এর সংরক্ষণকারী, (৪) না দেখেও দয়াময় আল্লাহকে যারা ভয় করে, (৫) আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের লোকদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোনো প্রকার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না এবং কোনো প্রকার শ্রম দিতে হবে না।

৫. তাদের জন্য জান্নাত হবে অনন্তকালের বাসস্থান। তারা জান্নাত থেকে কখনো বহিষ্কৃত হবে না। তার কোনো আশংকাও থাকবে না।

৬. জান্নাতে জান্নাতীরা যা চাইবে তা-ই অনায়াসে লাভ করবে। এমনকি মনের গহীন কোণে ইচ্ছা জাগার সাথে সাথেই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। জান্নাতের নিয়ামতরাজী ছাড়াও আল্লাহর কাছে জান্নাতীদের জন্য এমন কিছু আছে যেখানে মানুষের জ্ঞান ও কল্পনা কখনো পৌছতে সক্ষম নয়।

৭. নবী-রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী অতীতের অনেক শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতপর তাদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। অতীতের নাফরমান জাতি গোষ্ঠীর ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

৮. যাদের বোধশক্তিসম্পন্ন হৃদয় আছে এবং যারা আল্লাহর বাণী মনের কান দিয়ে শোনে, তারাই আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম।

৯. আল্লাহ তা'আলা মাত্র ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এতে তাঁর কোনো প্রকার ক্লান্তি আসেনি। সুতরাং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে হিসাব নেয়া তাঁর জন্য অতিসহজ কাজ।

১০. বাতিলের সকল প্রকার উচ্চানীর মুখে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

১১. ফরয নামাযের পরে নফল আদায় এবং হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন তাসবীহ পাঠ করা, বিশেষ করে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১২. স্বরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সবাইকে ইসরাফীলের শিকার দ্বিতীয় ফুঁকের সাথে সাথে পুনর্জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। একথা মনে রেখেই দুনিয়ার জীবনে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

১৩. হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই ইসরাফীলের শিকার আওয়ায নিকট থেকেই স্তনতে পারে, এতে একজন মানুষও শোনা থেকে বাদ যাবে না।

১৪. বলপ্রয়োগে কাউকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা কোনো নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিলো না। যারা দীনের দাওয়াতে স্বেচ্ছায় সাড়া দেবে তাদের কেউ আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে উপদেশ দান করতে হবে।

১৫. আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে জাগরুক থাকলেই হিদায়াত লাভ এবং হিদায়াতের ওপর দৃঢ় থাকা সহজ হয়ে যায়।



## সূরা আয্ যারিয়াত-মাকী

আয়াত : ৬০

রুকু' : ৩

## নামকরণ

আয্ যারিয়াত শব্দ দ্বারা সূরাটি শুরু করা হয়েছে। সে মতে এর নামকরণ করা হয়েছে 'আয্ যারিয়াত'।

## নাখিলের সময়কাল

ইতোপূর্বেকার সূরা 'কাফ' এবং সূরা 'আয্ যারিয়াত' নাখিলের দিক থেকে সমসাময়িক। বিষয়বস্তু ও বর্ণনার ধারা থেকে এটাই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এ সময়টা এমন ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সা. ও ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামের দাওয়াতের বিরোধিতা শুধুমাত্র অস্বীকার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যারোপ দ্বারাই করা হচ্ছিল। তবে এসব চলছিলো খুব জোরালোভাবেই। যদিও তখন যুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে বিরোধিতার সূচনা হয়নি।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় আখিরাত। অবশ্য সূরার শেষদিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে, আর এটা আখিরাত বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাথে সাথে আখিরাতে অবিশ্বাসী অতীতের হঠকারী জাতি-গোষ্ঠীর পরিণতি উল্লেখপূর্বক সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মতো নিজেদের জাহেলী ধ্যান-ধারণা নিয়ে অতীতে যারা হঠকারিতা দেখিয়েছে তাদের ধ্বংস তারা নিজেরাই ডেকে এনেছে।

সূরায় আলোচনা করা হয়েছে যে, আখিরাত সম্পর্কে মানুষের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য, কারণ সেগুলো কোনো জ্ঞানগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা নিজেদের মনগড়া ধারণা-অনুমানকে ভিত্তি করে আখিরাত সম্পর্কে এক একজন এক একরকম ধারণা করে নিয়েছে। কেউ মনে করছে যে, মৃত্যুর পরে আদৌ আর কোনো জীবন নেই। আবার কেউ মনে করে রেখেছে যে, মৃত্যুর পর আবার পুনর্জন্ম লাভ করে আবার দুনিয়াতেই আসবে। আবার কেউ কেউ কর্মফল অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করলেও শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে বিভিন্ন অবলম্বন বানিয়ে নিয়েছে। আখিরাতে বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে ভুল বিশ্বাসের পরিণতিতে মানুষের পরকালীন জীবন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। সাথে সাথে দুনিয়ার জীবনও অশান্তিময় হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে যেসব নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন, সেসব নবী-রাসূলের নির্দেশনা ও সেসব কিতাবের জ্ঞান লাভই একমাত্র মাধ্যম। আর তাই সূরাতে বলা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে দেখলেই আখিরাতের যথার্থতার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাবে। এ পর্যায়ে

বাতাস ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনার প্রতি পৃথিবীর গঠনাকৃতি এবং তার মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টিকূল মানুষের নিজ সত্তা, আসমানের সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থা, পৃথিবীর সকল সৃষ্টির জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলোকে আখিরাতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যুক্তি ও বুদ্ধির দাবী হলো মানুষের কর্মের ফল অবশ্যই থাকা উচিত। এটা এ বিশ্ব সাম্রাজ্যের প্রকৃতির স্বতন্ত্র দাবী।

অতপর তাওহীদ বা আদ্বাহর একত্ববাদের দাওয়াত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মহান স্রষ্টা আদ্বাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন—কোনো সৃষ্টির দাসত্ব করার জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেননি। মানুষের বানানো উপাস্যরা মানুষের কাছে রিযিকের জন্য মুখাপেক্ষী। আদ্বাহ সেসব মিথ্যা উপাস্যের মতো নন। তিনি তো সবার রিযিকদাতা। তিনি মিথ্যা উপাস্যদের মতো কারো মুখাপেক্ষী নন ; বরং তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সকলের প্রভু। তাঁর প্রভুত্ব সকলের ওপর—সবকিছুর ওপর বিরাজমান।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলা হয়েছে যে, অতীতের নবী-রাসূলদের বিরোধিতা যেমন অজ্ঞানতার, গর্ব অহংকার, একগুয়েমী ও হঠকারিতা বশত করা হয়েছে তেমনি শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.-এর বিরোধিতার পেছনেও একই কার্যকরণ সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং আজকের বিরোধীদের পরিণতি ও অতীতের বিরোধীদের মতো হতে বাধ্য।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সা.-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, এসব বিরোধীদের অপভূতপন্নতার প্রতি তিনি যেনো কোনো জ্ঞেপ না করেন ; বরং তাঁর ওপর প্রদত্ত দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকল্পে তিনি যেন উপদেশ-নসীহত করেই যান। এতে করে মু'মিনরা অবশ্যই উপকৃত হবে। তবে সেসব অবিশ্বাসী যালিমদের জন্য আখিরাতের আযাব নির্ধারিত আছে। যথা সময়ে তা তাদের ওপর আপতিত হবেই।



রুক'-৩

## ৫১. সূরা আয্ যারিয়াত-মাক্কী

আয়াত-৬০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① وَالذَّرِيَّتِ ذُرُورًا ② فَالْحَمِلَتِ وِقْرًا ③ فَالْجُرِيَّتِ يُسْرًا ④

১. কসম বিক্ষিপ্ত করার মতো বিক্ষিপ্তকারী বাতাসের। ২. আর (কসম পানির) ভার বহনকারীর (মেঘমালার)'

৩. অতপর (কসম) মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যাওয়া বাতাসের।

⑤ فَالْمُقَسِّمِ أَمْرًا ⑥ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ⑦ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ⑧

৪. এরপর (কসম) একটি বিশেষ বিষয় (বৃষ্টি) বণ্টনকারীর' ৫. নিশ্চয়ই যে ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে,

তা অবশ্যই সত্য। ৬. আর নিশ্চয়ই কর্মফল (দিবস) অবশ্যই সংঘটিতব্য'।

①-কসম ; الذَّرِيَّتِ-বিক্ষিপ্তকারী বাতাসের; ذُرُورًا-বিক্ষিপ্ত করার মতো। ②-فَالْحَمِلَتِ-আর (কসম) বহনকারীর (মেঘমালার) ; وِقْرًا-(পানির) ভার। ③-فَالْجُرِيَّتِ-মৃদুমন্দ গতিতে ; يُسْرًا-(কসম) বয়ে যাওয়া বাতাসের ; فَالْمُقَسِّمِ-বণ্টনকারীর ; أَمْرًا-একটি বিশেষ বিষয় (বৃষ্টি)। ④-إِنَّمَا تُوعَدُونَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে ; لَصَادِقٌ-(সত্য) তা অবশ্যই সত্য। ⑤-وَإِنَّ الدِّينَ-নিশ্চয়ই ; لَوَاقِعٌ-কর্মফল (দিবস) ; لَوَاقِعٌ-(অবশ্যই সংঘটিতব্য)।

১. এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই বাতাসের কসম করেছেন, যে বাতাসকে আমরা ঝঞ্ঝাবায়ু বলে থাকি। এ বাতাসই ধুলোবালিকে বিক্ষিপ্তকারী এবং সমুদ্র থেকে পানিবাহী বাষ্পকে ওপরে উঠায়।

২. আলোচ্য ৩ ও ৪ আয়াতেও সেই বাতাসের কসম করা হয়েছে যা আবার কোনো সময় মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যায়। আবার একই বাতাস আল্লাহরই নির্দেশে পানি বহনকারী মেঘমালাকে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন করে। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে পানিবাহী মেঘকে বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর হুকুমে সেসব অঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

উল্লিখিত আয়াত দুটোর আরেকটি ব্যাখ্যা মুফাস্সিরীনে কিরাম বর্ণনা করেছেন। তাহলো—কসম দ্রুতগতিশীল নৌযানসমূহের, আর কসম সেসব ফেরেশতার যারা আল্লাহর নির্দেশে সৃষ্টির জন্য বরাদ্দকৃত সামগ্রী বণ্টন করে।

৩. আলোচ্য আয়াতের 'তু'আদনা' শব্দের দুটো অর্থ হতে পারে—১. তোমাদেরকে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। ২. তোমাদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে। উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। তবে দ্বিতীয় অর্থটি এখানে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۖ إِن كُرِّفَىٰ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مِنَ الْفِكَ ۙ

৭. কসম বহু গতিপথ সম্বলিত আকাশের। ৮. নিশ্চয়ই তোমরা (আখিরাতে সম্পর্কে) জিন্ন জিন্ন কথার মধ্যে পড়ে আছে। ৯. তা থেকে সে-ই মুখ ফেরায় যাকে পঞ্চদ্রষ্ট করা হয়েছে।

৭-কসম ; وَالسَّمَاءِ-আকাশের ; ذَاتِ الْحُبُكِ-(ذات+ال+حُبك)-বহু গতিপথ সম্বলিত । ৮-নিশ্চয়ই তোমরা (ان+كم)-إِنَّكُمْ ৯. মুখ ফেরায় ; يُؤَفِّكُ-তা থেকে ; مِنْ (عن+ه)-عَنْهُ ; الْفِكَ-কথার ; مُخْتَلِفٍ-ভিন্ন ভিন্ন । ৯-সে-ই যাকে ; الْفِكَ-পঞ্চদ্রষ্ট করা হয়েছে ।

৪. ওপরে চারটি আয়াতে যে চারটি নিদর্শনের কসম করা হয়েছে তার জবাব ৫নং ও ৬নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর তাহলো আখিরাতে সম্পর্কে যে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তা অকাটা সত্য। মানুষের এ জীবনের সকল ভালো-মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়ার সময় অবশ্যই আসবে—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ সেই ঝঞ্ঝাবায়ুর কসম করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের চোখের সামনে যে বায়ু ধুলোবালি উড়িয়ে প্রবাহিত হয়, যে বায়ু পানিবাহী মেঘকে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায়—এ সৃশৃংখল ব্যবস্থাপনা যে আল্লাহর নিদর্শন, সেই আল্লাহ মানুষ নামের সৃষ্টির সেরা প্রাণীকে অনর্থক খেলার ছলে সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি। বরং এ সৃষ্টির পেছনে তার মহান উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে। পৃথিবীর যাবতীয় কিছু মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব করার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পরিপূরণের জন্য মানুষের মধ্যে কারা কতটুকু কাজ করেছে, তার হিসেব আল্লাহ অবশ্যই নেবেন। যারা এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় কাজ করেছে তাদেরকে অবশ্যই তিনি পুরস্কার দান করবেন এবং যারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বে অবহেলা করেছে বা আদৌ এ ব্যাপারে উদাসীন জীবনযাপন করেছে, তাদেরকে অবশ্যই এর জন্য সাজা পেতে হবে। আর যেদিন এ হিসাব নেয়া হবে সেদিনটি আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত আছে। হিসাবের পর কেউ পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত লাভ করবে, আর কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের সাজা ভোগ করবে—এটাই আখিরাতে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও যুক্তির রায় হলো আখিরাতে অবশ্যই সত্য এবং তা যথাসময় সংঘটিত হবেই। আল্লাহ আখিরাতে প্রমাণ হিসেবে প্রথমে যে চারটি নিদর্শনের কসম করেছেন, সে সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আখিরাতে অমান্যকারীদের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যেতে বাধ্য। ভূপৃষ্ঠের পানি যেভাবে বাষ্পাকারে পরিবর্তিত হয়ে বাতাসে মিশে গিয়ে বাতাসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অতপর তা মেঘের আকার নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের সাহায্যে আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হয়, এগুলো নিয়ে চিন্তা করলেই একথা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাটিতে মিশে যাওয়া মানুষকেও আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করে হিসেব নিতে অবশ্যই সক্ষম।

৫. আয়াতে উল্লিখিত 'হুবুক' শব্দটি 'হিবকাতুন' শব্দের বহুবচন। 'হিবকাতুন' অর্থ কাপড়ের পাড়, বহুপানিতে সৃষ্ট ঢেউরাশি, কৌকড়া চুলের ভাজ, পথ, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ, ফেরেশতাদের যাতায়াত পথ ইত্যাদি। আসমানকে 'হুবুক' বিশিষ্ট বলে বুঝানো হয়েছে যে, আকাশে ছেয়ে থাকা মেঘমালা বারবার তার রং ও আকৃতি পরিবর্তন করে তার কোনোটাই অন্য আকৃতির সাথে যেমন সামঞ্জস্য থাকে না, তেমনি তোমাদের ধারণাও একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

৬. এখানে বাহ্যত মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আখিরাতে সম্পর্কে তাদের বক্তব্য যেমন পরস্পর সামঞ্জস্যহীন, তেমনি রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কেও তাদের বক্তব্য সামঞ্জস্যহীন। তারা তাঁকে কখনো যাদুকার, কখনো কবি, কখনো জ্বিন-আশ্রিত মানুষ ইত্যাদি বাজে পদবীতে আখ্যায়িত করতো। এ সম্বোধন মুশরিক মুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিও হতে পারে। তখন ভিন্ন ভিন্ন কথা দ্বারা এ অর্থ বুঝানো হবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে সত্য নবী বলে মনে নিয়েছে, আবার কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করেছে। (মায়হারী)

আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা যে কত রকম হতে পারে, তা আজকের মানুষদের মধ্যকার ভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান জগতের মানুষের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করে এ দুনিয়া চিরস্থায়ী, কখনো এটা ধ্বংস হবে না, আবার কেউ কেউ মনে করে এ দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা মানুষ সহই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতীতে যা কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে তা যেমন এ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। তেমনি এ দুনিয়া ধ্বংস হলেও তা আর পুনরায় সৃষ্টি হবে না। সুতরাং মানুষও আর পুনর্জীবন লাভ করবে না। কেউ কেউ পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করে এভাবে যে, মানুষ তার ভালো কাজের ফল ভোগ করার জন্য এ পৃথিবীতে যেমন বারবার জন্মগ্রহণ করে, তেমনি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্যও তার বারবার জন্ম হতে থাকে। তাদের বিশ্বাস জন্মান্তরের মাধ্যমে মানুষের নির্বাণ লাভ হবে বা মানুষ নিশেষ হয়ে যাবে। আর এর মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তি লাভ হবে। আবার কেউ কেউ মনে করে আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তি সত্য, তবে তার শাস্তি থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য স্রষ্টা তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশ বিদ্ধ করে মৃত্যু দান করেছেন এবং স্রষ্টার পুত্র মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করেছেন। সুতরাং মানুষ যত পাপই করুক না কেনো স্রষ্টার পুত্রের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে আর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে না। আবার কেউ কেউ কোনো কোনো মানুষকে এমন শক্তিদর হিসেবে বিশ্বাস করে যে, তাদের ধারণা এসব লোকের ভক্ত হয়ে গেলে আখিরাতে শাস্তির আর কোনো ভয় নেই, পাপের পাল্লা যত ভারী-ই হোক না কেনো, এসব আত্মাহর প্রিয় লোকেরা শাস্তি মওকুফ করিয়ে দেবেন। এভাবে সমগ্র পৃথিবীতেই মানুষ অজ্ঞানতা ও মূর্খতার কারণে অসংখ্য মতবাদ ও বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়াতে জীবন-যাপন করেছে। মানুষের বিশ্বাস ও মতের ভিন্নতাই প্রমাণ করে যে, ওহীর মাধ্যমে আগত জ্ঞান ছাড়া মানুষের সকল ধারণা-অনুমানই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। আর মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ যত সিদ্ধান্তই দুনিয়া-আখিরাতে ব্যাপারে করুক না কেনো, তা ভুল হতে বাধ্য।

﴿قَتَلَ الْخُرْصُونَ الَّذِينَ هَرَفُوا فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ﴾ ﴿٥١﴾ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ آلِ لَيْلٍ ﴿٥٢﴾

১০. ধ্বংস হয়েছে ভিত্তিহীন অনুমানকারীরা। ১১. যারাই মূর্খতার মধ্যে উদাসীন।

১২. তারা জিজ্ঞেস করে, 'কবে হবে কর্মফল দিবস?'

﴿قَتَلَ الْخُرْصُونَ﴾-ধ্বংস হয়েছে ; ﴿الْخُرْصُونَ﴾-ভিত্তিহীন অনুমানকারীরা । ﴿٥١﴾-যারাই ;  
 ﴿يَسْتَلُونَ﴾-তারা জিজ্ঞেস করে ; ﴿٥٢﴾-আয়ান-মধ্যে ; ﴿غَمْرَةٍ﴾-মূর্খতার ; ﴿سَاهُونَ﴾-উদাসীন ।  
 ﴿قَتَلَ الْخُرْصُونَ﴾-কবে হবে ; ﴿يَوْمَ﴾-দিবস ; ﴿الَّذِينَ﴾-কর্মফল ।

৭. অর্থাৎ কৃতকর্মের শাস্তি ও পুরস্কার অবশ্যই তোমাদের সামনে আসবে। যদিও তোমরা সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে থাকো। তবে তা মেনে নিতে কেবল মাত্র তারাই অস্বীকার করে, যাদেরকে সত্য থেকে বিমুখ রাখা হয়েছে। আর এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন কথা শুনে তারাই কুরআন ও রাসূল থেকে মুখ ফেরায়, যাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে এসব ধারণা-অনুমানকারী লোকেরা নিশ্চিত ধ্বংস হবে। কারণ আখিরাত তাদের নাগালের মধ্যকার কোনো বিষয় নয় যে, যেনতেনভাবে অনুমান করে কোনো একটা ধারণা করে নিলেই তা সঠিক হবে। আর আখিরাতে বিশ্বাসটা এমন বিষয়ও নয় যে, ধারণা-অনুমান ভুল হলেও কোনো অসুবিধা নেই, যখন ধরা পড়বে তখন সংশোধন করে নিলেই চলবে। বরং এ বিশ্বাসটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর মানুষের চূড়ান্ত সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সুতরাং বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সঠিক জ্ঞান ছাড়া অনুমানের ওপর নির্ভর করে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যারা এ বিষয়টাকে হালকাভাবে গ্রহণ করে তারা ধ্বংস হতে বাধ্য। আর এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভের একমাত্র বিশ্বস্ত সূত্র হলো ওহীর জ্ঞান, যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

৯. অর্থাৎ যেসব লোক আখিরাত সম্পর্কে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া ধারণা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তারা মূলত একটি নেশার ঘোরের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তাদের এ নেশা তখন কাটবে, যখন তাদের সামনে মৃত্যু এসে হাজির হবে। তখন তারা চাক্ষুষ দেখতে পাবে যে, তাদের ধারণা অনুমান একেবারেই অমূলক। তারা বুঝতে পারবে যে, মৃত্যুর পরের জীবন-ই আসল জীবন। মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়া, পুনরায় জন্ম নিয়ে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়া, ঈশ্বর পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাদের পাপমুক্ত হওয়া, কোনো ব্যুর্গের সুপারিশে মুক্তি পেয়ে যাওয়া ইত্যাদি থেকে ধারণা-অনুমান তারা দুনিয়াতে করেছিল, সেসবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তারা চাক্ষুষ দেখতে পাবে যে, নবী-রাসূলগণ ওহীর ভিত্তিতে যা কিছু বলেছেন তা-ই একমাত্র সত্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তখন আর জীবনকে শুধরে নেয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না।

﴿يَوْمَ نَأْتِي النَّارُ يُقْتَنُونَ﴾ ذوقوا فنتتكم<sup>১৪</sup> هُنَّ الذَّيْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٥﴾

১৩. যেদিন তাদেরকে আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।<sup>১৩</sup> ১৪. (বলা হবে) মজা ভোগ করো তোমাদের শাস্তির<sup>১৪</sup>; এটা সেই শাস্তি যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলে<sup>১২</sup>।

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أَخِيْنَ مَا أَنْتُمْ رَبُّهُمْ رِيْهِمْ

১৫. নিশ্চয়ই মুত্তাকীর<sup>১৫</sup> (সেদিন) বাগ-বাগিচা ও বর্ণাধারার মধ্যে থাকবে। ১৬. তারা আনন্দের সাথে গ্রহণরত থাকবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দান করবেন<sup>১৬</sup>; কেননা তারা

﴿١٥﴾-যেদিন; -তােদেরকে; -আগুনে; -শাস্তি দেয়া হবে। ﴿١٤﴾-হَذَا; -তোমাদের শাস্তির; -ফনে+কম-ফنتتكم; -ডুওরা (বলা হবে) মজা ভোগ করো; -ذوقوا; -এটা; -السَّيِّءِ-সেই শাস্তি; -الَّذِي; -নিশ্চয়ই; -وَالْمُتَّقِينَ-মুত্তাকীর (সেদিন); -مِن-মধ্যে থাকবে; -وَالْجَنَّاتِ-বাগ-বাগিচা; -أَتِيْكُمْ-আসবে; -وَالْعُيُونِ-বর্ণাধারার। ﴿١٦﴾-أَخِيْنَ-তারা গ্রহণরত থাকবে; -مَا-তা, যা; -أَنْتُمْ-আমরা; -إِنَّ-হয়; -رَبُّكُمْ-আমাদের প্রতিপালক; -رَبُّهُمْ-আমাদের প্রতিপালক; -أَنْتُمْ-আমরা; -كَنْعَانَ-কেননা তারা;

১০. আখিরাতে অবিশ্বাসীদের 'কর্মফল দিবস' হবে—এ জিজ্ঞাসা কর্মফল দিবসের সঠিক জানার উদ্দেশ্যে ছিলো না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা ঠাট্টা-বিদ্রূপ অর্থেই ছিলো। কারণ তাদের বিশ্বাস হলো যে, এ রকম কোনো দিবস আসার আদৌ সম্ভাবনা নেই। তারা যে বিদ্রূপচ্ছলে এ প্রশ্ন করেছে, তা আল্লাহ তা'আলার জবাব থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার জবাব হলো—কর্মফল দিবস সেদিনই হবে, যেদিন তাদেরকে আগুনের শাস্তি দেয়া হবে। আর তা ছাড়া আখিরাতে সংঘটিত হওয়ার সন-তারিখ-সময় বলে দিলেই তাদের কাজকর্মে কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না এবং তা নির্দিষ্ট করে বলে দিলে যে, তারা তা বিশ্বাস করে নিজেদেরকে শুধরে নেবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? তারা এখন যেভাবে নবীর কথা অবিশ্বাস করছে, তখন অবিশ্বাস করে বলবে যে, আগে দিনটা আসুক তারপর দেখা যাবে।

১১. অর্থাৎ যে শাস্তির যোগ্য কাজ তোমরা দুনিয়াতে করেছিলে, তার স্বাদ এখন গ্রহণ করো। এ আয়াতাতংশের অর্থ এটাও হতে পারে যে, দুনিয়াতে তোমরা যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ছিলে তার মজা এখন ভোগ করো।

১২. প্রতিদান দিবসকে অস্বীকারকারী কাফিররা যখন ঠাট্টাচ্ছিলে জিজ্ঞেস করেছিলো যে, 'সেদিন কি করে আসবে'? তখন এ জিজ্ঞাসার মধ্যে একথাও রয়েছে যে, আমরা যখন সে দিনটিকে অস্বীকার করছি, তখন দিনটিকে আমাদের ওপর নিয়ে এসো না এবং আমাদের অস্বীকারের শাস্তি দিয়ে দিচ্ছ না কেনো? এজন্য তারা যখন আগুনে জ্বলতে থাকবে, তখন বলা হবে—এটা সেই শাস্তি যার তাড়াতাড়ি আসার কামনা তোমরা করত।



كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٦٠﴾ وَ

ইতিপূর্বে সৎকর্মশীল ছিলো। ১৭. তারা এমন ছিলো যে, রাতের অংশে  
কমই নিদ্রা যেতো<sup>৬০</sup>। ১৮. আর

بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٦١﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ رَحَقٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٦٢﴾

রাতের শেষ প্রহরগুলোতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।<sup>৬১</sup> আর তাদের ধন-  
সম্পদে অধিকার ছিলো প্রার্থীদের জন্য এবং বঞ্চিতদের জন্যও<sup>৬২</sup>।

كَانُوا-তারা ছিলো ; ذَلِكَ-ইতিপূর্বে ; مُحْسِنِينَ-সৎকর্মশীল। ৫৯) কَانُوا-তারা এমন  
ছিলো ; قَلِيلًا-কমই ; مِنْ-অংশে ; اللَّيْلِ-রাতের ; مَا-যে ; يَهْجَعُونَ-নিদ্রা যেতো।  
৬০) وَ-আর ; هُمْ-তারা ; بِالْأَسْحَارِ-(ب+ال+اسحار)-রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ; يَسْتَغْفِرُونَ-ক্ষমা  
প্রার্থনা করতো। ৬১) وَ-আর ; فِي أَمْوَالِهِمْ-(فِي+اموال+هم)-তাদের  
ধন-সম্পদে ; رَحَقٌ-অধিকার ছিলো ; لِّلسَّائِلِ-প্রার্থীদের জন্য ; وَ-এবং ; الْمَحْرُومِ -  
বঞ্চিতদের জন্যও।

আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে দুনিয়াতে তোমাদের তাৎক্ষণিক শান্তি  
দেননি; বরং তোমাদেরকে তিনি সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তোমরা ভেবে চিন্তে নিজেকে  
গুধরে নিয়ে সঠিক পথে চলার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাও। কিন্তু তোমরা তা না করে  
উল্টো প্রতিদান দিবসটিকে দ্রুত নিয়ে আসতে চাচ্ছ। এখন দেখ সে দিবসটির  
আগমন সত্য কিনা।

১৩. এখানে ‘মুত্তাকী’ দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর  
দেয়া সংবাদকে বিশ্বাস করেছে এবং আখিরাতে মেনে নিয়েছে। আর তিনি  
আখিরাতে সফলতার জন্য যে কাজ করতে বলেছেন, সে কাজ করেছে এবং যে কাজ  
বর্জন করতে বলেছেন, তা বর্জন করেছে।

১৪. অর্থাৎ মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ তা’আলা যা আখিরাতে দেবেন, তা তাদের কাঙ্ক্ষিত  
জিনিস তো দেবেন-ই, বরং তাদের আকাঙ্ক্ষার চাইতে আরো বেশী দেবেন। ফলে  
তারা আল্লাহর অনুপম দান অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণরত থাকবে।

১৫. এখানে মু’মিন মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ  
তা’আলা যে নিয়ামত দান করবেন, তা এজন্য দেবেন যে, তারা রাতের বেলা জেগে  
আল্লাহর ইবাদাত করতো। সারা রাত তারা ঘুমিয়ে কাটাতো না ; বরং কিছু সময়  
ঘুমিয়ে উঠে বাকী সময় ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিত।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা মু’মিন মুত্তাকীদেরকে নিয়ামত এজন্যও দেবেন, কেননা  
তারা রাতের বেশী ভাগ অংশে ইবাদাত করে কাটানোর পরও এটাকে যথেষ্ট মনে করতো।

﴿۲۰﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۲﴾ وَفِي السَّمَاءِ

২০. আর পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য ।<sup>২১</sup> এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও<sup>২২</sup>,  
তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না ? ২২. আর আসমানের মধ্যে রয়েছে

ل+ال+)- لِلْمُؤْمِنِينَ ; অনেক নিদর্শন রয়েছে ; فِي الْأَرْضِ -পৃথিবীতে ; وَ-আর ; ﴿۲০﴾  
- (انفس+كم)- أَنْفُسِكُمْ ; মধ্যেও ; وَ-এবং ; ﴿۲১﴾ । (مؤمنين)-  
তোমাদের নিজেদের ; (أفلا+لا+تبصرون)- أَفَلَا تُبْصِرُونَ ; তবুও কি তোমরা অনুধাবন  
করবে না । وَ-আর ; ﴿۲২﴾ ; فِي السَّمَاءِ -আসমানের ;

না ; বরং তারা মনে করতো যে, যেভাবে যতটুকু ইবাদাত করা কর্তব্য সেভাবে ততটুকু ইবাদাত করতে পারেনি। তাই এটাকে তাদের ক্রটি মনে করে তার জন্য আল্লাহর কাছে শেষ রাতে উঠে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। অর্থাৎ তারা যতই ইবাদাত করতো, তার জন্য তারা গর্ব-অহংকার করতো না। বরং তারা বিনয়ে বিগলিত হয়ে ইবাদাতে ক্রটি-বিচ্ছৃতির জন্য ক্ষমা চাইতো।

১৭. এখানে সেসব মুত্তাকী মুহসিনদের আরেকটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যারা জান্নাত লাভের অধিকারী হবে। আর তাহলো তারা নিজেদের উপার্জিত সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে বলে মনে করে। এ জন্য তারা এসব লোকদের যে সাহায্য করে তাকে ওদের প্রতি দয়ার দান মনে করে না ; বরং এটাকে হকদারকে তার হক প্রদানের দায়িত্ব অনুভূতি নিয়ে সাহায্য করে। আর 'প্রার্থীও বঞ্চিত' বলে একথা বুঝানো হয়নি যে, তারা সেসব লোকদেরকে দান করে, যারা তাদের নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতে। বরং যার সম্পর্কে তারা জানতে পারতো যে, সে তার রুটি-রুখীর ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, অথচ ব্যক্তি-সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না, অথবা কোনো ইয়াতীম শিশু অসহায় হয়ে পড়েছে, অথবা কোনো বিধবা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে, অথবা কোনো অক্ষম ব্যক্তি রুখী-রোযগারের ব্যবস্থা করতে পারে না, অথবা কোনো ব্যক্তি বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়েছে, অথবা কোনো ব্যক্তি যা উপার্জন করছে, তা দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে না, অথবা কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, নিজের আয় দ্বারা নিজের ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না—এমন অভাবী যে কোনো লোকের অবস্থা তার গোচরে আসলে, সে তার সম্পদে সেসব লোকের অধিকার স্বীকার করে নেয়।

মোটকথা, জান্নাত লাভের অধিকারী ব্যক্তির তিনটি গুণ—এক. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণকারী, দুই. নিজেদের জীবনপণ করে আল্লাহর ইবাদাতের হক আদায়কারী তিন. আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি শারীরিক ও আর্থিক সেবা করাকে তাদের অধিকার ও নিজেদের কর্তব্য হিসেবে সম্পাদনকারী।

১৮. অর্থাৎ এ পৃথিবীর প্রতিটি পরতে পরতে সেসব লোকের জন্য জানার ও শেখার অনেক বিষয় আছে, যারা এসব কিছু নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে। আর এমন

লোকেরাই আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখে। তারা একধার ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাসী যে, যে মহাশক্তিমান স্রষ্টা পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি ও পরিচালনা করছেন, তিনি এমন কোনো নির্বোধ ও খেয়ালী সত্তা হতে পারেন না, যিনি খেলার ছলে এসব সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মতো এমন বুদ্ধিমান প্রাণীকে সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন ছেড়ে দিয়েছেন। বরং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি পাতা থেকে অর্জিত তাদের শিক্ষা তাদেরকে মহান স্রষ্টার প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাসী করে তোলে। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ অবশ্যই বুদ্ধি-বিবেক ও উপলব্ধির অধিকারী মানুষ নামের এ সৃষ্টিকে দেয়া স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার সম্পর্কে হিসাব নেবেন। কারণ স্বাধীনতা ও ইখতিয়ারের সাথে জবাবদিহিতা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা অসীম শক্তিমান সত্তার পক্ষে মানুষকে পুনর্জীবন দান করে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা মোটেই অসম্ভব নয়, যদিও মানুষ মৃত্যুর পর গলে-পঁচে মাটিতে মিশে যাক না কেনো।

১৯. ইতিপূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের চোখের সামনে বর্তমান নিদর্শনাবলী উল্লেখ করার পর, এখানে সেগুলোর চাইতেও নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তু বাদ দিয়ে খোদ তোমাদের অস্তিত্ব তোমাদের দেহ ও তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলেও আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিদর্শনাবলী তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তোমরা বুঝতে পারবে সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে সেসব যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আর এজন্যই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগত বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জনমলগ্ন থেকে মৃত্যুপর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে তবে আল্লাহ তা'আলাকে তার দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

মানুষ যদি তার জন্ম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখে যে, এক ফোঁটা বীর্ষ বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানসমূহের নির্ঘাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়। অতপর কিভাবে বীর্ষ থেকে একটি জমাট রক্তপিণ্ড তৈরি হয় এবং তা থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে হাড়-মজ্জা তৈরী করা হয়? তারপর এ নিস্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা হয়? তারপর একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে পৃথিবীর আলো-বাতাসে নিয়ে আসা হয় এবং ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে তাকে একটি সুন্দর সৃষ্ঠাম মানুষের রূপদান করা হয়? এভাবে কোটি কোটি মানুষ দুনিয়াতে আসে; কিন্তু এদের কারো চেহারার সাথে কারো চেহারার মিল নেই। মানুষের এ কয়েক ইঞ্চি পরিধির চেহারার মধ্যে এমনভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার সাধ্য মহাকুশলী আল্লাহ ছাড়া আর কার আছে? এরপর তাদের মন-মেয়াজের পার্থক্যও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কুদরতের এক অনুপম নিদর্শন, যা অস্বীকার করতে পারে একমাত্র বিবেক-বুদ্ধিহীন অন্ধরাই।

আর জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, অন্ধ ও হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না যে, মানুষের মতো এমন একটা সৃষ্টি পৃথিবীতে হঠাৎ করে অস্তিত্ব লাভ করেছে এর পেছনে

رَزَقُكُمْ وَمَا تُوَعَّدُونَ ﴿٢٩﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا

তোমাদের রিযিক এবং যা কিছু তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা-ও ১° ২৩. অতএব কসম আসমান ও  
যমীনের প্রতিপালকের, অবশ্যই তা তার মতোই নিশ্চিত সত্য যেমন

أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ

তোমরা কথাবার্তা বলছো।

- تُوَعَّدُونَ - যা কিছু তা-ও ; -و- এবং ; -رَزَقُكُمْ - তোমাদের রিযিক ; (রজক+কম)-রَزَقُكُمْ - তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে । -فَو- (ফ+ও) -অতএব কসম ; رَبِّ - প্রতিপালকের ; -لَحَقٌّ - নিশ্চিত ; -و- ও ; -السَّمَوَاتِ - আসমান ; -و- ও ; -الْأَرْضِ - যমীনের ; -إِنَّهُ - (অন+হে) -অবশ্যই তা ; -مِثْلَ - নিশ্চিত সত্য ; -تَنْطِقُونَ - কথাবার্তা বলছো ; -أَنْتُمْ - তোমরা ; -مِثْلَ مَا - তার মতোই যেমন ;

স্রষ্টার কোনো যুক্তি ও পরিকল্পনা কার্যকর নেই। মানুষের হাতে দুনিয়াতে কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে, তা সবই ফলাফল ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যহীনভাবে শেষ হয়ে যাবে। কোনো ভালো কাজের সুফল ও মন্দ কাজের কুফল কাউকে ভোগ করতে হবে না। কোনো যুলুমের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। এমন কথা বলা মূর্খ ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি-ইবা হতে পারে? একজন জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী সুস্থ মস্তিষ্ক যুক্তিবাদী মানুষ কখনো এমন কথা ভাবতে পারে না যে, আল্লাহ মানুষকে এমন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে দুনিয়াতে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে তার নিকট থেকে দুনিয়ার কাজ-কর্মের হিসাব নিতে পারবেন না।

২০. অর্থাৎ আসমানেই তোমাদের রিযিক তথা দুনিয়াতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু এবং প্রতিশ্রুত বিষয় তথা কিয়ামত, হাশর, পুনরুত্থান, হিসেব-নিকেশ, জবাবদিহি ও পুরস্কার বা শাস্তি সবকিছুর ফায়সালা হয়। আর জবাবদিহি ও কর্মফল দেয়ার জন্য কখন তোমাদেরকে তলব করা হবে, সে সিদ্ধান্তও সেখান থেকে হবে।

### ১ম রুকু' (১-২৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কোনো কথা বলার জন্য আল্লাহ তা'আলার কসম করার প্রয়োজন নেই। তারপরও কসম করেছেন মানুষের সামনে কসমের পরবর্তী কথার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য।

২. প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের জন্য বায়ুর প্রবাহ এক অপরিহার্য বিষয়, যার কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীতে প্রাণ ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান বায়ুর কসম করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথার উপস্থাপন করেছেন।

৩. প্রথম চারটি আয়াতেই বায়ুর চারটি প্রধান ভূমিকার উল্লেখ করে কসম করা হয়েছে, যা থেকে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪. অতপর সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলা হয়েছে। আর তা হলো—‘তোমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি বিষয়টি অকাটা সত্য।’—এর দ্বারা আখিরাতকে বুঝানো হয়েছে।

৫. কসমকৃত চারটি বিষয়ের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলেই আখিরাতের প্রমাণ পাওয়া যাবে। সুতরাং এসব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা মানুষের কর্তব্য।

৬. মানুষকে এ দুনিয়ার কর্মের ফল অবশ্যই দেয়া হবে—এতে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। অতএব সুফল লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষের কাজ করা কর্তব্য।

৭. অতপর আল্লাহ বৈচিত্রময় আকাশের কসম করে বলছেন যে, আখিরাত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা অনুমান ও কথাবার্তা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। কারণ এগুলোর প্রামাণ্য কোনো সূত্র নেই।

৮. আখিরাত সম্পর্কে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত নবী-রাসূল কর্তৃক পেশকৃত তথ্যই একমাত্র সত্য। সুতরাং সেসব তথ্যাবলীকে মেনে নিয়ে তদনুযায়ী জীবনযাপন করাই জ্ঞানী ব্যক্তি ও বুদ্ধিমানের কাজ।

৯. অনুমান নির্ভর ধারণা-কল্পনার অনুসারীদের জন্য নিশ্চিত ধ্বংস। এতে কোনো সন্দেহের সুযোগ নেই। আখিরাত সম্পর্কে ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা মুর্খতার মধ্যে উদাসীন হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

১০. আখিরাত সম্পর্কে ওহীর ভিত্তিতে প্রাপ্ত খবর নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিত্রপ করে এবং অবিশ্বাস করে, তারা তাদের প্রতিশ্রুত শাস্তির যখন মুখোমুখী হবে, তখন আর কোনো উপায় থাকবে না।

১১. আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে সেদিন শাস্তি দিয়ে বলা হবে যে, তোমরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিত্রপ করতে তার মজা ভোগ করো।

১২. যারা আখিরাত সম্পর্কে নবী-রাসূলদের কথাতে বিশ্বাস করে তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করেছে, তারা সেদিন অফুরন্ত সুখের আবাস জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে।

১৩. মু’মিন-মুত্তাকী তথা বিশ্বাসী আল্লাহভীরু লোকেরা যে সৎকর্মশীল জীবনযাপন করেছে, তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে অনন্ত সুখের আবাস এ জান্নাত দান করবেন।

১৪. সৎকর্মশীল মুত্তাকীদের আর একটি গুণ ছিলো তারা রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে বাকী অংশে আল্লাহর ভয়ে তাঁর ইবাদাত করে কাটিয়ে দিত।

১৫. মুত্তাকী-মুহসিনদের অপর গুণটি হলো—তারা যতই সৎকর্ম করুক না কেনো, তারা জকে যথেষ্ট মনে না করে রাতের শেষ প্রহরে ইবাদাতের ঢকটি-বিদ্যুতির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে।

১৬. মুত্তাকী-মুহসিনদের অন্যতম গুণ হলো—তারা তাদের উপার্জিত সম্পদের নিঃস্ব-দরিদ্রদের অধিকার স্বীকার করে নেয় এবং এ অধিকার আদায় করাকে নিজের কর্তব্য মনে করে।

১৭. যারা আল্লাহ ও আখিরাতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে আল্লাহ ও আখিরাত সম্পর্কে অগণিত প্রামাণ্য নিদর্শন মজুদ রয়েছে।

১৮. দুনিয়াতে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ এবং আখিরাতে যেসব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি মানুষকে দেয়া হয়েছে, সবকিছুর ফায়সালা আসমানেই হয়।

১৯. মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু কথাবার্তা বলে এসব যেমন সন্দেহাতীত বিষয়, তেমনি কিয়ামত ও হাশর, হিসাব এবং পুরস্কার ও শাস্তি তা-ও সন্দেহাতীত বিষয়।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-১

আয়াত সংখ্যা-২৩

هَلْ أَتَكَ حَدِيثٌ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِينَ ﴿٢٥﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا

২৪. আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কোনো খবর কি এসেছে<sup>২৫</sup>; ২৫. যখন তারা প্রবেশ করলো তার কাছে, এবং (তাকে) তারা বললো, 'সালাম';

قَالَ سَلَامٌ قَوْمًا مُنْكَرُونَ ﴿٢٦﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ ﴿٢٧﴾ فَقَرَّبَهُ

(প্রতিউত্তরে) তিনি বললেন, 'সালাম' (স্বগত বললেন) অপরিচিত লোক<sup>২৬</sup>। ২৬. তারপর তিনি নীরবে তাঁর পরিবারের নিকট গেলেন<sup>২৭</sup> এবং একটি মোটা তাজা (ভুনা) গো-বাহুর নিয়ে আসলেন<sup>২৮</sup>। ২৭. এবং তা সামনে রাখলেন

২৪. - هَلْ أَتَكَ -আপনার কাছে এসেছে; حَدِيثٌ-কোনো খবর; ضَيْفٍ -মেহমানদের; إِذْ-যখন; دَخَلُوا-তারা; عَلَيْهِ-তার কাছে; فَقَالُوا-এবং (তাকে) তারা বললো; سَلَامًا-সালাম; قَالَ-প্রতি উত্তরে) তিনি বললেন; قَوْمًا-স্বগত বললেন) লোক; مُنْكَرُونَ-অপরিচিত। ২৬. -فَرَاغَ-তারপর তিনি নীরবে; إِلَىٰ-নিরবে গেলেন; أَهْلِهِ-তাঁর পরিবারের; فَجَاءَ-এবং; بِعِجَلٍ-একটি (ভুনা) গো-বাহুর নিয়ে; سَمِينٍ-মোটা তাজা। ২৭. -فَقَرَّبَهُ-এবং তা সামনে রাখলেন;

২১. এ রুকু'তে অতীতের কয়েকজন নবী-রাসূল এবং অতীতের কয়েকটি নাফরমানী জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এ বিবরণ দ্বারা দুটো জিনিস বুঝানো হয়েছে—

এক : আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রতিদান দানের বিধান মানব-ইতিহাসের সকল যুগেই কার্যকর আছে। এ বিধানে সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কার এবং যালিম ও অসৎকর্মশীল লোকদের শাস্তি সকল যুগেই কার্যকর দেখতে পাওয়া যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সাথে তাঁর মহান স্রষ্টা আল্লাহর আচরণ কেবলমাত্র প্রাণীজগত ও উদ্ভিদ জগতের মতো প্রাকৃতিক বিধানও কার্যকর আছে। সুতরাং যেসব নৈতিক কাজের ফলাফল দুনিয়াতে প্রকাশ করা সম্ভব নয় সেগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশের জন্য এমন একটা সময় আসাটা নিশ্চিত।

দুই : অতীতের যেসব জাতি নবী-রাসূলদের প্রচারিত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে

إِلَيْهِمْ قَالَ إِلَّا تَأْكُلُونَ ﴿٢٤﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشْرُوه

তাদের, (তারা খাচ্ছে না দেখে) তিনি বললেন, 'আপনারা খাচ্ছেন না কেনো?' ২৪. এতে তাদের ব্যাপারে তিনি (অস্তরে) ভীতি অনুভব করলেন<sup>২৪</sup>; তারা বললো, 'আপনি ভয় পাবেন না এবং তারা তাকে সুসংবাদ দিলো

إِلَيْهِمْ-তাদের; قَالَ-(তারা খাচ্ছেনা দেখে) তিনি বললেন; إِلَّا تَأْكُلُونَ-(+1)লা-তাকুলোন-আপনারা খাচ্ছেন না কেনো? ২৪) فَأَوْجَسَ-(+ফ)আওজস-এতে তিনি অনুভব করলেন; وَبَشْرُوه-তাদের ব্যাপারে; خِيفَةً-(অস্তরে) ভীতি; قَالُوا-তারা বললো; لَا تَخَفْ-আপনি ভয় পাবেন না; (+)এবং; بَشْرُوه-(+ব)বশরুও-তারা তাকে সুসংবাদ দিলো;

অস্বীকার করেছে এবং নিজেদের তৈরি বিধি-বিধান অনুসরণ করে জীবন-যাপন করেছে, তারা অবশেষে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। নবী-রাসূলদের প্রদত্ত নৈতিক বিধি-বিধান অনুসারে আখিরাতে মানুষের এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহিতা এক বাস্তব ও সত্য বিষয়। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা-ই তার সাক্ষী। কারণ অতীতের যেসব অবিশ্বাসী জাতি-গোষ্ঠী নিজেদেরকে দায়িত্বহীন ও জবাবদিহি থেকে মুক্ত মনে করে লাগামহীন জীবন পরিচালনা করেছে। পরিণামে তারা দুনিয়াতেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

২২. হযরত ইবরাহীম আ.-এর মেহমানদের ঘটনা এর আগেও কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বর্ণিত হয়েছে—সূরা হূদ ৬৯-৭৬ আয়াত; সূরা আল-হিজর ৫১-৬০ আয়াত এবং সূরা আনকাবূত ৩১-৩২ আয়াত। উল্লিখিত অংশ টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

২৩. ফেরেশতাদের সালামের জবাবে হযরত ইবরাহীম আ. 'সালাম' বলে যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত আছে। পরবর্তী 'অপরিচিত লোক কথাটি ইবরাহীম আ.-এর স্বগতোক্তি তথা মনে মনে বলা কথাও হতে পারে অথবা জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়ে বলা কথাও হতে পারে। উদ্দেশ্য ছিলো তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করা। কারণ ফেরেশতারা মানুষের আকৃতি ও বেশভূষা ধারণ করে এসেছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে চিনতে পারেননি।

২৪. অর্থাৎ তিনি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করার জন্য তাঁদেরকে কিছু না বলে নিরবে বের হয়ে গেলেন, যাতে মেহমানরা সৌজন্যের খাতিরে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতে বাধা প্রদান না করতে পারে।

২৫. অর্থাৎ তিনি মেহমানদের জন্য একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর ভূনা করিয়ে এনেছিলেন। সূরা হূদে বাছুরকে ভূনা করে আনার কথা বলা হয়েছে, যদিও এখানে তা বলা হয়নি।

২৬. অর্থাৎ মেহমানদেরকে খাদ্য গ্রহণ না করতে দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ গোত্রীয় জীবন ধারায় এ আচরণ কোনো অশুভ লক্ষণ বলেই মনে করা হতো। এ ধরনের আচরণ কোনো অপরিচিত মেহমান থেকে পাওয়া গেলে তাদেরকে শক্র বলে

بِغْلِيمٍ عَلَيْهِ ۙ فَأَقْبَلَتْ أُمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ

এক অত্যন্ত জ্ঞানী পুত্র সন্তানের<sup>২৯</sup>। ২৯. অতপর (এটা শুনে) তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং নিজ কপালে হাত মারতে থাকলো, আর বললো, (আমি তো) বুড়ী—

عَقِيمٌ ۗ قَالُوا كُنْ لَكَ ۗ قَالَ رَبِّكَ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝

বক্ষ্যা ৩০. তারা (মেহমানরা) বললো—‘এমনই বলেছেন তোমার প্রতিপালক ; নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই একমাত্র মহাজ্ঞানী একমাত্র সর্বজ্ঞ’<sup>৩০</sup>

(-ف+اقبلت)-فَأَقْبَلَتْ (২৯) -অত্যন্ত জ্ঞানী। -بِغْلِيمٍ-একপুত্র সন্তানের ; (-ب+غلم)-অতপর (এটা শুনে) সামনে এলো ; (-امرأة+ه)-أُمْرَأَتُهُ -তাঁর স্ত্রী ; -فِي صَرَّةٍ -চিৎকার করতে করতে ; (-ف+صكت)-فَصَكَّتْ -এবং হাত মারতে থাকলো ; (-وجه+)-وَجْهَهَا -নিজ কপালে ; -و-আর ; -قَالَتْ -বললো ; -عَجُوزٌ - (আমিতো) বুড়ী ; -عَقِيمٌ -বক্ষ্যা । ৩০ -قَالُوا -তারা (মেহমানরা) বললো ; -كَذَلِكَ -এমনই ; -قَالَ -বলেছেন ; -رَبِّكَ -তোমার প্রতিপালক ; -أَنَّ -নিশ্চয়ই তিনি ; -هُوَ -তিনিই ; -الْحَكِيمُ -একমাত্র মহাজ্ঞানী ; -الْعَلِيمُ -একমাত্র সর্বজ্ঞ ।

মনে করা হতো। অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে করতে ইবরাহীম আ. বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা মানুষ নন—ফেরেশতা। আর মানুষের অবয়ব ধারণ করে ফেরেশতাদের আগমন কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পূর্বাভাস বহন করে। তাই তিনি কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতির আশংকা করছিলেন।

২৭. এ সুসংবাদ ছিলো হযরত ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ। সূরা হূদ-এর ৭১ আয়াতে স্পষ্ট করেই একথা বলা হয়েছে। সেখানে হযরত ইসহাক আ.-এর ঔরসে ইয়াকুব আ.-এর জন্মের সুসংবাদ দেয়ার কথাও উল্লিখিত আছে।

২৮. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কর্তৃক ইবরাহীম আ.-কে প্রদত্ত সুসংবাদ শুনে তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন যে, আমি তো ‘বুড়ী ও বক্ষ্যা’ কিভাবে আমার সন্তান হবে ? বর্ণিত আছে (বাইবেলে) যে, তখন ইবরাহীম আ.-এর বয়স ছিলো একশত বছর, আর তাঁর স্ত্রীর বয়সও ছিলো নব্বই বছর।

২৯. ফেরেশতার নবী-স্ত্রীর বিশ্বয়ের জবাবে বললেন যে, আল্লাহর হুকুম এমনই। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা সবকিছু করতে পারেন—একাজও এমনই হবে। এ সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন, তখন নবী-স্ত্রী হযরত সারার বয়স হয়েছিলো নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম আ.-এর বয়সও ছিলো একশত বছর। (কুরতুবী)



﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

৩১. তিনি (ইবরাহীম) বললেন—“তবে হে (আল্লাহর) প্রেরিত ফেরেশতাবন্দ! আপনাদের আসল উদ্দেশ্য কি ?”

৩২. তারা বললো—“আমরা তো প্রেরিত হয়েছি এমন একটি কাওমের প্রতি

مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ

(যারা) অপরাধী ৩৩। ৩৩. যেন আমরা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করি।

৩৪. (যা) আপনার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত আছে

﴿قَالَ﴾-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; ﴿فَمَا﴾-(ফ+মা)-তবে কি ; ﴿خَطْبُكُمْ﴾-খট্ব+কম)-  
আপনাদের আসল উদ্দেশ্য ; ﴿قَالُوا﴾-হে ; ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾-আল্লাহর ফেরেশতাবন্দ। ﴿قَالُوا﴾-  
তারা বললো ; ﴿إِنَّا﴾-আমরা তো ; ﴿أُرْسِلْنَا﴾-প্রেরিত হয়েছি ; ﴿إِلَىٰ﴾-প্রতি ; ﴿قَوْمٍ﴾-একটি  
কাওমের ; ﴿مُجْرِمِينَ﴾-(যারা) অপরাধী। ﴿لِنُرْسِلَ﴾-যেন আমরা নিক্ষেপ করি ; ﴿عَلَيْهِمْ﴾-  
তাদের ওপর ; ﴿حِجَارَةً﴾-পাথর ; ﴿مِّن طِينٍ﴾-পোড়া মাটির। ﴿مُسَوِّمَةً﴾-(যা) চিহ্নিত  
আছে ; ﴿عِنْدَ﴾-কাছে ; ﴿رَبِّكَ﴾-(র+ব+ক)-আপনার প্রতিপালকের ;

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ইবাদাতের হক আদায়কারী বান্দাহদেরকে দুনিয়াতেও এভাবেই পুরস্কৃত করেন। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যে বয়সে মানুষ সন্তান হওয়া থেকে একেবারেই নিরাশ হয়ে যায়, সেই বয়সেই আল্লাহ তাঁর নবীকে এক অনুপম সন্তান দান করেছেন। যাঁর ঔরসে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ আ. জন্মাভ করেন। হযরত ইবরাহীম আ.-এর ঔরসে ইসমাঈল ও ইসহাক আ. অতপর ইসহাক আ.-এর ঔরসে ইয়াকুব আ. এবং ইয়াকুব আ.-এর ঔরসে ইউসুফ আ. জন্মাভ করেন।

৩০. মেহমানদের এ কথাবার্তার মাধ্যমে ইবরাহীম আ. জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ মানুষের অবয়বে ফেরেশতা। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন ? কারণ নবী হিসেবে তিনি জানতেন—কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যেই ফেরেশতারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন।

৩১. অর্থাৎ লূত আ.-এর জাতি। ফেরেশতারা তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে শুধুমাত্র ‘অপরাধী জাতি’ বলেই শেষ করেছে। কারণ তারা অপরাধ করতে করতে সীমালংঘন করে ফেলেছিলো। আর সে জন্য সেই জাতির নাম উল্লেখ করে পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। কুরআন মাজীদে অনেক আয়াতে এ জাতি সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। এ ব্যাপারে আগ্রহী পাঠকগণ নিম্নে উল্লিখিত সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ টীকা সহ দেখে নিতে পারেন।

সূরা হূদ ৭৪-৮৩ আয়াত ; সূরা সাদ-৮০-৮৫ আয়াত ; সূরা আল-আযিয়া ৭৪-৭৫

لِّلْمُسْرِفِينَ ﴿٥٥﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا

সীমালংঘনকারীদের জন্য<sup>৩২</sup>। ৩৫. অতপর<sup>৩৩</sup> আমি তাদেরকে বের করে নিলাম,  
যারা সেখানে মু'মিনদের शामिल ছিলো। ৩৬. তবে আমি পাইনি সেখানে

غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٧﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ

মুসলমানদের शामिल একটি পরিবার ছাড়া<sup>৩৪</sup>। ৩৭. আর আমি সেখানে নিদর্শন  
রেখে দিয়েছি তাদের জন্য যারা ভয় করে সেই শাস্তিকে—

(ف+اخرجنا)-فَأَخْرَجْنَا ﴿٥٥﴾-সীমালংঘনকারীদের জন্য। (ل+ال+مُسْرِفِينَ)-لِّلْمُسْرِفِينَ-  
অতপর আমি বের করে নিলাম; مَنْ-তাদেরকে যারা; كَانَ-ছিলো; فِيهَا-সেখানে; ;  
شَامِلٍ-শামিল; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের। (ف+ما+وجدنا)-فَمَا وَجَدْنَا ﴿٥٦﴾-তবে আমি  
পাইনি; فِيهَا-সেখানে; غَيْرَ-ছাড়া; بَيْتٍ-একটি পরিবার; مِنَ-শামিল; الْمُسْلِمِينَ-  
মুসলমানদের। (و-أر)-وَأَر ﴿٥٧﴾-আর; تَرَكْنَا-আমি রেখে দিয়েছি; فِيهَا-সেখানে; آيَةً-  
নিদর্শন; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা; يَخَافُونَ-ভয় করে; الْعَذَابَ-সেই শাস্তিকে;

আয়াত ; সূরা আশ-শুআরা ১৬০-১৭৫ আয়াত ; সূরা আন নামল ৫৪-৫৮ আয়াত ও  
৬৩-৬৮ আয়াত এবং সূরা আস-সাফ্বাত ১৩৩-১৩৮ আয়াত।

৩২. কাওমে লূতের ওপর যে পোড়ানো মাটির কংকর বর্ষিত হয়েছিলো সেগুলোর  
ওপর সুনির্দিষ্ট অপরাধির নাম লিখিত ছিলো। কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াতের  
বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গোটা জনপদকেই আজরাঈল আ. ওপরে উঠিয়ে উল্টে  
দিয়েছিলেন। অতপর তাদের ওপর পোড়ানো মাটির কংকর বর্ষণ করে তাদেরকে  
দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো।

৩৩. এখানে সংক্ষেপে এ অপরাধী জাতির ওপর যে আযাব এসেছিলো, তা উল্লেখ  
করা হয়েছে। ইবরাহীম আ.-এর নিকট থেকে গিয়ে লূত আ. ও তাঁর জাতির লোকদের  
সাথে ফেরেশতাদের যেসব কথাবার্তা হয়েছিলো, এখানে সেসব বিষয় উল্লিখিত  
হয়নি। এসব বিষয়ে আগেই অন্যান্য সূরাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ সে জাতির লোকদের মধ্যে একমাত্র লূত আ.-এর পরিবারটি-ই  
ইসলামের বিধি-বিধান-এর অনুসারী ছিলো। জাতির লোকেরা অশ্লীলতা ও পাপাচারে  
ডুবে গিয়েছিলো। তাই আদ্বাহ তা'আলা একমাত্র লূতের পরিবারকে প্রলয়ংকরী আযাব  
থেকে রক্ষা করেছেন। বাকীদের সবাইকে প্রলয়ংকরী আযাব দিয়ে ধ্বংস করে  
দিয়েছেন। একটি লোকও সেই আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি।

এ আয়াত থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা যায়—এক. কোনো জাতির মধ্যে  
যদি কোনো ভালো-গুণ অবশিষ্ট থাকে, সে জাতিকে আদ্বাহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন না।

الْأَلِيمِ ۞ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۞ فَتَوَلَّىٰ

(যা হবে) যজ্ঞপাদায়ক । ৩৮. আর মুসার ঘটনাতেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে), আমি যখন তাকে পাঠালাম ফিরআউনের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ ৩৯. তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিলো

بِرُكْنَيْهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ

তার সভাসদগণ সহ এবং বললো—‘(এতো) এক যাদুকর অথবা এক পাগল’ । ৪০. ফলে আমি পাকড়াও করলাম তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে, অতপর তাদেরকে নিক্ষেপ করলাম

الْأَلِيمِ-(যা হবে) যজ্ঞপাদায়ক । ৩৮-আর ; فِي مُوسَى-মুসার ঘটনাতেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) ; إِذْ-যখন ; أَرْسَلْنَاهُ-(আরسلناه+হে)-আমি তাকে পাঠালাম ; إِلَىٰ-কাছে ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট । ৩৯-তার (ب+রকন+হে)-বِرُكْنَيْهِ ; (ف+তولی)-فَتَوَلَّى-তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিলো ; سِحْرٌ-এতো এক যাদুগর ; أَوْ-অথবা ; وَقَالَ-বললো ; وَ-এবং ; جُنُودَهُ-এক পাগল । ৪০-فَأَخَذْنَاهُ-ফলে আমি পাকড়াও করলাম তাকে ; وَ-ও ; (جنود+হে)-তার সেনাবাহিনীকে ; فَتَبَذْنَاهُمْ-অতপর তাদেরকে নিক্ষেপ করলাম ;

আর কোনো জাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকও সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের প্রতিরোধ করার কাজে সক্রিয় থাকে আল্লাহ সে জাতিকে সংশোধনের জন্য কিছুকাল সুযোগ দিয়ে থাকেন। আর যদি তাদের মধ্যে কোনো ভালোগুণ অবশিষ্ট না থাকে এবং স্বল্পসংখ্যক কল্যাণকামী লোকও তাদের সংশোধন প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা’আলা সেই কল্যাণকামী লোকদেরকে রক্ষা করে বাকীদেরকে ধ্বংস করে দেন।

দুই : সকল নবী-রাসূলের উম্মতই মুসলমান ছিলেন। সকল নবীর দীন একই ছিলো এবং তা ছিলো ‘ইসলাম’। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিন : কুরআন মাজীদে ‘মু’মিন’ ও ‘মুসলিম’ শব্দ দুটোকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ দুটো শব্দ স্বতন্ত্র অর্থবোধক কোনো শব্দ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মু’মিন, সে অবশ্যই মুসলিম। অপরদিকে যে সত্যিকার অর্থে মুসলিম, সে অবশ্যই মু’মিন।

৩৫. এখানে ‘নিদর্শন’ দ্বারা ‘কাওমে লূত’-এর বিধ্বস্ত অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে, তাদের বড় শহর ভূমিতে ধ্বংসে গিয়ে নিচে চলে গেছে এবং মরু সাগরের পানি এসে তার উপর ছেয়ে গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে যে, এ ধ্বংসে যাওয়ার সময়টা খৃষ্টপূর্ব দু’হাজার সালের সমসাময়িক হবে। হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত লূত আ.-এর যুগ ছিলো বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

فِي الْمَيْرُوهِ وَمِلِيمٍ ﴿٥١﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ

সাগরের মধ্যে—এবং সে হলো ধিকৃত<sup>৩৬</sup>। ৪১. আর আদ জাতির ঘটনার মধ্যেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) যখন আমি তাদের ওপর পাঠালাম অশুভ ঝঞ্ঝা বায়ু।

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٥٢﴾ وَفِي ثَمُودَ

৪২. তা (এ বায়ু) যা কিছু ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতো, তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ের মতো না করে ছাড়তো না।<sup>৩৭</sup> ৪৩. আর (নিদর্শন রয়েছে) সামূদ জাতির মধ্যেও—

فی-মধ্যে ; می-সাগরের ; و-এবং ; هو-সে হলো ; ﴿٥١﴾ -আর ; -  
 মধ্যেও ; عاد-'আদ' জাতির ঘটনার মধ্যেও (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) ; إذ-  
 যখন ; الریح-ঝঞ্ঝাবায়ু ; عليهم-তাদের ওপর ; أرسلنا-আমি পাঠালাম ; العقیم-  
 অশুভ । ﴿٥٢﴾ -তা (এ বায়ু) ছাড়তো না ; ما تذرُ-যা কিছু ; من شئ-প্রবাহিত  
 হতো ; أتت-ওপর দিয়ে ; جعلته- (الأ+جعلت+ه)-তাকে না করে ; كَالرِّمِيمِ  
 (ال+رميم)-চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ের মতো । ﴿٥٣﴾ -আর ; فی-মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে) ;  
 -সামূদ জাতির ;

৩৬. অর্থাৎ মূসা আ.-কে এমন মু'জিয়া সহকারে পাঠানো হয়েছিলো, যার দ্বারা তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তা সত্ত্বেও ফিরআউন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের শক্তি-সামর্থ্য সেনাবাহিনী এবং পরিষদবর্গের ওপর ভরসা করে এবং মূসা আ.-এর দাওয়াতের অমান্য করে। কিন্তু তার ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, সেনাবাহিনী ও পরিষদবর্গ কেউ তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সে যেসব কিছু ওপর ভরসা করেছিলো সেসব কিছু সমেত ধ্বংস হয়ে গেছে।

৩৭. অর্থাৎ ফিরআউন মূসা আ.-কে কখনো যাদুকর, আবার কখনো পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে। অথচ মূসা আ. ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন সম্মানিত নবী।

৩৮. অর্থাৎ ফিরআউন যখন তার পরিষদবর্গ ও সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মরলো, তখন তৎকালীন দুনিয়ার মিসরের আশেপাশের কোনো দেশ বা জাতির পক্ষ থেকে কেউ তাদের জন্য কোনো প্রকার শোক প্রকাশ করেনি। বরং তৎকালীন পৃথিবীর মানুষ তাদের এ করুন পরিণতিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কারণ ফিরআউন ও তার জাতির লোকেরা ছিলো যালিম। আশেপাশের সকল দেশ ও জাতি তাদের যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ট ছিলো। তারা ফিরআউন ও তার জাতির লোকদের ডুবে মরার পরও তাদের প্রতি তিরস্কার ও নিন্দাবাদ করেছে। সূরা দুখানের ২৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন—“তাদের জন্য আসমান ও যমীন কাঁদেনি এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হয়নি।”

إِذْ قِيلَ لَمَّ تَمْتَعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٨﴾ فَعْتُوا عَنِ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَتْهُمْ

যখন তাদেরকে বলা হয়েছিলো তোমরা আরো কিছুকাল পর্যন্ত মজা ভোগ করে নাও।<sup>৫৮</sup> কিন্তু তারা অমান্য করলো তাদের প্রতিপালকের আদেশ। অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো

الصَّعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٥٩﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٦٠﴾

বিকট বজ্রধ্বনি এবং তারা (তা) দেখছিলো।<sup>৫৯</sup> অতপর তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না এবং তারা (নিজেদের) রক্ষাকারীও ছিলো না।<sup>৬০</sup>

﴿٥٦﴾ وَقَوْمًا نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٥٧﴾

৪৬. আর (এদের) আগে নূহের জাতিরও (এমন পরিণতিই হয়েছিলো) : নিশ্চয় নিশ্চয়ই তারা ছিলো বড় অবাধ্য জাতি।

إِذْ-যখন ; قِيلَ-বলা হয়েছিলো ; لَهُمْ-তাদেরকে ; تَمْتَعُوا-তোমরা মজা ভোগ করে নাও ; حَتَّىٰ-পর্যন্ত ; حِينٍ-আরো কিছুকাল। ﴿٥٨﴾ فَعْتُوا-(ফ+عتوا)-কিন্তু তারা অমান্য করলো ; فَاخَذَتْهُمْ-(+ف) -তাদের প্রতিপালকের (رب+هم)-رَبِّهِمْ ; عَنِ-আদেশ ; أَمْرٍ-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; اخذت+هم ; الصَّعِقَةَ-বিকট বজ্রধ্বনি ; وَ-এবং ; يَنْظُرُونَ-(তা) দেখছিলো। ﴿٥٩﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا-(ف+ما استطاعوا)-অতপর তারা আর পারলো না ; مِنْ قِيَامٍ-উঠে দাঁড়াতে ; وَ-এবং ; مَا كَانُوا-তারা ছিলো না ; مُنْتَصِرِينَ-(নিজেদের) রক্ষাকারী। ﴿٦٠﴾ وَقَوْمًا-আর ; قَوْمٍ-জাতিরও (এমন পরিণতি হয়েছিলো) ; نُوْحٍ-নূহের ; مِّنْ قَبْلُ-(এদের) আগে ; إِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوا-ছিলো ; فَسِقِينَ-জাতি ; قَوْمًا-বড় অবাধ্য।

৩৯. অর্থাৎ ‘আদ’ জাতিও তাদের নবীর আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করেছিলো। ফলে আল্লাহ তা‘আলা ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত অত্যন্ত শব্দ ও প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তাদের ওপর প্রবাহিত করে দিয়েছেন, যা তাদেরকে শূন্যে তুলে তুলে সজোরে ভূমিতে আছড়ে ফেলেছে। এভাবে ‘আদ’ জাতির সমগ্র অঞ্চল তছনছ হয়ে গেছে।

৪০. এখানে হযরত সালেহ আ.-এর অবাধ্য জাতির পরিণতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। হযরত সালেহ আ. তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—‘তোমরা যদি গুনাহ থেকে তাওবা করো এবং ঈমানের পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। কিন্তু

তারা সীমালংঘন করলো এবং নবীর কথা মানতে রাজী হলো না। অতপর তাদেরকে চূড়ান্তভাবে তিনদিনের অবকাশ দেয়া হলে তারা তা-ও জ্ঞক্ষেপ করলো না।

৪১. এখানে বলা হয়েছে যে, সামূদ জাতির ওপর যে আযাব এসেছিলো তা ছিলো বিদ্যুত গতিসম্পন্ন এবং কঠোর বজ্রধ্বনি সমেত। কুরআন মাজীদে এ আযাবকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে 'ভয়ংকর প্রকম্পিত বিপদ' ; কোথাও 'বিস্ফোরণ ও বজ্রধ্বনি আবার কোথাও 'কঠিন' বিপদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪২. অর্থাৎ অন্যের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ ছিলো না। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে, তারা তাদের ওপর আক্রমণকারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণেও সমর্থ ছিলো না। 'মুনতাসিরীন' 'ইনতিসার' শব্দ থেকে উদ্ভূত। আর 'ইনতিসার' শব্দের মধ্যে উল্লিখিত দুটো অর্থই নিহিত রয়েছে।

### ২য় রুকু' (২৪-৪৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'লূত-এর জাতি, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়, আদ জাতি, সামূদ জাতি এবং নূহ আ.-এর কাওম প্রমুখ জাতি গোষ্ঠীগুলো আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালংঘনকারী ছিলো। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর আখিরাতেও শাস্তিতো আছেই।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের বিধান মানুষের ইতিহাস সবসময় কার্যকর আছে ; কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিধিস্ত জাতিগুলোর ধ্বংসের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

৩. মানুষের সাথে আল্লাহর আচরণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে হয় না, বরং তার সাথে নৈতিক বিধানও সক্রিয়

৪. এ দুনিয়া তথা প্রাকৃতিক এ জগতের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র নৈতিক আইন অনুসারে তার নৈতিক কাজ-কর্মের নৈতিক প্রতিফলের বিধান কার্যকর হবে।

৫. যেসব জাতি নবী-রাসূলদের প্রচারিত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত নৈতিক বিধান অনুসারে আখিরাতে এবং সেখানে মানুষের দুনিয়ার কাজ-কর্মের জবাবদিহিতা অকাট্য সত্য, তার প্রমাণ মানবেতিহাসের নিরবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা।

৭. 'কাওমে লূত'-এর অপরাধমূলক কাজ এতোদূর সীমালংঘন করেছিলো যে, শুধু অপরাধী জাতি বলেই তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

৮. আল্লাহ তা'আলা 'কাওমে লূত'-কে ভূমি সমেত উল্টে দিয়েছেন এবং তাদের ওপর পোড়া মাটির কংকর নিক্ষেপ করে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৯. আল্লাহর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্যই পৃথিবীতে ফেরেশতাদের মানব-আকৃতিতে আগমন ঘটে। কাওমে লূত-কেও মানব-আকৃতিতে আগত ফেরেশতারা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

১০. আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নন। তাই তিনি এর বিপরীত কাজও সম্পাদন করতে সক্ষম।

১১. প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর একশ বছর বয়সে এবং তাঁর বক্ষ্যা-স্ত্রীর নব্বই বছর বয়সে সন্তান দান করেছেন।

১২. আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ সত্তা, সুতরাং তাঁর সকল কর্ম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ।

১৩. 'কাওমে লূতের' প্রত্যেকটি অপরাধীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে চিহ্নিত করে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। তাই কংকরের আঘাত থেকে একজন অপরাধীও রেহাই পায়নি।

১৪. আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক-বিধ্বংসি আযাব থেকেও সেসব লোককে নিরাপদে রাখেন, যারা সংকাজের আদেশ ও অসংকাজ প্রতিরোধ কল্পে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১৫. ফিরআউনও তার সভাষদ ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে গর্ব অহংকার করে মুসা আ.-এর আনীত আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। ফলে আল্লাহ তাঁর সকল বাহিনী সহই পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেন।

১৬. ফিরআউনের এতো বড় বিপর্যয় সত্ত্বেও তৎকালীন পৃথিবীর কোনো দেশ বা জাতি তার জন্য শোক প্রকাশ করেনি; বরং এতো বড় যালিমের যুলুম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

১৭. 'আদ' জাতিও নবীর বিধান প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তৈরী বিধি-বিধান অনুযায়ী হঠকারী জীবনযাপনের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে দুনিয়া থেকে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৮. 'আদ' জাতিকে আল্লাহ তা'আলা হাড়ের গুড়োর মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ফলে তারা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ পরবর্তী মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে আছে।

১৯. 'সামুদ' জাতিও তাদের সীমালংঘনের প্রতিফল পেয়েছে এবং তাদের বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে বর্তমান কাল পর্যন্তও দাঁড়িয়ে আছে।

২০. কাওমে নূহ-এর সীমালংঘনের পরিণতিও ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। এসব জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সত্য দীনের বিধি-বিধান ভিত্তিক জীবনযাপন করাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।



সূরা হিসেবে রুক'-৩

পারা হিসেবে রুক'-২

আয়াত সংখ্যা-১৪

وَالسَّمَاءِ بَيْنَهُمَا بِأَيِّدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٨٧﴾ وَالْأَرْضِ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ

৪৭. আর আসমান—<sup>৪৭</sup> আমি নিজ ক্ষমতায় তাকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্য অবশ্যই মহাশক্তির অধিকারী<sup>৪৭</sup>।

৪৮. আর যমীন—তাকে আমি সমতল করে দিয়েছি অতএব (আমি) কতইনা উত্তম

الْمُهْدُونَ ﴿٨٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٨٩﴾

সমতলকারী<sup>৪৮</sup>। ৪৯. আর আমি প্রত্যেক জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়<sup>৪৯</sup>, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।<sup>৪৯</sup>

৪৭-আর ; وَالسَّمَاءِ-আসমান ; بَيْنَهُمَا-(বিনা+হা)-আমি তাকে সৃষ্টি করেছি ; بِأَيِّدٍ -  
নিজ ক্ষমতায় ; وَإِنَّا-এবং ; لَمُوسِعُونَ-অবশ্যই মহাশক্তির  
অধিকারী। ৪৮-আর ; وَالْأَرْضِ-যমীন ; فَرَشْنَاهَا-(ফরশনা+হা)-তাকে আমি সমতল  
করে দিয়েছি ; فَنِعْمَ-(ফ+নعم)-অতএব (আমি) কতই না উত্তম ; الْمُهْدُونَ -  
সমতলকারী। ৪৯-আর ; وَمِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিস ; خَلَقْنَا-আমি  
সৃষ্টি করেছি ; زَوْجَيْنِ-জোড়ায় জোড়ায় ; لَعَلَّكُمْ-(লে+কম)-যেন তোমরা ; تَذَكَّرُونَ-  
উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

৪৩. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আখিরাতে সপক্ষে ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি পেশ করার পর এখন থেকে বাস্তব জগতে বিদ্যমান আল্লাহ তা'আলার শক্তি-ক্ষমতার পরিচায়ক বিষয়াদির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর দ্বারা আখিরাতে অবিশ্বাসীদের বিশ্বয়ের নিরসন, তাওহীদের বাস্তব প্রমাণ এবং রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকীদ দেয়া হয়েছে।

৪৪. অর্থাৎ আমি মহাশক্তির অধিকারী, তাই এ আসমান সৃষ্টি করতে আমাকে কারো সাহায্য গ্রহণ করতে হয়নি। সুতরাং মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে আমার জন্য অসম্ভব হবে কেনো ? আমার ব্যাপারে এমন ধারণা তোমরা কেমন করে করতে পার ? এর আরেকটি অর্থ হতে পারে—“আমি সম্প্রসারণকারী”। অর্থাৎ এ আসমানকে নিজ ক্ষমতায় একবার সৃষ্টি করেই আমি থেমে থাকিনি ; বরং প্রতিনিয়ত তার সম্প্রসারণ ঘটচ্ছি। আর প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে নতুন নতুন বিশ্বয়কর ব্যাপার প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এমন এক স্রষ্টার পুনঃসৃষ্টির ক্ষমতাকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পার ?



﴿٥٠﴾ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إني لَكُرمِ مِنْهُ نذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ

৫০. (হে নবী আপনি বলুন)।—অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও ; আমি অবশ্যই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট সতর্ককারী । ৫১. আর তোমরা সাব্যস্ত করো না আল্লাহর সাথে

إِلَهًا آخَرَ إني لَكُرمِ مِنْهُ نذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ كُنْ لِكَ مَا آتَى الَّذِينَ

অন্য কোনো উপাস্য ; আমি অবশ্যই তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট সতর্ককারী<sup>৫১</sup> । ৫২. এভাবেই—তাদের কাছে আসেনি যারা ছিলো

﴿٥٠﴾ فَفِرُوا (ف+فروا)- (হে নবী, আপনি বলুন) অতএব তোমরা ধাবিত হও ; إِلَى - দিকে ; مِنْهُ - তোমাদের প্রতি ; لَكُمْ - আমি অবশ্যই ; (ان+ى)-آتَى - আল্লাহর ; اللَّهُ - তোমাদের প্রতি ; مُبِينٌ - সুস্পষ্ট ; ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا (من+ه) - তাঁর পক্ষ থেকে ; نَذِيرٌ - সতর্ককারী ; مُبِينٌ - সুস্পষ্ট ; (من+ه) - অন্য উপাস্য ; إِلَهًا - আল্লাহর ; مَعَ - সাথে ; اللَّهُ - আল্লাহর ; آخَرَ - অন্য কোনো ; (ان+ى)-آتَى - আমি অবশ্যই ; لَكُمْ - তোমাদের প্রতি ; مِنْهُ - (من+ه) - তাঁর পক্ষ থেকে ; مُبِينٌ - সুস্পষ্ট ; نَذِيرٌ - সতর্ককারী ; ﴿٥١﴾ كُنْ لِكَ مَا آتَى الَّذِينَ - আসেনি ; كُنْ لِكَ - এভাবেই ; ﴿٥١﴾ كُنْ لِكَ مَا آتَى الَّذِينَ - তাদের কাছে যারা ছিলো ;

৪৫. ‘মাহিদূন’ শব্দটি ‘মাহিদ’ শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ প্রস্তুতকারী, সমতলকারী, সুগমকারী। পৃথিবীপৃষ্ঠে বা উপরিভাগ উঁচুনিচু হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ও বিচরণশীল প্রাণীর জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে চলাচলের জন্য আল্লাহ তা‘আলা সুগম করে দিয়েছেন। পৃথিবীকে সঠিকভাবে মানুষের বাসোপযোগী করে দেয়া মহান আল্লাহ ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব ? অতএব তিনিই সর্বোত্তম সমতলকারী।

৪৬. প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির ব্যাপারটা মানুষের কাছে অনেকটা পরিষ্কার ; কিন্তু পদার্থের ক্ষেত্রে এ বিষয়টা মানুষের সামনে অতোটা পরিষ্কার নয়। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির নীতিমালার ভিত্তিতে সৃষ্ট। এখানে কোনো জিনিসই এমন নয় যে, অন্য কোনো জিনিসের সাথে তার জোড়া হয় না। প্রতিটি বস্তুই তার জোড়ার সাথে মিলেই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। একটি বস্তু অপর একটির সাথে মিশে অপর একটি যৌগিক বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে।

৪৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে প্রত্যেক জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে আখিরাতে অনিবার্য হওয়ার নিদর্শন রয়েছে। তোমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলেই এ সত্য তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, দুনিয়াতে কোনো জিনিসই যখন তার জোড়া ছাড়া ফলপ্রসূ হতে পারে না, তখন দুনিয়াতে মানুষের এ জীবনের জোড়া কোথায় ?

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٣﴾ اتَّوَصَّوْا بِهِ

তাদের আগে—কোনো রাসূল যাকে তারা বলেনি যাদুকর বা পাগল<sup>৫৩</sup>। তবে  
কি তারা পরস্পর সে ব্যাপারে অসীয়ত করে আসছে ?

بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغُوتٌ ﴿٥٤﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٥﴾ وَذَكَرْنَا

বরং তারা বিদ্রোহী—অবাধ্য সম্প্রদায়<sup>৫৪</sup>। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, সেজন্য আপনি  
তিরস্কৃত হবেন না<sup>৫৫</sup>। আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা অবশ্যই

- الأَقَالُوا -রাসূল -رَسُولٌ ; مَنْ -কোনো ; مَنْ -তাদের আগে ; (من+قبل+هم)-من قَبْلِهِمْ  
+)- اتَّوَصَّوْا ﴿٥٣﴾ -পাগল -مَجْنُونٌ ; أو -বা ; أو -যাদুকর -سَاحِرٌ ; يَا -যাকে তারা বলেনি ;  
; بَلْ -বরং ; بِهٍ -সে ব্যাপারে ; اتَّوَصَّوْا -তবে কি তারা পরস্পর অসীয়ত করে আসছে ? (تواصوا  
; ف- (ف+تَوَلَّ)-فَتَوَلَّ ﴿٥٤﴾ -বিদ্রোহী অবাধ্য -طَٰغُوتٌ ; عَنْهُمْ -সম্প্রদায় -قَوْمٌ ; هُمْ -তারা ;  
; أَنْتَ -সেজন্য আপনি ; عَنْهُمْ -তাদের থেকে ; (عن+هم)-عَنْهُمْ ; تَوَلَّ -আপনি উপদেশ দিতে  
; وَ- (و+ذَكَرْنَا)-ذَكَرْنَا ﴿٥٥﴾ -তিরস্কৃত -بِمَلُومٍ ; أَنْتَ -কেননা অবশ্যই ;

এতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জীবনের জোড়া অনিবার্যভাবে আখিরাত। আখিরাত ছাড়া  
দুনিয়ার জীবন অর্থহীন।

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আখিরাত সম্পর্কে যুক্তি-তর্ক পেশ করা হলেও এর দ্বারা  
তাওহীদেরও প্রমাণ দেয়া হয়েছে। আলোচনায় পেশকৃত বিষয়গুলো যেমন  
আখিরাতের অনিবার্যতা প্রমাণ করে, তেমনি এটাও প্রমাণ করে যে, এসব কিছু এক  
আল্লাহরই কুদরতের নিদর্শন। অতপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্য করে তাঁর  
নবীর মুখ দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে দ্রুত ধাবমান হও।

৪৮. অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিচ্ছি এক কঠোর  
পরিণতির কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে। আর তাহলো, তোমরা যদি দ্রুত  
আল্লাহর দিকে অগ্রসর না হও, তাহলে আখিরাতে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন  
হতে হবে। তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। এ ব্যাপারেও  
আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি।

৪৯. অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বশেষ রাসূল পর্যন্ত যত নবী-রাসূল দীনের দাওয়াত নিয়ে  
এসেছেন, তাদের সকলের সাথে জাহিলদের পক্ষ থেকে একই আচরণ করা হয়েছে।  
নবী-রাসূলদের দাওয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করেছে এবং  
তাঁদেরকে যাদুকর ও পাগল আখ্যায়িত করে ছেড়েছে। যার পরিণতিতে দুনিয়াতেও তারা  
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, আর আখিরাতের শাস্তি তো তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

৫০. অর্থাৎ সকল যুগের নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মুকাবিলায় সে যুগের লোকদের আচরণ দ্বারা মনে হয়, যেন তারা আগেই বসে পরস্পরে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যে, যখনই কোনো নবী-রাসূল সত্যের দাওয়াত নিয়ে আসবে তাদেরকে যাদুকর, পাগল ইত্যাদি বলে তাদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। আসল ব্যাপার তা নয়। আগে-পরের সকল বিরোধীদের আচরণে সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে এমন কোনো যোগসূত্র ছিলো না। বরং তারা সবই অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী হওয়ার কারণেই তাদের মধ্যে এ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তারা আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত থেকে পত্তর মত লাগামহীন জীবনযাপন করে। তাই তাদের আচরণে এ সামঞ্জস্য দেখা যায়।

এ আয়াত থেকে যে কথাটি প্রমাণিত হয়, তাহলো—হিদায়াত ও পথদ্রষ্টতা, সৎ ও অসৎকাজ, যুলুম ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি কাজ-কর্মের যে প্রবণতা ও উদ্দীপনা স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তা সর্বকালেই একইভাবে প্রকাশিত হয়। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে তাতে কিছুমাত্র পার্থক্য হয়নি। আগেকার মানুষ যুদ্ধ-বিগ্রহে লাঠিসোটা ও পাথর ব্যবহার করতো, মধ্যযুগে তরবারী, বল্লম ইত্যাদি ব্যবহার করেছে, আর বর্তমানে ট্যাংক, বিমান, আনবিক বোমা ইত্যাদি ব্যবহার করছে। কিন্তু মানুষে মানুষে যুদ্ধের মূল কারণগুলোতে চুল পরিমাণ পার্থক্যও সৃষ্টি হয়নি। আগেকার আল্লাহদ্রোহী নাস্তিকরা নাস্তিকতা গ্রহণ করেছে যেসব চিন্তাধারার প্রভাব, বর্তমান কালের নাস্তিকদের মধ্যে সেই একই চিন্তাধারা কাজ করেছে। এতে বিন্দুমাত্র পার্থক্যও সূচিত হয়নি। যদিও বর্তমান কালের নাস্তিকরা তাদের নাস্তিকতার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ-এর সয়লাভ করে দিক না কেনো।

৫১. অর্থাৎ দীন সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টিকারী, প্রশ্ন উত্থাপনকারী এবং এ সবার মাধ্যমে মানুষকে দীন থেকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টারত লোকদের কাজের জন্য আপনাকে দায়ী করা হবে না। অতএব আপনি এ জাতীয় লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আপনি যখন তাদের সামনে যুক্তিসংগত প্রমাণাদিসহ সুস্পষ্টভাবে সত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং তাদের সন্দেহ সংশয় আপত্তি ও যুক্তি-প্রমাণের জবাব দানের দায়িত্ব-ও পালন করেছেন, তখন আপনার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এর পরও তারা যদি তাদের ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস-এর ওপর অটল থাকে, তার দায়-দায়িত্ব তাদের।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে সম্বোধন করে সকল 'দায়ী' তথা সত্যের দাওয়াত পেশকারীর দীনের তাবলীগের উল্লেখিত মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে এমন লোকদের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যারা বিভিন্ন অযৌক্তিক প্রশ্ন তুলে এবং অনর্থক বিতর্ক করে মুবাশ্বিতাদেরকে বিতর্কে জড়াতে চায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য তাকে—সত্যের আহ্বানকারীকে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে বিভ্রান্ত করা ও তাদের সময় নষ্ট করা। এমন পরিস্থিতিতে সত্যের পথের আহ্বানকারীর কর্তব্য হলো—এসব অনর্থক বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া এবং কৌশলে এমন পরিবেশ থেকে সরে যাওয়া। এর জন্য সত্যের আহ্বানকারীর কোনো দোষ হবে না এবং তাকে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না।

الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

উপদেশ প্রদান মু'মিনদের উপকারে আসবে<sup>৫৬</sup>। আর আমি জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করিনি এছাড়া, যেন তারা আমারই দাসত্ব করে<sup>৫৭</sup>।

উপদেশ প্রদান ; الذِّكْرَى-উপদেশ প্রদান ; تَنْفَعُ-উপকারে আসবে ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের। ৫৬)-আর; وَ-আর; الْجِنَّ-জ্বিন; وَالْإِنْسَ-ইনসানকে; إِلَّا-এ ছাড়া; لِيَعْبُدُونِ-যেন তারা আমারই দাসত্ব করে।

৫২. এখানে দীনের তাবলীগের আরেকটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। আর তাহলো, দীনের দাওয়াতী কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং এ কাজকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা। কারণ এর মধ্য দিয়েই লক্ষ-কোটি আদম সন্তান থেকে ঈমান গ্রহণ করার মতো লোকগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং তারা ঈমান গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হবে। আর নিরবচ্ছিন্ন দাওয়াতী কাজ ছাড়া এটা বাছাই করার বিকল্প কোনো উপায় নেই যে, কারা দীনের জন্য প্রকৃত সম্পদ এবং কারা আবর্জনা। দীনের মুবাশ্বিগ সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানকেই দীনের দাওয়াত দিতে থাকবে, যতক্ষণ না নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি জানতে পারবেন যে, তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। যখন তিনি এটা জানতে সক্ষম হবেন তখনই তিনি তাঁর দৃষ্টি সেসব লোকের দিকে ফেরাবেন যারা এ দাওয়াত থেকে উপকৃত হতে আগ্রহী এবং ওসব হঠকারী প্রকৃতির লোকদের পেছনে মূল্যবান সময় ও শ্রম দেয়া থেকে বিরত থাকবেন।

৫৩. অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষকে আমি একমাত্র আমার ইবাদাত বা দাসত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করেছি, অন্য কারো নয়। কারণ আমিই তাদের একমাত্র স্রষ্টা। যেহেতু তাদের সৃষ্টিকার্যে অন্য কোনো সত্তার অংশ নেই, তাই তাদের দাসত্ব পাওয়ার অধিকারও কারো নেই।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, পৃথিবীর সকল সৃষ্টি-ই একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করছে, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র জ্বিন ও মানুষের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র জ্বিন ও মানুষের-ই এ ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে যে, তারা চাইলে একটা সীমা পর্যন্ত আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, আর চাইলে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে। অন্য কোনো সৃষ্টির এ ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিরত থাকতে পারে। তাই এখানে জ্বিন ও মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি যে, তারা তাদের ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর-ই দাসত্ব করবে। কিন্তু তারপরও যারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কোনো সৃষ্টির দাসত্বে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে, তারা তাদের স্বভাব প্রকৃতির বিরুদ্ধেই কাজ করে।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবাদাত দ্বারা এখানে শুধুমাত্র নামায রোযা ও তাসবীহ তাহলীলকে বুঝানো হয়নি, এগুলো ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ অর্থ নয়, তবে এগুলো ইবাদাতের অর্থের মধ্যে শামিল বটে। ইবাদাত শব্দের পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো, জীবনের

﴿٥٩﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

৫৭. আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না এবং (এটাও) কামনা করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে<sup>৫৯</sup>। ৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ—তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿٥٩﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ

অসীম শক্তিদর প্রবল-পরাক্রান্ত।<sup>৫৯</sup> ৫৯. তাই যারা যুলুম করেছে<sup>৬০</sup> তাদের জন্য রয়েছে শাস্তির অংশ, যেমন শাস্তির অংশ ছিলো।

رِزْقٍ - (مِنْ-কোনো) ; مَنْ-তাদের কাছে ; (مِنْ+هم)-منهم ; مَا أُرِيدُ ﴿٥٩﴾ -  
রিযিক ; وَأَنْ-যে ; أَنْ-কামনা করি না ; (এটাও) مَا أُرِيدُ ; وَأَنْ-এবং ; وَأَنْ-  
তারা খাওয়াবে। ﴿٥٨﴾ -নিশ্চয়ই ; اللَّهُ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; الرَّزَّاقُ-একমাত্র  
রিযিকদাতা ; ذُو الْقُوَّةِ -প্রবল-পরাক্রান্ত ; (ذُو+ال+قوة)-ذُو الْقُوَّةِ ; الْمَتِينِ ﴿٥٩﴾  
-যুলুম করেছেন ; يَظْلُمُونَ-তাদের জন্য রয়েছে যারা ; (ف+ان)-فَإِنَّ  
করেছেন ; ذُنُوبًا-শাস্তির অংশ ; مِثْلَ-যেমন ; ذُنُوبِ-শাস্তির অংশ ছিলো ;

সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা, একমাত্র তাঁরই সামনে বিনীত প্রার্থনা করা, তাঁর সামনেই নত হওয়া ; অন্য কারো নির্দেশ পালন করা, অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো রচিত দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করা, অন্য কাউকে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করা এবং অন্য কোনো সত্তার কাছে কোনো কিছু চাওয়া জ্বিন ও মানুষের কসজ নয়। আর জ্বিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

৫৪. অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষের কাছে আমি মুখাপেক্ষী নই ; আমার প্রভুত্ব তাদের ওপর নির্ভরশীল নয় যে, তারা আমার দাসত্ব-ইবাদাত করলে আমার প্রভুত্ব থাকবে আর তা না হলে আমার প্রভুত্ব খতম হয়ে যাবে। বরং তারাই আমার দাসত্ব-ইবাদাতের মুখাপেক্ষী। আমার ইবাদাতের মধ্যেই তাদের উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত।

দুনিয়াতে যেসব লোক প্রভুত্বের দাবীদার আমি তাদের মতো নই। দুনিয়ার এসব নকল প্রভু তাদের রিযিকের জন্য তাদের উপাসক বান্দাদের ওপর নির্ভরশীল। এসব বান্দাহর রিযিকের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে এসব প্রভুকে বান্দাহরা-ই রিযিক সরবরাহ করে। এসব আল্লাহ বিমুখ মূর্খ মানুষ তাদের নকল প্রভুদের সৈনিক হয়ে তাদের প্রভুত্বকে টিকিয়ে রাখে। আমার প্রভুত্ব আমার নিজের ক্ষমতাবলেই চলছে। আমি কারো নিকট থেকে কিছু নেই না, আমিই সবাইকে সবকিছু দিয়ে থাকি।

৫৫. 'মাতীন' অর্থ অসীম শক্তিদর, অটল-অনড়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন অসীম শক্তিদর যে, কোনো ব্যাপারে কারো সাহায্য গ্রহণের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই।

أَصْحِبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٦٠﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ

তাদের সমপর্যায়ের লোকদের জন্য ; সূতরাং তারা যেন আমার কাছে (সেজন্য) তাড়াহুড়ো না করে। ৬০। অতএব যারা কুফরী করেছে সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস

الَّذِي يُوعَدُونَ

যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

ফ+)-فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ-তাদের সমপর্যায়ের লোকদের জন্য ; (اصحاب+هم)-أَصْحِبِهِمْ-সূতরাং তারা যেন আমার কাছে (সেজন্য) তাড়াহুড়ো না করে। ﴿٦٠﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا-অতএব ধ্বংস ; (ف+ويل)-الَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; (من+يوم+هم)-يَوْمِهِمْ-সেদিন ; (الَّذِي)-الَّذِي-যার ; (يُوعَدُونَ)-يُوعَدُونَ-ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

৫৬. অর্থাৎ যারা তাদের নিজেদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত-দাসত্ব পরিত্যাগ করে নিজেদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে অন্য কোনো সত্তার দাসত্ব গ্রহণ করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। যারা আখিরাত অস্বীকার করে দুনিয়াতে নিজেদেরকে মুক্ত-স্বাধীন মনে করে লাগামহীন জীবনযাপন করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে এবং যারা নবী-রাসূলদের আদর্শকে অমান্য করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের জন্যই রয়েছে অতীতের তাদের মতো যালিমদের অনুরূপ শাস্তি।

৫৭. এটা রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলা কাফিরদের সেই কথারই জবাব যে, তুমি যে আযাবের ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছে, তা নিয়ে আস না কেনো, আমরা তো তোমাকে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী মনে করে অস্বীকার করছি। তুমি যদি এ ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে কথিত আযাব আসতে দেবী হচ্ছে কেনো ?

### ৩য় স্ককু' (৪৭-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার কুদরত-ক্ষমতার প্রকাশ সর্বত্রই-সবকিছুতে বিরাজমান। আমাদের মাথার উপরে সুদূর অতীত থেকে সুউচ্চ আসমান বিরাজ করছে, এটাও আল্লাহর কুদরতের অকাটা প্রমাণ।

২. আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তির অধিকারী। তাঁর শক্তি-ক্ষমতার সাথে তুলনীয় প্রমাণ কোনো সত্তা অতীতে কেউ ছিলো না, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই।

৩. আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার আরেকটি প্রমাণ সুগম-সমতল ভূ-পৃষ্ঠ। তিনিই একমাত্র সর্বোত্তম স্রষ্টা।

৪. পৃথিবীর সকল প্রাণী এবং বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা তাঁর কুদরতের আরেক প্রমাণ। এর দ্বারা আখিরাত বা পরকালের অবশ্যজাবিতা প্রমাণিত হয়। কারণ ইহকালের জোড়া-ই হলো পরকাল।

৫. তাওহীদ ও আখিরাতের সপক্ষে এতসব প্রমাণাদি থাকার পর রিসালাত অস্বীকার করার কোনো যুক্তি-ই থাকতে পারে না। কারণ তাওহীদ আখিরাত সম্পর্কিত সকল জ্ঞান রাসূলের মাধ্যমেই প্রাপ্ত।

৬. অতপর মানুষের শিরুকে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ হলো—রাসূলের আনীত কিতাবের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা।

৭. অতীতের বিদ্রোহী জাতিগুলো তাদের রাসূলদেরকে যাদুকার ও পাগল বলে অমান্য করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে রাসূলের আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

৮. সকল যুগের বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের মূল প্রকৃতি একই। সুতরাং রাসূলদের অনুসৃত কর্মপন্থা গ্রহণ করেই বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করতে হবে।

৯. আল্লাহর পথে যারা আহ্বানকারী, তাদের কর্তব্য হলো, এসব বিদ্রোহীদেরকে এড়িয়ে চলা, কারণ এরা কখনো হিদায়াত গ্রহণ করবে না।

১০. যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, সেসব লোকের পেছনে সময় ব্যয় করা হলে, সেটাই ফলশ্রুতি হবে।

১১. দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে, কেননা এর দ্বারা ঈমান আনতে অগ্রহী লোকেরা অবশ্যই উপকৃত হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র তাঁর দাসত্ব করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে যেতে হবে।

১৩. মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে আল্লাহ প্রেরিত রাসূল-এর দেখানো পথেই; অন্য কোনো কল্পিত পথ ও পন্থা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

১৪. আল্লাহর দাসত্ব করা দ্বারা আল্লাহর কোনো লাভ নেই। এতে মানুষেরই কল্যাণ নিহিত। আর মানুষ আল্লাহর দাসত্ব না করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই; কেননা আল্লাহ সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

১৫. আল্লাহ তা'আলা-ই সকল সৃষ্টির রিযিক-এর ব্যবস্থা করেন। তিনি অসীম শক্তিদর, প্রবল পরাক্রান্ত।

১৬. যারা রাসূলের আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করছে, তাদের পরিণতি অতীতের অস্বীকারকারী জাতি-গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।

১৭. আর এ শাস্তি তখনই কার্যকর হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা তা কার্যকর করবেন, মানুষের ইচ্ছানুসারে হবে না।

১৮. আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতি কখনো মিথ্যা হবে না—যথাসময়ে তা নিশ্চিত আপতিত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।



## সূরা আত তূর-মাকী

আয়াত : ৪৯

রুকু' : ২

## নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে। 'তূর' শব্দের অর্থ পাহাড়।

## নাখিলের সময়কাল

এ সূরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাকী জীবনের এমন এক সময় নাখিল হয়েছে, যখন তাঁর বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা প্রতিবাদ-সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলা যায়—সূরা আয-যারিয়াত যখন নাখিল হয়েছে, আলোচ্য সূরাও মোটামুটি একই সময়ে নাখিল হয়েছে।

## আলোচ্য বিষয়

সূরা আয-যারিয়াত-এর মতো এ সূরাতেও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সূরার প্রথম রুকু'তে আখিরাত প্রমাণকারী কয়েকটি বাস্তব নিদর্শনের কসম করে বলা হয়েছে যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতপর আখিরাত সংঘটিত হলে তা অবিশ্বাসীদের পরিণাম এবং তা বিশ্বাস করে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন-যাপনকারীদের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় রুকু'তে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত-কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা মুহাম্মাদ সা.-কে কখনো পাগল, কখনো কবি বলে আখ্যায়িত করে মানুষকে তাঁর আনীত বাণী শোনা থেকে ফিরিয়ে রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। তারা রাসূলকে নিজেদের জন্য একটা বিপদ মনে করে তাঁর ধ্বংস কামনা করে। তারা কুরআনকে তাঁর নিজের রচিত বলে অভিযোগ করে। তারা উপহাস করে বলে যে, আল্লাহ নবুওয়াত দানের জন্য আরবে আর কোনো মানুষ খুঁজে পেলেন না। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। আর এসব করতে তারা তাদের জাহেলী আকীদা-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। আল্লাহর রাসূল তাদেরকে তাদের অন্ধ আকীদা-বিশ্বাস থেকে উদ্ধার করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, সে ব্যাপারে তাদের কোনো অনুভূতি নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের এসব ষড়যন্ত্রসমূহের সমালোচনা করে সেসবের জবাব দিয়েছেন। এরপর তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, এসব একগুয়ে হঠকারী কাফিরদেরকে আপনার দাওয়াতের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ কোনো মু'জিয়া বা অলৌকিক ঘটনা দেখানো হলেও তারা ঈমান আনবে না।

রুকু'র শুরুতে রাসূলুল্লাহ সা.-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের সকল সমালোচনা, বিদ্রূপ-উপহাস উপেক্ষা করে উপদেশ নসীহতের কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন।



রুকূ'র শেষাংশে তাঁকে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে বিরুদ্ধবাদী কাফিরদের মুকাবিলা করতে থাকুন। এরপর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনার প্রভু আপনাকে কাফিরদের মুকাবিলায় এমনি অসহায়ভাবে ছেড়ে দেননি, তিনি সব তদারক করছেন। আপনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা পোষণ করার মাধ্যমে শক্তি সম্বল করতে থাকুন। এ পরিস্থিতিতে এটাই আপনার করণীয়।



রুক'-২

## ৫২. সূরা আত তূর-মাকী

আয়াত-৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① وَالطُّورِ ② وَكُتِبَ مُسْتُورًا ③ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ④ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

১. কসম তূর-এর। ২. কসম লিখিত কিতাবের। ৩.—খোলামেলা সূক্ষ চামড়ার মধ্যে।  
৪. কসম বায়তুল মা'মূরের। বা আবাদ ঘরের।

①-কসম ; الطُّورِ-তূর'-এর। ②-কসম ; كُتِبَ-কিতাবের ; مُسْتُورًا-লিখিত। ③  
فِي-মধ্যে ; رَقٍّ-সূক্ষ চামড়ার ; مَّنشُورٍ-খোলামেলা। ④-কসম ; الْبَيْتِ-ঘরের ;  
الْمَعْمُورِ-আবাদ।

১. 'তূর' শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ, এর অর্থ 'পাহাড়'। যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে 'তূর' দ্বারা তুরে সীনীন তথা সিনাই পর্বত বুঝানো হয়েছে। এ পাহাড়ের উপরই হযরত মুসা আ. আন্বাহর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন।

একটি হাদীসে আছে—দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে, তার মধ্যে 'তূর' একটি। -কুরতুবী

'তূর'-এর কসম করার মধ্যে সেই বিশেষ সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

২. 'লিখিত কিতাব' দ্বারা আগেকার নবীদের প্রতি নাখিলকৃত আসমানী কিতাব বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পাতলা চামড়ায় লিখে সংরক্ষণ করা হতো।

'রাঙ্কুন' শব্দের অর্থ কাগজের বদলে লেখার জন্য ব্যবহৃত পাতলা চামড়া, যার উপর আহলে কিতাবগণ তাওরাত, যাবুর, ইনজীল এবং নবীদের সহীফাসমূহ লিখে রাখতেন।

৩. 'বায়তুল মা'মূর হলো' ফেরেশতাদের ইবাদাতের জন্য আসমানে অবস্থিত সেই ঘর, যা কোনো সময় ইবাদাত থেকে খালি থাকে না। রাসূলুল্লাহ সা. মিরাজের রাতে সপ্তম আকাশে অবস্থিত এ ঘরের সাথে ইবরাহীম আ.-কে হেলান রত অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। এ ঘর কা'বা ঘরের সোজাসুজি উপরে সপ্তম আকাশে অবস্থিত। এ ঘরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদাত করার জন্য প্রবেশ করে। এরপর এরা পুনরায় এতে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। প্রতিদিন নতুন নতুন ফেরেশতা এতে প্রবেশ করে।-ইবনে কাসীর

দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আসমানের কা'বার সাথেও ইবরাহীম আ.-এর সম্পর্ক রয়েছে। 'কা'বাঘর' যেমন দুনিয়াবাসী ইবাদাতকারীদের জন্য ইবাদাতের প্রধান কেন্দ্র, তেমনি 'বায়তুল মা'মূর-ও আসমানবাসীর জন্য ইবাদাতের প্রধান কেন্দ্র। এখানে

⑤ وَالسَّفِّ الْمَرْفُوعِ ⑥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ⑦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑧

৫. কসম সুউচ্চ ছাদের<sup>৫</sup>। ৬. কসম উত্তাল সমুদ্রের।<sup>৬</sup> ৭. অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের শাস্তি নিশ্চিত সংঘটিতব্য।

⑨ مَالَهُمْ دَافِعٌ ⑩ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ⑪ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑫

৮. তার কোনো প্রতিরোধকারী নেই।<sup>৮</sup> ৯. যেদিন আসমান কাঁপার মতো কাঁপতে থাকবে।<sup>৯</sup> ১০ আর পাহাড়-পর্বত চলার মতো চলতে থাকবে।

⑤-কসম ; السَّفِّ-ছাদের ; الْمَرْفُوعِ-সুউচ্চ। ⑥-কসম ; الْبَحْرِ-সমুদ্রের ; (رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; عَذَابِ-শাস্তি ; إِنَّ-অবশ্যই ; الْمَسْجُورِ-উত্তাল। ⑦-কসম ; الْمَسْجُورِ-উত্তাল। ⑧-কসম ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; لَوَاقِعٌ-নিশ্চিত সংঘটিতব্য। ⑨-কসম ; مَالَهُمْ-তার ; دَافِعٌ-প্রতিরোধকারী ; يَوْمَ-যেদিন ; تَمُورُ-কাঁপতে থাকবে ; السَّمَاءُ-পাহাড়-পর্বত ; مَوْرًا-চলার মতো। ⑩-কসম ; وَ-আর ; تَسِيرُ-চলতে থাকবে ; الْجِبَالُ-পাহাড় পর্বত ; سَيْرًا-চলার মতো।

‘কসম’ দ্বারা দুনিয়াতে অবস্থিত কা’বা এবং আসমানে অবস্থিত কা’বা সবগুলোর কসম করা হয়েছে।

৪. ‘সুউচ্চ ছাদ’ বলতে আসমানকে বুঝানো হয়েছে। আর আসমান দ্বারা পুরো উর্ধ্বজগত উদ্দেশ্য, যা আমরা দেখতে পাই সার্বক্ষণিক ভূ-পৃষ্ঠকে গন্বুজের মতো ছেয়ে আছে। যার কোনো সীমা-পরিসীমা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৫. অর্থাৎ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরের কসম। এ আয়াতের আরো কয়েকটি অর্থ মুফাস্সিরীনে কিরাম বর্ণনা করেছেন। তবে অর্থের এ পার্থক্য ‘মাসজুর’ শব্দের ব্যাপারে। এর এক অর্থ ‘আগুন দ্বারা পূর্ণ’ অর্থাৎ আগুনে পূর্ণ সাগরের কসম। কিয়ামতের দিন সাগর-মহাসাগর সবই আগুনে পূর্ণ হয়ে যাবে। সূরা তাকভীর-এর ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে—‘যখন সমুদ্রগুলোকে আগুনে পূর্ণ করে দেয়া হবে। আবার কেউ এর অর্থ করেছেন ‘কানায় কানায় পূর্ণ উত্তাল’ পানি সম্বলিত সাগর। দুটো অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। সমুদ্রের শেষোক্ত অবস্থা আমাদের সামনে বর্তমান আছে। আর প্রথমোক্ত অবস্থা কিয়ামতের সময় দেখা যাবে।

৬. এটা কসম সমূহের মূলকথা। প্রথম থেকে ছয় নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে পাঁচটি জিনিসের কসম করা হয়েছে, তা একথাটির সত্যতা প্রমাণের জন্য করা হয়েছে। এখানে ‘আপনার প্রতিপালকের শাস্তি’ বলে ‘আখিরাত’কে বুঝানো হয়েছে। মূলত এ কথাটি আখিরাত অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কারণ ‘আখিরাত’ সংঘটিত হওয়ার

অর্থই তাদের জন্য শাস্তি কার্যকর হওয়া। অন্য কথায় এর দ্বারা কিয়ামত সংঘটনের কথা বলা হয়েছে ; কেননা কিয়ামত সংঘটিত হলেই অবিশ্বাসীরা শাস্তির মুখোমুখি হবে।

কসমকৃত পাঁচটি জিনিস কিভাবে কিয়ামত সংঘটনের সত্যতা প্রমাণ করে, তার এখন একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সর্বপ্রথম 'তূর' পর্বতের কসম করা হয়েছে। এ 'তূর' পর্বতের গৃহীত আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুসারেই নৈতিক বিধান ও প্রতিফলদানের বিধান অনুযায়ী-ফিরআউনের মতো বিশাল শক্তির একজন শাসককে তার সেনাবাহিনীসহ ডুবিয়ে মারা হয়েছিল ; আর বনী ইসরাঈলের মতো একটি অসহায় অবদমিত ও নিষ্পেষিত জাতিকে উত্থান ঘটিয়েছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মতো বুদ্ধিমান ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী একটি সৃষ্টিকে শুধুশুধু সৃষ্টি করে এমনিই ছেড়ে দেননি ; বরং তাদের কাজ কর্মের হিসেব নেয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ে মানুষকে তাঁর সামনে অবশ্যই হাজির করবেন। মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে বিলীন হয়ে যাবে, এবং তার এ দুনিয়ার কর্মের কোনো নৈতিক বিধান প্রকাশিত হবে না—এটা যুক্তি-বুদ্ধি অনুমোদন করে না।

দ্বিতীয়ত কসম করা আসমানী কিতাবগুলোর। দুনিয়াতে যতগুলো আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, সব কিতাবই কিয়ামত, হাশর ও জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলেছে। আখিরাত সম্পর্কে সব কিতাবের একমত্য পোষণ করা অবশ্যই আখিরাতের সত্যতার জোরালো প্রমাণ।

তৃতীয়ত, 'আবাদ ঘর' তথা বায়তুল মা'মূর-এর কসম করা হয়েছে। এর দ্বারা দুনিয়ার মানুষের কেন্দ্রীয় ইবাদাতগাহ মক্কার কা'বা ঘরকেও বুঝানো হয়েছে। এ ঘরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মানুষের সামনে এর যে মর্যাদা, প্রতিষ্ঠাতা নবী ইবরাহীম আ.-এর মর্যাদা, এ ঘরের বৈশিষ্ট্যাবলী, এর প্রতি মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তাতেই এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট মহান নবীগণ যে স্ববর দিয়েছেন যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং মানুষকে তার রবের সামনে এ দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। তখন তা নিষেধ ছাড়া কে-ইবা অস্বীকার করতে পারে।

চতুর্থত, কসম করা হয়েছে সুউচ্চ ছাদ তথা আসমান-এর। এ বিশাল আসমানের সৃষ্টি ও এর পরিচালনা যে মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার করায়ত্তে, তিনি অবশ্যই মানুষকে মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাওয়া অবস্থা থেকে পুনরায় জীবিত করে হিসাব নিতে সক্ষম এবং তিনি তা অবশ্যই অবশ্যই করবেন—এটা অবশ্যই একটি এমন বিষয়, যা অবিশ্বাস-অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই।

অতপর কসম করা হয়েছে উত্তাল সাগরের। এ সাগর পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ অংশে বিস্তৃত আছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, আবহমান কাল থেকে পানির এ বিশাল ভাণ্ডার একই নিয়মে পৃথিবীর মানুষের জন্য

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿٥٢﴾﴾

১১. অতপর সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য ; ১২. যারাই অর্থহীন যুক্তি প্রদানের খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকে ।

﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴿٥٣﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ﴿٥٤﴾﴾

১৩. যেদিন তাদেরকে ধাক্কার মতো ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । ১৪. (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ।

﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ﴿٥٦﴾﴾

১৫. তবে কি এটা যাদু না-কি তোমরা দেখতে পাচ্ছে না? ১৬. চুকে পড়া তাতে, এখন তোমরা ধৈর্য ধর আর না-ই ধৈর্য ধর

ل+ال+)-لِلْمُكَذِّبِينَ-সেদিন ; يَوْمَئِذٍ-অতপর ধ্বংস রয়েছে ; (ف+ويل)-فَوَيْلٌ-অর্থহীন ; (مكذبين)-মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের জন্য । الَّذِينَ هُمْ ﴿٥١﴾-যারাই ; فِي خَوْضٍ-অর্থহীন যুক্তি প্রদানের ; يَلْعَبُونَ-খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকে । يَوْمَ ﴿٥٢﴾-যেদিন ; يُدْعَوْنَ-তাদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাওয়া হবে ; إِلَىٰ-দিকে ; نَارِ-আগুনের ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; دَعَا-ধাক্কার মতো । هَذِهِ ﴿٥٣﴾-এটাই ; النَّارُ-আগুন ; الَّتِي-সেই ; كُنتُمْ-তোমরা করতে ; بِهَا-যা ; تُكذِّبُونَ-মিথ্যা প্রতিপন্ন । اِفْسَحْرٌ ﴿٥٤﴾-তবে কি যাদু ; اَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ-তোমরা দেখতে পাচ্ছে না ; اِصْلَوْهَا ﴿٥٥﴾-চুকে পড়া তাতে ; فَاصْبِرُوا-এমন তোমরা ধৈর্য ধর ; اَوْ لَا تَصْبِرُوا-আর না-ই ধৈর্য ধর ;

পানি সরবরাহ করছে। সাগরের পানি দ্বারাই পরিবেশ দূষণমুক্ত হচ্ছে, দূষিত পানি সাগরে গিয়ে পতিত হচ্ছে। আবার বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে মেঘের আকারে বাতাসের সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বৃষ্টিপাতের আকারে মানুষকে বিগুহ্ন পানি সরবরাহ করছে। এ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও অসীম ক্ষমতার প্রতি ইশারা করে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এ অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আখিরাতে মানুষকে পুনর্জীবিত করে তার এ দুনিয়ার কাজকর্মের প্রতিদান দিতে অবশ্যই সক্ষম।

৭. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আসমান অত্যন্ত অস্থিরভাবে প্রকম্পিত হতে থাকবে। আসমানের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তা ভেঙ্গে যাবে। সেদিন দেখা যাবে যে, সুশোভিত আসমানের নকশা বিকৃত হয়ে গেছে এবং তার সর্বত্র একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে।

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّا نَحْنُ الْمُغْنِيُونَ ۗ وَنَعْمِ الْغِيَاثُ ۗ

তোমাদের জন্য সমান ; তোমাদেরকে শুধুমাত্র সেই প্রতিদানই দেয়া হচ্ছে , যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে ।

১৭. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা<sup>১৭</sup> থাকবে জান্নাতসমূহের মধ্যে ও সুখ-সম্পদের মধ্যে ।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ۗ إِنَّمَا تَتَّقُونَ ۗ إِنَّمَا تَتَّقُونَ ۗ

১৮. তারা সানন্দে উপভোগকারী হবে তা, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দেবেন ; আর তাদের প্রতিপালক

তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন ।<sup>১৮</sup> ১৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা খাও

وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ مَتَّكَيْنَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۗ

এবং পান করো মজা করে, তার বিনিময়ে যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে<sup>১৯</sup> ।

২০. সারি সারি সাজানো আসনে তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে ;

تَجْرُونَ -তোমাদেরকে ; سَوَاءٌ -সমান ; عَلَيْكُمْ -তোমাদের জন্য ; إِنَّمَا -শুধুমাত্র ;

تَعْمَلُونَ -তোমরা (দুনিয়াতে) করতে । ১৭. إِنَّمَا -সেই, যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -তোমরা (দুনিয়াতে) করতে । ১৮. إِنَّمَا -সেই, যা ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; فِي -মধ্যে ; جَنَّاتٍ -জান্নাত সমূহের ; وَ -ও ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; بِمَا -তা, যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; إِنَّمَا -তোমাদের প্রতিপালক ; وَ -আর ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; إِنَّمَا -তোমাদের প্রতিপালক ; وَ -আর ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; إِنَّمَا -তোমাদের প্রতিপালক ; وَ -আর ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; إِنَّمَا -তোমাদের প্রতিপালক ; وَ -আর ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; إِنَّمَا -তোমাদের প্রতিপালক ; وَ -আর ;

تَتَّقُونَ -তোমরা সানন্দে উপভোগকারী হবে ; إِنَّمَا -তোমাদের প্রতিপালক ; وَ -আর ;

৮. অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিক্রিয় হয়ে যাওয়ার ফলে পাহাড়-পর্বতগুলো শূন্যে উড়তে থাকবে, যেমন মেঘমালা শূন্যে উড়ে বেড়ায় ।

৯. অর্থাৎ আখিরাতের শান্তি ও পুরস্কারের কথা আজ রাসূলের মুখে শুনে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিচ্ছে, সেদিন এ ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে, যে ধ্বংস থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় সেদিন থাকবে না ।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আখিরাত সম্পর্কে রাসূলের কথা কে যাদু বলে অবিশ্বাস করেছিলে, এখন তোমরা তা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছে, রাসূলের কথা যাদু ছিল, না-কি সত্য ছিল ।

وَزَوْجِنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ

আর আমি তাদের বিবাহ দিয়ে দেবো সুন্দরী ছরদের সাথে<sup>১৪</sup>। ২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও তাদের অনুসরণ করেছে

بِإِيمَانِ الْحَقَّانِ بِهَمْ ذُرِّيَّتُهُمُ وَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّبِعِ

ঈমানের সাথে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে (জান্নাতে) একত্র করে দেবো এবং তাদের আমল থেকে আমি কিছুমাত্রও হ্রাস করবো না<sup>১৫</sup>

-(ব+হুর)-বَحُورٍ; আমি তাদের বিয়ে দিয়ে দেবো; (زوجنا+هم)-زَوْجِنَهُمْ; আর-و-  
ঈমান-آمَنُوا; যারা-الَّذِينَ; আর-و-﴿٢٥﴾; সুন্দরী ছরদের সাথে; عِينٍ-সুন্দরী।  
-উরিতে-ذُرِّيَّتُهُمْ; তাদের অনুসরণ করেছে; (اتبعت+هم)-اتَّبَعَتْهُمْ; এবং-و-  
আমি-الْحَقَّانِ; ঈমানের সাথে-(ب+ایمان)-بِإِيمَانٍ; তাদের সন্তান-সন্ততিও;  
-উরিতে-ذُرِّيَّتُهُمْ; তাদের সাথে (জান্নাতে); (ب+هم)-بِهِمْ; একত্র করে দেবো;  
আমি হ্রাস করবো-(مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ)-مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ; এবং-و-  
কিছুমাত্রও;-مِنْ شَيْءٍ; তাদের আমল;-عَمَلِهِمْ-عَمَلِهِمْ; থেকে-مِنْ; না;

১১. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে রাসূলের কথাকে বিশ্বাস করে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সেসব কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে, যেসব কাজের ফলে মানুষ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

১২. মুত্তাকীরা জান্নাত লাভ করে যে বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়াও তার চেয়ে কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া আল্লাহর অসীম দয়া অনুগ্রহেই একমাত্র সম্ভব। নচেৎ প্রত্যেকটি মানুষই তার মানবিক দুর্বলতার কারণে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। আর আল্লাহ যদি তার আমলের যথাযথ হিসাব নেন, তাহলে কেউ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে পারে না। সুতরাং জান্নাত লাভ করতে পারা যত বড় নিয়ামত, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ সত্যটির দিকে ইংগিত করেই মুত্তাকীদের জান্নাত লাভের কথা বলার পর জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ তোমরা মনের আনন্দে আল্লাহর নিয়ামতের স্বাদ সম্বুষ্টি চিত্তে উপভোগ করো। জান্নাতে তোমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। এসব পানীয়-দ্রব্য গ্রহণে তোমাদের কোনো রকম অশান্তি সৃষ্টি করবে না। এসব খাদ্য পানীয় ফুরিয়ে যাওয়ার কোনো আশংকা নেই। যত ইচ্ছা, যোভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে থাকো।

জান্নাতীরা তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা ও পছন্দ অনুসারে যত ইচ্ছা পানাহার করবে। তারা সেখানে মেহমান হিসাবে অবস্থান করবে না যে, কিছু চাইতে সংকোচ বোধ

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٢﴾ وَأَمَلْ دَنَهْرٍ بِفَاكِهِمْ وَلِحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝

প্রত্যেক ব্যক্তি-ই তার জন্য দায়ী যা সে কামাই করেছে<sup>২২</sup>। ২২. আর আমি তাদেরকে দিতে থাকবো ফল-ফলাদি ও গোশত<sup>২১</sup> সে অনুযায়ী যা তাদের মন চাইবে।

كُلُّ-প্রত্যেক; امْرِئٍ-ব্যক্তিই; بِمَا-তার জন্য যা; كَسَبَ-সে কামাই করেছে; رَهِينٌ-দায়ী; ﴿٢٢﴾-আর; وَأَمَلْ-তাদেরকে দিতে থাকবো; دَنَهْرٍ-ফল-ফলাদি; وَلِحْمٍ-গোশত; مِّمَّا-সে অনুযায়ী যা; يَشْتَهُونَ-তাদের মন চাইবে।

করবে। বরং তারা যা কিছু লাভ করবে তা তাদের দুনিয়ার কর্মফল হিসেবে লাভ করবে সুতরাং তাদের মধ্যে মেহমান-স্বরূপ সংকোচ বোধ তাদের মধ্যে থাকবে না।

১৪. হ্রদের সম্পর্কে সূরা আস-সাফফাতে বলা হয়েছে যে, তারা হবে লুকানো বা সংরক্ষিত ডিমের মতো। অর্থাৎ তাদের কোমলতা ও নাজুকতা এমন ঝিল্লির মতো হবে, যা ডিমের খোসা ও সাদা অংশের মাঝখানে থাকে।

১৫. অর্থাৎ সৎকর্মশীল মু'মিনদের সন্তান-সন্ততি আমলের দিকে থেকে তাদের সমকক্ষ না হলেও যদি ঈমানের দিক থেকে পিতা-মাতার অনুগামী হয়, তখন জান্নাতে তাদেরকে পিতামাতার সমস্তরে উন্নতি করে দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিকে তাদের পিতা-মাতার সমমর্যাদায় পৌছে দেবেন, যদিও তারা নেক আমলের দিক থেকে সেই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য না হয়, যাতে পিতা-মাতার চক্ষু শীতল হয়। (মাযহারী)

এ মিলন মাঝে মাঝে গিয়ে সাক্ষাত করার মতো হবে না; বরং সন্তানদেরকে পিতা-মাতার সাথে স্থায়ীভাবে রাখা হবে।

অতপর বলা হয়েছে যে, সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার সাথে একত্র করার জন্য পিতামাতার মর্যাদা হ্রাস করে সমপর্যায় আনা হবে না; বরং সন্তানদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে পিতা-মাতার সমমর্যাদায় উন্নীত করা হবে।

১৬. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী সে একমাত্র নেক আমল দ্বারা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেসব সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি-ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং ইখতিয়ার দিয়েছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঋণ। আর এ ঋণের জামানত হলো মানুষ নিজেই। মানুষ নিজেই আল্লাহর দেয়া ঋণের জন্য আল্লাহর দরবারে যিন্দী। এখন সে যদি সৎকর্মের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করতে পারে, তবে সে মুক্তি লাভ করবে। অন্যথায় সে যিন্দী দশা থেকে মুক্তি পাবে না।



﴿٢٧﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ ﴿٢٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ

২৩. তারা সেখানে পানপাত্র নিয়ে পরস্পর কৌতুক করে কাড়াকাড়ি করবে, তাতে কোনো বাজে কথাও থাকবে না, আর না কোনো অশালীন কাজ\*। ২৪. আর তাদের সেবার নিয়োজিত থাকবে

غُلْمَانٌ لَّهُمْ كَأْنُهُمْ لَوْلَوْ مَكْنُونٌ ﴿٢٥﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

কিশোরগণ—কেবলমাত্র তাদের জন্যই, ২৬ যেন তারা সযত্নে লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

২৫. আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে

﴿٢٧﴾-তারা পরস্পর কৌতুক করে কাড়াকাড়ি করবে ; فِيهَا-সেখানে ; كَأْسًا -পানপাত্র নিয়ে ; لَا-থাকবে না ; لَغْوٌ-কোনো বাজে কথা ; فِيهَا-তাতে ; وَ-আর ; لَا-না ; تَأْتِيمٌ-কোনো অশালীন কাজ । ﴿٢٨﴾-আর ; يَطُوفُ-সেবার নিয়োজিত থাকবে ; كَأْنُهُمْ (+كان)-তাদের ; غُلْمَانٌ-কিশোরগণ ; لَهُمْ-কেবলমাত্র তাদের জন্যই ; مَكْنُونٌ-লুকিয়ে রাখা মুক্তা ; لَوْلَوْ-যেন তারা ; أَقْبَلَ-যেন তারা ; بَعْضُهُمْ-তারা একে ; عَلَى-অপরের ;

আগেকার আয়াতের পরপর এটা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো—সৎকর্মশীল মু'মিন আল্লাহর দরবারে যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন তার সম্মান-সম্মতি যদি নিজ আমল দ্বারা নিজে থেকে যিন্মীদশা থেকে মুক্ত করতে না পারে, তবে তারা কখনো তার সৎকর্মশীল পিতৃ-পুরুষের মর্যাদার ঋতিরে মুক্তি পাবে না। তবে তারা যদি যে কোনো মাত্রায় ঈমান ও পিতৃপুরুষের সৎকর্মের আনুগত্য দ্বারা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার ঋণের দায় থেকে মুক্ত করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা থেকে সৎকর্মশীল মু'মিন পিতা-মাতার সমমর্যাদায় উন্নীত করে দেবেন। এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ। সম্মানরা বাপদাদার সৎকাজের এতটুকু সুফল যেন লাভ করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এটা শুধু সৎকর্মের বেলায় এরূপ হবে। পিতৃ-পুরুষের কোনো গুনাহের বোঝা সম্মানের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। (ইবনে কাসীর)

১৭. জান্নাতে যে গোশত জান্নাতীদের জন্য সরবরাহ করা হবে তা আমাদের জানা নেই। তবে সূরা আল-ওয়াকিয়ায় পাখির গোশতের কথা বলা হয়েছে। জান্নাতে যে দুধ, মধু ও পানীয় সরবরাহ করা হবে, তা সবই হবে প্রাকৃতিকভাবে বর্ণা থেকে উৎসারিত এবং নহর দিয়ে প্রবহমান। সে হিসেবে অনুমান করা যায় যে, গোশতও প্রাকৃতিকভাবে মাটির উপাদান থেকে তৈরী। আল্লাহ-ই তা ভালো জানেন।

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ার মাদক পানীয়ের মতো জান্নাতের মাদক পানীয় মানুষের মন-মস্তিষ্কে কোনো মাদকতা সৃষ্টি করবে না। সুতরাং তা পানকারীরা কোনো অসভ্য-অশ্লীল আচরণ করবে না।

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٥٨﴾ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا

(দুনিয়ার অবস্থা) জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। ২৬. তারা বলবে—‘আমরা তো ইতিপূর্বে আমাদের পরিবারের মধ্যে ভীত-শংকিত ছিলাম’। ২৭. অতপর আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করেছেন

وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٥٩﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٦٠﴾

এবং আমাদেরকে দঙ্কারী<sup>৫৯</sup> শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। ২৮. আমরা তো আগেও এমন ছিলাম যে, তাঁকেই আমরা ডাকতাম; অবশ্যই তিনি—তিনিই একমাত্র উপকারী, পরম দয়ালু।

يَتَسَاءَلُونَ (দুনিয়ার অবস্থা) জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। ২৬. তারা বলবে ;

يَتَسَاءَلُونَ-দুনিয়ার অবস্থা) জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। ২৬. তারা বলবে ;  
 قَالُوا-আমরা তো ;  
 إِنَّا-আমরা ;  
 كُنَّا-ছিলাম ;  
 قَبْلُ-ইতিপূর্বে ;  
 فِي-মধ্যে ;  
 أَهْلِنَا-(আহল+না)-আমাদের পরিবারের ;  
 مُشْفِقِينَ-ভীত-শংকিত। ২৭. অতপর দয়া করেছেন ;  
 اللَّهُ-আল্লাহ ;  
 عَلَيْنَا-আমাদের উপর ;  
 وَ-এবং ;  
 وَوَقْنَا-আমাদেরকে রক্ষা করেছেন ;  
 عَذَابَ-শাস্তি থেকে ;  
 السَّمُومِ-দঙ্কারী। ২৮. আমরা তো ;  
 إِنَّا-আমরা ;  
 كُنَّا-এমন ছিলাম যে,  
 (ان+হ)-  
 نَدْعُوهُ-(নদعو+হ)-তাঁকেই আমরা ডাকতাম ;  
 إِنَّهُ-আগেও ;  
 هُوَ-আগেও ;  
 الْبَرُّ-একমাত্র উপকারী ;  
 الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু।

১৯. এখানে উল্লেখ্য যে, দুনিয়াতে যারা অন্যের গোলাম বা সেবক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছে, জান্নাতেও তাদেরকে সেই মনিবের গোলাম বানিয়ে দেয়া হবে, এমন ধারণা করার অবকাশ নেই। দুনিয়ার কোনো গোলাম জান্নাতে তার মনিবের চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারে। জান্নাতের সেবকরা শুধুমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে।

২০. অর্থাৎ আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও-এর কথা ভুলে গিয়ে হারাম উপায়ে উপার্জন করে সন্তান-সন্ততিকেও হারাম খাদ্য খাইয়ে হারাম কাজে খরচ করে খুব আনন্দ-উল্লাসে আমরা মেতে থাকিনি ; বরং আখিরাতে কথার স্বরণ করে আল্লাহর সামনে জবাবদিহীর সদা-সর্বদা আতংকিত অবস্থায় জীবন কাটিয়েছি।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সংকর্ষ করার তাওফীক দিয়ে জাহান্নামের আগুনের ভাঁপ থেকে যে রক্ষা করেছেন, সেটা আমাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার বিরাত দয়া-অনুগ্রহ। তিনি যদি এটা না করতেন, তাহলে আমরাও জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যেতাম।

১ম ককূ’ (১-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. তুর পাহাড়, আসমানী কিতাবসমূহ, বায়তুল মা‘মূর, সুউচ্চ আসমান, ও বিশাল সাগর আখিরাতে-এর সত্যতার প্রমাণ।

২. আখিরাতে কাফির ও মুশরিকদের কর্মফল স্বরূপ জাহান্নামের শাস্তি অবশ্যই দেয়া হবে। এতে তিলমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।
৩. কাফির-মুশরিকদেরকে আখিরাতে শাস্তি থেকে বাঁচানোর শক্তি কারো নেই। এটা আল্লাহর ওয়াদা।
৪. এ পৃথিবী নির্দিষ্ট এক সময়ে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে দিন-ই কিয়ামত।
৫. কিয়ামতের দিন পাহাড়গুলো পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে।
৬. সেদিন আসমান প্রচণ্ডভাবে কম্পমান হয়ে দুলাতে থাকবে। অতপর বিশ্ব-জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই কিয়ামত।
৭. কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারীরা—যারা সত্য সম্পর্কে নিজেরা ছিল বিভ্রান্ত এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানারূপ বিভ্রান্তি ছড়াতে—তাদের জন্য কিয়ামত চূড়ান্ত ধ্বংস বয়ে আনবে।
৮. তারপর সত্যকে নিয়ে উপহাসকারীদেরকে পুনর্জীবিত করে খাড়া দিয়ে দিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।
৯. আখিরাতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী এসব জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আখিরাত সম্পর্কে নবী-রাসূলদের দেয়া সংবাদ কি মিথ্যা ছিল? তখন তাদের কিছুই বলার থাকবে না।
১০. রাসূলের আনীত কুরআনকে যারা যাদু বলে প্রত্যাখ্যান করতো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কুরআনের কথা কি যাদু ছিল? না-কি বাস্তব, তার প্রমাণ কি তারা পেয়েছে?
১১. সেদিন তাদের কোনো অজুহাত-আপত্তি গৃহীত হবে না এবং তাদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেয়া হবে।
১২. আল্লাহকে যারা ভয় করে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করেছে সেদিন তারা থাকবে জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধিতে, আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করবে।
১৩. জান্নাতবাসীরা তাদের প্রতিপালকের দেয়া আনন্দ-সামগ্রী সানন্দে উপভোগ করতে থাকবে।
১৪. তাদের প্রতিপালকের দয়া-অনুগ্রহে তারা যে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। এটা তাদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেবে।
১৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে। তার বিনিময়ে জান্নাতে আজ মজা করে পানাহার করো।
১৬. জান্নাতীরা সেদিন সারি সারি সাজানো আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে পরস্পর আলোচনায় মশগুল থাকবে।
১৭. পটলচেরা আনত নয়না অত্যন্ত সুন্দরী জান্নাতী হরদের সাথে জান্নাতবাসী পুরুষদের বিয়ে দেয়া হবে।
১৮. জান্নাতীদের সন্তান-সন্তাীদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে একত্র করে দেবেন। যাতে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।
১৯. এ একত্রীকরণ হবে সন্তানদের নিম্নতর মর্যাদা থেকে মু'মিন পিতৃপুরুষের উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করার মাধ্যমে। পিতৃ-পুরুষদের মর্যাদা কমিয়ে দিয়ে নয়।
২০. পিতৃ-পুরুষের গোনাহের বেলায় তাদের কোনো গোনাহ সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না।

২১. প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের ঋণের দায়ে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ ইমান ও নেক আমলের দ্বারাই এ দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে।

২২. জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে থাকবে নানা বর্ণ ও নানা স্বাদের ফল-ফলাদি এবং তাদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার গোশত।

২৩. জান্নাতীরা সেখানে পানীয় বস্তু নিয়ে নির্দোষ আনন্দে মেতে থাকবে। এসব পানীয় তাদের মধ্যে কোনো প্রকার মাদকতা সৃষ্টি করবে না।

২৪. জান্নাতীদের মুখে সেখানে কোনো অশালীন, অশ্লীল ও বাজে কথা উচ্চারিত হবে না, আর তাদের দ্বারা কোনো প্রকার অশ্লীল-অশালীন কাজও সংঘটিত হবে না।

২৫. চির কিশোর এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখা মুক্তার মতো কিশোর-বালকগণ তাদের সেবায় সদা-সর্বদা নিয়োজিত থাকবে।

২৬. এসব কিশোর একমাত্র জান্নাতবাসীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। এদের আর কোনো অতিরিক্ত কাজ থাকবে না।

২৭. জান্নাতীরা পরস্পর মুখোমুখী বসে দুনিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ করবে এবং তাদের দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদে ব্যস্ত থাকবে।

২৮. দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলেছে এবং আল্লাহর পাকড়াওকে ভয় করে শংকিত জীবনযাপন করেছে তারাই জান্নাতবাসী হবে।

২৯. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি উভয়ই আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের ফলেই সম্ভব। শুধুমাত্র সংকর্মের জোরে কেউ তা লাভ করতে পারবে না।

৩০. তবে আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ লাভ করতে হলে তাকওয়া ভিত্তিক সংকর্ম অবশ্যই করতে হবে। সংকর্ম ত্যাগ করে আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ লাভ করা যাবে না।



সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-৪  
আয়াত সংখ্যা-২১

﴿۲۹﴾ فَلَذِكْرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۳۰﴾ أَأَيُّ قَوْلٍ لُونَ

২৯. অতএব (হে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণক নন, আর না (আপনি) পাগল<sup>২২</sup>। ৩০. তবে কি তারা বলে

شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿۳۱﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنْ

(এ ব্যক্তি) একজন কবি, আমরা অপেক্ষা করছি তার জন্য মৃত্যুর বিপর্যয়ের<sup>২৩</sup>।

৩১. আপনি বলুন, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে আছি

﴿۳১﴾ -নন ; -অতএব (হে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন ; -অতএব (ফ+অ-কর)-**فَلَذِكْرٌ** ; -আপনার প্রতিপালকের ; -আপনিতো ; -নি-**فَمَا** ; -আপনার (র+ক)-**رَبِّكَ** ; -অনুগ্রহে ; -নি-**نِعْمَةٍ** ; -আপনার (ব+নি-মে)-**بِكَاهِنٍ** ; -গণক ; -আর ; -না-**وَلَا** ; -আপনি (আপনি)-**مَجْنُونٍ** ; -তারা বলে ; -তবে কি ; -ম-**﴿۳০﴾** । -এ ব্যক্তি) একজন কবি ; -আমরা অপেক্ষা করছি ; -তার জন্য ; -বিপর্যয়ের ; -মৃত্যুর-**رَيْبَ الْمُنُونِ** । -আমিও ; -আপনি বলুন ; -তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো ; -আপনি বলুন-**﴿۳১﴾** ; -আমিও ; -তোমাদের সাথে আছি ; -মে+ক-**مَعَكُمْ** ;

২২. 'কাহিনী' অর্থ গণক বা জ্যোতিষ। আরবে তৎকালীন সময়ে এ পেশার লোক দেখা যেতো। তারা লোকদের ভাগ্য গণনা করতো এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বলতো। কারো কিছু হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে তা এনে দিতে পারে বলে তারা দাবী করতো। তারা দাবী করতো যে, কার ভাগ্যে কি লেখা আছে তা তারা বলে দিতে পারে। সেকালে মুশরিকরা এদের কাছে যেতো। আর এরাও গ্রামে গঞ্জে হেঁটে এসব করে বেড়াতো। কুরাইশ নেতারা সত্য দীনের দাওয়াত থেকে লোকদেরকে দূরে রাখার কৌশল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি গণক হওয়ার অপবাদ দিতে থাকে। কিন্তু তাদের কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের কথায় আরবের কোনো মানুষই প্রতারিত হয়নি। কেননা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাজ-কর্মের সাথে গণকের কাজ-কর্ম ও উদ্দেশ্যের কোনো তুলনা ছিল না।

একইভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে পাগল আখ্যায়িত করেও মানুষকে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ চেষ্টাও তাদের আগের মতোই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোনো একটি লোককেই তারা প্রতারিত করতে সক্ষম হয়নি।

الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٥٢﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِمَا آمُرُكُمْ قَوْمًا طَاعُونَ ﴿٥٣﴾

অপেক্ষারত<sup>৫২</sup>। ৩২. তবে কি তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে এসবের নির্দেশ দেয়, অথবা তারা সীমালংঘনকারী লোক<sup>৫৩</sup> ? ৩৩. তবে কি

يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا

তারা বলে যে, তা (এ কুরআন) তিনি নিজেই রচনা করে নিয়েছেন ; বরং তারাই ঈমান আনতে চায় না<sup>৫৪</sup>।

৩৪. তবে তারা এটার মতো কোনো বাণী (রচনা করে) আনুক, যদি তারা হয়ে থাকে

الْمُتَرَبِّصِينَ-অপেক্ষারত। ৩২-অম্-তবে কি ; -তামরুهم-(তামর+হম)-তাদেরকে নির্দেশ

দেয় ; -অম্-এ সবেব ; -এ (ب+هذا)-بهذا ; -তাদের বিবেক-বুদ্ধি ; -احلام+هم)-احلامهم-অহলামহুম ;

-يقولون ; -অম্-তবে কি ; -طاعون-সীমালংঘনকারী ; -قوم-লোক ; -তারা-হুম ; অথবা ;

তারা বলে যে ; -تقوله-(تقول+ه)-তা (এ কুরআন) তিনি নিজেই রচনা করে

নিয়েছেন ; -بل-বরং ; -لا يؤمنون-তারাই ঈমান আনতে চায় না। ৩৪-فليأتوا (ف+

ليأتوا)-তবে তারা (রচনা করে) আনুক ; -بحدِيث-বিহদিথ ; -কোনো বাণী ; -مثل-

-এটার মতো ; -ان-যদি ; -كانوا-তারা হয়ে থাকে ;

২৩. অর্থাৎ তারা এরপর মুহাম্মাদ সা.-কে কবি বলে অপবাদ দিয়েও মানুষকে সত্যের পথ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়নি। অতপর তারা তাঁর মৃত্যু কামনা করতে থাকে। তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, এ ব্যক্তি তাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলে। দেব-দেবীর অভিশাপে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। অথবা তাদের মধ্যকার কোনো সাহসী লোক তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে তারা তাঁর জ্বালাতন (তাদের ভাষায়) থেকে রক্ষা পাবে।

২৪. অর্থাৎ তোমরা যেমন আমার দুর্ভাগ্যের কামনা ও অপেক্ষায় আছো, আমিও অপেক্ষায় আছি এটা দেখার জন্য যে, দুর্ভাগ্য আমার আসে না-কি তোমাদের আসে।

২৫. অর্থাৎ এসব কাফির নেতা যারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার বড়াই করে, তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে একই সাথে পরস্পর বিরোধী তিনটি মিথ্যা উপাধী দিয়ে মানুষকে তাঁর দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। তারা তাঁকে একাধারে গণক, পাগল ও কবি বলে আখ্যায়িত করে, কিন্তু এক ব্যক্তি গণক হলে, কবি হয় কি করে। আবার কবি হলে গণক হয় কিভাবে। কোনো পাগল কি গণক বা কবি হতে পারে ? আসলে এসব নেতারা সত্য দীনের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ বশতঃ এসব প্রলাপ বকে যাচ্ছে। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি শত্রুতায় অন্ধ হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তাই তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি এসব ভিত্তিহীন অযৌক্তিক অপবাদ আরোপ করছে। যুগে যুগে সত্য দীনের আহ্বায়কদের প্রতি বাতিল নেতা-নেত্রীদের কর্মকৌশল এমনই ছিল,

صٰدِقِيْنَ ۝۷۵ اَمْ خَلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝۷۶ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ

সত্যবাদী ৭৫। ৩৫. তবে কি তাদের সৃষ্টি হয়েছে কোনো কিছু (স্রষ্টা) ছাড়াই, না-কি তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা? ৩৬. অথবা তারা কি সৃষ্টি করেছে আসমান

সত্যবাদী ৭৫। ৩৫. তবে কি ; خَلِقُوْا-তারা সৃষ্টি হয়েছে; ; مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ - কোনো কিছু (স্রষ্টা) ছাড়াই ; اَمْ-না-কি ; هُمْ-তারা নিজেরাই ; الْخٰلِقُوْنَ-(নিজেদের) স্রষ্টা। ৩৬. অথবা ; خَلِقُوْا-তারা কি সৃষ্টি করেছে ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ;

বর্তমানেও এর কোনো পরিবর্তন নেই। আর ভবিষ্যতেও এসব অপকৌশলের পরিবর্তন হবে না।

২৬. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ মুহাম্মাদ সা.-এর রচিত—একথা যারা বলে তারা এবং যারা একথা শোনে তাদের কেউই একথা বিশ্বাস করতো না। কারণ তারা আরবি ভাষাভাষি হওয়ার ফলে এবং মুহাম্মাদ সা.-কে চল্লিশটি বছর পর্যন্ত জানার কারণে তারা ভালোভাবেই জানতো যে, এ কুরআন তাঁর রচিত হতে পারে না। আসল কথা হলো এসব কথা কুরআনকে অমান্য-অবিশ্বাস করার অপকৌশল মাত্র। ঈমান আনা থেকে বাঁচার জন্য এসব বাহানা মাত্র।

২৭. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ মুহাম্মাদ সা.-এর রচিত নয়—কথা শুধু এতটুকুই নয় ; বরং এ কুরআন কোনো মানুষের রচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, কুরআনকে তারা যদি মানুষের রচিত বলে আখ্যায়িত করতে চায়, তাহলে তারা তাদের কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী সবাইকে নিয়ে এর মতো একটা বাণী রচনা করে নিয়ে আসুক না কেন। কিন্তু তখন যেমন এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় আসতে কেউ পারেনি, তেমনি ১৪শত বছর পর্যন্তও বিশ্বের কোনো জ্ঞানী, সাহিত্যিক বা দার্শনিক এর মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত কালেও এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে কেউ সক্ষম হবে না। এর কারণ হলো, আল কুরআন একটি মু'জিয়া। এর মুকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই।

যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কুরআন মাজীদ সর্বকালের জন্য মু'জিয়া, তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

এক : কুরআন মাজীদ আরবি ভাষার সাহিত্য মানের দিক থেকে সর্বোত্তম মানসম্পন্ন। ১৪শত বছর পর্যন্ত কুরআনের ভাষার মান অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্তিত। দুনিয়ার কোনো গ্রন্থই এমন নেই।

দুই : কুরআন মাজীদই মানবজাতির ধ্যান-ধারণা, স্বভাব-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জীবন প্রণালীর উপর সর্বাধিক প্রভাবশালী একমাত্র গ্রন্থ। এর সকল ধ্যান-ধারণা বাস্তবে রূপায়িত, যার ভিত্তিতে পৃথিবীতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সভ্যতা নির্মিত হয়েছে।

তিন : কুরআন মাজীদের আলোচ্য বিষয় বিশ্ব-জাহানের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও পরিচালক কে—এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কুরআন মাজীদেই রয়েছে। কুরআন মাজীদ-ই এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে যাতে রয়েছে—আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র ও আত্মার পরিভ্রম থেকে নিয়ে ইবাদাত-বন্দেগী, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-কানুন ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ গ্রন্থে রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সুসংবদ্ধ বিধি-বিধান। এছাড়া এতে রয়েছে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান। এ সমাধান অনুসরণ করে ১৪শ বছর পর্যন্ত বিশ্বের আনাচে কানাচে কোটি কোটি মানুষ জীবনযাপন করেছে। এমন কোনো গ্রন্থ পৃথিবীতে অতীতে কখনো ছিল না বর্তমানেও নেই। আর ভবিষ্যতেও এমন গ্রন্থ অস্তিত্ব লাভ করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

চার : কুরআন মাজীদ এমন একটি আসমানী গ্রন্থ যা একই সাথে নাশিল করা হয়নি। বরং তা তার বাহকের তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে নাশিল করা হয়েছে। যার ফলে এ গ্রন্থে নির্দেশিত বিধি-বিধানগুলো বাস্তবায়নের কৌশল ও পদ্ধতিগুলো হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ গ্রন্থ বিশ্ব-স্রষ্টা মহান আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে, তাই এ গ্রন্থের বাহক যিনি, তিনিই এ গ্রন্থের বাস্তব প্রতিমূর্তীর রূপলাভ করেছে। আর এ জন্যই রাসুলের নবুওয়াতী জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কোনো গ্রন্থের কথা মানব জাতির ইতিহাসে নেই। এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

পাঁচ : কুরআন মাজীদ যে ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর আলোচনা ও স্বাভাবিক কথা-বার্তার ভাষা এবং কুরআনের ভাষায় সুস্পষ্ট পার্থক্য সে সময়কার মানুষের কাছে পরিষ্কার ছিল, তেমনি আজও আরবি ভাষার অভিজ্ঞ মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারে। তাঁর নিজস্ব ভাষা হাদীসসমূহ ও হাদীসের ভাষা তুলনা করলেই এ পার্থক্য ধরা পড়ে। এ থেকে কুরআন যে আল্লাহর বাণী তা প্রমাণিত হয়।

ছয় : কুরআন মাজীদের বাহক মুহাম্মাদ স. একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, ভয়-ভীতি এমনকি দেশত্যাগও তাঁকে করতে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ভাষায় স্বভাব-সুলভ মানবিক আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যখনই তাঁর মুখ থেকে আল্লাহর বাণী ওহী হিসেবে শোনা গেছে, তাঁর মধ্যে মানবিক আবেগ-অনুভূতির লেশমাত্রও পাওয়া যায়নি। এর দ্বারাও কুরআন যে, আল্লাহর বাণী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাত : কুরআন মাজীদে দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যেসব তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ রয়েছে, তৎকালীন বিশ্ব ও বর্তমান কালের পৃথিবীর কোনো ভাষায় কোনো গ্রন্থেই এমন পাওয়া যায় না। আর ভবিষ্যতেও এমন জ্ঞানের





بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ اَمْ لَهٗ الْبِنْتُ وَلَكُمْ الْبَنُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَمْ تَسْتَلْمَرُ اَجْرًا

কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ। ৩৯. তবে কি তাঁর (আল্লাহর) জন্য (কেবলমাত্র) কন্যা সন্তান, আর তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান। ৪০. তবে কি আপনি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন।

فَمَرَمٍ مَّفْرَمٍ مُثْقَلُوْنَ ﴿٥١﴾ اَمْ عِنْدَ هُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

তাই তারা বোঝার ভারে নিষ্পেষিত। ৪১. অথবা তাদের কাছে অদৃশ্য সত্যের জ্ঞান আছে, তাই (তার ভিত্তিতে) তারা লিখে রাখছে। ৪২

بِسُلْطٰنٍ-কোনো প্রমাণ ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ৩৯।-তবে কি ; لَهٗ-তাঁর (আল্লাহর) জন্য ; الْبِنْتُ-পুত্র (কেবলমাত্র) কন্যা সন্তান ; اَمْ-আর ; الْبَنُوْنَ-তোমাদের জন্য ; تَسْتَلْمَرُ-কোনো পারিশ্রমিক ; اَجْرًا-কোনো পারিশ্রমিক ; مُثْقَلُوْنَ-বোঝার ভারে-فَمَرَمٍ-তাই তারা ; الْغَيْبُ-অদৃশ্য সত্যের জ্ঞান ; يَكْتُبُوْنَ-লিখে রাখছে।

গায়রুন্নাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য কাউকে তো রাসূল হিসেবে পাঠাতে হবে। কাকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হবে। সে সিদ্ধান্ত কি এসব কাফিরদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে ? তাদের হাতে কি আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে যে, তাদের মতামত অনুসারে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ? আল্লাহর রাজ্যের মালিক কি এসব কাফির যে, তাদের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব-জগতের মালিক হলেন আল্লাহ, আর কর্তৃত্ব চলবে তাদের ?

৩০. অর্থাৎ তোমরা যে আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করছো—তা-ও আবার কন্যা সন্তান—যাকে তোমরা নিজের জন্যও অপমানজনক মনে কর—এ দাবীর সপক্ষে তোমাদের কাছে উর্ধ্বজগত থেকে আগত কোনো প্রমাণ আছে ? তোমাদের কাছে কি এমন কোনো মাধ্যম আছে, যার সাহায্যে তোমরা উর্ধ্ব জগতে উঠে তোমাদের দাবীর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নিয়ে এসেছো ? তা যদি না হয়ে থাকে এবং অবশ্যই তোমাদের দাবী মিথ্যা—তাহলে তোমরা তাঁর শত্রুতা কেন করছো, যিনি তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে আসার জন্য জীবনপাত করছেন ?

৩১. অর্থাৎ আপনিতো তাদের কাছে তাদেরকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না ; অথচ এ মুর্খের দল তাদের মুশরিক স্বার্থ-শিকারী ধর্মগুরুদের পেছনে পেছনে ছুটছে। আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কল্যাণে জীবনপাত করছেন, অথচ তারা আপনার নিকট থেকে দূরে যাচ্ছে। একথাগুলো রাসূলকে সম্বোধন করে কাফিরদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য।

﴿أَأَيْرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ ٨٢. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ ٨٣. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ ٨٤.

৪২. অথবা তারা কি চায় কোনো ষড়যন্ত্র সফল করতে, তাহলে তারাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয় যারা কুফরী করে। ৪৩. অথবা তাদের কি কোনো ইলাহ আছে

﴿غَيْرِ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ٨٤. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ ٨٥. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ ٨٦.

আল্লাহ ছাড়া—যে শিরক তারা করছে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র—মহান। ৪৪. আর তারা যদি দেখে আসমানের একটি খণ্ডকে ভেঙ্গে পড়তে,

٨٢- অথবা ; فَأَلَّذِينَ -কোনো ষড়যন্ত্র সফল করতে ; كَيْدًا -তারা কি চায় ; يُرِيدُونَ -অথবা ; ٨٣- (ف+الذين)-তাহলে যারা ; كَفَرُوا -কুফরী করে ; هُمْ -তারাই ; الْمَكِيدُونَ -ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। ٨٤- অথবা কি ; لَهُمْ -তাদের আছে ; الْ-কোনো ইলাহ ; غَيْرُ -ছাড়া ; ٨٥- (عن+ما)-তা থেকে যে ; سُبْحَانَ -আল্লাহ ; اللَّهُ -আল্লাহ ; عَمَّا -পবিত্র মহান ; ٨٦- (و+ان)-আর ; يُشْرِكُونَ -শিরক তারা করছে। ٨٧- (و+ان)-আর ; يُشْرِكُونَ -শিরক তারা করছে ; كَسَفًا -একটি খণ্ডকে ; مِّنَ السَّمَاءِ -আসমানের ; سَاقِطًا -ভেঙ্গে পড়তে ;

৩২. অর্থাৎ এসব কাফিরদের কাছে এমন কোনো জ্ঞান নেই, যদ্বারা তারা দৃষ্টির অন্তরালের বিষয়াবলী সম্পর্কে জানতে পারে। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের উপাস্যরা আল্লাহর ক্ষমতা-ইখতিয়ারে শরীক আছে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, মুহাম্মাদ সা.-এর কাছে কোনো ওহী আসেনি, আল্লাহর নিকট এরূপ কোনো ওহী আসতে পারে না, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, মৃত্যুর পরে কোনো জীবন নেই, আখিরাত কায়েম হবে না, সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে না, মৃত্যুর কোনো জীবন নেই, আখিরাত কায়েম হবে না, সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে না এবং শাস্তি ও পুরস্কার কিছুই হবে না ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাসের পক্ষে তাদের কাছে আদৌ কোনো সরাসরি জ্ঞান-ভিত্তিক প্রমাণ নেই। তাদের হঠকারিতাই এসব ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে কাজ করছে।

৩৩. এখানে মক্কার কাফির-মুশরিকদের-রাসূলে কারীম সা.-কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়া এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য সম্মিলিত শলা-পরামর্শের প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ এ কাফিররা নিতান্ত অল্প সংখ্যক সহায়-সম্বলহীন মুসলমানকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যেসব ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে এসব ষড়যন্ত্র কয়েক বছর পরে তাদের বিরুদ্ধেই যাবে। এটা কুরআন মাজীদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ ভবিষ্যদ্বাণী যখন করা হয়েছে, তখন কেউ এটা কল্পনাও করতে পারেনি যে, এতো বড় ক্ষমতামালী কুফরী শক্তি, যাদের পেছনে গোটা আরব জাতির সমর্থন রয়েছে, তারা মাত্র কয়েক বছর পরেই মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ

يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٥٥﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

তারা বলবে, ‘জমাট মেঘমালা’ ৫৫। অতএব (হে নবী!) তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দিন, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সে দিনের মুখোমুখী হয় যাতে

(ف+ذر+هم)-ফর্হুম ﴿৫৫﴾ ; مَرْكُومٌ-জমাট ; سَحَابٌ-মেঘমালা ; يَقُولُوا-তারা বলবে ;  
অতএব (হে নবী) তাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকতে দিন ; حَتَّى-যে পর্যন্ত না ; يُلَاقُوا-  
তারা মুখোমুখী হয় ; يَوْمَهُمُ-(يوم+هم)-তাদের সে দিনের ; الَّذِي فِيهِ-যাতে ;

আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে তোমরা যত ষড়যন্ত্রই করনা কেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। সকল ষড়যন্ত্র তোমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। তোমরা এ আন্দোলনকে কখনো উৎসাহিত করতে পারবে না।

৩৫. অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে ; কারণ তাদের কোনো ইলাহ নেই যে, তাদেরকে সাহায্য করবে। অপরদিকে মুহাম্মাদ সা.-এর সত্যের আন্দোলনের পেছনে বিশ্ব-জগতের একমাত্র ইলাহ মহান আল্লাহর সাহায্য। কাফির-মুশরিকদের লড়াই হচ্ছে মিথ্যা ও অসত্যের জন্য। সুতরাং মুশরিকরা কখনো চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারে না।

৩৬. এখানে কাফিরদের কুফরীর উপর অটল থাকার ব্যাপারে তাদের হঠকারিতার কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সা. ও মু’মিনদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। মু’মিনদের মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, কাফিরদেরকে এমন অলৌকিক কিছু দেখানো হোক, যাতে তারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানদারদের দলে शामिल হয়ে যায়। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করছেন যে, এ কাফিররা এমনই হঠকারী যে, কোনো মু’জিয়া-ই এদেরকে ঈমানের পথে পরিচালিত করতে পারবে না। যত বড় মু’জিয়াই এদের সামনে পেশ করা হোক না কেন, তারা একটা অজুহাত তুলে তাদের ভ্রান্তবিশ্বাসের উপর অটল থেকে যাবে। এদের সামনে আসমানের একটি টুকরা ভেঙ্গে পড়লেও এরা বলবে যে, এটা জমাট মেঘ ছাড়া কিছু নয়। সূরা আন’আমের ৭নং আয়াতে তাদের হঠকারিতার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন—  
“আর আমি যদি কাগজে লিখিত কিতাবও আপনার প্রতি নাযিল করতাম এবং তারা তা তাদের হাত দিয়ে ছুয়েও দেখতো, তবু যারা কুফরী করেছে, তারা বলতো—‘এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছু নয়।’ একই সূরার ১১১ আয়াতে আল্লাহ বলেন—“আর যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলতো, আর সব বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করে দিতাম, তথাপি তারা কখনো ঈমান আনতো না।” সূরা আল-হিজরের ১৪ ও ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে—“আমি যদি তাদের সামনে আসমানের কোনো দুয়ারও খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহন করতে থাকে ; তবুও তারা বলতে থাকবে ‘আমাদের দৃষ্টিকে প্রতারিত করা হয়েছে।’”

يُصْعَقُونَ ۖ يَوْمًا لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُكُمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۗ وَإِنْ

তাদেরকে আযাবে নিষ্কেপ করা হবে। ৪৬. সেদিন তাদের কোনো ষড়যন্ত্র তাদের কিছুমাত্রও কাজে আসবে না এবং না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ৪৭. আর অবশ্যই

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ وَأَصْبِرْ

যারা যুলুম করেছে, তাদের জন্য এটা ছাড়াও, (সেদিন আসার আগে) শাস্তি রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না<sup>৪৭</sup>। ৪৮. আর (হে নবী!) আপনি ধৈর্য ধারণ করুন

بِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۗ

আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়<sup>৪৮</sup>, কেননা আপনি তো রয়েছেন আমার চোখে চোখে<sup>৪৯</sup> এবং আপনি যখন (নিদ্রা থেকে) উঠবেন তখন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন।<sup>৫০</sup>

يُصْعَقُونَ-তাদেরকে আযাবে নিষ্কেপ করা হবে। ৪৬. -سَعَقَ-সেদিন; ৪৭. -يُصْعَقُونَ-তাদেরকে আযাবে নিষ্কেপ করা হবে; ৪৮. -يُصْعَقُونَ-তাদেরকে আযাবে নিষ্কেপ করা হবে; ৪৯. -يُصْعَقُونَ-তাদেরকে আযাবে নিষ্কেপ করা হবে; ৫০. -يُصْعَقُونَ-তাদেরকে আযাবে নিষ্কেপ করা হবে।

৩৭. অর্থাৎ যারা শিরক, কুফর ও আল্লাহর নাফরমানী করার মাধ্যমে যুলুম-এর মধ্যে ডুবে আছে, তাদের জন্য আখিরাতের মহাশাস্তির আগে দুনিয়াতেও তাদেরকে কোনো না কোনো ছোট শাস্তি রয়েছে; কিন্তু এ যালিমরা তা উপলব্ধি করতে পারে না এবং তারা অপরাধ থেকে ফিরেও আসে না। দুনিয়াতেও অপরাধের শাস্তি কিছুটা যে ভোগ করতে হয়, তা সূরা আস-সাজদার ২১ আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন—“আমি অবশ্যই তাদেরকে সেই মহাশাস্তির আগে কোনো কোনো ছোট আযাবের স্বাদ আন্বাদন করাবো। যেন তারা (অপরাধ থেকে) ফিরে আসে। “কিন্তু যারা মুর্খতার মধ্যে ডুবে আছে, তারা দুনিয়ার সাময়িক বিপর্যয় থেকে শিক্ষা গ্রহণতো

﴿۞۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝﴾

৪৯. আর তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করুন রাতের কিছু অংশে<sup>৪৯</sup> এবং তারকারাজি অন্ত যাওয়ার পরেও<sup>৪৯</sup>।

﴿৪৯﴾-আর ; مِنْ-কিছু অংশে ; اللَّيْلِ-রাতের ; فَسَبِّحْهُ-(ف+সব+হে)-তাঁর (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করুন ; وَ-এবং ; وَإِدْبَارَ-অন্ত যাওয়ার পরেও ; النُّجُومِ-তারকারাজী ।

করেই না, বরং বিপর্যয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও কারণ দেখিয়ে নিজেদের সংশোধন হওয়া থেকে আরও দূরে সরে যায়। তারা বুঝতে চায় না যে, তাদের নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের উপর এ বিপর্যয় নেমে এসেছে।

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—“মুনাফিক যখন রোগাক্রান্ত হয় এবং পরে যখন রোগ থেকে মুক্তি পায়, তখন তার অবস্থা দাঁড়ায় সেই উটের মতো, যাকে তার মালিক বেঁধে রাখলো ; কিন্তু সে বুঝতে পারলো না যে, তাকে কেন বেঁধে রাখা হয়েছে। আবার যখন তার মালিক তাকে ছেড়ে দেয়, তখনো সে বুঝতে পারলো না যে, তাকে কেন ছেড়ে দেয়া হয়েছে।”

৩৮. অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করে আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে যেতে থাকুন এবং এতে সুদৃঢ় থাকুন। এ নির্দেশ রাসূলের মাধ্যমে সকল মু'মিনের জন্য।

৩৯. অর্থাৎ আপনি এবং আপনার অনুগত সাথীদেরকে কাফিরদের সামনে অরক্ষিতভাবে এমনি ছেড়ে দেইনি ; বরং আমি সবই দেখছি। আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।

৪০. তাফসীর বিশারদগণ এ আয়াতের আরো কয়েকটি অর্থ করেছেন। এসব অর্থই হাদীস থেকে প্রমাণিত। সেগুলো হলো—

এক : কোনো মাজলিস থেকে মাজলিস শেষে উঠার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করা।

দুই : নামাযের জন্য দাঁড়ালে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবী-ই পাঠ করা।

তিন : দীনের দাওয়াতী কাজের প্রস্তুতি নিলে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ সহকারে কাজের সূচনা করা।

চার : দুপুরে আরামের পর উঠে যোহর নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সা.-এর আমল থেকে এসব অর্থের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

৪১. রাতিকালে তাসবীহ পাঠ দ্বারা মাগরিব, ইশা, তাহাজ্জুদ এবং কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকর বুঝানো হয়েছে।

৪২. তারকারাজি অস্ত যাওয়ার তাসবীহ পাঠ করা দ্বারা ফজরের নামায় বুঝানো হয়েছে। কারণ ভোরের আলো দেখা দিলেই তারকার আলো ক্রমেই হ্রাস হয়ে যায়।

### ২য় রুকু' (২৯-৪৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ-বিরোধী বাতিল শক্তি দীনী দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে যত রকমের কটুক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং যুলুম-নির্যাতন চালাক না কেন, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদেরকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২. অনেক অলৌকিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নবীদেরকেও বাতিল শক্তি নানা ধরনের বিদ্রূপাত্মক উপাধিতে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং সত্যের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে এটাই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

৩. দায়ী ও মুবাঞ্জিগদেরকে অবশ্যই বাতিলের ক্রকুটি উপেক্ষা করে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখে দীনের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে হবে।

৪. আল্লাহর পথের সৈনিকগণ সার্বক্ষণিক আল্লাহর দৃষ্টির সম্মুখে তথা আল্লাহর নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে থাকে। সুতরাং আল্লাহ-ই যাদের নিরাপত্তা দাতা, তাদের দুঃশক্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না।

৫. কুরআন মাজীদ কোনো মানব রচিত কিতাব নয়—এর প্রমাণ হলো আল্লাহ প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ। কোনো মানুষ আজ পর্যন্তও কুরআনের ছোট্ট সূরাটির মতো একটি সূরা রচনা করেও এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।

৬. কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মানুষের জন্য কুরআন মাজীদ-ই সর্বশেষ আসমানী কিতাব। সুতরাং আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করা কখনো কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

৭. আল কুরআন ও তাঁর বাহক রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে অযৌক্তিক সব কথাবার্তা যারা বলে, তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো কিছু অজুহাত তুলে ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা।

৮. মানুষ যেমন তার নিজের স্রষ্টা নয়, তেমনি সে আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি কোনো কিছুই স্রষ্টা নয়। সুতরাং যিনি এসব কিছুর স্রষ্টা সেই আল্লাহর ইবাদত করতে অনিচ্ছা তার অবিশ্বাসেরই প্রতিক্রিয়া।

৯. আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডারের চাবিকাঠিও মানুষের হাতে নেই এবং তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও তাদের নেই; সুতরাং আল্লাহ কাকে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করবেন তার সিদ্ধান্তও আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ।

১০. কুফর ও শিরকের পক্ষে দুনিয়াতে কোনো প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র।

১১. নবী-রাসূলগণ মানুষের কাছে হিদায়াতের বিনিময় চাননি; তা সত্ত্বেও রাসূলের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা তাদের হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

১২. ওহীর সূত্র ছাড়া অদৃশ্য জগত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখিরাত সম্পর্কে জানার দ্বিতীয় সূত্র নেই।

১৩. মুশরিকদের বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। ভ্রান্ত বিশ্বাসের গড়ে উঠা তাদের সকল কর্মকাণ্ডও ভ্রান্ত। সুতরাং আখিরাতে তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী হবে।

১৪. কাফির ও মুশরিকরা সত্য দীনের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, তারা নিজেরাই সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হবে।

১৫. কুফর, শিরক এবং আত্মাহর নাফরমানীর শাস্তি কিছু দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। আর আখিরাতেতো তা নির্ধারিত আছেই।

১৬. দুনিয়াতে সামান্য শাস্তি দিয়ে আত্মাহ মানুষকে সঠিক পথে আনতে চান। যারা তা বুঝতে পেরে তাওবা করে সঠিক পথে এসে যায়, তারাই আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়।

১৭. যারা দুনিয়াতে আত্মাহ প্রদত্ত শাস্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না এবং এটাকে প্রাকৃতিক কিছু কার্যকারণ দেখিয়ে হিদায়াতের পথ থেকে দূরে সরে থাকে, তাদের জন্য পরবর্তী জীবনে রয়েছে বড়ই দুর্ভোগ।

১৮. পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা আত্মাহর উপর রেখে দীনী কাজে এগিয়ে যেতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, আত্মাহ মু'মিনদের সাথে আছেন, তিনি সবই দেখছেন।

১৯. অতএব আমাদেরকে সকল অবস্থায়ই আত্মাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

২০. আত্মাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠে তাঁর রাসূলের সূনাতের অনুসারী হতে হবে।





## সূরা আন নাজ্‌ম-মাকী

আয়াত : ৬২

রুকু' : ৩

## নামকরণ

সূরার পরিচিতির জন্য সূরার প্রথম শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আন-নাজ্‌ম' অর্থ তারকারাজী।

## নাখিলের সময়কাল

নবুওয়াতের ৫ম বছরে রমায়ান মাসে মুসলমানদের হাবশায় হিজরতকালীন সময়ে এ সূরা নাখিল হয়েছে। মক্কার হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের এক সমাবেশে রাসূলুল্লাহ সা. এ সূরা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এ সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত নাখিল হয়েছে। কুরাইশদের সমাবেশে এ সূরা পাঠকালে সিজদার আয়াত আসলে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে মু'মিন, কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সবাই সিজদায় পড়ে যায়। কাফিরদের বড় বড় নেতা যারা সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলো, তারা কেউই সিজদা না করে থাকতে পারেনি। এ ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুসারে এ সূরা নাখিলের সময়কাল সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। তাছাড়া এ সনের রজব মাসেই হাবশায় মুসলমানদের প্রথম দল হিজরত করে। তারা সেখানে থেকে শুনতে পায় যে, মক্কার সকল লোক মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু এখানে এসেই হারাম-শরীফের সমাবেশের ঘটনা শুনতে পায় এবং প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে। তারা দেখতে পায় যে, অবস্থা আগের মতোই রয়েছে তাই তারা এ বছরেরই শাওয়াল মাসে আবার হাবশায় ফিরে যায়। তাদের সাথে আরো কিছু লোক হাবশায় হিজরত করে। এ ঘটনা থেকেও এ সূরায় নাখিল-কাল সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর নাখিলকৃত কুরআন মাজীদার সত্যতা প্রমাণ এবং মুহাম্মাদ সা. এবং কুরআনের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের অবলম্বিত নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া।

এ সূরা প্রথম সূরা যা মক্কায় রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেন। (কুরতুবী)

তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত সর্বপ্রথম এ সূরাতেই নাখিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ সা. হারাম শরীফে সিজদা করেন। হারাম শরীফের এ সমাবেশে মু'মিনদের সাথে মক্কার কুরাইশদের অনেক নেতাই উপস্থিত ছিলো। আশ্চর্যের ব্যাপারে এই যে, তারা সবাই রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। যদিও তারা পরে তাদের এ কাজের জন্য নিজেরা বিচলিত বোধ করেছে এবং অন্যদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি মাত্র লোক সিজদা করেনি। সে ছিলো উমাইয়া ইবনে খালফ। সে কিছু মাটি তুলে নিজের কপালে লাগিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, “আমি এ ব্যক্তিকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।” (ইবনে কাসীর)

সূরার প্রথম রুকু'তে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর রিসালাতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ নির্ভেজাল আল্লাহর গুহী। তোমাদের সাথে মুহাম্মাদ সা. পথভ্রষ্ট নন এবং তিনি এ কুরআন মহাশক্তিদর এক সত্তার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে কোনো মিথ্যার সংমিশ্রণ নেই। তোমরা তাঁর সাথে অন্ধভাবে এ নিয়ে বিতর্ক করছো। অথচ তিনি তাওহীদ ও আখিরাতে সম্পর্কে যা বলছেন তা তাঁর চাক্ষুষ দেখা।

এরপর মুশরিকদের দেব-দেবীর প্রসঙ্গ টেনে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা লাভ, মানাত ও উষ্যার মতো দেব-দেবীকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে তাদের উপাসনা করছো, এটা তোমাদের মনগড়া ধর্ম। প্রকৃত পক্ষে এসব দেব-দেবী তোমাদের বানানো। তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে মনে কর ; অথচ কন্যা সন্তানকে তোমরা নিজেদের জন্য লজ্জাজনক বলে মনে কর। প্রকৃত ব্যাপার হলো এসব ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুসারে এসব বানিয়ে নিয়েছো। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য যে হিদায়াত তথা দিক-নির্দেশনা এসেছে সেটাই তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। মানুষের কল্যাণ কি তার কামনা-বাসনার মধ্যে নিহিত ?

দ্বিতীয় রুকু'তে বলা হয়েছে যে, তোমরা মনে করো যে, তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীরা আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। কিন্তু তোমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহর অগণিত ফেরেশতা রয়েছে যাদের সুপারিশও কোনো কাজে আসবে না। একমাত্র তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। মনে রেখো, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, ফেরেশতাদেরকে দেবীদের নামে নামকরণ করে, তাদের ধারণা কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না।

অতপর রাসূলুল্লাহ সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, এদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন। কে সঠিক পথে আছে, আর কে ভুল পথে আছে, তা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রমাণ করে দেবেন। আল্লাহ সেদিন অন্যায়কারীকে তার অন্যায়ের শাস্তি অবশ্যই দেবেন এবং ভাল কাজ যারা করেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করবেন। সত্যিকার মুত্তাকী কে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন, কারণ তিনি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ সম্পর্কে ভালো জানেন। যারা বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ তাদের ছোটখাটো গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

তৃতীয় রুকু'তেই বলা হয়েছে যে, দীনের মৌলিক বিষয়গুলো কুরআন নাযিলের আগেও ইবরাহীম ও মূসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সহীফা ও গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং মুহাম্মাদ সা. কোনো নতুন জীবনব্যবস্থা নিয়ে আসেননি। সেইসব গ্রন্থে একথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, অতীতের সীমালংঘনকারী আদ, সামূদ, কাওমে নূহ ও কাওমে লূত প্রমুখ জাতিসমূহ যুলুম ও সীমালংঘনের কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন এগিয়ে আসছে। সেই দিনের বিপর্যয় ঠেকানোর শক্তি কারো নেই। তোমাদেরকে অতীতের বিধ্বস্ত জাতিগুলোর মতো শেষ নবী ও শেষ আসমানী কিতাব কুরআনের মাধ্যমে আগেই সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। তোমরা শেষ নবীর দাওয়াতকে অভিনব মনে করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলাছো। তোমরা নিজেরা তাঁর কথা শুনতে চাওনা এবং অন্যদেরকেও শুনতে দিতে চাওনা ; আর তাই হৈ চৈ করে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে চলছো। তোমাদের উচিত অনুশোচনা সহকারে এসব কাজ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর সামনে বিনত হওয়া এবং তাঁরই ইবাদাত করা।



রুকূ'-৩

## ৫৩. সূরা আন নাজ্‌ম-মাক্কী

আয়াত-৬২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

① وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ② مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ③ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

১. কসম তারকারাজির<sup>১</sup> যখন তা অস্ত যায়। ২. তোমাদের সাথী<sup>২</sup> পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।<sup>৩</sup> ৩. আর তিনি নিজ খেয়াল-খুশীতেও কথা বলেন না।

①-কসম ; النَّجْمِ-তারকারাজির ; إِذَا-যখন ; هَوَى-তা অস্ত যায়। ②-পথভ্রষ্ট হননি ; مَا ضَلَّ-বিপথগামীও ; مَا غَوَى-এবং ; وَ-তোমাদের সাথী ; (صاحب+كم)-صَاحِبُكُمْ ; হননি ; (عن+الهِوَى)-عَنِ الْهَوَى ; -তিনি কথা বলেন না ; وَمَا يَنْطِقُ-আর ; ③-নিজ খেয়াল-খুশীতে।

১. 'আন নাজ্‌ম' দ্বারা তারকারাজি বুঝানো হয়েছে। তবে এর দ্বারা কয়েকটি তারকার সমষ্টি 'সুরাইয়া' তথা সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বুঝানো হতে পারে। তবে আবু উবায়দা নাহবীর মতানুসারে 'আন নাজ্‌ম' দ্বারা সমস্ত তারকা-ই উদ্দেশ্য।

'হাওয়া' শব্দের অর্থ পতিত হওয়া। আর তারকারাজির পতিত হওয়া অর্থ অস্ত যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা এখানে তারকারাজির শপথ করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আনীত ওহীর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওহী সত্য বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে।

আল্লাহ বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করতে পারেন। কিন্তু অন্য কারো জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কসম করা বৈধ নয়। এখানে তারকারাজির শপথ করার তাৎপর্য হলো—অন্ধকার রাতে দিক ও পথ নির্ণয় করার জন্য তারকারাজি যেমন দিকদর্শক, তেমনি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে সত্য-সঠিক পথ নির্ণয় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. দিকদর্শক।

২. 'সাহিবুকুম' অর্থ তোমাদের সাথী, বন্ধু, নিকটে বসবাসকারী আপন মানুষ। এখানে এর দ্বারা নবী সা.-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ নবী তোমাদের আপন লোক, তোমাদের সাথেই তিনি জন্ম থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্র, সত্যবাদিতা, আমানতদারী সবই তোমাদের জানা। তারপরও তোমরা কিভাবে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অমূলক অভিযোগ আরোপ করছো? তোমাদের নিজেদের বিবেক কি এসব কাজে সাহায্য দেয়? তিনি অন্য কোনো দেশের লোক নয়। হঠাৎ করে তিনি তোমাদের মধ্যে উড়ে এসে নতুন কোনো কথা প্রচার করছেন না। তাঁর পুরো জীবন তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

⑧ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ⑤ عَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَىٰ ⑥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ①

৪. যা তাঁর নিকট নাযিল করা হয় তা ওহী ছাড়া কিছু নয়। ⑤. তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন এক অতি শক্তিদর (ফেরেশতা)। ⑥. (তিনি) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও মহাশক্তির অধিকারী, তিনি তাঁর স্বরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

⑧-কিছু নয় ; হُو-তা ; الْوَحْيُ-ওহী ; يُوحَى-যা তাঁর নিকট নাযিল করা হয়। ⑤-শক্তিদর-الْقُوَى- ; شَدِيدٌ-অতি ; عَلَّمَهُ- (علم+)-তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন ; ذُو مِرَّةٍ-অত্যন্ত বিচক্ষণ ও মহাশক্তির ; فَاسْتَوَى (ফেরেশতা)। ⑥- (তিনি) অধিকারী ; (ف+استوى)-তিনি তাঁর স্বরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

৩. এটাই হলো কসমের জবাব। অর্থাৎ মুহাম্মদ সা. তোমাদের পরিচিত একান্ত আপনজন। তিনি পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও নন। তারকারাজির অন্ত যাওয়ার আগে মানুষের দৃষ্টিতে কোনো বস্তু অস্পষ্ট থাকলেও সূর্য উদয়ের সাথে সাথে সকল বস্তুই মানুষের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। তদ্রূপ মুহাম্মদ সা.-এর নবী হিসেবে আবির্ভাবের সাথে সাথে হক ও বাতিল সবার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁর পথভ্রষ্ট হওয়া বা বিপথগামী হওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তোমরা নিজেরাই জান যে, তাঁর মতো ভদ্র, নম্র, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, মানুষের কল্যাণকামী এবং সত্যপন্থী মানুষ নিজে বিপথগামী হয়েছেন, আর অন্যদেরকেও বিপথগামী করার জন্য উঠে পড়েও লেগে গেছেন—এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যেতে পারে না। তাঁর জীবন তোমাদের সামনে অন্ধকারে ঢাকা নয়, বরং ভোরের আলোর মতো স্পষ্ট।

৪. অর্থাৎ তিনি নিজে কোনো কথা রচনা করে তা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ পাওয়ার পরই বলেন। তবে ওহী বা প্রত্যাদেশের প্রকারভেদ আছে। বুখারীতে তার কয়েক প্রকার বর্ণিত হয়েছে—

এক : ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ওহীর উদাহরণ হলো ‘কুরআন’।

দুই : ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, ভাষা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিজস্ব। এর উদাহরণ হলো হাদীস ও সন্নাহ।

অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভাব-এর মধ্যে কখনো সুস্পষ্ট বিধান ও দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা বর্ণিত হয়েছে আবার কখনো কোনো সামগ্রিক মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। আর সেই মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ করে রাসূলুল্লাহ সা. বিধানাবলী বের করেছেন। এ ইজতিহাদে ভুল হওয়ার আশংকা দেখা দিলে আল্লাহ তা‘আলা তা ওহীর মাধ্যমে সংশোধন করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বের করেন, তাতে ভুল হওয়ার আশংকা দেখা দিলে, তা আল্লাহ কর্তৃক সংশোধিত হয়ে

﴿ۙ وَهُوَ بِالْأَفْئِقِ الْأَعْلَىٰ ﴿ۙ تَرَىٰ دَنَابِدًا لِّي ﴿ۙ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ۙ﴾

১. এমতাবস্থায় তিনি (ছিলেন) উর্ধ্ব দিগন্তে<sup>১</sup>। ৮. তারপর কাছে এগিয়ে এলেন এবং শূন্যে ভেসে রইলেন।

৯. তখন (দূরত্ব) থাকলো দু'ধনুকের পরিমাণ অথবা তার চেয়েও কম।<sup>২</sup>

১) এমতাবস্থায় ; وَ-তিনি (ছিলেন) ; بِالْأَفْئِقِ-বা'আফ-দিগন্তে ; الْأَعْلَىٰ-উর্ধ্ব ।  
২) তারপর ; تَرَىٰ-কাছে এগিয়ে এলেন ; دَنَابِدًا-এবং শূন্যে ভেসে  
রইলেন । ৩) فَكَانَ-(ফ+কান)-তখন (দূরত্ব) থাকলো ; قَابَ-পরিমাণ ; قَوْسَيْنِ-দু'  
ধনুকের ; أَوْ-অথবা ; أَدْنَىٰ-তার চেয়েও কম ।

যাওয়ার ফলে তাঁরা ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেননি। নবী-রাসূল ছাড়া অন্য মুজতাহিদ আলোমগণ ইজতিহাদী ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তবে যেহেতু তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইজতিহাদ করেন তাই তাঁদের এ ভুল ক্ষমাবোগ্য অধিকন্তু তারা এজন্য কিছুটা সওয়াবের অধিকারীও হন।

৫. অর্থাৎ এ কুরআন যাকে তোমরা তাঁর রচিত বলে তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করছ, তা কোনো মানুষের রচিত নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত এক মহা-শক্তিধর ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তাই এর মধ্যে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা নেই। এখান থেকে সূরার ১৮শ আয়াত পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল আ.-এর কথাই বলা হয়েছে। অধিকাংশ মুফাস্সিরের এটাই সঠিক তাফসীর।

কুরআন মাজীদেদে সূরা তাকবীরের ১৯ থেকে ২২ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে—

“নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) সম্মানিত সংবাদ বাহকের (আনীত) বাণী ; যিনি শক্তিশালী ;—আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান। তাঁকে সেখানে মেনে চলা হয় ; অধিকন্তু তিনি বিশ্বাসভাজন।”

একাধিক হাদীস থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৬. ‘মিররা’ শব্দের অর্থ শক্তি। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তি বুঝানোর জন্য জিবরাঈল আ.-এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কেউ যেন এমন মনে না করে যে, জিবরাঈল আ. ওহী নিয়ে রাসূলের নিকট আগমন করার সময় কোনো শয়তান তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কারণ তিনি এতই বিচক্ষণ যে, শয়তান তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

৭. অর্থাৎ জিবরাঈলকে যখন তিনি প্রথম দেখেছিলেন তখন তিনি (জিবরাঈল) পূর্ব-দিগন্তে বসেছিলেন। যেখানে আকাশ পৃথিবীর সাথে মিলিত দেখা যায়। এটাকে ‘উর্ধ্ব দিগন্ত’ এজন্য বলা হয়েছে যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণত দেখা যায় না। তাই জিবরাঈল-কে তার উপরিভাগে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ ﴿٥١﴾ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَىٰ ﴿٥٢﴾ أَفْتَمْرُونَهُ

১০. তখন তিনি (ফেরেশতা) তাঁর (আল্লাহর) বান্দাহর নিকট ওহী পৌঁছে দিলেন, যে ওহী পৌঁছানোর ছিলো,  
১১. (তাঁর) অন্তর তা অস্বীকার করেনি, যা তিনি দেখেছেন।<sup>১০</sup> ১২. তোমরা কি তাঁর সাথে ঝগড়া করছো-

﴿عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٤﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٥٥﴾ عِنْدَهَا

সে বিষয়ে যা তিনি দেখেছেন? ১৩. আর নিঃসন্দেহে তিনি (রাসূল) দেখেছেন তাঁকে (ফেরেশতাকে) অপর  
একবার। ১৪. 'সিদরাতুল মুনতাহার' নিকট। ১৫. তার নিকটে রয়েছে—

﴿٥٠﴾-তখন তিনি (ফেরেশতা) ওহী পৌঁছে দিলেন ; -নিকট ;  
﴿٥١﴾ مَا -যে-مَا-ওহী পৌছানোর ছিলো ; -ওহী-أَوْحَى ; -যে-مَا-ওহী পৌছানোর ছিলো ; -এব্দ+)-عَبْدِهِ  
﴿٥٢﴾-অস্বীকার করেনি ; -তা-مَا ; -তিনি দেখেছেন। -রَأَى ; -তা-مَا ; -তা, যা ;  
﴿٥٣﴾ -বিষয়ে ; -এব্দ+)-عَلَى ; -তোমরা কি তাঁর সাথে ঝগড়া করছ ; -এব্দ+)-أَفْتَمْرُونَهُ  
﴿٥٤﴾ -নিঃসন্দেহে -এব্দ+)-لَقَدْ رَأَاهُ ; -আর-و-﴿٥٥﴾ -সে, যা ; -তিনি দেখেছেন। -يَرَى ;  
তিনি (রাসূল) দেখেছেন তাঁকে (ফেরেশতাদের) ; -একবার ; -نَزَّلَةً ; -অপর। -أُخْرَى ;  
-তার -এব্দ+)-عِنْدَهَا ﴿٥٥﴾ -সিদরাতুল মুনতাহার। -عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ; -নিকট ;  
নিকট রয়েছে ;

৮. অর্থাৎ জিবরাঈল আ. পূর্ব দিকের উর্ধ্ব দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমান্বয়ে রাসূলের দিকে এগিয়ে এলেন এবং দু'ধনুকের দূরত্ব তথা দু'হাত পরিমাণ দূরত্বে এসে স্থির হয়ে থাকলেন। 'তার চেয়েও কম' এ জন্য বলা হয়েছে—ধনুকের পরিমাপে কম-বেশী হয়ে থাকে, তাই সে হিসেবে কোনো পরিমাপ করা হলে, তাতে কম-বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

৯. অর্থাৎ “আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে বান্দাহর প্রতি যা ওহী দেয়ার ছিলো তা দিলেন” আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে—“জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাহর প্রতি যা ওহী দেয়ার ছিলো তা দিয়ে দিলেন।” মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতে উভয় অনুবাদ সঠিক।

১০. অর্থাৎ তিনি চোখে যা দেখেছেন, তাঁর অন্তর দ্বারা তিনি উপলব্ধিও করেছেন। দৃশ্যমান বিষয়কে তাঁর অন্তর দৃষ্টিভ্রম বা শয়তানের কারসাজি বলে মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি। তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ও এতে সৃষ্টি হয়নি। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে নবুওয়্যাত দানের জন্য বাছাই করেন, তাঁর মন-মনসকিতাকে সব রকমের সন্দেহ-সংশয় ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত রাখেন। আল্লাহ তাঁর নবীর অন্তর সুদৃঢ় করে দেন। যার ফলে তাঁর চোখ যা দেখে, তাঁর কান যা শোনে তার সত্যতা সম্পর্কে তাঁর হৃদয়-মনে সামান্যতম দ্বিধা-সন্দেহও থাকে না। তাঁর

جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ ۝ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۗ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۗ

‘জান্নাতুল মাওয়া’ ১৬. যখন সিদরা-কে ঢেকে রাখছিলো তা, যা ঢেকে রাখছিলো ১৭. (তখন) তাঁর দৃষ্টি-  
বিভ্রাটও হয়নি আর সীমা অতিক্রমও করেনি ১০।

السِّدْرَةَ - জান্নাতুল মাওয়া ১৬. -যখন ; يَغْشَى -ঢেকে রাখছিলো ; جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ -  
সিদরাকে ; مَا -তা, যা ; يَغْشَى -ঢেকে রাখছিলো ১৭. مَا زَاغَ (তখন তাঁর) বিভ্রাট-ও  
হয়নি ; الْبَصَرُ -দৃষ্টি ; وَ -আর ; طَغَى -সীমা অতিক্রমও করেনি ।

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে সত্যই তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়, তিনি তা দ্বিধাহীন চিন্তে গ্রহণ করে নেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁর প্রতিপালক তাঁকে সব ধরনের শয়তানী হস্তক্ষেপ থেকে চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। তাঁর কাছে জিবরাঈলের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের ওহী আসুক না কেনো, তা তাঁর সম্পর্কে অনুভূতিও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত। এ ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ-সংশয় ছিলো না।

১১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈলকে স্বরূপে দ্বিতীয়বার দেখেন ‘সিদরাতুল মুনতাহা’র নিকট যার নিকটেই রয়েছে ‘জান্নাতুল মাওয়া’। ‘সিদরা’ শব্দের অর্থ বরই গাছ। আর ‘মুনতাহা’ শব্দের অর্থ শেষ প্রান্ত। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের জ্ঞানের সীমা এখানেই শেষ হয়ে যায়। তার পরে যা আছে, তা আল্লাহ হাড়া আর কেউ জানে না। আর শেষ প্রান্তের এ বরই গাছ কেমন তাও আমাদের জানা নেই। মানব-জ্ঞান কল্পনা করেও তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে অক্ষম। তবে হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, এ বরই গাছ ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। এর মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। (কুরতুবী)

সাধারণ ফেরেশতাগণের আসা-যাওয়ার এটাই শেষ সীমা। তাই এটাই শেষপ্রান্ত বলা হয়েছে। হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার বিধানাবলী প্রথমে ‘সিদরাতুল মুনতাহায়’ নাযিল হয়, এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের নিকট সোপর্দ করা হয়। আর দুনিয়া থেকে আকাশগামী মানুষের আমলনামাও ফেরেশতারা এখানে পৌঁছায়। তারপর অন্য কোনো পন্থায় তা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে মুসনাদে আহমদে এরূপ বর্ণিত আছে। (ইবনে কাসীর)

‘জান্নাতুল মাওয়া’ অর্থ সেই জান্নাত যা মানুষের আসল ঠিকানা। অর্থাৎ এটা সেই জান্নাত যা আখিরাতে ঈমানদার ও মুত্তাকী লোকেরা লাভ করবে। জান্নাতকে আসল ঠিকানা বলার কারণ হলো—আদম আ. এখানেই সৃষ্টি হয়েছেন। এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং অবশেষে এখানেই জান্নাতীরা চিরদিন বাস করবে।

১২. অর্থাৎ বরই গাছকে ঢেকে রেখেছিল আবৃতকারী কোনো বস্তু। এ আবৃতকারী বস্তু সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লিখিত



لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿٥٨﴾ أَفَرَأَيْتُم مَّا لَكُمْ مِنَ الْمَتَالِ الْغَيْرِ الْمَكْنُونِ ﴿٥٩﴾

১৮. নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর প্রতিপালকের কতক বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন<sup>৫৮</sup>।

১৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'মাত' ও 'উয্যা' সম্পর্কে ?

وَمِن مَّن مِّنَ الْأُمَّةِ نَحْنُ نَكْتُبُ لَهَا مِنْهَا صَفْحَةٌ مِنْهَا وَعِلْمٌ كَرِيمٌ ﴿٦٠﴾

২০. আর তৃতীয় অপর (দেবতা) 'মানাত' সম্পর্কে<sup>৬০</sup> ২১. তোমাদের জন্য পুত্র-

সন্তান এবং তাঁর (আল্লাহর) জন্য কন্যা-সন্তান<sup>৬১</sup> ? ২২. এটা তো তাহলে

لَقَدْ رَأَىٰ-নিঃসন্দেহে তিনি দেখেছেন ; مِنْ-কতক ; آيَاتِ-নিদর্শনাবলী ; رَبِّهِ-তোমরা (আল্লাহর) ; الْكُبْرَىٰ-বড় বড় (৫৮) ; أَفَرَأَيْتُم-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; الْمَتَالِ-মাত ; الْغَيْرِ-উয্যা সম্পর্কে (৫৯) ; وَمِن مَّن-আর ; مِّنَ الْأُمَّةِ-আর (দেবতা) ; نَحْنُ-আমরা ; نَكْتُبُ-কি ভেবে দেখেছো ; لَهَا-তোমাদের জন্য ; مِنْهَا-কি ; صَفْحَةٌ-পুত্র-সন্তান ; مِنْهَا-এবং ; وَعِلْمٌ-তাঁর (আল্লাহর) জন্য ; كَرِيمٌ-কন্যা সন্তান (৬০) ; تِلْكَ-এটা তো ; إِذَا-তাহলে ;

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. যখন জিবরাঈলের সাথে 'সিদরাতুল মুনতাহা' তথা শেষ প্রান্তের বরই গাছের নিকট পৌঁছলেন, তখন স্বর্ণনির্মিত প্রজাপতিসমূহ চারদিক থেকে এসে বরই গাছের ওপর পতিত হচ্ছিলো। মনে হয় সম্মানিত মেহমান রাসূলুল্লাহ সা.-এর আগমনে তাঁর সম্মানার্থে বরই গাছটিকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিলো।

১৩. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. সেখানে যা কিছু দেখেছেন তাতে তাঁর চোখ বলসে যায়নি যাতে তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হতে পারে। এটা সেই সন্দেহের জবাব যাতে কেউ মনে করতে পারে যে, এতসব বিস্ময়কর জিনিস দেখে রাসূলুল্লাহ সা.-এর চোখ বলসে গিয়ে থাকতে পারে তাছাড়া তিনি এমন আশ্চর্য্যকর হয়ে যাননি যে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিভিন্ন বিস্ময়কর বস্তুগুলো দেখেছেন। বরং তিনি পূর্ণ প্রশান্তি সহকারেই এসব দেখেছেন। তার সাথে সাথে তাঁর মন-মানসিকতা ও একাগ্রতা সেদিকেই নিবদ্ধ ছিলো, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়েছিলো।

১৪. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. মিরাজের রাতে তাঁর প্রতিপালক আল্লাহর অনেকগুলো বড় বড় নিদর্শন দেখেছিলেন। এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সা. সে রাতে আল্লাহকে দেখেননি, বরং তিনি আল্লাহর এমন নিদর্শনাবলী দেখেছেন, যা তিনি দুনিয়াতে থাকতে দেখেননি।

রাসূলুল্লাহ সা. উল্লিখিত দু'টি ক্ষেত্রে আল্লাহকে দেখেছিলেন, না জিবরাঈল আ.-কে দেখেছিলেন এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য হওয়ার কারণে মুফাসসিরীনে কিরামের মধ্যেও কিছুটা মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত

قَسَمَةٌ ضِيْرِي ۝۲۷ اِن هِي اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمِيْتُمْوَهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ

অত্যন্ত অসংগত বক্টন। ২৩. এগুলো তো নিছক নাম ছাড়া কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা নামকরণ করেছ

قَسَمَةٌ-বক্টন ; ضِيْرِي-অত্যন্ত অসংগত। ۲۷-কিছুই নয় ; هِي-এগুলো তো ; اِلَّا-  
ছাড়া ; اَنْتُمْ-  
তোমরা ; وَاَبَاؤُكُمْ-(আবু+কম)-তোমাদের পূর্বপুরুষরা ;

ও বেশ কিছু হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ সা. উল্লিখিত দু'ক্ষেত্রে আল্লাহকে দেখেননি, বরং তিনি উভয় স্থানে আল্লাহর কুদরতের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন। তবে আল্লাহকে দেখা না দেখার ব্যাপারে যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা এবং নিশ্চুপ থাকা উত্তম। কারণ এর সাথে কোনো আমল জড়িত নয় ; বরং এটা এমন বিশ্বাসগত ব্যাপার যা ঈমানের মূল বিষয়ের অংশ নয়। তাছাড়া এ ব্যাপারে অকট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে আসাও সম্ভব নয়।

১৫. অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.তোমাদেরকে যে দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা কোনো কাল্পনিক ধারণা অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় ; বরং তিনি চাক্ষুষভাবে আল্লাহর কুদরতের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখে এসেছেন। তারপরও তোমরা তোমাদের মিথ্যা উপাস্য দেব-দেবীর উপাসনায় লিপ্ত রয়েছো। তোমরা কি ভেবে দেখেছো, এসব দেব-দেবীর কি ক্ষমতা আছে, যারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম। কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই তোমরা এসব প্রতিমাকে উপাস্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছো। এ প্রসঙ্গে আয়াতে তিনজন দেবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো হলো—লাত, উয্যা ও মানাত।

আরবের বড় বড় গোত্রগুলো এ দেবীগুলোর পূজা-উপাসনায় লিপ্ত ছিলো। 'লাত' ছিলো তায়েফের অধিবাসী সাকীফ গোত্রের উপাস্য দেবী। 'উয্যা' ছিলো কুরাইশদের আর 'মানাত' ছিলো বনী খুযআ, আওস ও খায়রাজ গোত্রের উপাস্য। 'লাত'-এর অবস্থান ছিলো তায়েফে। 'লাত'-এর আস্তানা রক্ষার শর্তে তায়েফবাসীরা কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত আবরাহা বাহিনীকে মক্কার পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছিলো।

'উয্যা' দেবীর অবস্থান ছিলো তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী 'নাখলা' উপাত্যকার 'হুরাদ' নামক স্থানে। কুরাইশ গোত্র ও অন্যান্য এ দেবীর আস্তানায় মানত করতো ও বলি দান করতো।

'মানাত' দেবীর অবস্থান ছিলো মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি লোহিত সাগরের তীরে 'কুদাইদ' নামক স্থানে। মদীনার বনী খুযআ, আওস ও খায়রাজ গোত্র এর উপাসনা করতো। এর আস্তানায় মানত করতো ও বলি দান করতো।

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ

এ সম্পর্কে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি ;<sup>১৭</sup> তারা তো অনুসরণ করছে না ভিত্তিহীন অনুমান ও —যা কামনা করে (তাদের) প্রবৃত্তি তাছাড়া ;<sup>১৮</sup>

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ۙ ﴿٢٤﴾ أَلَّا لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٥﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ

অথচ নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এসেছে হিদায়াত<sup>১৯</sup> । ২৪. মানুষের জন্য কি তা-ই (কল্যাণকর) যা সে কামনা করে<sup>২০</sup> ? ২৫. তবে আখিরাত ও দুনিয়া আল্লাহরই আয়ত্তাধীন ।

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ -নাযিল করেননি ; سُلْطَانٍ -কোনো ; مِنْ -এ সম্পর্কে ; بِهَا -আল্লাহ ; الظَّنَّ -ভিত্তিহীন দলিল-প্রমাণ ; إِنْ يَتَّبِعُونَ -তারা তো অনুসরণ করছে না ; إِلَّا -ছাড়া ; وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ - (তাদের) প্রবৃত্তি ; وَ -অর্থচ ; مَنْ -পক্ষ থেকে ; لَقَدْ جَاءَهُمْ - (ল+قد+جاء+هم)-নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে ; رَبِّهِمْ - (رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; الْهُدَىٰ -হিদায়াত । ﴿٢٤﴾ -কি ; تَمَنَّىٰ - (ت+منى)-মানুষের জন্য ; مَا -তা-ই (কল্যাণকর) যা ; الْآخِرَةُ - (ف+ل+الله)-তবে আখিরাত-ই আয়ত্তাধীন ; الْأُولَىٰ - (ل+ال+انسان)-দুনিয়া ।

১৬. অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানকে নিজের জন্য তোমরা অপমানজনক মনে কর, সেই কন্যা সন্তানকে তোমরা আল্লাহর জন্য বরাদ্দ কর। আর পুত্র সন্তান নিজেদের জন্য সংরক্ষণ কর। তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবীদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে ধরে নিয়েছো। তোমাদের এসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে কি তোমরা একটুও চিন্তা করে দেখ না ?

১৭. অর্থাৎ তোমাদের এসব দেব-দেবীর মধ্যে উপাস্য হওয়ার কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ার কিছুই নেই। এসব তোমাদের মনগড়া প্রতিমা মাত্র। এর সপক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো সনদপত্র তোমাদের কাছে নেই।

১৮. অর্থাৎ তারা দুটো কারণে এসব দেব-দেবীর উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে—(এক) তারা তাদের মনের ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমান করে এসব দেব-দেবী বানিয়ে নিয়েছে। অতপর এ মনগড়া দেব-দেবীকে সত্য ও বাস্তব ধরে নিয়ে উপাসনা করা শুরু করেছে। (দুই) তারা এমন দেবতার পূজারী হতে আগ্রহী যা তাদের ওপর কোনো বৈধ-অবৈধ এবং নীতি-নৈতিকতার বিধি-নিষেধ আরোপ করবে না। বরং শুধুমাত্র দুনিয়াতে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এবং যদি আখিরাত সত্য হয়ে দেখা দেয়, সেখানে তাদেরকে পার করিয়ে নেবে।

১৯. অর্থাৎ অতীতেও আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ এসে তাদেরকে সঠিক দীন তথা জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অবশেষে মুহাম্মদ সা. এসে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

২০. অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক আল্লাহর সৃষ্টিকে অথবা তাদের মনগড়া প্রতিমাকে উপাস্য বানানো যেমন তাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না, তেমনি এসব উপাস্যের কাছে কোনো কামনা বাসনা পোষণ করলেও তা পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এসব তাদের জন্য কোনোক্রমেই কল্যাণকর হতে পারে না।

### ১ম রুকূ' (১-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির কোনো কোনো বস্তুর বিশেষ কোনো তাৎপর্য বুঝানোর জন্য সেই বস্তুর কসম করতে পারেন, কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কসম করা জায়েয নয়।

২. গভীর অন্ধকার রাতে তারকারাজি যেমন দিক-দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তেমনি জাহেলিয়াতের অন্ধকার পৃথিবীতে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শক একমাত্র মুহাম্মদ সা.।

৩. মুহাম্মদ সা. প্রদর্শিত এ সত্য-সঠিক পথ তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত নয়। মহান আল্লাহ-ই তাঁর বান্দাহদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ওহীর মাধ্যমে এ পথের সন্ধান দিয়েছেন।

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের নিকট এ ওহী বহন করে এনেছেন মহাশক্তিধর, অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আমানতদার ফেরেশতা জিবরাঈল আ.। সুতরাং এ ওহীতে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থাকার সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

৫. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে তাঁর স্বরূপেই দেখেছিলেন। সুতরাং কোনো শয়তান কর্তৃক জিবরাঈলের ছদ্মবেশে ওহীতে অনুপ্রবেশ ঘটানোর কোনো সুযোগ ছিলো না।

৬. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে তাঁর মাত্র দু'হাত বা তাঁর কিছু কম-বেশী দূরত্বে অবস্থানরত অবস্থায় দেখেছিলেন। সুতরাং জিবরাঈল আ.-কে দেখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেনি এবং দৃষ্টি এড়িয়েও যায়নি।

৭. জিবরাঈল আ. এভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী নিয়ে এসেছিলেন তা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অতএব ওহী পৌঁছানোর ব্যাপারেও কোনো প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতির আশংকা বা অস্পষ্টতা নেই।

৮. জিবরাঈলকে দেখা এবং তাঁর আনীত ওহী হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ সা.-এর মধ্যে কোনো প্রকার দুর্বলতা ছিলো না; বরং তিনি সুস্পষ্টভাবে তা উপলব্ধি করেছেন।

৯. রাসূলুল্লাহ সা. জিবরাঈল আ.-কে দ্বিতীয়বার স্বরূপে দেখেছেন মি'রাজের সময় ষষ্ঠ আকাশে 'সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকট।

১০. জিবরাঈল আ.-এর সাথে তাঁর স্বরূপে প্রথম সাক্ষাত হয়েছিলো হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন অবস্থায় ওহী আগমনের সূচনা লগ্নে।

১১. 'সিদরাতুল মুনতাহা' তথা সীমান্তের বরই গাছ। সৃষ্টিকুলের জ্ঞান-এর শেষ সীমা হলো এ 'সিদরাতুল মুনতাহা'।

১২. 'সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকটেই 'জান্নাতুল মাওয়া' অবস্থিত। জান্নাতুল মাওয়া-ই হলো মানব জাতির আসল ঠিকানা। এখানে থেকেই আদম আ.-কে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিলো।

১৩. হাদীসের বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সা. 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় পৌছার পর তাকে স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতিসমূহ আচ্ছাদিত করে রেখেছিলো। আল্লাহর মহান মেহমান রাসূলের সম্মানেই এরূপ করা হয়েছিলো।

১৪. মিরাজের রজনীতে রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর অনেক বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন। তাঁর এ দেখায় কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ছিলো না।

১৫. 'তাওহীদ' ও 'রিসালাত'-এর সত্যতার সপক্ষে আল্লাহর কিতাবের এসব সুস্পষ্ট কথার পর মানুষের শিরকে লিগু হওয়া তাদের কামনা-বাসনার গোলামী এবং হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৬. মক্কার কাফিররা তারপরও 'লাত', 'মানাত', 'উয্যা' ইত্যাদি দেবীর উপাসনা করত এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করতো।

১৭. 'শিরক' হলো মানুষের মনগড়া ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, যার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলীল নেই এবং কোনো যুক্তি বুদ্ধির সমর্থন নেই।

১৮. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা এসেছে, সেটাই মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা।

১৯. নবী-রাসূল আগমনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সা. কর্তৃক আনীত একমাত্র কল্যাণকর জীবনব্যবস্থা হলো 'ইসলাম'।

২০. কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের সকলের জন্যই একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যে ইসলাম, তাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী 'মুমিন' হতে পারে না।

২১. মানব রচিত কোনো ব্যবস্থা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। সুতরাং ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যবস্থার কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

২২. দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। সুতরাং সৃষ্টি জগতের যাবতীয় কল্যাণ তাঁর দেয়া ব্যবস্থার মধ্যেই থাকবে এটাই চূড়ান্ত কথা।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৬

আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٢٦﴾ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا

২৬. আর আসমানে তো কতইনা ফেরেশতা রয়েছে তাদের সুপারিশ তো কিছুমাত্র কাজে আসতে পারে না, তবে—

مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿٢٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

আল্লাহ যাকে চান এবং (যার প্রতি) সন্তুষ্ট হন তাকে অনুমতি দেয়ার পর (সে সুপারিশ করতে পারবে) ২৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে না

بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَى ﴿٢٨﴾ وَمَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ

আখিরাতকে তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নামে নামকরণ করে থাকে ২৮

২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই ;

﴿٢٦﴾-আর ; كَمْ-কতই না ; مِنَ الْمَلَائِكَةِ-ফেরেশতা, রয়েছে ; فِي السَّمَوَاتِ-আসমানে

তো ; شَفَاعَتُهُمْ-(شَفَاعَة+هم)-তাদের সুপারিশ তো ; لَا تُغْنِي-কাজে আসতে পারে না ;

إِلَّا-কিছুমাত্র ; التَّوْبَةِ-তবে ; مِنْ بَعْدٍ-পর (সে সুপারিশ করতে পারবে) ; أَنْ يَأْذَنَ-

অনুমতি দেয়ার ; وَيَرْضَى-এবং ; وَيَشَاءُ-চান ; لِمَنْ-যাকে, তাকে ;

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ-যারা ; تَسْمِيَةَ الْإِنثَى-নারীবাচক ; تَسْمِيَةَ-নামে ;

بِالْآخِرَةِ-আখিরাতকে ; الْمَلَائِكَةَ-তারাই নামকরণ করে ;

لَيُسَمُّونَ-আখিরাতকে ; وَمَا لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ-এ বিষয়ে ;

تাদের ; كَيْفَ-কোনো ;

২১. অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা-কর্তৃত্ব যেহেতু একমাত্র আল্লাহর হাতে। তাই কে সুপারিশ করার অনুমতি পাবে, আর কে পাবে না, সে সিদ্ধান্তও তাঁর হাতে। আসমানে রয়েছে অগণিত ফেরেশতা, তার মধ্যে তাঁর নিকটতম ফেরেশতারও রয়েছে। তাঁদের কোনো ক্ষমতা নেই, কারো জন্য সুপারিশ করার। তবে আল্লাহ যদি কাউকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে কারো জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন, তখন সেই একমাত্র সেই সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুপারিশ করতে পারবে।

২২. অর্থাৎ আখিরাত যারা বিশ্বাস করে না তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনে কোনো

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ فَأَعْرِضْ

তারাতো নিছক ভিত্তিহীন অনুমান ছাড়া কিছুই অনুসরণ করছে না।<sup>২৩</sup> আর নিশ্চিত ভিত্তিহীন প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে কিছুমাত্রও কাজে আসতে পারে না। ২৪. অতএব (হে নবী!) আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন<sup>২৪</sup>

عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ

তার থেকে, যে আমার 'যিকির' থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে<sup>২৫</sup> এবং তারা দুনিয়ার জীবন ছাড়া (আর কিছু) চায় না। ৩০. এটাই শেষ সীমা তাদের

وَ- ; الظَّن-ভিত্তিহীন অনুমান ; إِلَّا-ছাড়া ; ان-তারাতো অনুসরণ করছে না ; ان-يَتَّبِعُونَ-আর ; ان-নিশ্চিত ; الظَّن-ভিত্তিহীন অনুমান ; لَا يُغْنِي-কাজে আসতে পারে না ; من-ব্যাপারে ; الْحَقِّ-প্রকৃত সত্যের ; شَيْئًا-কিছুমাত্র-ও। ২৩) فَأَعْرِضْ-(+عرض)-অতএব (হে নবী) আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন ; عَنْ-থেকে ; مَنْ-তারাতো যে ; تَوَلَّىٰ-মুখ ফিরিয়ে থাকে ; ذِكْرِنَا-(نا+ذكر)-আমার যিকির থেকে ; وَ-এবং ; لَمْ-থেকে ; عَنِ-থেকে ; دُنْيَا-দুনিয়ার ; الْحَيَاة-জীবন ; إِلَّا-ছাড়া ; يُرِدْ-তারাতো(আর কিছু) চায় না ; ذَٰلِكَ ৩০) (مبلغ+هم)-তাদের শেষ সীমা ;

আদর্শে বিশ্বাস করা বা অবিশ্বাস করার মধ্যে কোনো তফাত নেই। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে জীবনযাপন করলে যেমন কোনো গুণ ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে চোখে দেখা যায় না, তেমনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করলে এবং তাঁর ফেরেশতাদেরকে তাঁর কন্যা সাব্যস্ত করলে বা কাউকে তাঁর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে তার মূর্তী বানিয়ে পূজা করলেও তাৎক্ষণিক কোনো ক্ষতি তো দেখা যায় না। সুতরাং আখিরাত বলতে কিছু নেই। যদি থাকতো, তাহলে তা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া দুনিয়ায় কিছু না কিছু দেখা যেতো।—কাফিরদের নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা-অনুমানের এটাই হলো মূলকথা। এর ওপর ভিত্তি করেই তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করে।

২৩. অর্থাৎ কোনো প্রকার জ্ঞান লাভের সূত্র থেকে দলীল পেয়ে তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমান থেকেই এ বিষয়ে স্থির করে নিয়েছেন। আর এর ওপর ভিত্তি করে তারা ফেরেশতাদের কাল্পনিক প্রতিমা বানিয়ে স্থাপন করেছে এবং প্রতিমার সামনে পূজার উপকরণ পেশ করেছে ও মানতের পশু বলি দিচ্ছে।

২৪. অর্থাৎ এসব লোকের পেছনে আপনার সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই ; কেননা এ সময় ব্যয় দ্বারা তারা হিদায়াতের পথে আসবে না।

২৫. অর্থাৎ এসব লোকের হিদায়াত লাভ না করার কারণ হলো তারা 'যিকির' থেকে

مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ

জ্ঞানের<sup>৩৩</sup>; নিচয় আপনার প্রতিপালক—তিনিই ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি তার সম্পর্কেও ভালো জানেন, যে হিদায়াতের ওপর আছে।<sup>৩৩</sup>

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا

৩৩. আর যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তা সবই আল্লাহর;<sup>৩৩</sup>—যাতে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিতে পারেন তাদের সেসব কাজেরাযারা মন্দ কাজ করেছে<sup>৩৩</sup>

مِنَ الْعِلْمِ -জ্ঞানের; (من+العلم)-; ان-নিশ্চয়ই; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক; ضَلَّ-ভ্রষ্ট হয়ে গেছে; (ب+من)-তার সম্পর্কে যে; اَعْلَمُ-ভালো জানেন; هُوَ-তিনিই; هُوَ-ভালো জানেন; (ب+من)-তার সম্পর্কেও যে; اهْتَدَىٰ-হিদায়াতের ওপর আছে। ৩৩। اَر-আর; مَا-আল্লাহর; مَا-যা কিছু আছে তা সবই; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে; وَمَا-যা কিছু আছে; فِي الْاَرْضِ-যমীনে; لِيَجْزِيَ-যাতে তিনি প্রতিফল দিতে পারেন; الَّذِيْنَ-তাদের যারা; اَسَاءُوْا-মন্দ কাজ করেছে; بِمَا عَمِلُوْا-(ب+ما+)-তাদের সেসব কাজের;

মুখ ফিরিয়ে থাকে। 'যিকির' অর্থ এখানে কুরআন, উপদেশ বাণী এবং দীনী আলোচনা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে, যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কুরআন-সুন্নাহ তথা দীন ইসলামের আলোচনা এড়িয়ে চলে এবং দুনিয়ার জীবনকেই এরা নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে, তাদের পেছনে সময় ব্যয় করে দাওয়াত দিয়ে কোনো লাভ নেই। এদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে অন্যদের কাছে দীনের দাওয়াত দিতে হবে।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের স্বার্থকেই বড় করে দেখে, সকল ব্যাপারে দুনিয়ার লাভের হিসেব করে, তার উর্ধ্বে এরা কিছুই চিন্তা করতে সক্ষম নয়। তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা এ পর্যন্তই।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষ যেসব ধর্ম মত নিয়ে বিভক্ত হয়ে আছে, এর মধ্যে কোন্টা সঠিক আর কোন্টা ভ্রান্ত তা কেবলমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে দীন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেটাই একমাত্র সত্য-সঠিক দীন। অতএব আপনি কাফির-মুশরিক ও বাতিল পন্থীদের কোনো পরওয়া করবেন না—তারাি ভ্রান্ত পথে আছে।

২৮. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের যাবতীয় কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যারা ভ্রান্ত পথে চলছে, তাদেরকে প্রতিফল দিতে তিনি সক্ষম।



وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۖ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرًا إِلَّا الَّذِينَ

এবং যারা উত্তমভাবে ভালো কাজ করেছে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন।<sup>৩০</sup>

৩২. যারা (এমন যে) বড় বড় গুনাহ থেকে তারা<sup>৩১</sup> বেঁচে থাকে

وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةُ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِذْ أَنْشَأَكُمْ

এবং অশ্লীল কাজ থেকেও<sup>৩২</sup>—ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া,<sup>৩৩</sup> নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমাশীল;<sup>৩৪</sup>

তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালোই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

أَحْسَنُوا-উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা; يَجْزِي-এবং;

الَّذِينَ-যারা (তারা) الْيَوْمَ-উত্তমভাবে (ب+ال+حسنى)-বিশেষ্য-ভালো কাজ করেছে;

الَّذِينَ-যারা (তারা) الْيَوْمَ-উত্তমভাবে (ب+ال+حسنى)-বিশেষ্য-ভালো কাজ করেছে;

وَالْفَوَاحِشَ-অশ্লীল কাজ থেকেও; إِلَّا-ছাড়া; الْيَوْمَ-উত্তমভাবে (ب+ال+حসنى)-বিশেষ্য-ভালো কাজ করেছে;

وَالْفَوَاحِشَ-অশ্লীল কাজ থেকেও; إِلَّا-ছাড়া; الْيَوْمَ-উত্তমভাবে (ب+ال+حসنى)-বিশেষ্য-ভালো কাজ করেছে;

وَالْفَوَاحِشَ-অশ্লীল কাজ থেকেও; إِلَّا-ছাড়া; الْيَوْمَ-উত্তমভাবে (ب+ال+حসنى)-বিশেষ্য-ভালো কাজ করেছে;

وَالْفَوَاحِشَ-অশ্লীল কাজ থেকেও; إِلَّا-ছাড়া; الْيَوْمَ-উত্তমভাবে (ب+ال+حসنى)-বিশেষ্য-ভালো কাজ করেছে;

وَالْفَوَاحِشَ-অশ্লীল কাজ থেকেও; إِلَّا-ছাড়া; الْيَوْمَ-উত্তমভাবে (ب+ال+حসنى)-বিশেষ্য-ভালো কাজ করেছে;

২৯. এখানে মন্দকাজ দ্বারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে দুনিয়ার জীবনকেই যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার মূল লক্ষ্য স্থির করে নেয়াকেই বুঝানো হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজকের মুসলমানদের অবস্থা এটাই—আখিরাতের জ্ঞানহীন শিক্ষা তাদেরকে দুনিয়া পূজারী হিসেবে গড়ে তুলছে। তাদের যাবতীয় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ একমাত্র অর্থনীতিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। ভুলেও তারা আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ পায় না, যদিও তারা রাসূলের নাম উচ্চারণ করে এবং তাঁর সুপারিশ আশা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের থেকে তাঁর রাসূলকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (নাউয়ুবিল্লাহ)

৩০. অর্থাৎ নেককাজকে রাসূলের দেখানো পদ্ধতিতে যারা করেছে, তাদেরকে তিনি প্রতিদান দিতেও সক্ষম। এতে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কারো নেই। কারণ আসমান-যমীনের মধ্যকার সবকিছুর মালিকানা একমাত্র তাঁরই।

৩১. অর্থাৎ সৎকর্মশীল তারাই যারা বড় বড় গুনাহ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। এটা হলো সৎকর্মশীলদের একটি গুণ।

৩২. সৎকর্মশীলদের অপর গুণ হলো—তারা অশ্লীল বা নির্লজ্জ কাজ থেকেও নিজেদেরকে দূরে রাখে।

৩৩. 'লামাম' শব্দের অর্থ ছোট-খাটো গুনাহ। তথা সগীরা গুনাহ। অর্থাৎ বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ তা'আলা সগীরা গুনাহগুলো ক্ষমা করে

مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ

মাটি থেকে এবং যখন তোমরা জগ্নরূপে তোমাদের মায়েরদের গর্ভে ছিলে ; অতএব তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না ;

مِنَ-থেকে ; الْأَرْضِ-মাটি ; وَ-এবং ; إِذْ-যখন ; أَنْتُمْ-তোমরা ; جَنَّةٌ-জগ্নরূপে ছিলে ;  
فَلَا تُزَكُّوْا- (+) ; أَُمَّهَاتِكُمْ- (আমহাত+কম)-তোমাদের মায়েরদের ; فِي بُطُوْنِ-গর্ভে ;  
أَنْفُسِكُمْ- (অনফস+কম)-নিজেদেরকে ; لَا تُزَكُّوْا-অতএব তোমরা পবিত্র মনে করো না ;

দেবেন। তাছাড়া সেসব বড় গুনাহ-ও এ ক্ষমার আওতায় পড়বে। যেগুলো কদাচিত কোনো মু'মিন সৎকর্মশীল বান্দাহ দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেছে, কিন্তু তার পরপরই তাওবা করে তা চিরতরে সে বর্জন করেছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, কোনো সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গুনাহ হয়ে গেলে যদি সে তাওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মশীল ও মুস্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ যাবে না।

সম্মানিত সাহাবা, তাবেয়ী, মুফাসসিরীনে কিরাম, ফকীহগণ ও ইমামদের মতে আলোচ্য আয়াত এবং সূরা নিসার ৬১ আয়াত দ্বারা গুনাহগুলোকে সুস্পষ্টরূপে সগীরাহ ও কবীরাহ অর্থাৎ ছোট ও বড় এ দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। প্রশ্ন উঠে, কোন্ কোন্ গুনাহ বড়, আর কোন্ কোন্ গুনাহ ছোট ? এর জবাবে বিশেষজ্ঞ ফকীহ ও মুফাসসিরগণ যা বলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ-

এক : যে গুনাহ কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টরূপে হারাম বলে ঘোষিত, তা কবীরা বা বড় গুনাহ।

দুই : যে গুনাহর জন্য আল্লাহ ও রাসূল দুনিয়াতে কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তা কবীরা গুনাহ।

তিন : যে গুনাহর কারণে আখিরাতে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে বা অভিশাপ (লা'নত) দেয়া হয়েছে এবং

চার : যে গুনাহে লিঙ্গ ব্যক্তির ওপর আযাব নাযিলের খবর দেয়া হয়েছে। এ জাতীয় সকল গুনাহ কবীরা বা বড় গুনাহ। এ প্রকৃতির গুনাহ ছাড়া অপর সব অপছন্দনীয় কাজ শরয়ী বিধান অনুসারে সগীরা বা ছোট গুনাহ।

কোনো বড় গুনাহর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাও সগীরা গুনাহ, যতক্ষণ না তা সংঘটিত হয়। তবে ইসলামী বিধি-বিধানকে হয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোনো সগীরা গুনাহ করা হলে, অথবা, আল্লাহর মুকাবিলায় গর্ব-অহংকারের মনোভাব নিয়ে করা হলে, অথবা শরয়ী দৃষ্টিতে খারাপ কাজ বলে প্রমাণ হলে এবং তাকে গুরুত্ব না দিলে তা কবীরা গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

## هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

তিনিই ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

هُوَ-তিনিই ; أَعْلَمُ-ভালো জানেন ; بِمَنِ-তার সম্পর্কে, যে ; اتَّقَىٰ-তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন উদার, দয়ালু ও ক্ষমাশীল মহান সত্তা যে, তিনি তাঁর বান্দাহর ছোট-খাটো অপরাধ পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করেন না। তিনি চান, তারা যেন বিদ্রোহী না হয় এবং বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল-অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকে।

### ২য় রুকু' (২৬-৩২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর দরবারে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবাদে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে এমন কেউ নেই।

২. কোনো পীর-ফকীর, গাওস-কুতুব এমন কি কোনো নবী-রাসূলও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে কারো জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না।

৩. আসমানে অগণিত ফেরেশতা আছে, তাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাও আছে। শেষ বিচারের দিন তারাও কোনো সুপারিশ করার সুযোগ পাবে না।

৪. সেদিন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে সুনির্দিষ্ট ভাষায়, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এবং সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন।

৫. আখিরাতে অবিশ্বাসী মানুষ-ই দুনিয়ার জীবনকে চূড়ান্ত মনে করে দুনিয়ার উন্নতিকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেয়।

৬. এসব কাফির-মুশরিকরা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় মনগড়া এবং কামনা-বাসনার অনুকূল ধর্মীয় মতবাদ তৈরী করে নেয়।

৭. কাফির-মুশরিকদের ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমান প্রকৃত সত্যের মুকাবিলায় কোনো কাজে আসতে পারে না।

৮. নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ওহী দ্বারা নির্দেশিত দীন ছাড়া অন্য কোনো দীন বা জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৯. শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সা. কর্তৃক আনীত ওহী ভিত্তিক একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের জন্য ইসলাম-ই বিকল্পহীন জীবনব্যবস্থা।

১০. আখিরাতে অবিশ্বাস করে যারা দুনিয়ার জীবনকেই চূড়ান্ত মনে করে এবং এটাকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেয়, তারা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্ট।

১১. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস সম্বলিত জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

১২. আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং

আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিকদের শাস্তি দানে এবং মু'মিন সৎকর্মশীলদের পুরস্কার প্রদানে কেউ বাধা দেয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে না।

১৩. কাফির মুশরিকদেরকে শাস্তি দান এবং সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে পুরস্কার প্রদান করা আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার অনিবার্য দাবী।

১৪. আল্লাহর যেসব মু'মিন বান্দাহ কবীরাহ বা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল-অশালীন কাজ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ তাদের সকল সগীরাহ বা ছোট ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

১৫. যেসব গুনাহের জন্য শরীয়ত দুনিয়াতে শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, যেসব গুনাহকে কুরআন হাদীস সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং আখিরাতে যেসব গুনাহর জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষিত হয়েছে, সেগুলো কবীরা গুনাহ।

১৬. উল্লিখিত প্রকৃতির গুনাহ ছাড়া আর সকল অপছন্দনীয় কথা বা কাজ সগীরাহ বা ছোট গুনাহ বলে বিবেচিত।

১৭. বিদ্রোহ বা আল্লাহর বিধানকে হয়ে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কৃত সগীরা গুনাহও কবীরা গুনাহ বলে বিবেচিত হবে।

১৮. আল্লাহ তা'আলার উদারতা, ক্ষমাশীলতা এবং দয়াদ্রতা এত ব্যাপক যে, তিনি তাঁর বান্দাহর ছোটখাটো অপরাধের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেন না।

১৯. আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্রষ্টা। সুতরাং তিনি মানুষের প্রবণতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞাত। নবী-রাসূলগণ ছাড়া কোনো মানুষই গুনাহ থেকে পবিত্র নয়।

২০. কাদের অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় আছে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

২১. দুনিয়াতে শাস্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে চাইলে জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী বিধি-বিধানকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই।



সূরা হিসেবে রুক্ক'-৩

পারা হিসেবে রুক্ক'-৭

আয়াত সংখ্যা-৩০

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۖ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۗ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ﴾

৩৩. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে (আব্রাহামের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? ৩৪. এবং সামান্যই দিয়েছে অতপর বন্ধ করে দিয়েছে? ৩৫. তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে

﴿فَهُوَ يَبِئْسَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۖ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۗ﴾

তাই সে (প্রকৃত ব্যাপার) দেখছে। ৩৬. তবে কি তার কাছে সেই সংবাদ পৌঁছেনি যা রয়েছে মূসার সহীফাসমূহে? ৩৭.—এবং ইব্রাহীমের (সহীফাসমূহে) ও যিনি পুরোপুরি পালন করেছেন (তাঁর দায়িত্ব)। ৩৮

﴿أَفَرَأَيْتَ-আব্রাহামের (আ+র+ই+ত)-আপনি কি দেখেছেন; -الَّذِي-তাকে যে; -تَوَلَّىٰ-(আব্রাহামের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ﴿৩৪﴾-এবং; -أَعْطَىٰ-দিয়েছে; -قَلِيلًا-সামান্যই; -و-অতপর; -أَكْدَىٰ-বন্ধ করে দিয়েছে। ﴿৩৫﴾-এবং; -عِنْدَهُ-(আ+এ+ন্+দে+হু)-তার কাছে কি আছে; -فَهُوَ-তাই সে (ফ+হু); -يَبِئْسَ-সেই, যা; -الَّذِي-তাকে যে; -تَوَلَّىٰ-(আব্রাহামের পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ﴿৩৬﴾-এবং; -وَابْرَاهِيمَ-ইব্রাহীমের (আ+ব্র+হী+ম); -الَّذِي-তাকে যে; -وَفَّىٰ-পূরোপুরি পালন করেছেন (তাঁর দায়িত্ব)। ﴿৩৮﴾

৩৫. মুফাস্সিরীনে কিরামের মতে এ আয়াতে যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করা হয়েছে তার নাম ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। সে কুরাইশদের প্রথম সারির নেতাদের একজন ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাওয়াত পেয়ে এক পর্যায়ে সে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। পরে তার এক মুশরিক বন্ধু তাকে বললো, তুমি পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করো না। আখিরাতের আযাবের ভয়ে যদি এ কাজ করতে চাও, তাহলে, আখিরাতে তোমার আযাব ভোগ করার ভার আমি নিচ্ছি। তুমি আমাকে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিও। ওয়ালীদ এ প্রস্তাব মেন নিয়ে ইসলাম গ্রহণের কাছাকাছি এসে ফিরে গেলো। সে তার বন্ধুকে যে পরিমাণ অর্থ দেয়ার কথা ছিলো, তার কিছু অংশ দিয়ে আর দিলো না। আখিরাতের প্রতি মুশরিকদের জ্ঞানহীনতা প্রকাশ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ তারা কি অদৃশ্যের সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছে যে, তাদের আচরণ তাদের জন্য কল্যাণকর এবং এভাবে তারা আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে।

৩৭. এখানে মূসা আ.-এর প্রতি নাযিলকৃত 'তাওরাত' এবং ইব্রাহীম আ.-এর প্রতি

﴿۳۰﴾ الْآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَأَنْ لِّمِيسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ وَأَنَّ

৩০. (তা এই)—“যে, কোনো বোঝা বহনকারী অপরের কোনো বোঝা বহন করবে না।” ৩১. আর (একথা) যে,  
“মানুষের জন্য কিছুই (প্রাপ্য) নেই তা ছাড়া, যে চেষ্টা-সাধনা সে করে।” ৪০. আর অবশ্যই (একথা যে),

﴿৩১﴾ أَنْ-(তা এই)—যে, لا-বহন করবে না ; وَازِرَةٌ-কোনো বোঝা বহনকারী ; وَزْرٌ-কোনো বোঝা ; أُخْرَى-অপরের। ﴿৩২﴾ وَ-আর ; أَنْ-(একথা) যে, لَيْسَ-কিছুই (প্রাপ্য) নেই ; لِلْإِنْسَانِ-(ال+ال+انسان)-মানুষের জন্য ; إِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যে ; سَعَى-চেষ্টা-সাধনা সে করে। ﴿৪০﴾ -আর ; أَنْ-অবশ্যই (একথা যে) ;

নাখিলকৃত ‘সহীফা’ সমূহের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হয়েছে। ‘ইবরাহীম আ.-এর সহীফাসমূহের অস্তিত্ব দুনিয়াতে নেই। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কোনো গ্রন্থে সহীফাগুলো সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদার সূরা আল আ’লার শেষের কয়েকটি আয়াত এবং আলোচ্য সূরা ইবরাহীম আ.-এর সহীফাসমূহের কিছু কিছু শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

৩৮. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোনো শিক্ষা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করার অর্থ এই যে, এ উন্নতির জন্যও তা অবশ্য পালনীয়। এর বিপক্ষে কোনো আয়াত বা হাদীস থাকলে ভিন্ন কথা। এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী ১৮টি আয়াতে সেসব বিশেষ শিক্ষা উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত একথার প্রমাণ যে, (১) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী। (২) একজনের কাজের দায়িত্ব অপরজনের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না ; তবে সে কাজের সাথে যদি অপর জনের কোনো প্রকার হাত থাকলে ভিন্ন কথা। (৩) কেউ ইচ্ছা করলেই অপর কারো কাজের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিতে পারে না এবং এতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এজন্য ছাড়া পেতে পারে না যে, তার কাজের দায়-দায়িত্ব অপরজন বহন করে নিয়েছে।

৩৯. “মানুষ যে চেষ্টা-সাধনা করে, তাছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।” এ আয়াত থেকেও তিনটি বিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মেরই ফল ভোগ করবে। (২) একজনের কর্মের ফল অন্যজন ভোগ করবে না, তবে এক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা থাকলে সে কথা আলাদা। (৩) চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কেউ কিছু লাভ করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, অপরের কোনো অপরাধের শাস্তি যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কোনো কাজ নিজে করে তাকে দায়িত্বমুক্ত করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায় আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না—এভাবে যে, অপর

ব্যক্তি এ ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান গ্রহণ করে নিতে পারে না, যার ফলে অপরকে মু'মিন সাব্যস্ত করা যায়।

এ আয়াতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভুল প্রয়োগ করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না যে, কোনো ব্যক্তি তার পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত আয় ছাড়া কোনো সম্পদের বৈধ মালিক হতে পারে না। কারণ, এ সিদ্ধান্ত কুরআনের উল্লিখিত কিছু সংখ্যক আইন-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, কুরআনের বিধান অনুসারেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকগণ যাকাত বা সাদকা হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকগণ কোনো পরিশ্রম ছাড়াই সেসব সম্পদের বৈধ মালিক হিসেবে স্বীকৃত।

এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না যে, 'ইসালে সওয়াব' বা মৃত ব্যক্তির জন্য 'সাওয়াব পৌছানো' এবং বদলী হজ্জ ইত্যাদি কাজ বৈধ নয়, কারণ এসব সওয়াব তার পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত নয়। এক্ষেত্রে সর্বসম্মত মত হলো—ইসালে সাওয়াব, বদলী হজ্জ এবং মৃত্যের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ। এটা কুরআন মাজীদ, বহু সংখ্যক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত। তবে এ প্রসংগে চারটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে :

ক. ইসালে সাওয়াবের ক্ষেত্রে এমন নেক আমলই পৌছানো যাবে, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরয়ী বিধি-বিধান অনুসরণেই সম্পাদন করা হবে। গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদিত বা শরয়ী বিধানের বিপরীত কোনো আমল দ্বারা 'ইসালে সাওয়াব' হবে না, এমনকি আমলকারী নিজেই এর জন্য শান্তিপ্রাপ্ত হবে।

খ. আখিরাতে যারা মু'মিন হিসেবে বিবেচিত হবে, কেবলমাত্র তাদের জন্যই 'ইসালে সাওয়াব' কল্যাণকর হবে। অপর পক্ষে যারা সেখানে কাফির-মুশরিক হিসেবে পরিগণিত হয়ে আল্লাহর বন্দী হিসেবে সাব্যস্ত হবে তাদের ক্ষেত্রে ইসালে সাওয়াব কার্যকর হবে না। কেউ যদি ভুলবশত সাওয়াব পৌছানোর কাজ করেও থাকে, তা বিনষ্ট হবে না ; বরং প্রেরণকারীর কাছেই ফিরে আসবে।

গ. কোনো ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য নেক আমলের সাওয়াব-ই পৌছাতে পারবে। কোনো গুনাহের কাজ করে তার শান্তি পৌছানো সম্ভব নয়।

ঘ. কোনো ব্যক্তির নেক আমলের যেসব শুভ ফল তার ব্যক্তি-চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং যার জন্য সে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, তার সাথে ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক নেই। ইসালে সাওয়াবের সম্পর্ক হলো সেসব পুরস্কারের সাথে যা আল্লাহ তাকে দান করবেন।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইবাদাত তিন প্রকার—১. দৈহিক বা শারিরীক ; ২. আর্থিক এবং দৈহিক ; ৩. আর্থিক। এর মধ্যে প্রথম প্রকার ইবাদাতের কোনো প্রতিনিধিত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন এক ব্যক্তির পরিবর্তে অন্যজন নামায আদায় করলে তার দ্বারা সেই ব্যক্তির নামায আদায় হবে না যার পরিবর্তে নামায আদায় করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত উদ্ভিষ্ট ব্যক্তি যদি ইবাদত আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে

سَعِيهِ سَوْفَ يُرَى ۝ ٨٥ ۝ تَرِيحُهُ الْجِرَاءِ الْأَوْفَى ۝ ٨٦ ۝ وَإِن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝

তার চেষ্টা-সাধনা শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে।<sup>৪৫</sup> তারপর তাকে প্রদান করা হবে  
পূর্ণ বিনিময়।<sup>৪৬</sup> আর অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের নিকটই শেষ গন্তব্য।

وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَكَ وَأَبكى ۝ ٨٧ ۝ وَإِنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝ ٨٨ ۝ وَوَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِينَ ۝

৪৭. আর অবশ্যই তিনি—তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।<sup>৪৭</sup> ৪৮. আর অবশ্যই তিনি—তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনি জীবন  
দান করেন।<sup>৪৮</sup> আর অবশ্যই তিনিই সৃষ্টি করেছেন জোড়া—

الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ ٨٩ ۝ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝ ٩٠ ۝ وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ الْآخِرَىٰ ۝ ٩١ ۝ وَإِنَّهُ

নর ও নারী।<sup>৪৯</sup>—এক ফোঁটা শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা নিক্ষেপ করা হ<sup>৪৯</sup>।  
৪৯. আর অবশ্যই পরবর্তী সৃষ্টিকর্মও তাঁর দায়িত্বে<sup>৫০</sup>। ৪৮. আর অবশ্যই তিনি—

ثُمَّ سَعِيهِ ۝ ٨٥ ۝ تَرِيحُهُ الْجِرَاءِ -তার চেষ্টা-সাধনা ; سَوْفَ -শীঘ্রই ; يُرَى -তাকে দেখানো হবে। ৪৫) -  
-তারপর ; الْبِنْيَمَى -বিনিময় ; الْجِرَاءِ -বিজয়ী ; -তাকে প্রদান করা হবে ; ৪৬) -আর ; ৪৭) -আর ; ৪৮) -আর ;  
اضْحَكَكَ -তিনিই ; هُوَ -তিনিই ; أَضْحَكَ -অবশ্যই তিনি ; (ان+ه) -অবশ্যই তিনি ; ৪৭) -আর ; ৪৮) -আর ;  
-আর ; ৪৯) -আর ; ৫০) -আর ; ৫১) -আর ; ৫২) -আর ; ৫৩) -আর ; ৫৪) -আর ; ৫৫) -আর ; ৫৬) -আর ; ৫৭) -আর ;  
-হাসান ; -এবং ; -তিনিই কাঁদান। ৪৭) -আর ; ৪৮) -আর ; ৪৯) -আর ; ৫০) -আর ; ৫১) -আর ; ৫২) -আর ; ৫৩) -আর ;  
-হাসান ; -এবং ; -তিনিই জীবন দান করেন। ৪৭) -আর ; ৪৮) -আর ; ৪৯) -আর ; ৫০) -আর ; ৫১) -আর ; ৫২) -আর ; ৫৩) -আর ;  
-হাসান ; -এবং ; -তিনিই জীবন দান করেন। ৪৭) -আর ; ৪৮) -আর ; ৪৯) -আর ; ৫০) -আর ; ৫১) -আর ; ৫২) -আর ; ৫৩) -আর ;  
-হাসান ; -এবং ; -তিনিই জীবন দান করেন। ৪৭) -আর ; ৪৮) -আর ; ৪৯) -আর ; ৫০) -আর ; ৫১) -আর ; ৫২) -আর ; ৫৩) -আর ;

তার পক্ষে কেউ প্রতিনিধিত্ব করলে তা গৃহীত হতে পারে। যেমন হজ্জ পালনে কেউ অক্ষম হলে তার পক্ষে কেউ বদলী হজ্জ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তৃতীয় প্রকারের ইবাদাত তথা আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণযোগ্য। যেমন স্ত্রীর অলংকারাদির যাকাত স্বামী আদায় করে দিতে পারে। একই ভাবে মৃত ব্যক্তির কোনো মানত থাকলে বা ঋণ থাকলে তার উত্তরাধিকারীগণ তা আদায় করে দিতে পারে।

৪০. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি সত্যের পক্ষে বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেসব চেষ্টা-সাধনা করেছে, তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন সে আখিরাতে দেখতে পাবে। তার কাছে তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে—তার চেষ্টা-সাধনা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য ছিলো, না-কি জাগতিক কোনো স্বার্থও এতে জড়িত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন



هُوَ أَغْنَىٰ وَاقْنَىٰ ۖ وَانَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۚ وَانَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۚ

তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং স্থায়ী সম্পদ দান করেন। ৪১. আর অবশ্য তিনি—তিনিই শি'রা তারকার প্রতিপালক। ৫০. আর অবশ্যই তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন প্রথম 'আদ' সম্প্রদায়কে। ৫০

وَ-তিনিই ; أَغْنَىٰ-অভাবমুক্ত করেন ; وَ-এবং ; وَاقْنَىٰ-স্থায়ী সম্পদ দান করেন। ৪১।  
-আর ; الشَّعْرَىٰ-শি'রা ; رَبُّ-প্রতিপালক ; هُوَ-তিনিই ; (ان+ه)-অবশ্য তিনি ; أَنَّهُ-আর ;  
তারকার। ৫০। (ان+ه)-অবশ্যই তিনি ; أَهْلَكَ-ধ্বংস করে দিয়েছেন ;  
عَادًا-আদ সম্প্রদায়কে ; الْأُولَىٰ-প্রথম।

“সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।” অর্থাৎ কেবলমাত্র বাহ্যিক কাজের দ্বারাই সুফল পাওয়া যেতে পারে না ; বরং কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা আবশ্যিক।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের হাসি ও কান্নার মূল কারণ হলো সুখ ও দুঃখ। আর সুখ ও দুঃখ দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আমরা যদিও সুখ ও দুঃখের বাহ্যিক কারণ খাড়া করেই ব্যাপার শেষ করে দেই। প্রকৃত পক্ষে সুখ ও দুঃখ এবং পরিণামে হাসি ও কান্নায় দুনিয়ার কোনো মানুষের হাতে নেই। আল্লাহ-ই সুখ-দুঃখের কারণ সৃষ্টি করেন। তিনি চাইলে ক্রন্দনকারীদের মুখে মুহূর্তের মধ্যে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে মুহূর্তের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন।

৪২. এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য সূরা আর রুম-এর ২০ ও ২১ আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ মৃত্যু দান করেন এবং জীবন দান করতে সক্ষম, যিনি এক ফোঁটা শুক্র বিন্দু থেকে একটি সুঠাম সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন এবং একই উপাদান থেকে নর ও নারী সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ কাজ।

৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধনবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংরক্ষণ করার মতো অতিরিক্ত সম্পদ দান করেন। মুফাস্‌সিরীনে কিরাম এ আয়াতের আরেক অর্থ করেছেন—“তিনি যাকে ইচ্ছা ধনবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেন।”

৪৫. 'শি'রা' একটি তারকার নাম। মিসরবাসীরা এর উপাসনা করতো। আরবের বনী খুযা'আ গোত্র-ও এর উপাসক ছিলো। উল্লিখিত কারণে এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সকল তারকার প্রতিপালক ও মালিক আল্লাহ। এ তারকা সূর্যের চেয়ে ২৩ গুণ বড় এবং সূর্য থেকে আট আলোকবর্ষেরও বেশী দূরত্বে অবস্থিত।

৪৬. 'আদ' জাতি পৃথিবীর শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ জাতি ছিলো। হযরত হুদ আ.-কে

﴿٥١﴾ وَتُؤَدُّنَا فَمَا أَبْقَى ﴿٥١﴾ وَقَوْمًا نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿٥١﴾

৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও—কাউকেই অবশিষ্ট রাখেনি। ৫২. আর তার আগে নূহ-এর কাওমকেও; নিশ্চয়ই তারা ছিলো সবাই অতিশয় অত্যাচারী এবং চরম অবাধ্য।

﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ﴿٥٢﴾ فَغَشَّاهَا مِغْشَى ﴿٥٢﴾ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رِبَّكَ تَتَمَارَى ﴿٥٢﴾ هَذَا نَذِيرٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর তিনি (কাওমে লূতের) উল্টানো জনপদকে শূন্যে তুলে নিষ্ক্ষেপ করেছেন। ৫৪. অতপর তাকে ঢেকে দিলো যা ঢেকে দেয়ার ছিলো। ৫৫. তবে<sup>৫৫</sup> তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে<sup>৫৬</sup>? ৫৬. এটাও একটা সতর্কবাণী

﴿٥١﴾-এবং; -تُؤَدُّنَا-সামূদ সম্প্রদায়কেও; -فَمَا أَبْقَى-(ফ+মা+অব্)-কাউকেই অবশিষ্ট রাখেনি। ৫২)-এবং; -وَقَوْمًا-সাম্প্রদায়কেও; -نُوحٍ-নূহ-এর; -مِّن قَبْلُ-তার আগে; -إِنَّهُمْ-এবং; -وَأَطْغَى-অতিশয় অত্যাচারী; -كَانُوا-ছিলো; -أَعْرَابَ-সবাই; -رِبَّكَ-অত্যাচারী; -تَتَمَارَى-(ত+ম+আ+র)-নিশ্চয়ই তারা; -نَذِيرٌ-(ন+অ+জ)-নিশ্চয়ই তারা; -أَطْغَى-চরম অবাধ্য। ৫৩)-আর; -الْمُؤْتَفِكَةَ-(কাওমে লূতের) উল্টানো জনপদকে; -أَهْوَى-(হা+অ+হু)-তিনি শূন্যে তুলে নিষ্ক্ষেপ করেছেন। ৫৪)-غَشَّاهَا-(গ+শ+হা)-তাকে ঢেকে দিলো; -مِغْشَى-(মি+গ+শ)-যা; -يَأْتِي-ঢেকে দেয়ার ছিলো। ৫৫)-أَعْرَابَ-(আ+ই+আ)-তবে কোন কোন; -رِبَّكَ-(র+ব+ক)-তোমার প্রতিপালকের; -تَتَمَارَى-(ত+ম+আ+র)-তুমি সন্দেহ পোষণ করবে। ৫৬)-هَذَا-এটাও; -نَذِيرٌ-একটা সতর্কবাণী;

তাদের নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো। নবীর কথা অমান্য করার ফলে তাদের ওপর প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। অতপর যারা হুদ আ.-এর ওপর ঈমান এনেছিলো, তারাই আযাব থেকে রক্ষা পায়। এদের বংশধরগণ 'দ্বিতীয় 'আদ' নামে পরিচিত হয়। হযরত নূহ আ.-এর পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (মায়হারী)

'সামূদ' জাতিও তাদের অপর একটি শাখা। এদের কাছে হযরত সালেহ আ.-কে নবী হিসেবে পাঠানো হয়। তারা তাঁকে অমান্য করলে প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রচণ্ড বজ্রনির্নাদে তাদের কলিজা ফেটে যায়।

৪৭. 'উল্টে দেয়া জনপদ' বলতে হযরত লূত আ.-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তি হিসেবে জিবরাঈল আ. তাদের জনপদকে উল্টে দিয়েছিলেন। আর আচ্ছন্নকারী বা আবৃতকারী বস্তু দ্বারা তাদের ওপর বর্ষিত পাথর কণা বুঝানো হয়েছে। অথবা এর দ্বারা মরু সাগরের লবণাক্ত পানি বুঝানো হয়েছে, যা আজ পর্যন্তও উক্ত জনপদকে প্রাবিত করে রেখেছে।

৪৮. পূর্বেকার ৪৪ আয়াত পর্যন্ত ইবরাহীম আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সাহীফাসমূহ এবং মুসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত তাওরাতের শিক্ষার বর্ণনা শেষ হয়েছে।

مِنَ النَّذْرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٩﴾ أَزْفَتِ الْأَزْفَةَ ﴿٦٠﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٦١﴾

আগেকার সতর্ক বাণীগুলোর মধ্য থেকে। ৫৯. আগমনকারী মুহূর্ত (কিয়ামত) নিকট এসে গেছে। ৬০

৬১. আল্লাহ ছাড়া কেউ তার প্রকাশকারী নেই। ৬১

مِنَ-মধ্য থেকে ; النَّذْرِ-সতর্কবাণীগুলোর ; الْأُولَىٰ-আগেকার। ﴿٥٩﴾-নিকটে এসে গেছে ; الْأَزْفَةَ-আগমনকারী মুহূর্ত (কিয়ামত)। ﴿٦٠﴾-কেউ নেই ; لَهَا - তার ; مِنْ دُونِ-ছাড়া ; اللَّهُ-আল্লাহ ; كَاشِفَةٌ-প্রকাশকারী।

৪৯. অর্থাৎ ইতিপূর্বে বর্ণিত ইবরাহীম আ. ও মূসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত কিতাবের সারকথা শোনার পর এবং অবাধ্য জাতিসমূহের ধ্বংসের বর্ণনা শোনার পর মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সুতরাং হে মানুষ, এটা তোমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। অতপর তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হবে এবং সন্দেহ পোষণ করবে? তোমাদের উচিত একমাত্র তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁরই দাসত্ব করা।

স্মরণীয় যে, 'আদ' ও 'সামূদ' এবং 'কাওমে নূহ' আ. ইবরাহীম আ.-এর আগে গত হয়ে গেছে। আর 'লূত'-এর সম্প্রদায় ইবরাহীম আ.-এর সময়কালেই আযাবে পতিত হয়েছে। অতএব আলোচ্য কথাটিও ইবরাহীম আ.-এর সহীফার অংশ—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫০. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সা.-ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলোর মতো আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী অথবা এর অর্থ—এ কুরআন ও পরবর্তী আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলোর মতো আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী কিতাব। এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আগেকার অবাধ্য জাতিগুলোর করুণ পরিণতির বর্ণনা একটি সতর্কবাণী। যারা এ সতর্কবাণী উপেক্ষা করে আখেরী নবী মুহাম্মাদ সা.-এর দাওয়াতকে উপেক্ষা করবে, তাদেরও আগেকার জাতিগুলোর মতো করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

৫১. অর্থাৎ কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। একথা মনে করার কোনো অবকাশ নেই যে, এখনই দীন-ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই, এসব চিন্তা করার অবকাশ আরো পাওয়া যাবে। কিয়ামত যে নিকটে এসে গেছে, তার কারণ হলো, উম্মতে মুহাম্মাদী বিশ্বের সর্বশেষ কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত। তাছাড়া কেউ তো জানে না, তার জীবনের আর কতটা সময় বাকী আছে। মৃত্যু যেমন যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে, তেমনি কিয়ামতও যে কোনো দিন এসে পড়তে পারে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে এক মুহূর্ত দেরী না করে এখন থেকেই নিজেকে সংযত করা এবং নিজের কর্মকাণ্ডকে শুধরে নেয়া। কারণ স্বাস ফেলে আবার স্বাস গ্রহণের সুযোগ না-ও পাওয়া যেতে পারে।

﴿۵۹﴾ أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿۶۰﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿۵۹﴾

৫৯. তবে কি এই কথা থেকে তোমরা বিশ্বয়বোধ করছো।<sup>৫৯</sup> ৬০. আর তোমরা হাসছো, কিন্তু তোমরা কাঁদছো না।<sup>৬০</sup>

﴿۶۱﴾ وَأَنْتُمْ سِمْدُونَ ﴿۶۲﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿۶۱﴾

৬১. আর তোমরা গর্ব অহংকারে মেতে আছে।<sup>৬১</sup> ৬২. অতএব তোমরা আল্লাহর জন্য সিজদা করো এবং তাঁরই ইবাদাত করো।<sup>৬২</sup>

তোমরা - تَعْجَبُونَ ; কথা - الْحَدِيثِ ; এই - هَذَا ; থেকে ; (ا+ف+من)-افمن ﴿৫৯﴾ বিশ্বয় বোধ করছো। ; আর - وَ ; কিন্তু - وَ ; তোমরা হাসছো - تَضْحَكُونَ ; (و)-وَ ﴿৬০﴾ তোমরা কাঁদছো না। ; আর - وَ ; তোমরা - أَنْتُمْ ; গর্ব-অহংকারে মেতে আছে। ; (ف+اسجدوا)-فاسجدوا ﴿৬১﴾ অতএব তোমরা সিজদা করো ; আল্লাহর জন্য - لِلَّهِ ; (اعبدوا+ه)-اعبدوا ; এবং - وَ ; তাঁরই ইবাদাত করো ;

৫২. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত করার ক্ষমতা যেমন আল্লাহ ছাড়া কারো নেই, তেমনি তা যখন এসে পড়বে, তখন তাকে প্রতিরোধ করা বা ঠেকানোর ক্ষমতাও আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। তবে তা যখন সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিরোধ করবেন না।

৫৩. 'হাযাল হাদীস' দ্বারা কুরআন মাজীদের শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন রূপে মুহাম্মাদ সা. যে শিক্ষা পেশ করছেন সে বিষয়ে তোমরা অবাক হচ্ছে কেনো ? এটাতো কোনো অভিনব বা অবিশ্বাস্য বিষয় নয়।

৫৪. অর্থাৎ নিজেদের অপরাধ ও পরিণতির কথা চিন্তা করে তোমাদের তো কাঁদার কথা। অথচ তা না করে তোমাদের সামনে পেশকৃত ওহীর শিক্ষা নিয়ে তোমরা তামাশা করছো এবং হাসি-ঠাট্টা করে তাকে উড়িয়ে দিচ্ছে।

৫৫. 'সামেদূন' শব্দ 'সামিদ' শব্দের বহুবচন। 'সামিদ' অর্থ 'খেল-তামাশাকারী', গাফিল, গান-বাদ্যকারী, গর্ব-অহংকারে উদ্ধত ব্যক্তি, পেরেশানীতে হতভম্ব ব্যক্তি। (লুগাতুল কুরআন)

উল্লেখ্য যে, ইসলাম বিরোধী কাফির-মুশরিকদের ক্ষেত্রে সবকিছু অর্থই প্রযোজ্য।

৫৬. অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতসমূহের দাবী হলো তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হও এবং তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করো।

সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. এক মাজলিসে সূরা নাজম পাঠ করেন, তখন মাজলিসে উপস্থিত একজন বৃদ্ধ কাফির ছাড়া মুসলমান, কাফির-মুশরিক

নির্বিশেষে সবাই সিঁজদাবনত হয়ে গেল। সেদিন যেসব কাফির মুশরিক সিঁজদা করেছিলো, আল্লাহ তা'আলা সেই বৃদ্ধ (উমাইয়া ইবনে খালফ) ছাড়া তাদের সবাইকে ঈমান নসীব করেছেন। সেই বৃদ্ধ কাফির অবস্থায় মারা যায়।

### ৩য় রুকু' (৩৩-৬২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই একমাত্র হিদায়াত পেতে পারে। আর দীনের পথে হিদায়াত লাভ করা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

২. রুকু'র প্রথম চারটি আয়াতে কুরাইশদের অন্যতম নেতা ওয়ালাদ ইবনে মুগীরার কথা বলা হয়েছে, যে রাসূলের দাওয়াতে পেয়ে ঈমান আনার কাছাকাছি এসেছিলো; কিন্তু তার এক কাফির বন্ধুর প্ররোচনায় কুফরীতে ফিরে গিয়েছিলো।

৩. কাফির-মুশরিক ও অসৎ বন্ধু-বান্ধবরাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং হিদায়াতের পথে অগ্রসর হতে বাধা দান করে। সুতরাং এ জাতীয় বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪. অদৃশ্য জগতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদেরকে ওহীর মাধ্যমে যতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন, ততোটুকুই মানুষ জানতে পারে।

৫. কুরআন মাজীদ ছাড়া আগেকার আসমানী কিতাব ও সহীফাসমূহের শিক্ষা সম্পর্কে জানার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র আজ আর দুনিয়াতে নেই।

৬. বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশে তাওরাতের নামে যা লিপিবদ্ধ আছে, তা নির্ভরযোগ্য নয়।

৭. এ সূরার ৩৮ আয়াত থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত ইবরাহীম আ.-এর ওপর নাযিলকৃত সহীফাসমূহ এবং মুসা আ.-এর ওপর নাযিলকৃত 'তাওরাত'-এর কিছু শিক্ষা উল্লিখিত হয়েছে। উন্নতে মুহাম্মাদীর জন্য এগুলো অবশ্য পালনীয়।

৮. বর্ণিত শিক্ষা ও বিধানগুলোর মধ্যে প্রথম বিধান হলো—একের অপরাধের শাস্তি অন্যকে দেয়া যাবে না। তবে যদি সেই অপরাধ সংঘটনে অন্যের কোনো প্রকার সংশ্লিষ্টতা থাকে, সেটা ভিন্ন কথা।

৯. প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে এবং চেষ্টি-সাধনা ছাড়া কেউ কোনো প্রকার মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

১০. মানুষ তার চেষ্টি-সাধনার সুফল বা কুফল অবশ্যই আখিরাতে দেখবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

১১. আখিরাতে মানুষকে তার দুনিয়াতে কৃত চেষ্টি-সাধনার পরিপূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে।

১২. মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষকে তার প্রভুর সামনে হাজির করে দেয়া হবে। মৃত্যু যেমন অনিবার্য তেমনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়াও অনিবার্য।

১৩. মানুষের হাসি ও কান্নার মূল কারণ সুখ ও দুঃখ। সুখ-দুঃখ উভয়ের কার্যকারণ আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেন। সুতরাং তিনিই মানুষকে হাসান এবং কাঁদান।

১৪. একই শুক্রবিন্দুর উপাদান থেকে আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়ই সৃষ্টি করেন। মানুষ সৃষ্টির এ নিয়ম-ই সূচনাকাল থেকেই চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

১৫. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কোনো নমুনা ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন; তাই-দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়।

১৬. আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মধ্যে ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি করেন। তিনি কাউকে ধনবান করা এবং কাউকে হতদরিদ্র অবস্থায় রাখার মূল কার্যকারণ তিনিই জানেন।

১৭. আল্লাহ তা'আলাই সূর্য-চন্দ্র ও সকল গ্রহ-নক্ষত্রের স্রষ্টা। সুতরাং ইবাদত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। অতএব আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত বা দাসত্ব করা যাবে না।

১৮. নবী-রাসূলদের দেখানো পথে না চলে বিপথগামী হলে, অতীতের অবাধ্য জাতি-গোষ্ঠীর মতো ধ্বংস অনিবার্য।

১৯. হযরত হুদ আ.-এর নির্দেশ অমান্য করে 'আদ' জাতি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

২০. হযরত সালেহ আ.-এর নির্দেশ অমান্য করে সামুদ্র জাতি বিকট বজ্রধ্বনির আঘাত দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

২১. হযরত লূত আ.-এর অবাধ্য হয়ে 'লূত'-এর সম্প্রদায় জীবন্ত মাটিতে প্রোথিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

২২. লূত সম্প্রদায়ের জনপদকে তাদেরকে সহ শূন্য তুলে উল্টে দেয়া হয়েছে, অতপর তার ওপর পাথর কণা বর্ষিত হয়েছে, যা জনপদটিকে ঢেকে ফেলেছে।

২৩. অতীতের নবী-রাসূল, তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের শিক্ষা এবং তাদের অবাধ্য জাতির পরিণাম ফল জানার পর বর্তমান কালের মানুষের জন্য শেষ নবীর শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য কর্তব্য।

২৪. কিয়ামত ক্রমান্বয়ে ঘনিষে আসছে। এর নির্দিষ্ট সময় একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। মানুষের জীবনকালও অসীম নয়। যে কোনো সময় যে কোনো লোকের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাই মুহূর্ত থেকেই দীনের পথে চলা শুরু করার বিকল্প নেই।

২৫. মানুষের উচিত নিজেদের অপরাধের কথা স্বরণ করে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে কমা প্রার্থনা করা।

২৬. মানুষের উচিত নিজেদের মিথ্যা অহমিকা ত্যাগ করে আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করা।



## সূরা আল ক্বামার-মাকী

আয়াত : ৫৫

রুকু' : ৩

## নামকরণ

‘ক্বামার’ অর্থ চাঁদ। সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটি আছে। সে হিসেবে এর নামকরণ হয়েছে—‘আল ক্বামার’। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে ‘ক্বামার’ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

## নাযিলের সময়কাল

মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরদের সর্বসম্মত মতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা হিজরতের পাঁচ বছর আগে মক্কার ‘মিনা’ নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো। এ থেকেই এ সূরার নাযিলকাল নির্ধারিত হয়ে যায়।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো কাফিরদেরকে তাদের হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করা এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আগেকার সূরা আন নাজ্জেমের শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। এ সূরায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখানোর মাধ্যমে তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

কিয়ামত-এর সবচেয়ে বড় আলামত বা নিদর্শন হলো শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত। এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই আংগুলের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখানো ঘারা বুঝানো হয়েছে, মহাবিশ্বের এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। বরং তা একদিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, যেমন চাঁদ-এর মতো একটি উপগ্রহ দুখণ্ড হয়ে এক খণ্ড পাহাড়ের এক পাশে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের অপর পাশে পড়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমেই ইংগীত করা হয়েছে যে, চাঁদ দুখণ্ড হওয়ার মাধ্যমে কিয়ামতের সূচনা হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. এ ঘটনার প্রতি ইংগীত করে ইরশাদ করেছেন—“তোমরা এ ঘটনা দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কিন্তু কাফিররা ‘যাদু’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো এবং নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকলো। তাদের এ হঠকারিতায় তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব লোক আল্লাহর নিদর্শন চোখে দেখেও তাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না। এরা ইতিহাস থেকে যেমন শিক্ষা গ্রহণ করে না, তেমনি কোনো যুক্তিও মানতে চায় না। তবে তারা সেদিনই কিয়ামত আসার ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করবে, যেদিন কিয়ামত তাদের সামনে এসে পড়বে এবং তারা মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

অতপর অতীতের বিধ্বস্ত জাতি কাওমে নূহ, কাওমে আদ, সামুদ, লূত-এর সম্প্রদায় এবং ফিরআউনের অনুসারীদের উদাহরণ পেশ করে সতর্ক করা হয়েছে যে, এসব জাতি যেমন আদ্বাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়ে এ দুনিয়াতেই আদ্বাহর আযাবে নিপতিত হয়েছে। তেমনি তোমরা যদি সেসব জাতির মত ও পথের অনুসারী হও তোমরাও দুনিয়াতেই আদ্বাহর আযাবে নিপতিত হবে। আর যদি তোমরা এসব জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক পথ অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের ওপর কখনো আযাব আসতে পারে না।

অতপর অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে মক্কার কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, যেসব কারণে অতীতের জাতি-গোষ্ঠীগুলো দুনিয়াতেই আযাবে নিপতিত হয়েছে, তোমরাও যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো, তাহলে তোমাদের সাথেও একই আচরণ করা হবে। তোমাদের কাছে কি এমন কোনো সনদ আছে যে, তোমরা অন্যরা যেসব অপরাধ করে আযাবের উপভুক্ত হয়েছে সেসব অপরাধ করলেও তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না? তোমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির যতই বড়াই করো না কেনো, আদ্বাহর পাকড়াওর সামনে এরা মোটেই টিকে থাকতে পারবে না এবং তারা পালিয়ে বাঁচতে চাইবে। আর আখিরাতে তো তোমাদের সাথে এর চেয়ে আরো কঠোর আচরণ করা হবে।

অবশেষে কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত-এর জন্য যে সময় নির্ধারিত আছে সেই নির্দিষ্ট সময়েই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এর জন্য আদ্বাহ তা'আলার কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। এর জন্য আদ্বাহর একটিমাত্র হুকুম-ই যথেষ্ট। কিয়ামতের ব্যাপারে কেউ অবিশ্বাস করলেই তাকে বিশ্বাস করানোর জন্য নির্ধারিত সময় থেকে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসা যাবে না। একই ভাবে তোমরা কিয়ামত সংঘটিত হতে দেবী হচ্ছে দেখে তোমরাও বিদ্রোহ করো, তাহলেও তা এগিয়ে আসবে না, আবার কোনো কারণে তা পিছিয়েও যাবে না; বরং তোমরা নিজেদের বিদ্রোহের পরিণতি ভোগ করবে। আদ্বাহর নিকট মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি হচ্ছে। কোনো কাজ তা যত ছোটই হোক না কেনো, সেই তালিকা থেকে বাদ পড়ছে না। আর যারা কিয়ামত-এর কথা বিশ্বাস করে নিজের আমলকে শুধরে নেবে, তারা আদ্বাহর সান্নিধ্যে জান্নাতের সুখ-শান্তি উপভোগ করতে থাকবে।





রুক'-৩

## ৫৪. সূরা আল ক্বামার-মাকী

আয়াত-৫৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ② وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا

১. কিয়ামত নিকটে এসে গেছে আর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। ২. আর তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে—

①-নিকটে এসে গেছে ; اقْتَرَبَتِ-নিকটে এসে গেছে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; وَ-আর ; انْشَقَّ-দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ; الْقَمَرُ-চাঁদ। ②-আর ; وَإِنْ-যদি ; يَرَوْا-তারা দেখে ; آيَةً-কোনো নিদর্শন ; يُعْرَضُوا-তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ; وَ-এবং ; يَقُولُوا-বলে ;

১. ইতিপূর্বেকার সূরায় বলা হয়েছে যে, আগমনকারী মুহূর্ত (কিয়ামত) নিকটবর্তী হয়েছে। এ সূরার প্রথমেই সেই কথাকে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে—“কিয়ামত নিকটে এসে গেছে।” আর তার প্রমাণ হিসেবে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কিয়ামত হওয়াকে যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্বজগতের একটি অংশ চাঁদ দুখণ্ড হওয়া দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। চাঁদের মতো অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ এবং সৌরজগতের সবকিছুই এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এগুলোর কোনোটাই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়।

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা শুধু কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত নয়, বরং সহীহ হাদীসসমূহ থেকেও এটা প্রমাণিত। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনজন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষী দিয়েছেন। তাছাড়া আরো যেসব বর্ণনা এ সম্পর্কে রয়েছে, তাতে এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকে না।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ সা. মক্কার ‘মিনা’ নামক স্থানে অবস্থানরত ছিলেন তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে নবুওয়াতের সপক্ষে নিদর্শন দাবী করলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর আগে। সেদিন ছিলো চান্দ্রমাসের ১৪ তারিখের সন্ধ্যারাত্রি। সবেমাত্র চাঁদ উদিত হয়েছে। মুশরিকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা এ সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ দেখা গেলো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে এবং অপর খণ্ড পশ্চিম দিকে চলে গেলো। আর উভয় খণ্ডের মাঝে পাহাড় অস্তরাল হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সা. উপস্থিত সবাইকে বললেন, দেখো এবং সাক্ষ্য দাও। উপস্থিত সবাই এ অসাধারণ ঘটনা সুস্পষ্টরূপে দেখলো। অতপর চাঁদের উভয় খণ্ড আবার একত্রিত হয়ে গেলো। কোনো দৃষ্টিবান লোকের পক্ষে এ ঘটনা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু কাফিররা বললো,

سِحْرٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝ وَكُنْ بِأَوْأَتِبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلْ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٍّ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

(এটাতো) চিরাচরিত যাদু ১ ৩. আর তারা (সত্যকে) অস্বীকার করছে এবং নিজেদের খেলাল-খুশীর অনুসরণ করছে, অথচ প্রত্যেক বিষয়ই অবশেষে স্থিরকৃত হয় ১ ৪. আর নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে

مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مَزْجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ ۝ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ

(অতীত জাতিসমূহের) এমন কিছু সংবাদ যাতে রয়েছে সতর্কবাণী ৫. (তাতে আরো আছে) পরিপূর্ণ জ্ঞান, কিছু সে সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি। ৬. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন; ৬

“সিহর-এটাতো) যাদু; “مُسْتَمِرٍّ-চিরাচরিত। ৩-আর; “كَذَّبُوا-তারা (সত্যকে) অস্বীকার করছে; “وَ-এবং; “اتَّبَعُوا-অনুসরণ করছে; “أَهْوَاءَهُمْ-(আহো+হম)-নিজেদের খেলালখুশীর; “و-অথচ; “كُلٌّ-প্রত্যেক; “أَمْرٍ-বিষয়ই; “مُسْتَقَرٍّ-অবশেষে স্থিরকৃত হয়। ৪-আর; “و-আর; “لَقَدْ جَاءَهُمْ-(ল+قد+জاء+হম)-নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছে; “مِّنَ الْأَنْبَاءِ-এমন কিছু; “مَا فِيهِ-সংবাদ; “مَزْجَرٌ-সতর্কবাণী। ৫-“فَمَا تُغْنِ-কিছু (ف+মা+তুগ্ন)-“بَالِغَةٌ-পরিপূর্ণ; “حِكْمَةٌ-(তাতে আরো আছে) জ্ঞান; “النُّذْرُ-কোনো উপকারে আসেনি; “فَتَوَلَّوْا-অতএব আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন; “عَنْهُمْ-(عن+হম)-তাদের থেকে;

মুহাম্মদ সা. আমাদের চোখে যাদু করেছে, তাই আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছে। তবে সারা বিশ্বের মানুষকে তো আর তিনি যাদু করতে পারবেন না। অতএব বাইরে থেকে কিছু লোকের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞেস করলো, তারা সকলে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিলো।

মুহাম্মদ সা. আমাদের চোখে যাদু করেছে, তাই আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছে। তবে সারা বিশ্বের মানুষকে তো আর তিনি যাদু করতে পারবেন না। অতএব বাইরে থেকে কিছু লোকের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞেস করলো, তারা সকলে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দিলো।

২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. চাঁদকে যে দু'খণ্ড করে দেখিয়েছেন তা অতীতের অনেক যাদুকরের তেলসমাতির মতই একটা যাদু—এটা ছিলো কাফিরদের মন্তব্য। তাদের ধারণা অতীতের যাদুকরদের যাদুর কোনো প্রভাব যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না, এটাও তেমনি অতীত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ আগে থেকে কাফিররা যেমন কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলো, তেমনি এ নিদর্শন

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرًا ۖ خَشَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَخَرَجُوا مِنَ الْآجِدَاتِ

যেদিন এক আহ্বানকারী আহ্বান জানাবে এবং অশ্রীতিকর বিষয়ের দিকে । ৭. (সেদিন) তাদের দৃষ্টি অবনমিত অবস্থায় তারা কবরগুলো থেকে বের হয়ে আসবে,

- شَيْءٌ - দিকে ; إِلَى - এক আহ্বানকারী ; الدَّاعِ - আহ্বান জানাবে ; يَدْعُ - যেদিন ; يَوْمَ - বিষয়ের ; خَشَعُوا - এক অশ্রীতিকর । ৭. خَشَعُوا - অবনমিত অবস্থায় থাকবে ; أَبْصَارُهُمْ - (সেদিন) তাদের দৃষ্টি ; (أَبْصَارُهُمْ) - থেকে ; مِنَ - তারা বের হয়ে আসবে ; يَخْرُجُونَ - কবরগুলো থেকে ; الْآجِدَاتِ -

দেখেও তাদের বিশ্বাসে কোনো পরিবর্তন আসলো না । এর কারণ কিয়ামতকে বিশ্বাস করা তাদের খেলাল-খুশীর বিপরীত ছিলো ।

৪. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর দাওয়াতকে তোমরা যে অবিশ্বাস করছো, তারও একটা চূড়ান্ত সমাধান আছে। তোমরা অবিশ্বাস করেই যাবে। আর তিনি দাওয়াত দিয়েই যেতে থাকবেন। এভাবে অনন্ত কাল পর্যন্ত চলতে থাকবে—এমনটা হতে পারে না। তাঁর এবং তোমাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একদিন স্থির সিদ্ধান্ত হবে। সেদিন প্রমাণিত হবে—কারা সত্যের ওপর রয়েছে। আর সেদিনই সত্যপন্থীরা তাদের সত্যপথে থাকার সুফল এবং বাতিলপন্থীরা তাদের বাতিলের ওপর থাকার মন্দ ফল অবশ্যই লাভ করবে।

৫. অর্থাৎ হে নবী আপনি তাদেরকে তাদের হঠকারিতা নিয়ে থাকতে দিন। তাদেরকে অতীতের অবিশ্বাসী হঠকারী জাতিসমূহের পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ইতিহাস থেকে সেসব জাতির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। তারপরও তারা যদি তাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ না করে, তাহলে তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দেয়া ছাড়া আর কি-ইবা করা যেতে পারে? হাঁ, এরা তখনই আখিরাতকে বিশ্বাস করবে, যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে—আখিরাত সম্পর্কে তাদেরকে যেসব খবর দেয়া হচ্ছে, সে সবকিছু স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

৬. অর্থাৎ এমন বিষয় যা তাদের ধারণা কল্পনার বাইরে এবং সেসব বিষয় তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। তারা কোনোদিন কল্পনাও করেনি যে, তাদেরকে যা দুনিয়াতে বলা হয়েছিলো, তা হুবহু এমনভাবে সত্যে পরিণত হয়ে যাবে।

৭. অর্থাৎ কবর থেকে উঠে যখন তারা আখিরাতের কল্পনাভীত দৃশ্যাবলী বাস্তবে দেখবে, তখন তারা ভয়-ভীতি, লজ্জা-অপমান ও অনুশোচনায় মাথা নীচু করে রাখাবে। তারা বুঝতে পারবে যে, এটাই তো সেই আখিরাত যার কথা নবী-রাসূলগণ এবং এদের অনুসারী মু'মিনরা তাদেরকে দুনিয়াতে বলেছিলেন যাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং সেসব কথাকে গাল-গল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো।

৮. অর্থাৎ যে যেখানেই মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলো, তা মাটির গহ্বর হোক, নদী-সমুদ্রের

كَانَ هُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۖ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا

যেন তারা বিক্ষিপ্ত পক্ষপাল। ৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দৌড়রত থাকবে; কাফিররা (যারা কিয়ামত অস্বীকারকারী) বলতে থাকবে—‘এটা তো

يَوْمٌ عَسِيرٌ ۚ كَذَّبَتْ قَوْمَ نُوحٍ نَكَدُوا عِبَادَنَا وَقَالُوا مَا كُنَّا

বড় কঠিন একটি দিন। ৯. তাদের আগে নূহ-এর কাণ্ডমণ্ড অস্বীকার করেছিলো এবং তারা আমার বান্দাহকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো আর বলেছিলো (এ ব্যক্তিতো) পাগল

وَأَزْدُجَرَ ۖ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ۖ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ

এবং তাকে হুমকী-ধমকীও দেয়া হয়েছিলো। ১০ অবশেষে তিনি তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিলেন—‘আমি তো পরাজিত, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন’। ১১. তখন আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ

তার- مُهْطِعِينَ ۖ ৮. বিক্ষিপ্ত-مُنْتَشِرٌ; পক্ষপাল-جَرَادٌ; যেন তারা- (ك+ان+هم)-كَانَهُمْ; ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দৌড়াতে থাকবে; يَقُولُ-আহ্বানকারীর-الدَّاعِ; দিকে-إِلَى; বলতে থাকবে; الْكَافِرُونَ-কাফিররা (যারা কিয়ামত অস্বীকারকারী); هَذَا-এটাতো; قَبْلُ+)-قَبْلَهُمْ; অস্বীকার করেছিলো-كَذَّبَتْ ৯. বড় কঠিন-عَسِيرٌ; একটি দিন-يَوْمٌ; তারা-এবং (ف+কذبوا)-فَكَذَّبُوا; এর-نُوحٍ-নূহ; কাণ্ডমণ্ড-قَوْمٌ; তাদের আগে-هم)মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো; (عبد+نا)-عِبَادَنَا-আমার বান্দাহকে; (و-আর; قَالُوا-বলেছিলো; (এ ব্যক্তি তো)-مَجْنُونٌ; হুমকী-ধমকীও দেয়া হয়েছিলো (رب+)-رَبَّهُ; (ف+দعا)-فَدَعَا ১০. অবশেষে তিনি ডেকে বলেছিলেন- (ف+انتصر)-فَانْتَصِرَ; (আমি তো)-أَنِّي; পরাজিত-مَغْلُوبٌ; তখন আমি খুলে দিলাম (ف+فتحنا)-فَفَتَحْنَا ১১. দরজাসমূহ-أَبْوَابِ السَّمَاءِ; আসমানের;

তলদেশ হোক অথবা কোনো জীব-জন্তুর উদর হোক, তার দেহাবশেষ মাটির যে স্তরেই মিশে গিয়ে থাকুক না কেনো, সে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৯. অর্থাৎ নূহ আ.-এর জাতিও অবিশ্বাস করে ছিলো আখিরাতকে। তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা, সেখানে সফলতা লাভের জন্য এখানে করণীয় ও বর্জনীয় কাজগুলো কি কি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে নূহ আ. যেসব শিক্ষা প্রচার করেছিলেন, তা সবই তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো।

১০. অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র নিজেরা অমান্য-অস্বীকার করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং তারা তাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে পাগল আখ্যায়িত করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে, তিরস্কার করে,

بِمَاءٍ مِنْهُمْ ۝١٧ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرٍ ۝١٨

মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ১৭. আর যমীনকে ফোয়ারায় রূপান্তরিত করে দিলাম<sup>১৭</sup>; ফলে (আসমান ও যমীনের) পানি মিলিত হলো এমন এক ব্যাপারে যা আগেই নির্ধারিত ছিলো।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدَسْرٍ ۝١٩ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرًا ۝٢٠

১৭. আর তাঁকে (নূহকে) আমি আরোহণ করিয়ে দিলাম কাঠের ফালি ও পেরেক বিশিষ্ট নৌযানে<sup>১৭</sup>। ১৮. যা চলতো আমার তত্ত্বাবধানে; (এটা) সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধস্বরূপ ছিলো যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো।<sup>১৮</sup>

- فَجَّرْنَا ; -আর ; ۝١٧- وَ- মুঘলধারে ; (ب+ماء)-بِمَاءٍ-  
- (ف+)-فَالْتَقَى ; -ফোয়ারায় ; -عُيُونًا-; -যমীনকে ; -الْأَرْضَ-  
-এমন এক ব্যাপারে ; -عَلَىٰ أَمْرٍ- (আসমান ও যমীনের) পানি ; -الْمَاءُ-  
- (حَمَلْنَا+)-وَحَمَلْنَاهُ-; -আর ; ۝١٩- وَ-  
- (ب+اعين+نا)-بِأَعْيُنِنَا ; -যা চলতো ; -تَجْرِي- ۝١٩-  
-আমার তত্ত্বাবধানে ; -جَزَاءً- (এটা) প্রতিশোধ স্বরূপ ; -لِمَن-  
-যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো।

দীনের শিক্ষা প্রচার-প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। নবীকে হুমকী ধমকী দিয়ে এবং অবশেষে তাঁর জীবনের ভয় দেখিয়ে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছে। তারা তাঁকে এমন কথাও বলেছে যে, আপনি যদি দীন প্রচার-প্রসারের কাজ থেকে বিরত না হন, তাহলে আমরা আপনাকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলবো।

মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত—নূহ আ.-এর লোকেরা তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও সাক্ষাত পেলে তারা তাঁর গলা চেপে ধরতো। ফলে তিনি হুশ হারিয়ে ফেলতেন। অতপর হুশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করতেন—“আল্লাহ আমার জাতির অপরাধ ক্ষমা করে দিন, তারা অজ্ঞ। এভাবে তিনি সাড়ে নয়শত বছর তাদের নির্ধাতনের জবাবে তাদের জন্য দোয়া করেছেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি তাদের জন্য বদ দোয়া করেন, ফলে পুরো জাতি-ই মহাপ্রাণে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে অসংখ্য বর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছে, যা থেকে অনর্গল পানি উপচে পড়ছে।

১২. অর্থাৎ আসমান থেকে বর্ষিত পানি এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপচে পড়া পানি মিলিত হয়ে ‘কাওমে নূহ’কে ডুবিয়ে মারার পূর্ব-নির্ধারিত আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করলো। আমি নূহ আ. এবং তাঁর অনুসারী মু’মিনদেরকে কাঠের তক্তা ও পেরেক

﴿١٥﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مَدْكِرٍ ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ

১৫. আর নিঃসন্দেহে আমি তাকে একটি নিদর্শনস্বরূপ রেখে দিয়েছি<sup>১৫</sup>, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

১৬. অতপর (দেখো), কেমন (কঠোর) ছিলো আমার আযাব এবং ভীতি প্রদর্শন ।

﴿١٧﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مَدْكِرٍ ﴿١٨﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ

১৭. আর নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য<sup>১৬</sup> অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ? ১৮. 'আদ' জাতিও অস্বীকার করেছিলো (তাদের নবীকে), অতপর কেমন (কঠোর) ছিলো

﴿١٥﴾-আর ; لَقَدْ-আর ; تَرَكْنَاهَا-(ল+قد+تركنا+ها)-নিঃসন্দেহের আমি তাকে রেখে দিয়েছি ; آيَةً-একটি নিদর্শন স্বরূপ ; فَهَلْ-অতএব আছে কি ; مِنْ-কোনো ; مَدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী । ﴿١٦﴾-ফকিফ-(ফ+كيف)-অতপর (দেখো) কেমন (কঠোর) ; كَانَ-ছিলো ; لَقَدْ-আর ; وَ-এবং ; نُذْرٍ-ভীতি প্রদর্শন । ﴿١٧﴾-আর ; يَسَّرْنَا-কুরআনকে ; الْقُرْآنَ-কুরআনকে ; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; فَهَلْ-অতএব আছে ; مِنْ-কোনো ; مَدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী । ﴿١٨﴾-কড্বিত-অস্বীকার করেছিলো (তাদের নবীকে) ; عَادٌ-'আদ জাতিও ; فَكَيْفَ-অতপর কেমন (কঠোর) ; كَانَ-ছিলো ;

সম্বলিত নৌযানে আরোহণ করিয়ে বাঁচিয়ে রাখলাম । অবিশ্বাসী জাতির কেউ পাহাড়ে উঠেও রক্ষা পেল না ।

১৩. অর্থাৎ আমার নবী নূহ আ.-কে মেনে নিতে অস্বীকার করার কারণেই সেই জাতির উপর প্রতিশোধ স্বরূপ তাদেরকে সমূলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো ।

১৪. অর্থাৎ নূহ আ.-এর তৈরী জাহাজকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি । যাতে করে মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহর নাফরমানদের পরিণতি দুনিয়াতেই কেমন হতে পারে । আর আখিরাতের অনন্ত জীবনের শান্তি তো তৈরী করেই রাখা হয়েছে । আর মু'মিনদেরকে আল্লাহ কিভাবে রক্ষা করেন, সে শিক্ষাও এ থেকে মানুষ পেতে পারে ।

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন ইরাক ও আল জাযিরা জয় করে তখন জুদী-পাহাড়ের ওপর নূহ আ.-এর জাহাজ দেখেছিলেন । বর্তমান কালেও বিমান ভ্রমণের সময় সেই অঞ্চলের একটি পর্বত শীর্ষে জাহাজের মতো একটি বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়, যাকে নূহ আ.-এর জাহাজ বলে সন্দেহ করা হয় ।

১৫. কুরআনকে সহজ করে দেয়ার দুটো অর্থ হতে পারে—(এক) কুরআন বুঝা এবং তার উপদেশ অনুযায়ী জীবন গড়া সহজ । কুরআনের বিধানগুলো মানুষের স্বভাব

عَنْ أَبِي وَنَذْرٍ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝

আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী ? ১৯. নিশ্চয়ই আমি তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম এবং প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস এক চির অশুভ দিনে ;

عَنْ أَبِي -আমার শাস্তি ; وَ-ও ; وَنَذْرٍ -সতর্কবাণী । ۝ إِنَّا -নিশ্চয়ই আমি ; أَرْسَلْنَا - পাঠিয়েছিলাম ; عَلَيْهِمْ -তাদের ওপর ; رِيحًا -এক বাতাস ; صَرْصَرًا -প্রচণ্ড ঝড়ো ; فِي -ফি ; يَوْمِ -এক দিনে ; مُّسْتَمِرٍّ -চির ; نَحْسٍ -অশুভ ।

সম্মত । এ বিধান অনুসারে চলা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় । যে কোনো মানুষ বিদ্যমান উপায়-উপকরণের মাধ্যমে সহজেই কুরআন বুঝতে পারে এবং সহজেই তা মেনে চলতে পারে । এ কুরআন থেকে বড় বড় আলেম ও দার্শনিক যেমন কল্যাণ সহজে লাভ করতে পারে তেমনই অক্ষর জ্ঞানহীন মূর্খ লোকও এ কুরআনের শিক্ষা শুনে শুনে অনুসরণ করতে পারে এবং নিজের জীবনকে সুন্দর করতে পারে । (দুই) কুরআন হিফয করা বা মুখস্ত করার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে । ইতিপূর্বকার আসমানী কিতাবগুলোর কোনোটাই মানুষের মুখস্ত ছিলো না । আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে হিফয করা সহজ করে দিয়েছেন । তাই দেখা যায় কচি কচি বালক-বালিকারাও কুরআন মুখস্ত করতে পারে এবং তাতে একটি যের-যবরও ভুল হয় না । চৌদ্দশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ হাফেজের বুকে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত আছে এবং এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ ।

১৬. অর্থাৎ যেদিন এ ঝড়ুগাবায়ু শুরু হয়েছিলো এবং একাধারে সাত রাত ও আট দিন চলছিলো । সেই দিনটা ছিলো বুধবার । সে দিনটাতে আদ সম্প্রদায়ের ওপর এক অশুভ বিপদ আপতিত হয়েছিলো । আর এ জন্য দিনটাকে তাদের জন্য 'অশুভ দিন' বলা হয়েছে । মূলত কোনো দিন বা সময় শুভ বা অশুভ বলতে কিছুই নেই ।

আল্লামা আলুসী র.-এর মতে, সবদিন সমান । বুধবারকে অশুভ মনে করার কোনো কারণ নেই । রাত ও দিনের যে কোনো মুহূর্তই কারো জন্য কল্যাণকর । আবার কারো জন্য অকল্যাণকর । আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্তে কারো জন্য, অনুকূল এবং কারো জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন ।

কিছু সংখ্যক হাদীসে বুধবার দিনটাকে অশুভ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসগুলোকে দুর্বল ও জাল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন । সুতরাং এসব হাদীস বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না ।

আল্লামা মুনাজ্জী বলেন—অশুভ লক্ষণ সূচক মনে করে বুধবারকে পরিত্যাগ করা এবং জ্যোতিষ মতে বিশ্বাস পোষণ করা কঠোরভাবে হারাম । কারণ সব দিনের স্রষ্টা আল্লাহ । দিন হিসেবে কোনো দিনই কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করতে পারে না ।

﴿٢٠﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢١﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي

২০. তা মানুষকে এমনভাবে উপড়ে ফেলেছিলো যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড ।  
২১. অতপর (দেখো) কেমন ছিলো আমার আযাব ও সতর্কবাণী ?

﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مَّدْكِرٍ

২২. আর নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য,  
অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

﴿٢٠﴾ تَنْزِعُ-তা উপড়ে ফেলেছিলো ; النَّاسَ-মানুষকে ; كَأَنَّهُمْ-(কান+হম)-যেন তারা ;  
-অতপর (ফ+কিফ)-فَكَيْفَ ﴿٢١﴾ । أَعْجَازُ-খেজুর গাছের ; نَخْلٍ-কাণ্ড ; مُنْقَعِرٍ  
(দেখো) কেমন ; عَذَابِي-(এযাব+ই)-আমার আযাব ; وَ-ও ; وَ-ও ; وَ-ও ;  
-সতর্কবাণী । الْقُرْآنَ-আর ; يَسَّرْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ;  
কুরআনকে ; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; فَهَلْ-(ফ+হল)-অতএব আছে কি ;  
مِن-কোনো ; مَّدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী ।

### ১ম রুক্ব' (১-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

- কিয়ামত নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে, তার প্রমাণ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া ।
- চাঁদের মতো একটি বিশাল উপগ্রহ যেমন দু'খণ্ড হয়ে দু'দিকে চলে গেছে । তেমনি উর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্রগুলোও বিদীর্ণ হয়ে বিশ্ব-জগতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে ।
- চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াতের সত্যতারও প্রমাণ । কেননা তিনি যেসব সন্বাদ দিয়েছেন, এ অলৌকিক ঘটনাই তার সত্যতার প্রমাণ দেয় ।
- প্রত্যেক বিষয়েরই একটি চূড়ান্ত পরিণতি আছে । সুতরাং সত্যের প্রতি রাসূলের আহ্বান এবং কাফিরদের সত্য-অস্বীকৃতিরও একটি চূড়ান্ত পরিণতি আছে এবং তা একদিন প্রকাশিত হবেই— এতে কোনো সন্দেহ নেই ।
- আগেকার অবাধ্য জাতিগুলোর পরিণতি থেকে পরবর্তী কালের লোকদের অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যায় ।
- অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল যুক্তি-প্রমাণ-ই আল কুরআনে বিদ্যমান আছে । কিন্তু অবিশ্বাসীরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে না ।
- আল কুরআনের যুক্তি-প্রমাণ ও সাবধানবাণী থেকে যারা উপকার লাভ করতে ব্যর্থ হয় এবং এ থেকে উপকৃত হতে রাজী নয়, তাদের পেছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই ।
- কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা ইসরাফিলের শিকার শব্দে কবরগুলো থেকে মাথা নিচু করে পঙ্গপালের মতো বের হয়ে আসবে ।



৯. অবিশ্বাসীরা জীত-সম্ভ্রান্ত অবস্থায় কিয়ামতের দিন দৌড়রত থাকবে। সেদিন তারা নবী-রাসূলদের কথার সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে। কিন্তু তখন তো আর তাদের বিশ্বাস ও কর্ম শুধরে নেয়ার সুযোগ থাকবে না।

১০. নূহ আ.-এর জাতি-ও তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে পাগল আখ্যা দিয়েছিলো। তারা তাঁকে মেরে ফেলার হুমকী দিয়ে দীনের দাওয়াতকে বন্ধ করতে চেয়েছিলো। পরিণামে তারাই সবংশে ডুবে মরেছিলো।

১১. আল্লাহ তাঁর নবী নূহ আ. ও তাঁর অনুসারী মু'মিনদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর মু'মিন বান্দাহদেরকে একইভাবে রক্ষা করেন।

১২. আল্লাহ তা'আলা নূহ আ.এর জাতিকে তাঁর প্রিয় বান্দাহ নূহ আ.-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, তাঁকে 'পাগল' বলে উপহাস করা এবং তাঁর ওপর হুমকী ধমকীর মাধ্যমে যুলুম-নির্যাতন করার ফলেই সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

১৩. পৃথিবীতে ভ্রমণ করলে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখা যায়। এসব নিদর্শনাবলী দেখার পর কেবলমাত্র মূর্খরাই হিদায়াত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৪. আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে এবং আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের বাণীর মর্ম উপলব্ধি করে তা থেকে জীবনের আলো লাভ করার জন্য তিনি আল কুরআনকে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন না বুঝার অক্ষমতার অজুহাত আল্লাহর দরবারে কোনোক্রমেই গৃহীত হবে না।

১৫. আল কুরআনকে হিফাযতের লক্ষ্যে সহজে মুখস্ত করার জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। তাই আজ পৃথিবীতে অগণিত কুরআনের হাফেজ দেখা যায়। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ জারী রাখবেন।

১৬. অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া 'আদ জাতিও আল্লাহর নবী এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। পরিণতিতে ঝঞ্ঝাবায়ুর তাণ্ডবে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

১৭. আল্লাহর শান্তি অত্যন্ত কঠোর। এ শান্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সা.-এর পদাংক অনুসরণ করে চলা।

১৮. আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের পদাংক অনুসরণের জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-২

পারা হিসেবে রুকু'-৯

আয়াত সংখ্যা-১৮

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّدْرِ ﴿٢٨﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ ۗ إِنَّا إِذْ لَفِيَ ضَلَالٍ ﴿٢٩﴾

২৩. সামূদ জাতিও সতর্ককারী (নবী)দেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। ২৪. তখন তারা বলেছিলো—আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন মানুষকে এককভাবে মেনে চলবো? তাহলে তো আমরা তখন পড়ে যাবো গুমরাহীতে এবং

سُعْرٍ ۗ ءَأَلْقَىٰ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ

পাগলামীতে। ২৫. তবে কি আমাদের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র তার ওপরই ওহী নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন ডাहा মিথ্যাবাদী—অহংকারী লোক। ২৬. তারা জানতে পারবে—

﴿٢٨﴾-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো ; সামূদ জাতিও ; -بالنذر)-সামূদ জাতিও ; -ب+ال+نذر)-  
সতর্ককারী (নবী)দেরকে। ﴿٢٩﴾-فَقَالُوا)-তখন তারা বলেছিলো ; (+) -أَبَشْرًا)-  
একজন মানুষকে কি ; -مِنَّا)-আমাদের মধ্যকার ; -وَاحِدًا)-এককভাবে ;  
-نَتَّبِعُهُ)-আমরা মেনে চলবো তাকে ; -إِنَّا)-তাহলে তো আমরা ; -إِذَا)-তখন ;  
-ءَأَلْقَىٰ)-পাগলামীতে ; -سُعْرٍ)-এবং ; -و)-এবং ; -ذِكْرٍ)-পাগলামীতে। ﴿٢٥﴾-  
-سَيَعْلَمُونَ)-তবে কি নাযিল করা হয়েছে ; -الذِّكْرُ)-ওহী ; -عَلَيْهِ)-তার ওপরই ; -مِن)-  
থেকে ; -بَيْنِنَا)-আমাদের মধ্যে ; -بَلْ)-বরং ; -هُوَ)-সে ; -كَذَّابٌ)-ডাها মিথ্যাবাদী ; -أَشِرٌّ)-অহংকারী  
লোক। ﴿٢٦﴾-سَيَعْلَمُونَ)-তারা শীঘ্রই জানতে পারবে ;

১৭. অর্থাৎ সামূদ জাতি সালেহ আ.-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে একথা বলে আপত্তি তুলেছিলো যে, তিনি তো আমাদের মধ্যকার একজন মানুষ। তিনি মানব-সত্তার উর্ধ্বে নন। তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের বাইরের কোনো ব্যক্তি নন। তাছাড়া তাঁর সাথে কোনো লোক-লঙ্কর, সৈন্য-সামন্ত, দল-বল কিছুই নেই। এমন একক একজন মানুষের আনুগত্য-অনুসরণ করলে সঠিক পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়বো এবং আমাদের বোকামীর পরিচয় হবে। অতএব আমরা তাঁর (সালেহ-এর) কথা মেনে চলতে পারি না।

তাদের ধারণা ছিলো—যিনি নবী হবেন, তিনি মানুষ হবেন না, তাঁকে আসমান থেকে পাঠানো হবে, তাঁর সাথে লোক-লঙ্কর থাকবে, দলবল ও ঝাঁকজমক সহকারে তিনি আসবেন। তখন সবাই তাঁকে নবী হিসেবে বরণ করে নেবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে।

মক্কার কুরাইশ কাফিরদের ধারণাও একই ছিলো, ফলে তারাও একই মূর্খতাসূলভ অজুহাতে মুহাম্মদ সা.-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো। আর তাই,

عَلَّامِي الْكَذَّابِ الْأَشْرُ ۙ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ

আগামীকাল—কে ডাহা মিথ্যাবাদী অহংকারী। ২৭. আমি অবশ্যই তাদের পরীক্ষা স্বরূপ একটি উটনী পাঠাচ্ছি, অতএব আপনি তাদেরকে লক্ষ্য করুন এবং

اصْطَبِرْ ۗ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَضَرٌ ۗ فَنَادُوا

ধৈর্যধারণ করুন। ২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, পানি (এখন) তাদের মধ্যে পালা করে দেয়া হলো; প্রত্যেকেই (তার) পানি পানের পালার দিন হাজির হবে। ২৯. অতপর তারা ডাকলো

صَاحِبِهِمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۗ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

তাদের এক সাথীকে, তখন সে হস্তক্ষেপ করলো এবং সে (উটনীকে) আঘাত করে মেরে ফেললো। ৩০. অতএব (দেখো) কেমন ছিলো আমার আযাব ও সতর্কবাণীসমূহ। ৩১. আমি তাদের ওপর পাঠালাম।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

إِنَّا ۙ -আগামীকাল; الْكَذَّابِ -ডাহা মিথ্যাবাদী; الْأَشْرُ -অহংকারী; ২৭।

صِيحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝٥٢ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

একটিমাত্র বিকট ধ্বনি, তখন তারা খোয়াড়-মালিকের শুষ্ক-পদদলিত খড়ের মতো হয়ে গেলো। ৫২. আর নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য-

فَهَلْ مِنْ مَّدْكِرٍ ۝٥٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِينَ ۝٥٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا

অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ৫৩. লুতের সম্প্রদায়-ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো সতর্ককারীদেরকে; ৫৪. আমিই তাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস পাঠিয়েছিলাম-

صِيحَةً-বিকট ধ্বনি; وَاحِدَةً-একটিমাত্র; فَكَانُوا-(ফ+কানُوا)-তখন তারা হয়ে গেলো; ۝٥٢ وَ-কোয়াড় মালিকের। الْمُحْتَظِرِ-শুষ্ক-পদদলিত খড়ের মতো; كَهَشِيمِ-(ক+হশিম)-আর; الْقُرْآنَ-কুরআনকে; يَسَّرْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য; فَهَلْ-(ফ+হল)-অতএব আছে কি; مِنْ-কোনো; مَّدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী। ۝٥٣ كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো; قَوْمُ-সম্প্রদায়ও; لُوطٍ-লুতের; بِالَّذِينَ-সতর্ককারীদেরকে। ۝٥٤ إِنَّا-আমি-ই; أَرْسَلْنَا-পাঠিয়েছিলাম; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর; حَاصِبًا-পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস;

করা। তা-ও আবার এমন ব্যক্তি কর্তৃক এ নির্দেশ দান যাকে তারা দলবলহীন ও নিঃসম্বল একক একজন মানুষ হিসেবেই মনে করে। তাছাড়া এ লোকটিকে তারা ডাहा মিথ্যাবাদী ও দাষ্টিক বলে অমান্য করে আসছে। এ নির্দেশ মেনে নেয়াটা তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার-ই বটে। আর সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা উটনীকে তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

২০. 'সামূদ' জাতি উটনীকে সহ্য করতে পারছিলো না। একে তো কূপের পানিতে উটনীটি তাদের সমান অংশ অধিকার করে রেখেছিলো। অপর দিকে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে উটনীটির আবির্ভাব হয়েছে, যাকে তারা অস্বীকার-অমান্য করে আসছিলো। কিন্তু তারা উটনীটির দৌরাখ্য্য সত্ত্বেও তার ওপর আঘাত করতে ভয় পাচ্ছিলো। কারণ তারা মনে মনে ভাবছিলো যে, এর পেছনে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে। তাই উটনীটিকে আঘাত করতে তারা সাহস পাচ্ছিলো না। অবশেষে তারা তাদের মধ্যকার দুঃসাহসী, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী লোকটিকে এ জঘন্য কাজে নিয়োজিত করেছে। সে লোকটি উটনীটিকে হত্যা করে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করলো।

২১. অর্থাৎ গৃহপালিত পশুর খোয়াড়-মালিকেরা যেমন খোয়াড়ের পশুর জন্য শুষ্ক খড়, কাঠ ও বাঁশ ব্যবহার করে আর পশুর পায়ে পিষ্ট হয়ে সেসব দ্রব্যাদি গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়, সামূদ জাতির লাশগুলোকেও আল্লাহ তা'আলা খোয়াড়ের পদদলিত খড়-কুটোর সাথে তুলনা করেছেন।

الْأَل لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۖ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كُنَّا لَكَ نَجْرِيٍّ مِّنْ شُكْرٍ

লূত-এর পরিবার ছাড়া ; আমি তাদেরকে রাতের শেষভাগে রক্ষা করেছিলাম । ৩৫.—আমার পক্ষ থেকে দয়া অনুগ্রহ স্বরূপ ; যারা শোকর করে তাদেরকে আমি এরূপই প্রতিদান দিয়ে থাকি ।

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ ضَيْفِهِ فطمَسْنَا

৩৬. আর নিঃসন্দেহে তিনি (লূত) আমার পাকড়াও সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সতর্কীকরণ সম্পর্কে সন্দেহ গোষণ করেছিলো । ৩৭. আর তারা তো তাঁকে (লূত-কে) তাঁর মেহমানদের ব্যাপারে ফুসলিয়েছিলো, তখন আমি অন্ধ করে দিলাম ।

أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ۖ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَنَّا ابْتِغَاءً

তাদের চোখগুলো ; (এবং বললাম) অতএব আমার আযাব ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ করো ।<sup>২২</sup>  
৩৮. আর নিঃসন্দেহে অতি ভোরে তাদের ওপর আপত্তিত হলো এক বিরামহীন আযাব ।

আল-ছাড়া ; আল-পরিবার ; লূত-লূতের ; নَجَّيْنَاهُمْ-আমি তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম ;  
بِسَحَرٍ-রাতের শেষভাগে । ৩৫. نِعْمَةٌ-দয়া অনুগ্রহ স্বরূপ ; مِّنْ-থেকে ; عِنْدِنَا-আমার  
পক্ষ ; كُنَّا-এরূপই ; نَجْرِيٍّ-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; مِّنْ-তাদেরকে যারা ;  
شُكْرٍ-শোকর করে । ৩৬. وَأَنْذَرَهُمْ-আর ; أَنْذَرَهُمْ-নিঃসন্দেহে তিনি (লূত) তাদেরকে  
সতর্ক করে দিয়েছিলেন ; بَطْشَتَنَا-আমার পাকড়াও সম্পর্কে ; فَتَمَارَوْا-কিন্তু তারা  
সন্দেহ গোষণ করেছিলো ; بِالنُّذُرِ-সতর্কীকরণ সম্পর্কে । ৩৭. وَأَنْذَرَهُمْ-আর ;  
رَاوَدُوهُ-তারা তো তাঁকে (লূতকে) ফুসলিয়েছিলো ; عَنِ-ব্যাপারে ; ضَيْفِهِ-তাঁর মেহমানদের ;  
فطمَسْنَا-তখন আমি অন্ধ করে দিলাম ; أَعْيُنَهُمْ-(أعين+هم)-তাদের চোখগুলো ;  
ذُوقُوا-এবং বললাম)-অতএব তোমরা মজা ভোগ করো ; عَذَابِي-আমার আযাব ;  
و-ও ; وَنُذُرِي-সতর্কীকরণের । ৩৮. وَأَنْذَرَهُمْ-আর নিঃসন্দেহের তাদের ওপর  
আপত্তিত হলো ; بُكْرَةً-অতি ভোরে ; عَذَابٌ-এক আযাব ; مُسْتَقْرٌ-বিরামহীন ।

২২. 'কাওমে লূতের ঘটনা ইতিপূর্বে সূরা হুদ-এর ৭৭ থেকে ৮৩ আয়াত এবং সূরা হিজর-এর ৬১ থেকে ৭৪ আয়াতে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে । এ জাতি এমন এক অপকর্মের সূচনা করেছিলো, যা ইতিপূর্বে দুনিয়াতে আর কোনো মানুষ করেনি । এরা বালকদের সাথে কুকর্মে অভ্যস্ত ছিলো । আশ্বাহ তাদের পরীক্ষার জন্য কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে লূত আ.-এর নিকট পাঠান । দুর্বৃত্তরা বালকবেশী ফেরেশতাদের সাথে অপকর্মের মানসে লূত আ.-এর গৃহে উপস্থিত হয় । লূত আ. ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন ; কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকতে থাকে । লূত আ. নিজেকে অসহায় বোধ করলে ফেরেশতারা তাদের আসল পরিচয় দিয়ে তাঁকে অভয় দিয়ে বলে—‘আপনি

﴿فَذُوقُوا عَذَابَ آئِبِي وَنَذْرٍ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿٥١﴾﴾

৩৯. অতএব আমার আযাব ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ করো। ৪০. আর নিঃসন্দেহে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

﴿٥١﴾-আমার (عذاب+ی)-আযাব ; -عَذَابِي-আমার আযাব ; -و- ; -و- ; -و- ; ﴿٥٠﴾-আর ; لَقَدْ يَسْرْنَا-নিঃসন্দেহে আমি সহজ করে দিয়েছি ; الْقُرْآنَ-কুরআনকে ; لِلذِّكْرِ-উপদেশ গ্রহণের জন্য ; -فَهَلْ- (هل+ف)-অতএব আছে কি ? -مِنْ-কোনো ; مُدْكِرٍ-উপদেশ গ্রহণকারী ।

চিন্তিত হবেন না, এরা আমাদের নিকটেই আসতে পারবে না। আমরা ওদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তারপর ফেরেশতারা দুর্বৃত্তদের চোখ অন্ধ করে দেয়। ফলে তারা অন্ধকারে ঘরের দরজা খুঁজে ফিরতে থাকে। ফেরেশতারা লূত আ.-কে ভোর হওয়ার আগেই পরিবার-পরিজন নিয়ে সেই এলাকার বাইরে চলে যেতে বলে। লূত আ. সপরিবারে রাত থাকতেই এলাকা ত্যাগ করেন। অতপর আল্লাহ এ অপরাধী জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

### ২য় রুক্ব' (২৩-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সর্বযুগে রিসালাতকে অবিশ্বাসী মানুষ তাদের বিশ্বাস ও কর্মের সপক্ষে একই অজুহাত উত্থাপন করেছে। সামুদ জাতিও তাদের প্রতি প্রেরিত নবী সালেহ আ.-কে একই অজুহাত উত্থাপন করে তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। মক্কার কুরাইশ-কাফিররাও মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত দীনকে একই অজুহাতে অমান্য করেছে।

২. আজও যারা ইসলামকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে, তারাও বিভিন্ন আঙ্গিকে সেই পুরোনো খোড়া মিথ্যা অজুহাত পেশ করছে।

৩. লূত আ.-এর কাওমও আল্লাহর নবী লূত আ.-এর সাথে হঠকারিতায় সীমালংঘন করেছে ; পৃথিবীতে এরা ছিলো সমকামিতার মতো জঘন্য কুকর্মের সূচনাকারী।

৪. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী সকল অপরাধী জাতির পরিণতি একই হতে বাধ্য। এটাই আল্লাহর স্থায়ী বিধান। আর আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন নেই।

৫. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজ করে পেশ করেছেন, যাতে সর্বকালে সকল পর্যায়ের মানুষই সহজেই কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে পারে।

৬. যেসব জাতি আল্লাহর দীন মানতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের কঠোর আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর আখিরাতের শাস্তি তো তাদের জন্য নির্ধারিত আছেই।

৭. আল্লাহ নূহ আ.-এর জাতিতেই জলোচ্ছাস ও ঝড়-বৃষ্টি দিয়ে ; 'আদ জাতিতে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান দিয়ে এবং সামুদ জাতিতে বিকট বজ্রধ্বনি দিয়ে এবং কাওমে লূতকে পাথর বর্ষণকারী-ঝড়ো বাতাস দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৮. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর অনুগত ও সৎকর্মশীল বান্দাহদেরকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করেন, যেমন লূত আ.-এর পরিবার ও তাঁর অনুসারীদেরকে রক্ষা করেছেন।

৯. লূত আ.-এর জাতির করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষণীয় উপদেশ হলো আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে হলে আল্লাহর নবীর আনীত দীন মেনে চলতে হবে।

সূরা হিসেবে রুক্ব'-৩  
পারা হিসেবে রুক্ব'-১০  
আয়াত সংখ্যা-১৫

﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ ﴿٥١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ

৪১. আর নিঃসন্দেহে ফিরআউন-সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন। ৪২. (কিছু) তারা আমার সকল নিদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম

أَخَذْنَا عَرِيضَ الْمُؤْتَدِرِ ﴿٥٢﴾ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّتِكُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

পরাক্রমশালী মহাশক্তিধরের পাকড়াও। ৪৩. তোমাদের (যুগের) কাফিররা কি তোমাদের আগেকার (যুগের) কাফিরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না-কি তোমাদের জন্য মুক্তির সনদ রয়েছে

فِي الزَّبْرِ ﴿٥٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٥٣﴾ سِيَهْزَأُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ

আসমানী কিताবসমূহে? ৪৪. না-কি তারা বলে—‘আমরা একটি সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল’? ৪৫. খুব শীঘ্রই দলটি পরাজিত হবে এবং পালিয়ে যাবে

﴿٥١﴾-আর ; (ل+قد جاء)-নিঃসন্দেহে এসেছিলেন ; آل-সম্প্রদায়ের কাছেও ; كَذَّبُوا-(কিছু) তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; النَّذِيرُ-সতর্ককারীগণ। ﴿٥٢﴾-কذبوا ; (ب+আইত+না)-আমার নিদর্শনকে ; كُلِّهَا-সকল ; فَأَخَذْنَاهُمْ-(+ف) -পাকড়াও ; عَرِيضَ-পাকড়াও ; الْمُؤْتَدِرِ-মহাশক্তিধরের। ﴿٥٣﴾-أَكْفَارُكُمْ-(+هم) -তোমাদের (যুগের) কাফিররা কি ; خَيْرٌ-শ্রেষ্ঠ ; مِنْ-থেকে ; أَوْلِيَّتِكُمْ-(+كم) -তোমাদের আগেকার (যুগের) কাফিরদের ; نَحْنُ-না-কি ; جَمِيعٌ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; مُنْتَصِرُونَ-মুক্তির সনদ ; فِي الزَّبْرِ-(+ال+زبر)-আসমানী কিताবসমূহে। ﴿٥٤﴾-أَمْ يَقُولُونَ-তারা বলে ; نَحْنُ-আমরা ; جَمِيعٌ-একটি সংঘবদ্ধ দল ; وَيُولُونَ-পালিয়ে যাবে ; سِيَهْزَأُ-খুব শীঘ্রই পরাজিত হবে ; الْجَمْعُ-দলটি ; وَ-এবং ; وَيُولُونَ-পালিয়ে যাবে ;

২৩. অর্থাৎ আগেকার যেসব কাফির তাদের নবীদের অমান্য করার কারণে কঠোর আযাবে পতিত হয়েছে, তাদের চেয়ে এমন কি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে যে, তোমরা শেষ নবীর আনীত দীন অমান্য করে অনুরূপ কুফরীতে লিপ্ত থেকেও আযাব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে—কক্ষণো নয়—তোমরাও অতীতের কাফিরদের মতো আযাবে পতিত হবে। তাদের কুফরী থেকে তোমাদের কুফরীর আলাদা এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তোমাদেরকে

الدِّبْرِ ﴿٥٦﴾ بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةِ أَهْيَ وَأَمْرٌ ﴿٥٧﴾ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ

পৃষ্ঠ দেখিয়ে।<sup>১৫</sup> ৪৬. বরং কিয়ামত-ই হলো তাদের (শাস্তির) ওয়াদাকৃত সময়, আর কিয়ামত বড়ই কঠোর ও অধিক তিক্ত সময়।<sup>১৬</sup> ৪৭. নিশ্চয়ই অপরাধীরা পড়ে আছে

فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٥٨﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا

গুমরাহী ও পাগলামীতে। ৪৮. যেদিন তাদেরকে তাদের মুখমণ্ডলের ওপর টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে (সেদিন বলা হবে)—মজা ভোগ করা

موعدهم (+)-মَوْعِدُهُمْ; -কিয়ামত-السَّاعَةُ; -বরং; بَلِ ﴿٥٦﴾ -পৃষ্ঠ দেখিয়ে-الدِّبْرِ  
 -বড়ই-أَهْيَ; -কিয়ামত-السَّاعَةُ; -আর; وَ-তাদের (শাস্তির) ওয়াদাকৃত সময়; -অধিক তিক্ত সময়-أَمْرٌ ﴿٥٧﴾ -নিশ্চয়ই; -অপরাধীরা; -  
 -পড়ে আছে গুমরাহী-ذُوقُوا; -ও-وَ; -পাগলামীতে-سُعُرٍ ﴿٥٨﴾ -যেদিন; -যেদিন-يَوْمَ ﴿٥٨﴾ -  
 -জাহান্নামে; -ফী+আল+নার)-فِي النَّارِ-তাদেরকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে; -উপর-عَلَىٰ  
 -তাাদেরকে মুখমণ্ডলের; -উপর-عَلَىٰ; -সেদিন বলা হবে)-ذُوقُوا (সেদিন বলা হবে)—মজা ভোগ করো;

আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে। এ কথাগুলো মক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে সস্বোধন করে বলা হয়েছে।

২৪. অর্থাৎ মক্কার কাফির কুরাইশরা যদিও এখন নিজেদের সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল হিসেবে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে, তারা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলায় পেছন ফিরে পালাবে। হিজরতের পাঁচ বছর আগে এমন এক সময়ে মুসলমানদেরকে এ ভবিষ্যদ্বাণী শোনানো হয়েছে, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, মুসলমানদের সামনে এমন এক অনুকূল অবস্থা আসবে। কারণ মুসলমানদের তখনকার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ, কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে তাদের অনেক লোককে হাবশায় হিজরত করতে হয়েছে। অবশিষ্ট মুসলমানরা কুরাইশদের বয়কট-অবরোধের শিকার হয়ে আবু তালিব গিরিসংকটে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কল্পনাও করতে পারার কথা নয় যে, মাত্র সাত বছরের মধ্যেই অবস্থা আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তব হয়ে দেখা দেবে। ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর রা. প্রায়ই বলতেন যে, এ আয়াত নাযিল হলে আমি হযরান হয়ে গেলাম—এ সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল কোন্টি যারা সহসা পরাজিত হয়ে পালাবে। অতপর বদর যুদ্ধে আমি যখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ সা. বর্ম পরিহিত অবস্থায় কাফিরদের ওপর অভিযান পরিচালনা করছেন আর তাঁর যবান মুবারকে উচ্চারিত হচ্ছে আলোচ্য আয়াতটি তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আয়াতে বদরের পরাজয়ের খবরই সাত বছর আগে দেয়া হয়েছিল।



مَسَّ سَقَرًا ۝ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ۝

আগুনের স্পর্শের । ৪৯. আমি অবশ্যই প্রত্যেকটি বস্তুকে তাকে সুনির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি । ৫০. আর আমার নির্দেশ তো এক মুহূর্তের ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়—

كَلِمَةٍ بِالْبَصْرِ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ ۝ فَهَلْ مِنْ مَدَّكِرٍ ۝

চোখের একটি পলকের মতো । ৫১. আর নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে, অতএব আছে কি (এ থেকে) কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?

‘স্পর্শের’-مسّ; ‘আগুনের’-سَقَرًا; ‘আমি অবশ্যই’; ‘কُل’-প্রত্যেকটি; ‘বস্তুকে’; ‘وَ’- ৫০। ‘সুনির্ধারিত পরিমাণে’-(ب+قدر)-بِقَدَرٍ; ‘তাকে সৃষ্টি করেছি’-(خَلَقْنَا+ه)-خَلَقْنَاهُ; ‘আর’; ‘وَاحِدَةٌ’-এক মুহূর্তের ব্যাপার; ‘وَ’- ৫১। ‘চোখের’-بِالْبَصْرِ; ‘কَلِمَةٍ’-একটি পলকের মতো; ‘(ك+لمع)-كَلِمَةٍ; ‘আর’; ‘(اشياع+كم)-أَشْيَاعَكُمْ; ‘নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি’; ‘لَقَدْ أَهْلَكْنَا’-তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে; ‘(ف+هل)-فَهَلْ; ‘অতএব আছে কি’; ‘مِنْ’-(এ থেকে) কোনো; ‘مَدَّكِرٍ’-উপদেশ গ্রহণকারী।

২৫. অর্থাৎ কিয়ামত সবচেয়ে ভয়াবহ, কঠোর এবং সবচেয়ে তিক্ত ও অপছন্দনীয় ঘটনা। ‘আদহা’ অর্থ সবচেয়ে ভয়াবহ ও কঠোর। আর ‘আমার রন’ অর্থ সবচেয়ে তিক্ত। শব্দটি ‘মুররন’ শব্দ থেকে উদ্ভূত।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি ছোট-বড় বস্তুকে উপযোগিতা অনুসারে যথাযথ পরিমাপ ও পরিমাণে তৈরী করেছেন। কোনো জিনিস-ই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে বিনা পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেননি। ‘কাদার’ শব্দটি আল্লাহর নির্ধারিত ‘তাকদীর’ বা বিধিলিপি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থের আলোকে মুফাসসিরীনে কিরাম আয়াতের অর্থ করেছেন—“আমি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার ‘তাকদীর’ অনুসারে সৃষ্টি করেছি।” অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেই তার বিলুপ্তি ঘটবে। এ তাকদীরের আবেষ্টনী থেকে এ বিশ্বজগতও মুক্ত নয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে এ জগতেরও বিলুপ্তি অবশ্যই ঘটবে।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে ‘তাকদীর’ অন্যতম। তাকদীরকে সরাসরি অস্বীকারকারী ‘কাফির’। আর দ্ব্যর্থবোধক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অস্বীকারকারী ফাসিক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কিছু লোক ‘মজুসী’ তথা অগ্নিপূজক কাফির থাকে ;

﴿٥٢﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبْرِ ﴿٥٣﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِرٌّ ﴿٥٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ

৫২. আর প্রত্যেকটি বিষয়—যা তারা করেছে—আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। ৫৩.—এবং ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ই লিখিত আছে। ৫৪. আর অবশ্যই মুত্তাকীরা

فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٥﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٦﴾

বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারাসমূহের মধ্যে থাকবে। ৫৫. যথাযথ মর্যাদার আসনে, সর্বময় শক্তিদর মালিকের সমীপে।

﴿٥٢﴾-আর ; كُلُّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বিষয় ; فَعَلُوهُ-(فعلوا+ه)-যা তারা করেছে ; فِي-বিষয় ; وَكُلُّ-প্রতিটি বিষয় ; وَ-এবং ; وَكَبِيرٍ-বড় ; وَكَبِيرٍ-ছোট ; مُسْتَطِرٌّ-লিখিত আছে। ﴿٥٣﴾-অবশ্যই ; الْمُتَّقِينَ-মুত্তাকীরা ; فِي-মধ্যে থাকবে ; وَنَهْرٍ-ঝর্ণাধারাসমূহের ; ﴿٥٤﴾-আসনে ; فِي مَقْعَدٍ-যথাযথ মর্যাদার ; عِنْدَ-সমীপে ; مَلِيكٍ-মালিকের ; مُّقْتَدِرٍ-সর্বময় শক্তিদর।

আমার উম্মতের অগ্নিপূজক হলো তারা, যারা 'তাকদীর' বিশ্বাস করে না। এরা অসুস্থ হলে খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশ গ্রহণ করো না। (রুহুল মাআনী)

২৭. অর্থাৎ তাকদীর অনুসারে কিয়ামত সংঘটনের জন্য আমার কোনো দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না। চোখের পলক ফেলার মতো সময়ের মধ্যেই আমার নির্দেশ কার্যকর হয়ে যাবে।

২৮. অর্থাৎ তোমাদের মতো আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী এবং তোমাদের চেয়ে সবদিক দিয়ে শক্তিমান অনেক জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের এটা মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, তোমরা যা ইচ্ছে করেই যাবে, তোমাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই।

২৯. অর্থাৎ মানুষের ছোট-বড় সকল কৃতকর্মের রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। কোনো কাজেই হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আর এ সংরক্ষিত রেকর্ড যথাসময়ে তাদের সামনে হাজির করা হবে।

৩য় রুকু' (৪১-৫৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ সূরাতে অতীতের পাঁচটি শক্তিশালী প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির পরিণতি উল্লেখ করে বারবার বলেছেন যে, আমার শক্তি ও সতর্কীকরণের মজা ভোগ কর। এ থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য।

২. পাঁচটি জাতির প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে নূহ আ-এর জাতির। কারণ তারাই ছিল বিশ্বের সর্ব প্রথম জাতি যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৩. ধ্বংস প্রাপ্ত জাতি হিসেবে বাকী যাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তারা হলো—আদ জাতি, সামূদ জাতি ও লূত আ.-এর জাতি এবং সর্বশেষ ফিরাউনের সম্প্রদায়।

৪. আল্লাহর দীনকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে অতীতের এসব শক্তিশালী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি বর্তমানকালের আপাত শক্তিদর অপরাধী জাতিগুলোও নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৫. কোনো অপরাধী জাতি-ই তার অপরাধের জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এটা যেমন অতীতে পারেনি তেমনি আজ এবং আগামীকালও পারবে না।

৫. অপরাধী জাতিগুলোকে পাকড়াও করার চূড়ান্ত সময় হলো কিয়ামত। তবে কিয়ামতের সংঘটনকাল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

৭. কোনো যুগের কাফিরই আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না—এটা আল্লাহর ওয়াদা, সুতরাং বাতিলের সাময়িক উত্থানে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

৮. কিয়ামত অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠিন থেকে কঠিন বিপদজনক এবং খুবই তিক্ত ও বিস্বাদজনক ঘটনা। সুতরাং এটাকে খেলো ও গুরুত্বহীন মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

৯. যারা কিয়ামতকে উপেক্ষা করে যাচ্ছেতাই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্ট ও মস্তিষ্ক বিকৃত। কিয়ামতের দিন উল্লিখিত বিকৃত মস্তিষ্ক পথভ্রষ্টদেরকে উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

১০. আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুকে একটি সুনির্ধারিত মেয়াদ এবং পরিমিতিতে সৃষ্টি করেছেন—এটাই তার তাকদীর—এর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারে না।

১১. তাকদীরে বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্যতম। তাকদীর অস্বীকারী কাফির।

১২. কিয়ামত সংঘটনের আল্লাহর একটিমাত্র নির্দেশ-ই যথেষ্ট; যা চোখের একটি পলক ফেলার সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়ে যাবে।

১৩. অতীতের অস্বীকারী জাতিসমূহের ধ্বংস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

১৪. মানুষের কৃতকর্মের কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ই আমলনামায় সংরক্ষণ থেকে বাদ থাকবে না—কিয়ামতের দিন সবই তার সামনে উপস্থাপিত হবে।

১৫. আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী সংকর্মশীল বান্দাহগণ অবশ্যই বাগ-বাগিচা ও ঋণাধারার মধ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবেন।

১৬. সংকর্মশীল মু'মিন বান্দাহগণ নিঃসন্দেহে আল্লাহর দরবারে যথাযথ মর্যাদার আসনে থাকবে।



## সূরা আর রাহমান-মাদানী

আয়াত : ৭৮

রুক' : ৩

## নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'আর-রাহমান' অর্থ পরম দয়াবান। অবশ্য বিষয়বস্তুর আলোকেও এ নামকরণ সার্থক হয়েছে। কারণ বিষয়বস্তুর সিংহভাগেই অসীম দয়াবান আল্লাহর করুণা-অনুগ্রাহের বিবরণ রয়েছে।

এ সূরার 'আর-রাহমান' নামকরণের একটি কারণ এই যে, মক্কার কাফিররা আল্লাহ তাআলার এ নাম সম্পর্কে অবগত ছিলো না। তাই মুসলমানদের মুখে এ নাম শুনে তারা বলাবলি করতো—“রাহমান' আবার কি ?” তাদেরকে অবহিত করার জন্য এ সূরার নাম হিসেবে 'আর-রাহমান' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

## নাখিলের সময়কাল

অধিকাংশ মুফাসসির-এর মতে এ সূরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনের প্রথমদিকে নাখিল হয়েছে। বেশ কিছু হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জাবির রা. থেকে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সা. কয়েকজন লোকের সামনে সূরা আর-রাহমান তিলাওয়াত করেন। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এর কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি বললেন—“আমি লাইলাতুল জিন তথা জিন-রজনীতে জিনদের সামনে এ সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম সাড়া দান করেছিল। আমি যখনই 'ফা-বিআইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকাযযিবান' (অতপর তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?) পাঠ করতাম তখন তারা সমস্বরে বলে উঠতো 'রাব্বানা লা নুকাযযিবু বিশাইয়িম মিন নিয়ামিকা ফা-লাকাল হামদু। অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না, অতএব সমস্ত প্রশংসা-ই আপনার জন্য। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা মাক্কী ; কেননা জিন-রজনীর ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। সে রাতে তিনি জিনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আগের সূরা আল ক্বামারে আগেকার অবাধ্য জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক শাস্তি আলোচনা করার পরপরই মানুষকে একথা বলে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে—“দেখো কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবানী।” আবার নাফরমান জাতিসমূহের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—“এখন আমার শাস্তি ও সতর্ককরণের মজা ভোগ করো।” অতপর মানুষকে এ বলে উপদেশ গ্রহণের প্রতি

উৎসাহিত করা হয়েছে—“আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, আছে কি (তোমাদের মধ্যে) কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?”

তারপর আলোচ্য সূরা আর-রাহমানে সৃষ্টির প্রতি আদ্বাহ তা'আলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দয়া-অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই কোনো বিশেষ অবদান উল্লেখ করার পরই মানুষ ও জিনকে সতর্ক ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্য বারবার জিজ্ঞেস করা হয়েছে—“অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে ?” এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি আলোচ্য সূরাতে ৩১ (একত্রিশ) বার উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে ৩১ এ সূরাতেই আদ্বাহ তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে একই সাথে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের প্রতি আদ্বাহর অপরিসীম দয়া অনুগ্রহের বর্ণনা, তাঁর সামনে তাদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব, তাঁর সামনে তাদের জবাবদিহীর অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে তাঁর অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। সূরা আর-রাহমান ছাড়াও জিনদের ব্যাপারে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে যে, তারাও মানুষের মতো স্বাধীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল সৃষ্টি। তাদেরকেও কুফরী ও ঈমান গ্রহণের এবং অনুগত ও অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যেও মানুষের মতো কাফির ও মু'মিন এবং অনুগত ও অবাধ্য আছে। তাদের মধ্যেও নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বান্দাহ আছে।

সূরার শুরুতে মানুষকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কারণ তাদেরকেই আদ্বাহ দুনিয়াতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে নবী-রাসূলদের আগমন হয়েছে। আসমানী কিতাবগুলো তাদের ভাষাতেই নাখিল হয়েছে।

অতপর ১৩ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষ ও জিন উভয় জাতিকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে একই দাওয়াত দেয়া হয়েছে। সূরার শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে সেসব কিছুতে মানুষ ও জিন উভয় জাতিরই সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। স্রষ্টার আনুগত্যের পুরস্কার এবং অবাধ্যতার শাস্তি উভয় জাতি-ই ভোগ করবে।



রুক'-৩

## ৫৫. সূরা আর রাহমান-মাদানী

আয়াত-৭৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① الرَّحْمٰنِ ② عَلَّمَ الْقُرْآنَ ③ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ④ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ⑤ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

১. পরম করুণাময় (আল্লাহ) ২. তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। ৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। ৪. তিনিই তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন। ৫. সুরজ ও চাঁদ

① الرَّحْمٰن - পরম করুণাময় (আল্লাহ)। ② عَلَّمَ - তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ; الْقُرْآن - কুরআন। ③ خَلَقَ - তিনি সৃষ্টি করেছেন ; الْإِنْسَانَ - মানুষ। ④ عَلَّمَهُ - (علم+ه) - তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ; الْبَيَانَ - কথা বলতে। ⑤ الشَّمْسُ - সুরজ ; وَالْقَمَرُ - চাঁদ ;

১. এ সমগ্র সূরাতে আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহ উল্লেখ করেছেন। আর এ অবদানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান অবদান হচ্ছে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। তাই সকল অবদানের মধ্যে প্রথমেই কুরআন শিক্ষা দানের কথাই উল্লেখ করেছেন। এ কুরআন আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই জিবরাঈলের মারফতে শিক্ষা দিয়েছেন ; আর মানুষ এ কুরআন তার যবানেই শিখেছে। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রাসূলকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এ কুরআন তাঁর রচিত নয়। প্রথমে 'রাহমান' শব্দ উল্লেখের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন শিক্ষা দেয়া দ্বারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহেরই প্রমাণ। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরতে দেননি। বরং কুরআন নাথিলের মাধ্যমে তাঁকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

২. মানুষ সৃষ্টি আল্লাহর একটি বড় অবদান। ক্রম অনুসারে মানুষ সৃষ্টিই আগে এবং কুরআন শিক্ষা দান করা পরে ; কিন্তু এখানে কুরআন শিক্ষাদানের কথা আগে উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কুরআন শিক্ষাদান এবং কুরআনের দেখানো পথে চলা।

আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা, তিনি মানুষের রিযিক দাতা। তাঁর সৃষ্টিকে পথ দেখানোর দায়িত্বও তাঁর। সুতরাং মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া তাঁর দয়াশীলতার দাবীই নয়, বরং স্রষ্টা হিসেবে এটা তাঁর অনিবার্য ও স্বাভাবিক দাবী। সৃষ্টি জগতের সবকিছুকে সৃষ্টির পর পথ নির্দেশ দিয়ে তাকে ছেড়েছেন। তাই গোটা সৃষ্টি জগত-ই তাঁর দেখানো পথেই চলে।

৩. 'বায়ান' অর্থ বাকশক্তি বা মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা মানুষের অস্তিত্ব লাভ ও ক্রমবিকাশ লাভের সাথে আল্লাহর যেসব অবদান কার্যকর রয়েছে, যেমন-খাদ্য, বস্ত্র,

بِحُسْبَانٍ ۝۷ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدْنَ ۝۸ وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

একটি হিসাব অনুসরণ করেই চলে। ৬. আর তারকারাজি ও বৃক্ষরাজি উভয়ই (তাঁর) অনুগত। ৭. আর আসমান— তিনিই তাকে সুউচ্চ করেছেন এবং স্থাপন করেছেন

بِحُسْبَانٍ-একটি হিসাব অনুসরণ করেই চলে। ৬. আর; وَالنَّجْمِ-তারকারাজি; وَ-ও; وَالسَّمَاءِ-আসমান; وَالشَّجَرِ-বৃক্ষরাজি; يَسْجُدْنَ-উভয়ই (তাঁর) অনুগত। ৭. আর; وَوَضَعَ-স্থাপন করেছেন; وَ-এবং; رَفَعَهَا-তিনিই তাকে সুউচ্চ করেছেন (رفع+ها)।

বাসস্থান ইত্যাদি, তন্মধ্যে কুরআন শিক্ষা ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা লাভ-ই অগ্রগণ্য। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দান বাকশক্তি বা ভাব প্রকাশের ক্ষমতার উপরই নির্ভরশীল। তাই আল্লাহ মানুষকে এ 'বায়ান' বা প্রকাশ-ক্ষমতা দিয়েছেন। যদ্বারা সে কুরআন এবং কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার, বক্তৃতা, বিবৃতি, লিখনী ও অন্যান্য সম্ভাব্য উপায়-উপাদানের মাধ্যমে জগতে ছড়িয়ে দিতে পারে।

৪. আল্লাহ তাআলা উর্ধ্বজগতে ও ভূপৃষ্ঠে মানুষের কল্যাণে যতো কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে সুরুজ ও চাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। কারণ বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনাই এ দুটোর গতি ও আলোর সাথে গভীরভাবে জড়িত। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সুরুজ ও চাঁদের গতিও কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। এ দুটোর গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজকর্ম নির্ভরশীল। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস, বছর ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। সুরুজ ও চাঁদের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। এসব হিসাবের উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লক্ষ-কোটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য সূচীত হয়নি।

৫. 'নাযম' শব্দ দ্বারা তারকারাজি ও কাণ্ডবিহীন লতানো উদ্ভিদ উভয়ই বুঝায়। তাফসীরবিদদের থেকে উভয় অর্থই বর্ণিত আছে।

৬. অর্থাৎ আকাশের তারকা এবং পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ সবই আল্লাহর হুকুম মেনে চলে। তারকারাজি, গাছপালা ও লতাপাতা, ফুল-ফল এসবকে আল্লাহ তাআলা যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা সে কাজই করে যাচ্ছে। এসব কিছুকে তিনি মানবজাতির উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে অনবরত মানুষের উপকারই করে যাচ্ছে। এ সৃষ্টি জগতের বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে 'সিজদা করা' দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। (রুহুল মায়ানী, মায়হারী)

এ বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টি যখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহর আনুগত্য বা হুকুম মেনে চলতে বাধ্য তখন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সত্তার হুকুম মেনে চলা মানুষের পক্ষে কেমন করে বৈধ হতে পারে? অতএব তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদই একমাত্র সত্য।

الْمِيزَانَ ﴿٦﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

দাড়িপাল্লাহ (মানদণ্ড) । ৬. যেন তোমরা পরিমাপে কমবেশী না করো । ৫. আর ইনসাফের সাথে তোমরা পরিমাপকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কম দিও না পরিমাণে । ৬

الْمِيزَانَ ﴿٥﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿٤﴾ فِيهَا فَكِهِم مَّا نَزَّلْنَا

১০. 'আর পৃথিবী'—তিনিই তাকে বানিয়েছেন সৃষ্টিকূলের জন্য । ১১. সেখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল এবং খেজুর গাছ—

الْمِيزَانَ-দাড়িপাল্লা (মানদণ্ড) । ৬-أَلَّا تَطْغَوْا-যেন তোমরা কম-বেশী না কর ; فِي الْمِيزَانِ-পরিমাপে । ৫-وَأَقِيمُوا-তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো ; بِالْقِسْطِ-ইনসাফের সাথে ; وَلَا تُخْسِرُوا-কম দিও না ; وَالْأَرْضَ-পৃথিবী ; وَضَعَهَا-সেখানে ; لِلْأَنَامِ-সৃষ্টিকূলের জন্য । ১১-فِيهَا-সেখানে রয়েছে ; فَكِهِم-বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ; وَ-এবং ; وَالنَّخْلُ-খেজুর গাছ ;

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব-জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনা সুবিচার বা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাকাশ থেকে নিয়ে এ পৃথিবী পর্যন্ত বিশ্ব-জগতে আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ ও সুবিচার কায়ম করেছেন বলেই এ বিশ্ব-জগত ও এর মধ্যকার যাবতীয় উদ্ভিদরাজি ও প্রাণীজগতের অস্তিত্ব রয়েছে। মহাকাশে অবস্থানরত সীমা-সংখ্যাহীন গ্রহ-নক্ষত্র এবং বিশ্বলোকে বিরাজমান অগণিত অসংখ্য সৃষ্টি ও বস্তুরাজির মধ্যে আল্লাহ যদি সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা না করতেন, তাহলে এ জগত এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারতো না। অনুরূপ মানুষের সমাজেও যদি ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহলে মানুষের সমাজেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। অতপর এক সময় তা ধ্বংস হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

৮. অর্থাৎ বিশ্বজগতে আল্লাহ তা'আলা যেমন সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি তোমরাও তোমাদেরকে প্রদত্ত সীমিত পরিসরের স্বাধীন ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে এটাই তোমাদের দায়িত্ব। তোমরা যদি এ ক্ষেত্রে না-ইনসাফী কর এবং তোমাদের দায়িত্বে প্রদত্ত হকদারদের হক বা অধিকারসমূহ এতোটুকু বিঘ্নিত কর, যা দাড়িপাল্লার ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটায়। তাহলে তোমাদের এ কাজ বিশ্ব-জগতের স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে।

কুরআন মাজীদের প্রথম শিক্ষা হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ ; আর তার দ্বিতীয় শিক্ষা হলো ইনসাফ বা ন্যায় বিচার। এভাবে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় কুরআন মাজীদের শিক্ষাকে তুলে ধরা হয়েছে।





مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

আগুনের শিখা থেকে\* ১৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?\* ১৭. তিনিই তো প্রতিপালক সূর্যের দু' উদয় স্থানের

মِنْ-থেকে ; مَّارِجٍ-শিখা ; مِّنْ نَّارٍ-আগুনের । (ف+ب+ই)-অতএব কোন কোন ; ۖ-নিয়ামতকে ; ۖ-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿٥٩﴾-তিনিই তো প্রতিপালক ; الْمَشْرِقَيْنِ-(সূর্যের) দুই উদয়স্থলের ;

ক্ষমতা, অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ, ক্ষমতার পরিপূর্ণতা গুণাবলী, মহত-গুণাবলী, পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রভৃতি অর্থ-ও বুঝায়। তবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, গুণাবলী, পরিপূর্ণতা, মর্যাদা ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ জ্বিন ও ইনসানের জন্য আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি দ্বারা আল্লাহকে এ সবেদ সৃষ্টি স্বীকার না করা ; এ সবেদ সৃষ্টি কর্মে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকেও শরীক করা ; আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর হিদায়াতকে মানতে অস্বীকার করা এবং মুখে মুখে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার কথা বলে কাজে তার বিপরীত করাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদে মানব সৃষ্টির এ পর্যায় সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এক. মাটি থেকে ; দুই. পঁচা কাদামাটি থেকে ; তিন. আঠালো মাটি থেকে ; চার. গন্ধযুক্ত পঁচা মাটি থেকে ; পাঁচ. পঁচা মাটি শুকিয়ে শুকনো টিলের মতো হয়ে যাওয়া মাটি থেকে ; ছয়. এ থেকে তৈরি হয়েছে 'বাশার' যার মধ্যে আল্লাহ 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছেন এবং যাকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। অতপর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সাত. তারপর দেহ থেকে নির্গত নিকৃষ্ট এক ফোঁটা পানি থেকে মানুষের বংশধারা জারী করেছেন। আয়াতে 'ইনসান' দ্বারা প্রথম মানুষ আদম আ.-কে বুঝানো হয়েছে।

১৫. জ্বিন জাতি আল্লাহ তা'আলার এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান যেমন মাটি, তেমনি জ্বিন সৃষ্টির মূল উপাদান আগুনের ধোঁয়াবিহীন শিখা। মাটির তৈরি হলেও মানুষের দেহে যেমন এখন মাটি খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি আগুনের শিখা থেকে তৈরি হলেও তাদের দেহে-সরাসরি আগুন পাওয়া যায় না। জ্বিনেরাও মানুষের মতো পানাহার করে, তাদের মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রী প্রজাতি রয়েছে। তারা নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। তারা মানুষের দৃষ্টির অন্তরাল থেকে মানুষকে দেখতে সক্ষম। কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না।



﴿٢٢﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

২২. তাদের উভয় (সাগর) থেকে<sup>২০</sup> বের হয় মুক্তা ও প্রবাল।<sup>২৩</sup> অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?<sup>২৪</sup>

﴿٢٤﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٦﴾

২৪. আর তাঁরই আয়ত্বাধীন সাগর বক্ষে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু জাহাজগুলো।<sup>২৫</sup> অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?<sup>২৬</sup> ?

﴿٢٢﴾-বের হয় ; مِنْهُمَا-তাদের উভয় (সাগর) থেকে ; اللُّؤْلُؤُ-মুক্তা ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-সাগর ; الْجَوَارِ-জাহাজগুলো ; الْمُنشَئَاتُ-উঁচু উঁচু ; الْآلَاءِ-নিয়ামতকে ; فَبِأَيِّ-অতএব কোন্ কোন্ ; (ف+ب+আই)-অতএব কোন্ কোন্ ; الْمَرْجَانُ-প্রবাল। ﴿٢٣﴾-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿٢٤﴾-আর ; فِي الْبَحْرِ-সাগর বক্ষে ; كَالْأَعْلَامِ-(ك+ال+اعلام)-পাহাড়ের মতো। ﴿٢٥﴾-অতএব কোন্ কোন্ ; الْآلَاءِ-নিয়ামতকে ; تُكَذِّبِينَ-তোমাদের প্রতিপালকের ; وَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

১৯. অর্থাৎ সমুদ্রের লোনা পানি ও মিঠা পানি একই সাথে পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সম্ভব ও একটি অপরটির সাথে মিশে না। এ উভয় স্বাদের পানির মধ্যে আড়াল হয়ে থাকে আত্মাহর অপার শক্তি। এটা আত্মাহর কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর বহু স্থানেই এরূপ দৃশ্য দেখা যায় যে, মিষ্টি পানি ও লোনা পানি একই সাথে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু একটি অপরটির সাথে মিশছে না। পানির তারল্য সম্ভব ও একটি অপরটির সাথে না মেশা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা মহান আত্মাহরই অবদান।

২০. মিঠা পানি ও লোনা পানি উভয় প্রকার পানির সমুদ্র থেকে মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়। যদিও কারো কারো ধারণা যে, শুধুমাত্র লোনা পানির সমুদ্র থেকে মুক্তা পাওয়া যায়। এ আয়াতে তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করা হয়েছে।

২১. 'লুলু' অর্থ মুক্তা, আর 'মারজান' অর্থ প্রবাল। উভয়ই মূল্যবান পদার্থ।

২২. এখানে 'আলা' দ্বারা আত্মাহর নিয়ামত তথা তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সৌন্দর্য পিপাসু মনের চাহিদা মেটাবার উপকরণকে বুঝানো হয়েছে। আত্মাহ তা'আলা মানুষকে একটি সৌন্দর্য পিপাসু অন্তর দিয়েছেন। অতপর এ পিপাসা মেটানোর জন্য দিয়েছেন নানারকম উপায় উপকরণ। এ পর্যায়ে তিনি সমুদ্রে মুক্তা ও প্রবাল সৃষ্টি করেছেন। এসবই আত্মাহর নিয়ামত। মানুষ এসব নিয়ামতের অস্বীকারকারী কিভাবে হতে পারে ? কোনো বিবেকবান মানুষই এসব নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ সমুদ্রে যেসব বিশাল বিশাল নৌযান চলে তা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতেরই অবদান। আল্লাহ-ই মানুষকে সমুদ্রগামী নৌযানগুলো তৈরির কৌশল ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনিই পানিকে এমন বিধানের অধীন করে দিয়েছেন, যার ফলে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাহাড়ের মতো বিশাল জাহাজগুলো সহজভাবে যাতায়াত করতে পারে।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা বলে তোমরা তোমাদের জাহাজগুলো পরিচালনা কর, যা তোমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামতস্বরূপ তা তোমরা কিভাবে অস্বীকার করবে?

### ১ম ক্বক্ব' (১-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তাআলা পরম করুণাময়। মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া আল্লাহর করুণার সবচেয়ে বড় নিদর্শন।

২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া, যার ফলে তারা আল্লাহর যথার্থ 'আবিদ' হতে সক্ষম হবে।

৩. মানুষকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাকশক্তি ও ভাষা দান করার উদ্দেশ্যও কুরআন নিজে শেখা এবং অপরকে শেখানো।

৪. কুরআন শেখার অর্থ কুরআনের অর্থসহ শেখা এবং কুরআনের বিধি-বিধান মেনে চলা। অর্থ না বুঝে শুধুমাত্র মস্তের মত পড়তে পারা দ্বারা কুরআন শেখা হয় না।

৫. সুরক্ব এবং চাঁদ আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম-নীতি মেনে চলে। আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান মেনে চলার মধ্যেই দুনিয়ার শান্তি ও আশ্বিরাতের মুক্তি।

৬. আকাশের তারকারাজি ও পৃথিবীর গাছ-গাছালী সবই আল্লাহর বিধানের অনুগত। আর তাই তাদের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই।

৭. আল্লাহ আসমানকে সুউচ্চ করে স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে পরিমাপের মানদণ্ড দাড়িপাল্লা তৈরির জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন, যাতে মানুষ পরিমাপে কম-বেশী করে ন্যায়-ইনসাফে বিঘ্ন না ঘটায়।

৮. মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের দায়িত্ব।

৯. পৃথিবীকে মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কেননা তারাই আল্লাহর শরয়ী বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত।

১০. পৃথিবীতে উৎপন্ন যাবতীয় খাদ্যশস্য, ফল-ফলাদি এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সবই জ্বিন জাতি ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত; যাতে তারা আল্লাহর বিধানকে নিজেদের মধ্যে তথা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

১১. আমরা আল্লাহর এসব নিয়ামতকে কখনো অস্বীকার করতে পারি না। কারণ তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা।

১২. মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান হলো দুর্গন্ধময় পঁচা মাটি যা শুকিয়ে ঠন ঠন ঢিলের মতো হয়ে গেছে। এটা মানব-সৃষ্টির সূচনা পর্ব।

১৩. জ্বিন সৃষ্টির মূল উপাদান হলো—আগুনের শিখা। সৃষ্টির মূল উপাদান হলো—আগুনের শিখা। এটা জ্বিন সৃষ্টির পর্ব।

১৪. মানুষ ও জ্বিনের পরবর্তী বংশধারা নারী ও পুরুষের সম্মিলনে জৈবিক নিয়মেই চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ নিয়মের কোনো খেলাপ হবে না।

১৫. আমরা আল্লাহর এসব ক্ষমতা ও কুদরতের কোনোটাকে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ আল্লাহর এসব অবদানকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা-ই কারো নেই।

১৬. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তনের ফলেই ঋতু পরিবর্তন হয়। ঋতু পরিবর্তন না হলে মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে উঠতো। সুতরাং এটাও আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত।

১৭. ঋতু পরিবর্তনের এ নিয়ামতকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো জ্বিন ও মানুষের নেই।

১৮. মিষ্টি পানি ও লোনা পানির দুটো স্রোতধারা পাশাপাশি প্রবাহিত করা এবং একটা অপরটার সাথে না মেশা আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ। একে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা কোথাও কারো নেই।

১৯. উভয় প্রকার সাগর থেকেই মানুষের সাজ-সজ্জার উপকরণ মূল্যবান মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়।

২০. সাগর মহাসাগরে ভাসমান ও আকৃতির জাহাজগুলো আল্লাহর ক্ষমতাই সচল থাকে। আল্লাহর এসব ক্ষমতার কোনোটাকে অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতা কোনো মানুষ ও জ্বিনের নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-২  
পারা হিসেবে রুকু'-১২  
আয়াত সংখ্যা-২০

﴿كُلٌّ مِّنْ عَلَيَّهَا فَإِنَّ رَبِّيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

২৬. তার (যমীনের) ওপর যা কিছু আছে তা সবই ধ্বংসশীল। ২৭. আর বাকী থাকবে শুধুমাত্র আপনার প্রতিপালকের (আল্লাহর) সত্তা (যিনি) মহানত্ব ও মহানুভবতার মালিক।

﴿কুল্-তা সবই ; মন-যা কিছু আছে ; এলি+হা-এলি-তার (যমীনের) উপর ; র+ক-র+ক-ধ্বংসশীল। ২৭-আর ; যি-বাকী থাকবে ; ও-সত্তা ; ক-র+ক-আপনার প্রতিপালকের (আল্লাহর) ; ডু-যিনি) মালিক ; জ-মহানত্ব ; ও-ও ; অ-মহানুভবতার।

২৫. অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানুষ ! ভূ-পৃষ্ঠে যত জ্বিন ও মানুষ আছে এবং তাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মহান ও মহানুভব আল্লাহর সত্তা বাকী থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ গর্ব অহংকার না করে যে, তার চেয়ে বড় কেউ নেই। কেবলমাত্র সংকীর্ণ বুদ্ধির মানুষ-ই এমন কথা ভাবতে পারে। কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তি অথবা কোনো একটি বিরাট দলও যদি এমন ধারণা পোষণ করে যে, তাদের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী, তাহলে তার বা তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহর এ বিশাল-বিস্তৃত মহাবিশ্বের মধ্যে তার বসবাস—গ্রহ পৃথিবীর অনুপাতে একটি মটরদানার মতও নয়। তারও আবার এক নিভৃত কোণে দশ-বিশ অথবা পঞ্চাশ-ষাট বছর তার কর্তৃত্ব চলার পর তাকেও অতীত ইতিহাসের কাহিনীতে পরিণত হতে হবে। এর জন্য গর্ব-অহংকার করাটা বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে ?

অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা মহান ও চিরজীব আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তাকেই তোমাদের উপাস্য বানিয়ে নিতে পার না। কোনো সত্তাকেই তোমাদের বিপদ দূরকারী, অভাব মোচনকারী হিসেবে তোমরা গ্রহণ করতে পার না—যদিও সে সত্তা ফেরেশতা, নবী-রাসূল, অলী-দরবেশ কিংবা চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-তারকা যা কিছুই হোক না কেন। কেননা, তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস থেকে নিজেরা রক্ষা করতে অক্ষম।

তবে আল্লাহ তা'আলা যেমন চিরজীব ও চিরস্থায়ী, তেমনি মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতাগণ যে কাজ আল্লাহর জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোনো সময় ধ্বংস হবে না (মাযহারী, কুরতুবী, রুহুল মায়ানী)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—“তোমাদের কাছে যা-কিছু আছে, (অর্থ-সম্পদ, সুখ-দুঃখ ও ভালোবাসা-শত্রুতা) তা সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ يَسْتَلْهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ ﴿٢٦﴾

২৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ২৯. তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে আসমানে ও যমীনে যারা আছে তারা সকলেই; প্রতিটি মুহূর্তে

هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٣٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣١﴾ سَنَفْرَعُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ﴿٣٢﴾

তিনি (আল্লাহ) এক বিশেষ শান বা অবস্থায় থাকেন। ৩০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৩১. হে (পৃথিবীর) দু'বোঝা, (মানুষ ও জিন)। আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসেব নেয়ার) প্রতি মনোযোগ দেবো। ৩২

﴿فَبِأَيِّ﴾-অতএব কোন্ কোন্; ﴿الآءِ﴾-নিয়ামতকে; ﴿رَبِّكُمَا﴾-তোমাদের প্রতিপালকের; ﴿تُكَذِّبِينَ﴾-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿يَسْتَلْهُ﴾-তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে; ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾-আসমানে ও যমীনে; ﴿كُلُّ يَوْمٍ﴾-প্রতিটি; ﴿هُوَ﴾-তিনি; ﴿فَبِأَيِّ﴾-অতএব কোন্ কোন্; ﴿الآءِ﴾-নিয়ামতকে; ﴿رَبِّكُمَا﴾-তোমাদের প্রতিপালকের; ﴿تُكَذِّبِينَ﴾-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿سَنَفْرَعُ لَكُمْ﴾-আমি শীঘ্রই মনোযোগ দেবো; ﴿آيَةَ الثَّقَلَيْنِ﴾-তোমাদের (হিসেব নেয়ার) প্রতি; ﴿هُوَ﴾-হে; ﴿الثَّقَلَيْنِ﴾-পৃথিবীর দু'বোঝা (মানুষ ও জিন)।

যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে।” অতএব আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, তা ধ্বংস হবে না।

২৬. অর্থাৎ হে মানুষ ও জিন তোমরা আল্লাহর এসব নিয়ামতরাজি তথা পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চিরস্থায়ী মনে করে নিতে পার কেমন করে? যারা নিজেদের ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে অবিদ্বন্দ্ব মনে করে, তারা মুখে প্রকাশ না করলেও তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করে।

২৭. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টজীব ও সৃষ্টবস্তু সবই তাঁর রহমত ও করুণার মুখাপেক্ষী। সকলেই তাদের প্রয়োজনীয় বস্তু তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। দুনিয়াবাসীরা দুনিয়ায় তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তি এবং পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত তাঁর কাছে চায়। আর আসমানের অধিবাসীরাও আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। সুতরাং আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টিই অবিরাম-অনবরত তাঁর কাছেই তাঁদের প্রার্থনা পেশ করছে। আর তাই আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে এক সীমাহীন কর্মতৎপর অবস্থায় রয়েছেন। তিনি কাউকে জীবন দান করেন, করো তিনি মৃত্যু ঘটান; কাউকে তিনি সন্মানিত করেন,



আর কাউকে করেন লালিত-অপমানিত। কোনো সুস্থকে তিনি করেন অসুস্থ এবং অসুস্থকে করেন সুস্থ। কাউকে তিনি বিপদগ্রস্ত করেন, আবার কাউকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে তার মুখে হাসি ফুটান। কোনো প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারো গুনাহ মাফ করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোনো জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতাসীন করেন, আবার কোনো জাতিকে লালিত ও অধপতিত করেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুহূর্তেই একটা শান বা অবস্থায় থাকেন।

২৮. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিয়ামত তথা গুণাবলী অস্বীকার করবে? এখানে 'আ'লা' তথা নিয়ামত দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী অর্থই অধিক প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি শিরক করে সে প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট শিরকে আল্লাহর কোনো না কোনো গুণকে অস্বীকার করে। যেমন কেউ যদি বলে অমুক ডাক্তার আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, তার অর্থ আল্লাহ রোগমুক্তকারী নন, বরং সে ডাক্তারই রোগ মুক্তকারী। একইভাবে কেউ যদি বলে অমুক বুয়র্গ ব্যক্তির দয়ায় আমি রুখী লাভ করেছি, তার অর্থ আল্লাহ রিযিকদাতা নন, বরং সেই বুয়র্গ ব্যক্তি রিযিকদাতা। কেউ যদি কোনো মাযার বা আস্তানাকে উদ্দেশ্য পূরণের কারণ মনে করে, তবে দুনিয়াতে সংশ্লিষ্ট মাযার বা আস্তানার হুকুম চলছে বলে স্বীকার করলো এবং সে আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করলো। শিরকের অর্থই হলো—যেসব গুণ এককভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট সেসব গুণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করা।

২৯. 'সাকালান' শব্দটি 'সাকাল' শব্দের দ্বি-বচন। এর অর্থ দু'বোঝা। এর দ্বারা মানুষ ও জ্বিনকে বুঝানো হয়েছে। যার ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত তাকে আরবি ভাষায় 'সাকাল' বলা হয়। বলা বাহুল্য আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ও জ্বিন এ উভয় জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মানুষ ও জ্বিনকে ভূ-পৃষ্ঠে বোঝা হিসেবে চাপানো হয়েছে। তাছাড়া আগের আয়াতগুলো থেকে উক্ত দু'জাতিকে সম্বোধন করেই কথা বলা হচ্ছে। এখানে সেসব জ্বিন ও মানুষকে এসব কথা বলা হচ্ছে, যারা তাদের প্রতিপালকের দাসত্ব ও আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, আল্লাহর কালামের মর্ম এটাই যে, তোমরা যারা আমার পৃথিবীর উপর বোঝা হয়ে আছ, তোমাদের হিসেব নেয়ার জন্য আমি সময় বের করে নেবো। হিসেব নেয়া হবে না—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

৩০. অর্থাৎ আমি তোমাদের হিসেব নেয়ার জন্য যেসব সময়সূচী নির্ধারণ করে রেখেছি, সে সময়টা শীঘ্রই এসে পড়বে।

আল্লাহ মানুষ ও জ্বিনের হিসেব নেয়ার জন্য মনযোগ দেবেন—এ কথার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ অন্য কাজের ঝামেলায় এখন হিসেব নেয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে পারছেন না, কিছুদিন পর ঝামেলা মুক্ত হয়ে সেদিকে নয়র দেবেন। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়ার পরীক্ষাগারে বংশ পরম্পরা কাজ করে যাওয়ার সুযোগ দেবেন; অতপর একটি সুনির্দিষ্ট

﴿٣٢﴾ نَبَأِيَّ الْأَعْرَابِ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿٣١﴾ يَمْعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ

৩২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ? ৩১. হে জ্বিন ও মানুষ জাতি। যদি তোমরা ক্ষমতা রাখ

أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ

আসমান ও যমীনের সীমানা থেকে বের হয়ে যাওয়ার, তাহলে বের হয়ে যাও ;  
(কিছু) তোমরা বের হতে পারবে না ।

إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٤﴾ نَبَأِيَّ الْأَعْرَابِ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿٣٣﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطٍ مِّنْ نَّارٍ

ক্ষমতার সাহায্য ছাড়া ৩৪. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ? ৩৩. তোমাদের উভয়ের ওপর নিক্ষেপ করা হবে আগুনের শিখা

﴿٣٢﴾-অতএব কোন্ কোন্ ; الْأَعْرَابِ-নিয়ামতকে ; كَمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; الْجِنِّ - তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿٣١﴾- (يا+معشر)-হে জাতি ; الْإِنْسِ - জ্বিন ; وَ-ও ; وَالْإِنْسِ-মানুষ ; إِنِ-যদি ; اسْتَطَعْتُمْ-তোমরা ক্ষমতা রাখ ; أَنْ تَنْفُذُوا - বের হয়ে যাওয়ার ; مِنْ-থেকে ; أَقْطَارِ-সীমানা ; السَّمَوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; فَانْفُذُوا- (ف+انفذوا)-তাহলে বের হয়ে যাও ; لَا تَنْفُذُونَ ; (কিছু) তোমরা বের হতে পারবে না ; إِلَّا-ছাড়া ; بِسُلْطَانٍ-ক্ষমতার সাহায্য । ﴿٣٤﴾- অতএব কোন্ কোন্ ; الْأَعْرَابِ-নিয়ামতকে ; كَمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; نَبَأِيَّ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ﴿٣٣﴾- يُرْسَلُ-নিিক্ষেপ করা হবে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উভয়ের উপর ; شَوَاطٍ-শিখা ; مِّنْ نَّارٍ-আগুনের ;

সময়ে এসব সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবেন। তারপর এক সময় তাদের আগে-পরের সকল মানুষ ও জ্বিনকে একত্র করে হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাদের উভয় প্রজাতিকে তাদের দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবেন। সেই সময়টা রুটিন অনুযায়ী যথাসময়ে এসে উপস্থিত হবে এবং সময়টা খুব বেশী দূরে নয়।

৩১. অর্থাৎ তোমাদেরকে যখন জবাবদিহির মুখোমুখী করা হবে, তখন আমি ধরে নেবো যে, তোমরা দুনিয়াতে আমার অগণিত নিয়ামত ভোগ করে শিরক, নাস্তিকতা, যুলুম ও পাপাচারে নিমগ্ন হয়েছিলে এবং আমার এসব নিয়ামত ও তোমাদের নিকট থেকে হিসেব নেয়ার আমার অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছিলে।

৩২. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রভুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে কোথাও যাওয়ার কোনো পথ নেই। এমন কোনো স্থান যদি থেকে থাকে,

وَنَحَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

এবং ধোঁয়া<sup>৫৬</sup>, তখন তোমরা (তার) মুকাবিলা করতে পারবে না। ৩৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের  
কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৩৭. অতপর যখন আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে তখন তা হবে

وَرْدَةٌ كَاللِّهَانِ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ

রঞ্জিত চামড়ার মতো লাল<sup>৫৮</sup>। ৩৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে  
অস্বীকার করবে।<sup>৫৯</sup> আর সে দিন কাউকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে না—

৩৬. এবং ; -ধোঁয়া ; -নَحَّاسٌ ; -তখন তোমরা (তার) (ف+لا+تنتصرون)-  
মুকাবিলা করতে পারবে না। ৩৭. -فَبِأَيِّ- (ই+ব+ই) ; -অতএব কোন কোন ;  
-الْآءِ- (ই+ব+ই) ; -তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ;  
-تُكَذِّبِينَ- তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ;  
-فَإِذَا- (ই+আ)- অতপর যখন ;  
-انْشَقَّتْ- ফেটে চৌচির হয়ে যাবে ;  
-السَّمَاءُ- আসমান ;  
-فَكَانَتْ- (ই+কানত)- তখন তা হবে ;  
-وَرْدَةٌ- লাল ;  
-كَاللِّهَانِ- (ই+কালিহান) ;  
-رَجِيَّتِ- রঞ্জিত চামড়ার মতো। ৩৮. -فَبِأَيِّ- (ই+ব+ই) ; -অতএব কোন কোন ;  
-الْآءِ- (ই+ব+ই) ; -তোমাদের প্রতিপালকের ;  
-رَبِّكُمَا- তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ;  
-تُكَذِّبِينَ- তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ;  
-فَيَوْمَئِذٍ- (ই+ইওমন্ড)- আর সেদিন ;  
-لَا يُسْئَلُ- কাউকে জিজ্ঞাস করা হবে না ;  
-عَنْ- সম্পর্কে ;  
-ذَنْبِهِ- (ই+ডন্ব)- তার অপরাধ ;

যেখানে গেলে আল্লাহ পাকড়াও করতে পারবেন না, তাহলে সকল মানুষ ও জ্বিন তাদের সব শক্তি প্রয়োগে চেষ্টা করে দেখুক, কিন্তু না তাদের এমন শক্তি-ক্ষমতা নেই। সুতরাং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির কথা স্বরণ রেখেই জীবন যাপন করা উচিত।

৩৩. অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা যদি আমার আওতা তথা আমার সামনে জবাবদিহি থেকে পালাতে চাও তাহলে তোমাদের উপর 'শুয়ায' (ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা) এবং 'নুহাস' (আগুন বিহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী) নিক্ষেপ করা হবে। এ শাস্তি হিসাব-নিকাশের পরও হতে পারে। জাহান্নামীকে দু'ধরনের শাস্তি দেয়া হতে পারে। কোথাও ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা হবে, আবার কোথাও আগুন হীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী হবে।

এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা যদি আমার আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা ছেড়ে কোথাও পালাতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমাদের ওপর নিক্ষেপ করা হবে ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা এবং আগুনহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিক্ষেপ করা হবে।

(ইবনে কাসীর)

৩৪. অর্থাৎ কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের দিন আসমান রঙিন চামড়ার মতো লাল রং ধারণ করবে। আর আসমান ফেটে চৌচির হওয়ার কারণ হলো সৌরজগতের যাবতীয়

إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥١﴾ يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ

কোনো মানুষকে, আর না কোনো জিনকে।<sup>৫০</sup> অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? <sup>৫১</sup> অপরাধীদেরকে চেনা যাবে

“ইনস-কোনো মানুষকে ; আ-আর ; জা-না কোনো জিনকে। ৫০ অতএব কোন্ কোন্ ; ফা-নিয়ামতকে ; রা-তোমাদের প্রতিপালকের ; কু-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ৫১-চেনা যাবে ; মু-অপরাধীদেরকে ;

এহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তি রয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। সেদিন কেউ আসমানের দিকে তাকালে দেখতে পাবে যে, আকাশে আগুন ধরে গেছে।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীত যখন চোখের সামনে কিয়ামত সংঘটিত হতে দেখবে, তখন তোমরা তাঁর কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে ? তখন কিয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কোনো পথই তোমাদের থাকবে না।

৩৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন দুনিয়ার আগে-পরের সব লোককে একত্র করা হবে, তখন এসব লোকের মধ্যে কে অপরাধী ও কে নিরপরাধ তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। পরবর্তী ৪০ আয়াতেই অপরাধীদের চেনার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখেই। আখিরাতে যেহেতু ন্যায়বিচার সম্পর্কে অপরাধী ও নিরপরাধ সকলে নিশ্চিত, তাই নিরপরাধ ব্যক্তির সাজা হওয়ার কোনো কারণ নেই, তাই তার চেহারায় ভয়ের কোনো চিহ্ন থাকবে না। অপরদিকে যে অপরাধী সে ভাববে তার আজ সাজা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। সুতরাং তার চেহারায় ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠবে। অতএব চেহারা দেখে দেখেই অপরাধীদেরকে সহজেই বাছাই করে নেয়া যাবে।

৩৭. অর্থাৎ তখন চিহ্নিত অপরাধীদের থেকে হিসাব নেবো—দুনিয়াতে আমার অগণিত নিয়ামত ভোগ করার পর তারা কিভাবে এ ধারণা পোষণ করেছিল যে, এসব নিয়ামত তারা এমনিই লাভ করেছে, এগুলো কারো দান নয়। অথবা তারা এ ধারণা পোষণ করেছে যে, এগুলো আল্লাহর দান নয়, এগুলো তাদের সৌভাগ্য ও যোগ্যতা বলেই লাভ করেছে ; অথবা আল্লাহর দান হলেও এর হিসেব নেয়ার কোনো অধিকার নেই ; অথবা আল্লাহ নিজে এগুলো তাদেরকে দেননি ; অন্য কোনো সত্তার মাধ্যমে তারা এসব নিয়ামত লাভ করেছে। মানুষের এসব ভ্রান্ত ধারণাই তাদেরকে আল্লাহ-বিমুখ এবং তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য করে দুনিয়াতে জীবন-যাপন করতে সুযোগ দিয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের ব্যাপারে মানুষের এ ধারণাই অপরাধের মূল ভিত্তি। উল্লিখিত ধারণার সব মানুষই আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকারকারী। এদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের চেহারা দেখেই চেনা যাবে যে, তোমরা অপরাধী। তখন আমি দেখবো তোমরা আমার কোন্ নিয়ামতকে



৩৯. অর্থাৎ তখন তোমরা আল্লাহর ক্ষমতাকে কিভাবে অস্বীকার করবে? আল্লাহ যে, কিয়ামত সংঘটিত করা, পুনর্জীবন দান, সবাইকে একত্র করে জিজ্ঞাসাবাদ এবং জান্নাত দান বা জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন—তখনকার সেই বাস্তবতাকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করবে?

### ২য় রুকু' (২৬-৪৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত বা মহা প্রলয়ের দিন একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিজগত পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ২৬ নং আয়াত দ্বারা কিয়ামতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত।

২. মহানত্ব ও মহানুভবতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাঁর সৃষ্টি মানুষের মধ্যে এ গুণ দুটোর প্রতিফলন প্রকাশ পেলে, তা অতি সামান্য এবং তা-ও আল্লাহর-ই অনুগ্রহের দান।

৩. সৃষ্টি জগতের কাউকে মহান ও মহানুভব বলে মেনে নিলে আল্লাহর মহানত্ব ও মহানুভবত্বকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কেউ মহান ও মহানুভব হতে পারে না।

৪. আসমান ও যমীনের সকল জড় ও জৈব সৃষ্টি তাদের সকল চাওয়া আল্লাহর দরবারেই পেশ করে, কারণ তিনিই একমাত্র সকলের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখেন।

৫. আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক তাঁর সৃষ্টি জগত পরিচালনা—জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতন, স্বাস্থ্য-দারিদ্র, সুস্থতা-অসুস্থতা এবং সকল সৃষ্টির রিখিকের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজে বিরামহীন কর্মতৎপর রয়েছেন।

৬. আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত শান বা অবস্থাকে আমরা কখনো অবিশ্বাস করতে পারি না—এটাকে অবিশ্বাস করা কুফরী।

৭. কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের পরে আল্লাহ মানুষ ও জ্বিনকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাদের এ দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ডের পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং এখন থেকেই হিসাব দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৮. আখিরাতে আল্লাহর দরবারে হিসাব-নিকাশ দান করা এ (৩১ নং) আয়াত থেকে অকাটা সত্য হিসেবে প্রমাণিত। সুতরাং এটাকে বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে অবিশ্বাস করা কুফরী।

৯. মহাবিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর রাজত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজত্বের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অতএব তার সামনে জবাবদিহির জন্য বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১০. যারা আল্লাহর পাকড়াও তথা হিসাব-নিকাশ গ্রহণকে বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে অস্বীকার করবে, তাদের উপর আখিরাতে ধোঁয়াহীন আগুন এবং আগুনহীন ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিক্ষেপের শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।

১১. আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলা করার ক্ষমতা দুনিয়া আখিরাতে কোথাও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। দুনিয়া বা আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় হলো আকীদা-বিশ্বাস ও কাজকে আল্লাহর কিতাবের আলোকে গঠন করে নেয়া।

১২. মহাপ্রলয় বা কিয়ামতের দিন আকাশের রং হবে রং করা চামড়ার মতো লাল। মহাবিশ্বের সকল গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যাকর্ষণ শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে আকাশ মণ্ডলী ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কোনো ক্ষমতা-ই কিয়ামতের সংঘটনকে রোধ করতে পারবে না।

১৩. কিয়ামতের অবস্থাকে অবিশ্বাস-অস্বীকার করার ক্ষমতা কোনো মানুষ বা জ্বিনের নেই। যারা এটাকে অবিশ্বাস করবে তারা নিঃসন্দেহে কান্ধির।

১৪. শেষ বিচারের দিন অপরাধী মানুষ ও জ্বিনদের কাউকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হবে না, তাদের চেহারা দেখেই বেছে আলাদা করা যাবে। তারা আত্মাহ্বির একটি আদেশের সাথে সাথেই আলাদা হয়ে যাবে।

১৫. অপরাধীদেরকে তাদের মাথার সামনের চুল এবং পা ধরে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে ফেলা হবে।—বলা হবে এটাই সেই জাহান্নাম যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৬. পিপাসার্ত অপরাধীরা কাতর হয়ে জাহান্নামের মধ্যে টগবগে ফুটন্ত পানির ঝর্ণার দিকে ছুটে গিয়ে সে পানি পান করবে কিন্তু পিপাসা না মেটায় ফিরে আসবে—আবার যাবে—এভাবে ছুটাছুটি করেই তার সময় যাবে।

১৭. উল্লিখিত শাস্তিকে কোনো মানুষ ও জ্বিনের পক্ষে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই, তাহলে কুরআনকেই অস্বীকার করা হবে। আর কুরআনকে অস্বীকারকারী কান্ধির—এতে ইমামদের মধ্যে কোনো ঝিমত নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩  
পারা হিসেবে রুকু'-১৩  
আয়াত সংখ্যা-৩৩

﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فِيهَا أَيْ ۖ﴾

৪৬. আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পায়<sup>৪৬</sup>, তার জন্য রয়েছে দু'টো বাগান<sup>৪৭</sup>।  
৪৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?<sup>৪৭</sup>

﴿৪৬﴾-আর ; وَلَمَن-তার জন্য রয়েছে, যে ব্যক্তি ; خَافَ-ভয় পায় ; مَقَامَ-দাঁড়ানোকে ;  
فِيهَا(+) ۖ-তঁার প্রতিপালকের সামনে ; جَنَّاتٍ-দুটো বাগান। ﴿৪৭﴾ ۖ-নিয়ামতকে ; رَبِّكَمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ;  
تُكذِّبْنَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

৪০. অর্থাৎ প্রথমোক্ত বাগান দুটো এমন লোকদের জন্য যারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া ও হিসাব-নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোনো গুনাহ তথা পাপকাজের নিকটেও যায় না। তারা দৃঢ়ভাবে আখিরাতকে বিশ্বাস করে। তাই তারা জীবনের সর্বাবস্থায় ন্যায়-অন্যায়, যুলুম-ইনসাফ, পাক-নাপাক এবং হালাল-হারাম ইত্যাদি বাছ-বিচার করে চলে। আর জেনে বুঝে আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। বলা বাহুল্য এ ধরনের লোকরাই আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যশীল।

৪১. 'জান্নাত' শব্দের অর্থ বাগান। সৎকর্মশীল মানুষদেরকে আখিরাতে সে জায়গায় রাখা হবে, কুরআন মাজীদে অন্যত্র তার পুরোটাকেই বাগান বলা হয়েছে। আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, তাদের জন্য থাকবে বাগানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। তবে এখানে যে দুটো বাগানের কথা বলা হয়েছে। সে দুটো হবে আল্লাহতীর্ক লোকদের জন্য নির্ধারিত বিশাল বাগানের মধ্যে বিশেষ দুটো বাগান। কেবলমাত্র সেই লোকদের জন্যই এমন দুটো করে বাগান থাকবে যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহকে ভয় করে তাঁর সামনে জবাবদিহি করার কথা স্মরণ রেখে কাজ করে।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহর অসীম ক্ষমতা—যালিমদের শাস্তি দান, সত্যপন্থীদের পুরস্কার দান করতে আল্লাহ সক্ষম ; যদিও তোমরা এটাকে অসম্ভব বলে মনে কর। তিনি আখিরাতে যখন যালিমদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে উল্লিখিত নিয়ামতসমূহ দেবেন তখনতো আর আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, নিয়ামতরাজি দানের ক্ষমতা এবং তাঁর মহৎ গুণাবলীর কোনোটাই তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না।



ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِينِ ﴿٦٠﴾

৪৮. (বাগান দুটো হবে)-বহু ডাল পালা ও লতাকুঞ্জ বিশিষ্ট। ৪৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫০. সেই (বাগান) দুটোতে প্রবহমান থাকবে দুটো ঝর্ণাধারা।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِينَ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ

৫১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫২. সেই (বাগান) দুটোতে প্রত্যেক ফলেরই দু' দু' প্রকার থাকবে<sup>৫১</sup>। ৫৩. অতএব কোন কোন

الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٨﴾ مُتَكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّانِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ﴿٥٩﴾

নিয়ামতকে তোমাদের প্রতিপালকের তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৪. তারা জান্নাতবাসীরা হেলানরত অবস্থায় আসীন থাকবে এমন বিছানার ওপর যার আন্তর হবে পুরু রেশমের<sup>৫২</sup>,

(+)-فَبِأَيِّ-ডালপালা ও লতাকুঞ্জ। ৪৯)-ذَوَاتَا- (বাগান দুটো হবে) বিশিষ্ট ; ৫০)-فِيهِمَا- (ফি+হা)-সেই (বাগান) দুটোতে ; ৫১)-فَبِأَيِّ- (ফ+ব+ই)-অতএব কোন কোন ; ৫২)-فِيهِمَا- (ফি+হা)-সেই (বাগান) দুটোতে ; ৫৩)-فَبِأَيِّ- (ফ+ব+ই)-অতএব কোন কোন ; ৫৪)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৫)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৬)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৭)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৮)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৯)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬০)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬১)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬২)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৩)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৪)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৫)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৬)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৭)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৮)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৯)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭০)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭১)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭২)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৩)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৪)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৫)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৬)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৭)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৮)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৯)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮০)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮১)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮২)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮৩)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮৪)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮৫)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮৬)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮৭)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮৮)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৮৯)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯০)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯১)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯২)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯৩)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯৪)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯৫)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯৬)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯৭)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯৮)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৯৯)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ১০০)-مُتَكِنِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?

৪৩. অর্থাৎ উভয় বাগানের ফলের স্বাদ হবে ভিন্ন ভিন্ন। অথবা এর অর্থ এক বাগানের ফল হবে শুষ্ক, অপর বাগানের ফল হবে আর্দ্র। অথবা এক বাগানের ফল হবে সাধারণ স্বাদের, অপর বাগানের ফল হবে বিশেষ স্বাদের। অথবা এক বাগানের ফল হবে তার পরিচিত যা সে দুনিয়াতে দেখেছে বা শুনেছে, যদিও সেগুলো স্বাদে-গন্ধে দুনিয়ার ফলের চেয়ে অনেক উন্নত হবে আর অপর বাগানের ফল হবে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, যা সে দুনিয়াতে চোখে দেখেনি, এমনকি কানেও শোনেনি। অথবা এমনও হতে পারে যে, একই গাছের ফল একটির স্বাদ হবে এক রকম, অন্যটির স্বাদ হবে অন্যরকম।

وَجْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٦﴾ فِيهِنَّ قَصْرَاتُ الْطَّرْفِ ۗ

আর বাগান দু'টোর কলরাজি (তাদের নিকটে) থাকবে ঝুলন্ত অবস্থায়। ৫৫. অতপর তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫৬. তার মধ্যে থাকবে লজ্জাবনত নয়নের অধিকারী হ্রগণ।

لَمْ يَطْمِئْتَوْا مِنْ آنْسٍ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍ ﴿٥٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۗ

যাদেরকে তাদের (জান্নাতীদের) আগে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ এবং না কোনো জ্বিন। ৫৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

و-আর ; الْجَنَّتَيْنِ-বাগান দু'টোর ; دَانٍ-(নিকটে) থাকবে ঝুলন্ত অবস্থায় । رَبِّكُمَا-নিয়ামতকে ; فَبِأَيِّ-অতএব কোন কোন ; الْآلَاءِ-তোমাদের প্রতিপালকের ; فِيهِنَّ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ۗ قَصْرَاتُ الْطَّرْفِ-তার মধ্যে থাকবে ; لَمْ-যাদেরকে স্পর্শ করেনি ; آنْسٍ-কোনো মানুষ ; جَانٍ-কোনো জ্বিন । ۗ قَبْلَهُمْ-তাদের (জান্নাতীদের) আগে ; وَلَا-এবং ; جَانٍ-না ; فَبِأَيِّ-অতএব কোন কোন ; الْآلَاءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ?

৪৪. 'ইসতাবরাক' অর্থ রেশমের মোটা কাপড়। এটা হবে জান্নাতীদের ফরাশের আস্তর। যার আস্তর এমন হবে, তার ওপর চাদর কেমন হবে তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৪৫. অর্থাৎ জান্নাতে নারীরা হবে লজ্জাবতী, স্বল্পভাষী ও লাজনম্র দৃষ্টির অধিকারী। আর এ বৈশিষ্ট্যের নারীরাই প্রকৃত সুন্দরী। তাই জান্নাতের নারীদের কথা বলতে গিয়ে তাদের দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের কথা বলার আগে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাই আগে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে নারীদের মধ্যে যেমন লজ্জাহীনতা, বাচালতা, কামার্ত দৃষ্টি দেখা যায় ; জান্নাতের নারীরা তেমন হবে না। তারা তাদের জন্য নির্ধারিত পুরুষদের জন্যই আশ্রয়-নিবেদিত থাকবে।

৪৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোনো নারী কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করুক বা বিবাহিত জীবন-যাপন করে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুবরণ করুক, আখিরাতে এসব নেককার নারী যখন জান্নাতে যাবে, তখন তাদেরকে ষোল বছরের যুবতী ও কুমারী বানিয়ে দেয়া হবে। তারা তাদের জন্য নির্ধারিত নেককার পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হবে। সেখানে সেসব নির্ধারিত পুরুষের আগে তাদের সাথে কোনো পুরুষের সংস্পর্শ হবে না।

এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সৎকর্মশীল মানুষের মতো সৎকর্মশীল জ্বিনরাও জান্নাত লাভ করবে। সৎকর্মশীল পুরুষ মানুষের জন্য যেমন সৎকর্মশীলা মেয়ে

﴿٥٨﴾ كَاتَمُنَ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ ﴿٥٩﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكَمَا تُكْذِبُنِ ﴿٦٠﴾

৫৮. তারা (ছরগণ) যেন মূল্যবান 'ইয়াকূত' ও 'মুজা'। ৫৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

﴿٦٠﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦١﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكَمَا تُكْذِبُنِ ﴿٦٢﴾

৬০. সৎকাজের বিনিময় (জান্নাতের মতো) উত্তম পুরস্কার ছাড়া হতে পারে কি? ৬১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৬২

﴿٥٨﴾-কাতমুন-মূল্যবান ইয়াকূত; ও-ও; ﴿٥٩﴾-ফয়াই-অতএব কোন্ কোন্; আ-নিয়ামতকে; ﴿٦٠﴾-হল-তোমাদের প্রতিপালকের; কুজ্বিন-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? হতে পারে কি; জা-বিনিময়; আহসান-সৎ কাজের; আ-ছাড়া; আহসান-(জান্নাতের মতো) উত্তম পুরস্কার। ﴿٦١﴾-ফয়াই-অতএব কোন্ কোন্; আ-নিয়ামতকে; ﴿٦٢﴾-তোমাদের প্রতিপালকের; কুজ্বিন-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?

মানুষ থাকবে, তেমনি সৎকর্মশীল পুরুষ জ্বিনের জন্যও সৎকর্মশীলা নারী জ্বিন থাকবে। মানুষ নারীরা যেমন কুমারী হবে তেমনি জ্বিন নারীরাও কুমারী হবে। মানুষ নারীরা যেমন ইতোপূর্বে কোনো মানুষ পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না তেমনি জ্বিন নারীরাও কোনো জ্বিন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না। এসব নারী শুধুমাত্র তাদের জান্নাতী স্বামীদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে।

৪৭. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে সৎকর্ম করেছে—নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করেছে, হালালের উপর সন্তুষ্ট থেকেছে। ফরযকে ফরয জেনে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেছে; ন্যায় ও সত্যের পক্ষ সমর্থন করার কারণে দুনিয়াতে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে; অন্যায-অসত্যের বিরুদ্ধে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—এসব করেছে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে। আর তাই আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন, এসব সৎকর্মশীল মানুষের জন্য চিরসুখের আবাস জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

৪৮. অর্থাৎ আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যখন সৎকর্মশীল লোকদের সৎকর্মের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত জান্নাত ও সুখের যাবতীয় উপকরণ দান করবেন, তখনও কি দুনিয়াতে যারা এসব কথাকে রূপকথা বলে হেসে উড়িয়ে দিত অথবা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করতো, তারা কি আখিরাতে চাক্ষুষ দেখা জান্নাতকে অস্বীকার করতে পারবে?

আসলে দুনিয়াতে যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর অনেক গুণ ও ক্ষমতাকে অবিশ্বাস করে। তারা আল্লাহকে অবিবেচক শাসক, অন্ধ ও বধির, অনুভূতিহীন

﴿٦٢﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ ﴿٦٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٤﴾ مَدَّهَا مَتْنٍ ﴿٦٥﴾

৬২. আর সে দু'টো (বাগান) ছাড়াও থাকবে দু'টো বাগান।<sup>৬৩</sup> ৬৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে করবে অস্বীকার? ৬৪. (বাগান) দু'টোই হবে সবুজ-শ্যামল।<sup>৬৫</sup>

﴿٦٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٦﴾ فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّاحَتَيْنِ ﴿٦٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৬৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৬৬. সেই (বাগান) দু'টোতে রয়েছে ফোয়ারার মতো উৎস্কপনমান দু'টো ঝর্ণাধারা। ৬৭. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে

﴿٦٢﴾-আর ; جَنَّاتٍ-সে দু'টো (বাগান) ছাড়াও থাকবে ; وَمِنْ دُونِهِمَا-দু'টো বাগান। ﴿٦٣﴾-অতএব কোন্ কোন্ ; الْآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تَكُذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٦٤﴾- (বাগান) দু'টোই হবে সবুজ-শ্যামল। ﴿٦٥﴾-অতএব কোন্ কোন্ ; الْآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تَكُذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٦٦﴾-সেই (বাগান) দু'টোতে রয়েছে ; عَيْنَيْنِ-দু'টো ঝর্ণাধারা ; نَضَّاحَتَيْنِ-ফোয়ারার মতো উৎস্কপনমান। ﴿٦٧﴾-অতএব কোন্ কোন্ ; الْآءِ-নিয়ামতকে ; رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ;

কোনো বিষয় যথাযথ মূল্যায়ণে অক্ষম এবং কাউকে কিছু দান করার ক্ষমতাহীন একটি সত্তা মনে করে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে—আখিরাতে যখন তোমাদের চোখের সামনে সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে, তখন কি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের গুণগুলো অস্বীকার করতে পারবে?

৪৯. আলোচ্য ৬২ আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে। 'মিন দু'নিহিমা' শব্দের অর্থের ভিন্নতর কারণেই এ তিনটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। আয়াতে অর্থ হতে পারে—“পূর্বোক্ত জান্নাত দুটোর অবস্থান থেকে নীচু স্থানে আরো দু'টো জান্নাত হবে এবং এ দুটোর মালিকও পূর্বোক্ত জান্নাতীরা হবে, তবে এ জান্নাত দু'টো আগের দু'টো থেকে কিছুটা নিম্ন মানের হবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, প্রথমোক্ত বাগান দু'টো হবে উন্নত মানের এবং তা লাভ করবে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দাহগণ। আর এ দু'টো বাগান হবে কিছুটা নিম্ন মানের, এগুলোর মালিক হবে 'আসহাবুল ইয়ামীন' বা ডানপন্থী লোকেরা। অন্যত্র কুরআন মাজীদে শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদেরকে 'আসহাবুল মায়মানাহ'-বলেও উল্লেখ করেছে। হযরত আবু মূসা আশযারী রা. থেকে তাঁর পুত্র আবু বকর রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আয়াতের দ্বিতীয় অর্থের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন-অগ্রগামী নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের জন্য নির্ধারিত জান্নাত দুটোর আসবাবপত্র হবে স্বর্ণের তৈরী।

تُكذِّبِينَ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٦٩﴾

তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৮. সেই (বাগান) দুটোতেই রয়েছে নানারকম ফল ও খেজুর এবং আনার।  
৬৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَانٌ ﴿٧١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٧٢﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ ﴿٧٣﴾

৭০. সেখানে রয়েছে উত্তম চরিত্রবতী সুন্দরী নারীরা। ৭১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের  
কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭২. (তারা) গৌর বর্ণের হুর সুরক্ষিতা

فِي الْخِيَامِ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٧٥﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ﴿٧٦﴾

তাবুতে। ৭৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?  
৭৪.—তাদেরকে এদের (জান্নাতীদের) আগে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ

تُكذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٦٧﴾-সেই (বাগান) দুটোতেই রয়েছে;  
-فَبِأَيِّ ﴿٦٨﴾-আনার; -و-এবং; -و-খেজুর; -و-নানা রকম ফল; -فَاكِهَةٌ  
-তোমাদের (ফ+ব+ই)-অতএব কোন্ কোন্; -الْآءِ-নিয়ামতকে; -رَبِّكُمَا-তোমাদের  
প্রতিপালকের; -تُكذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٦٩﴾-সেখানে রয়েছে;  
-حَيْرَاتٌ-উত্তম চরিত্রবতী; -حَسَانٌ-সুন্দরী নারীরা। ﴿٧١﴾-ফ+ব+ই)-অতএব কোন্  
কোন্; -الْآءِ-নিয়ামতকে; -رَبِّكُمَا-তোমাদের প্রতিপালকের; -تُكذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে  
অস্বীকার করবে? ﴿٧٢﴾-সুরক্ষিত; -حُورٌ-গৌরবর্ণের হুর; -مَّقْصُورَاتٌ  
-তাঁবুতে। ﴿٧٣﴾-ফ+ব+ই)-অতএব কোন্ কোন্; -الْآءِ-নিয়ামতকে; -رَبِّكُمَا-  
তোমাদের প্রতিপালকের; -تُكذِّبِينَ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ﴿٧٤﴾-  
-قَبْلَهُمْ-কোনো মানুষ; -إِنْسٌ-তাদেরকে স্পর্শ করেনি; -لَمْ يَطْمِثْهُنَّ-  
-এদের (জান্নাতীদের) আগে;

আর তাদের অনুসারী 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডানপন্থীদের জন্য নির্ধারিত জান্নাত দুটোর আসবাবপত্র হবে রৌপ্যের তৈরী। (ফাতহুল বারী-কিতাবুত তাফসীর)

৫০. 'মুদহাম্মাতান' 'মুদহাম্মাতুন'-এর দ্বিবচন। ঘন সবুজ-শ্যামলতাকে মুদহাম্মাতুন বলা হয়। অর্থাৎ শেষোক্ত বাগান দুটোতে ঘন সবুজের সমারোহ দৃশ্যমান হবে।

৫১. 'হুর' শব্দটি 'হাওরা' শব্দের বহুবচন। অত্যন্ত গৌর বর্ণের নারীকে 'হাওরা' বলা হয়। যেসব নারীর শূভ্রতা ঠিকরে বের হয়, তাদেরকে 'হুর' বলা হয়। মুজাহিদ বলেন—“তাদের গৌর বর্ণের উজ্জ্বলতার জন্য তাদের উপর দৃষ্টি স্থির রাখা যায়

وَلَا جَانٌ ۙ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكَمَا تُكَذِّبُنِ ۙ مَتَكِّئِينَ عَلَى رُفْرِ خُضْرٍ

আর না কোনো জ্বিন। ৭৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭৬. (তারা) হেলানরত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকবে সবুজ গালিচার ওপর

وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۙ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكَمَا تُكَذِّبُنِ ۙ تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

এবং মহামূল্যবান অনুপম সুন্দর ফরাশে। ৭৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৭৮. কতই না বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম—

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۙ

(যিনি) মহত্ত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী। ৭৯

الْآءِ-অতএব কোন্ কোন্ ; (ف+ب+ই)-ফَيَأْتِي ৭৫। جَانٌ-কোন জ্বিন ; لَا-না ; وَ-আর ;  
-নিয়ামতকে ; رَبِّكَمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبُنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার  
করবে ? ৭৬-مَتَكِّئِينَ-(তারা) হেলানরত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকবে ; عَلَى-উপর ;  
حِسَانٍ-মহামূল্যবান ফরাশে ; وَ-এবং ; رُفْرِ-সবুজ ; خُضْرٍ-গালিচার ;  
অনুপম সুন্দর। ৭৭-فَيَأْتِي ৭৭। (ف+ب+ই)-ফَيَأْتِي ৭৭। الْآءِ-নিয়ামতকে ;  
تَبْرَكَ ৭৮। رَبِّكَمَا-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُكَذِّبُنِ-তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে ? ৭৮।  
-কতইনা বরকতময় ; اسْمُ-নাম ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; ذِي-(যিনি)  
অধিকারী ; الْجَلَالِ-মহত্ত্ব ; وَ-ও ; الْإِكْرَامِ-মহানুভবতার।

না।” আবু উবায়দা বলেন—“ যেসব নারীর চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত সাদা এবং কালো অংশ গভীর কালো, তাদেরকে ‘হূর’ বলা হয়। (লুগাতুল কুরআন)

হাদীস থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর মু’মিনা সৎকর্মশীলা নারীদের মর্যাদা হূরদের চেয়ে বেশী হবে। কারণ পৃথিবীর নারীরা নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবং ইবাদত-বন্দেগী করেছে। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়াতে যেসব নারী ঈমান ও নেকআমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, তারাই হবে জান্নাতবাসীদের স্ত্রী। তারা নিজেদের ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাত পাবে এবং একান্ত নিজস্ব ভাবে জান্নাত লাভের অধিকারিনী হবে। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের আগেকার স্বামীদের স্ত্রী হবে, যদি সেসব স্বামীরা জান্নাতবাসী হয়। তা না হলে আদ্বাহ তা’আলা অন্য কোনো জান্নাতবাসী পুরুষের সাথে পারস্পরিক পছন্দ অনুসারে বিয়ে দিয়ে দেবেন। আর হূরেরা নিজেদের ঈমান ও সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে না ; বরং আদ্বাহ তা’আলা তাদেরকে জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের মতোই ষোড়শী সুন্দরী নারীর আকৃতি দিয়ে জান্নাতবাসীদেরকে নিয়ামত

হিসেবে দান করবেন। যাতে জান্নাতবাসীরা তাদের সাহচর্যের আনন্দ লাভ করতে পারে।

৫২. 'রফরফ' অর্থ সবুজ রংয়ের রেশমী বস্ত্র। এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য মূল্যবান বিলাস-সামগ্রী তৈরি করা হয়। এসব সামগ্রীর উপর গাছ, লতাপাতা ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। আর 'আবকারী' অর্থ উৎকৃষ্ট ও দুশ্রীণ্য বস্তু।

৫৩. সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, গুণাবলী, মহানত্ব-মহানুভবতা এবং মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর পবিত্র সত্তা অদ্বিতীয়-অনন্য। তাঁর গুণবাচক নামগুলোও অত্যন্ত সুন্দর ও অর্থবহ। তাঁর নামের সাথেই তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

### ৩য় রুকূ' (৪৬-৭৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরা আর-রাহমানে মানুষের প্রতি আল্লাহর যেসব দয়া-অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও বিশ্বাসের ফলেই মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

২. যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সকল কাজকর্মেই তাদেরকে জান্নাতের উপযোগী করে তুলবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আখিরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহীর অনুভূতি অন্তরে সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে অন্যায়-অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানো খুবই সহজ হয়ে যাবে।

৪. আল্লাহতীক্ষ্ণ বিশেষভাবে নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিশাল জান্নাতের অভ্যন্তরে দুটো করে বিশেষ বাগান তৈরী করে রেখেছেন। প্রত্যেকেরই সেই মর্যাদা লাভের জন্য সংকর্মে প্রতিযোগিতা করা কর্তব্য।

৫. বাগানগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা ও লতাকুঞ্জ বিশিষ্ট হবে এবং সেগুলোতে থাকবে দুটো করে প্রবহমান ঝর্ণাধারা।

৬. এসব বাগানে যাবতীয় সকল ফলের সমারোহ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রজাতির ফলেরই দুটো করে প্রকার থাকবে।

৭. জান্নাতবাসী মানুষেরা এসব বাগানে পুরু রেশমের গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে আর ফলের গাছগুলো তাদের নিকটেই ঝুলে থাকবে।

৮. এসব বাগানে জান্নাতবাসীদের প্রমোদসঙ্গীনী হবে লজ্জাবনত দৃষ্টির অধিকারী অত্যন্ত গৌরবর্ণের সুন্দরী হুরগণ। যাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি।

৯. সেসব হুরদের দেখলে তাদেরকে এক একটি মূল্যবান ইয়াকুত ও মারজান মুক্তার মত মনে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলার এসব দান সেসব বান্দাহর জন্যই যারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করে জীবনযাপন করেছে, তাঁর দীনের জন্য নিজেদের জান-মাল কুরবানী করেছে এবং এ অবস্থার উপর মৃত্যু পর্যন্ত কায়ম থেকেছে।

১১. নৈকট্য প্রাপ্তদের চেয়ে নিম্নমানের মু'মিন সংকর্মশীল আসহাবুল ইয়ামীন বা ডানপন্থী মানুষের জন্যও থাকবে পূর্বোক্ত দুটোর চেয়ে কিছুটা নিম্নমানের দুটো করে বিশেষ বাগান।

১২. এ বাগান দুটো-ও হবে অত্যন্ত সবুজ-খ্যামল এবং এ দুটোতেও থাকবে ফোয়ারার মতো উৎক্ষেপমান দুটো ঝর্ণাধারা।

১৩. এ দুটো বাগানে থাকবে নানা প্রকার ফল, খেজুর ও আনারের গাছ।

১৪. আরো থাকবে উত্তম চরিত্রবতী সুন্দরী নারীরা এবং তাঁবুতে সুরক্ষিত গৌর বর্ণের হুরেরা, যাদেরকে মানুষ বা জ্বিন ইতোপূর্বে স্পর্শ করেনি।

১৫. এসব বাগানে ডানপন্থী সৎকর্মশীল মানুষ সবুজ গালিচায় মহামূল্যবান ফরাশে হেলানরত অবস্থায় বসবে।

১৬. আল্লাহ তা'আলার যেসব অসীম ক্ষমতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য, দয়া-অনুগ্রহ এবং মহানত্ব ও মহানুভবতার পরিচয় এ সূরায় বিদ্যমান, তা অদ্বিতীয় ও অনন্য এবং অত্যন্ত বরকতময়।

১৭. আল্লাহর উল্লিখিত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ওপর নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেকটি মু'মিনের ওপর ফরয। এতে কোনো প্রকার সন্দ্বিহান হলে ঈমান থাকবে না।





## সূরা আল ওয়াকি'আ-মাকী

আয়াত : ৯৬

রুকু' : ৩

## নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'আল ওয়াকি'আ' শব্দটি দ্বারাই তার নামকরণ করা হয়েছে।

## নাখিলের সময়কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা অনুসারে এবং হযরত ওমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার সংঘটনকাল অনুসারে মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছর 'সূরা ওয়াকি'আ' নাখিল হয়েছে। হযরত ওমর রা. যে নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হলো, কিয়ামত, আখিরাত, তাওহীদ ও কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ সংশয়ের প্রতিবাদ। কাফিররা কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় এবং আখিরাতের পুনর্জীবন লাভ, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের বিষয়কে একেবারে অসম্ভব মনে করতো। তারা এসব কথাকে কল্পিত কাহিনী বলে মনে করতো। তাদের ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা সূরার প্রথমেই ইরশাদ করেছেন যে, এ ঘটনা যখন সংঘটিত হবে তখন এটাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কেউ থাকবে না। কেউ একে মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না এবং একে ফিরিয়েও দিতে পারবে না। প্রথম আয়াত থেকে ৬ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটনকালীন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

৭ আয়াত থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের সময় তিন শ্রেণীর মানুষ এবং তাদের সাথে আচরণের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের সেই তিন শ্রেণী হলো-১. অগ্রবর্তীগণ যারা হবে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ২. সাধারণ সৎকর্মশীল মানুষ যারা হবে ডানপন্থী। ৩. সেসব অবিশ্বাসী মুশরিক ও মুনাফিকের দল, যারা মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের উপর দৃঢ় ছিল।

৫৭ থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত ইসলামের মূল দু'টো বিশ্বাস তাওহীদ ও আখিরাতের সত্যতার পক্ষে মানুষের নিজের সত্তা, তার খাদ্য-পানীয় ও তার ব্যবহৃত আগুন দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে আল্লাহ তোমার সৃষ্টি এবং প্রতিপালনের জন্য এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দাসত্ব থেকে তুমি কিভাবে নিজেকে স্বাধীন স্বৈচ্ছাচারী বলে ভাবতে পারো? তিনি তোমাকে প্রথম বার সৃষ্টি করার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন বলে তুমি কেমন করে মনে করতে পারো?

অতপর ৭৫ থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের বিভিন্ন সন্দেহ সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, কুরআন

মাজ্জীদ তোমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। তোমাদের কর্তব্য এ মহাগ্রন্থ থেকে নিজেদের জীবনের পাথয়ে সংগ্রহ করা। কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে যে, মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের যেমন ময়বূত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা আছে, তেমনি কুরআনের মধ্যেও ময়বূত শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক এবং কুরআনের রচয়িতা একই সত্তা।

অতপর আন্দাহর নিকট কুরআনের সংরক্ষণব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন সংরক্ষিত আছে এক লুকায়িত কিতাবে যা সৃষ্টির নাগালের বাইরে। সেখান থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত কুরআন নাযিলের যে ধারাবাহিকতা তাতে পবিত্র আত্মা ফেরেশতা ছাড়া কোনো শয়তানের হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও নেই।

অবশেষে মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা তাওহীদ, আখিরাত ও কুরআনকে যতই অবিশ্বাস করো না কেনো, মৃত্যু যখন তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের চোখ খুলে যাবে। মৃত্যুর সময় তোমরা এমন অসহায় হয়ে পড় যে, চেয়ে দেখা ছাড়া তোমাদের কিছুই করণীয় থাকে না। নিজেদের প্রিয়জনদের তোমরা তখন বাঁচাতে পার না। তোমাদের ওপর যদি সর্বময় ক্ষমতার মালিক যদি কেউ না-ই থাকে তাহলে তখন মৃত্যুকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রিয়জনদের বাঁচিয়ে রাখ না কেনো? এ সময় তোমরা যেমন অসহায় হয়ে পড়, তেমনি শেষ বিচারের দিন তোমরা অসহায় হয়ে পড়বে। তোমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দ্বারা বিচারে কোনো হেরফের হবে না। প্রত্যেককে তার কাজের পরিণাম ভোগ করতে হবে।



রুক'-৩

## ৫৬. সূরা আল ওয়াকিয়া-মাক্কী

আয়াত-৯৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ② لَيْسَ لَوْقَعَتَهَا كَاذِبَةٌ ③ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ④

১. যখন সেই মহাপ্রলয় (কিয়ামত) সংঘটিত হবে। ২. তার সংঘটনে কোনো মিথ্যা সাব্যস্তকারী নেই। ৩. (তা হবে) নীচুকামী উঁচুকামী। ৪

⑤ إِذَا رُجِعِ الْأَرْضُ رَجًا ⑥ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ⑦ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًا ⑧

৪. যখন যমীনকে কাঁপানোর মতো কাঁপিয়ে দেয়া হবে। ৫. আর পাহাড়-পর্বতকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে ছিন্নভিন্ন করার মতো। ৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

① إِذَا-যখন ; وَقَعَتِ-সংঘটিত হবে ; الْوَاقِعَةُ-সেই মহাপ্রলয় (কিয়ামত)। ② لَيْسَ - নেই ; ③ خَافِضَةٌ-নীচুকামী ; رَّافِعَةٌ-উঁচুকামী। ④ إِذَا-যখন ; رُجِعَتْ-কাঁপিয়ে দেয়া হবে ; ⑤ وَ-আর ; بُسَّتِ-ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হবে ; ⑥ الْجِبَالُ-পাহাড়-পর্বতকে ; ⑦ بَسًا-ছিন্নভিন্ন করার মতো। ⑧ فَكَانَتْ (+ف) -ফলে তা পরিণত হবে ; هَبَاءً-ধূলিকণায় ; مُّنبَثًا-বিক্ষিপ্ত।

১. অর্থাৎ যখন 'ওয়াকিয়া' বা অনিবার্য-সংঘটিতব্য ঘটনা ঘটে যাবে, তখন এটাকে মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ থাকবে না। এটা হলো মক্কার কাফির-মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ। তারা সবেমাত্র রাসূলুল্লাহ সা.-এর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনছে। তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, শেষ বিচার এবং জান্নাত-জাহান্নাম লাভ করার ব্যাপারকে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করেছে। তাদের কথা ছিলো—এ পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, চাঁদ-সুরজ ও গ্রহ-নক্ষত্র সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হাজার হাজার বছরের মৃত ব্যক্তির সব পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে, এসব কিছুই অসম্ভব, মিথ্যা গাল-গল্প মাত্র। এ পটভূমিতেই আল্লাহ তা'আলা এসব কাফির-মুশরিকের কথার প্রতিবাদ দিয়েই সূরাটি শুরু হয়েছে।

২. 'খাফিদাতুন' এবং 'রাফি'আতুন' শব্দ দুটোর অর্থ যথাক্রমে 'নীচুকামী' ও 'উঁচুকামী'। এ দুটো কিয়ামত-এর বিশেষণ। অর্থাৎ কিয়ামত উঁচুকে নীচু এবং নীচুকে উঁচু করে দেবে। উঁচু উঁচু পাহাড়কে সাগরে এবং সাগরকে পাহাড়ে পরিণত করে দেবে অর্থাৎ সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে যাবে।

﴿٩﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٥﴾ فَأَصْحَبُ الِّمَيْمِنَةِ ﴿٦﴾ مَا أَصْحَبُ الِّمَيْمِنَةِ ﴿٧﴾

৭. আর (তখন) তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত থাকবে।<sup>৪</sup> ৮. অতপর ডান দলের লোকেরা—কতই না সৌভাগ্যবান ডান দলের লোকেরা।

﴿١٠﴾ وَأَصْحَبُ الِّمَشْئِمَةِ ﴿٩﴾ مَا أَصْحَبُ الِّمَشْئِمَةِ ﴿١٠﴾ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ ﴿١١﴾

৯. আর বাম দলের লোকেরা<sup>৫</sup>, কতই না দুর্ভাগ্য বাম দলের লোকেরা। ১০. আর অগ্রবর্তীরা তো অগ্রগামী।<sup>৬</sup>

﴿١٢﴾ وَ-আর (তখন) ; كُنْتُمْ-তোমরা থাকবে ; أَزْوَاجًا-ভাগে বিভক্ত ; ثَلَاثَةً-তিন। ﴿٥﴾

فَأَصْحَبُ الِّمَيْمِنَةِ-ডান দলের লোকেরা ; مَا-কতই না সৌভাগ্যবান ; أَصْحَبُ-লোকেরা ; الِّمَيْمِنَةِ-ডান দলের। ﴿٩﴾ وَ-আর ; السَّبِقُونَ-লোকেরা ; الِّمَشْئِمَةِ-বাম দলের ; مَا-কতই না দুর্ভাগ্য ; أَصْحَبُ-লোকেরা ; الِّمَشْئِمَةِ-বাম দলের। ﴿١٠﴾ وَ-আর ; السَّبِقُونَ-অগ্রবর্তীরা তো ; الِّمَشْئِمَةِ-অগ্রগামী।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে, এ বাক্যের অর্থ এই যে, কিয়ামতের ঘটনা অতি উচ্চ মর্যাদাশালী জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের অবস্থা হবে ভয়াবহ এবং কিয়ামত হবে এক অভিনব বিপ্লব। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত হলে দেখা যায় যে, ওপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক ওপরে উঠে যায়। নিঃস্ব ব্যক্তি ধনবান হয়ে যায়, আর ধনবান হয়ে যায় নিঃস্ব। (রুহুল মাআনী)

৩. অর্থাৎ এ ভূ-কম্পন যমীনের কোনো অঞ্চলবিশেষে হবে না, বরং সমগ্র পৃথিবীকে এমনভাবে প্রকম্পিত করে দেয়া হবে যে, পৃথিবীর সবকিছুই ওলট-পালট ও লণ্ডণ্ড হয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ পৃথিবীর আদি-অন্ত সব মানুষই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে—

এক : ডানপন্থী—এদের অবস্থান হবে আরশের ডানদিকে, তারা আদম আ.-এর ডান পার্শ্বে থেকে সৃষ্ট, কিয়ামতের দিন তারা তাদের আমলনামা পাবে ডান হাতে, এরা সবাই জান্নাতে যাবে।

দুই : বামপন্থী—এদেরকে আরশের বামপার্শ্বে সমবেত করা হবে, এরা আদম আ.-এর বামপার্শ্বে থেকে সৃষ্ট, তারা তাদের আমলনামাও পাবে বাম হাতে। এরা সবাই জাহান্নামে যাবে।

তিন : অগ্রবর্তী দল—তারা আরশের মালিকের সামনে বিশেষ মর্যাদা ও নৈকট্যের আসনে আসীন থাকবেন। তারা হবেন নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ।

﴿٥٨﴾ وَأُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٥٩﴾ فِي جَنبِ النَّعِيمِ ﴿٦٠﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٦١﴾ وَقَلِيلٌ

১১. তারাই (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত। ১২.—(তার) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে ( থাকবে)। ১৩.—(তার) পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (হবে) বহুসংখ্যক। ১৪. আর কম সংখ্যক (হবে)

﴿٦٢﴾ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٦٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿٦٤﴾ مُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٥﴾ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ﴿٦٦﴾ يَطُوفُونَ

পরবর্তীদের মধ্য থেকে ১৫. (তার) স্বর্ণখচিত আসনসমূহে, ১৬. তার ওপর হেলানরত অবস্থায় পরস্পর মুখোমুখী আসীন হবে। ১৭. ঘুরে বেড়াবে

﴿٥٨﴾-তারাই ; -الْمُقَرَّبُونَ-(আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত। ﴿٥٩﴾-فِي جَنبِ- (তার) জান্নাতে ( থাকবে) ; -النَّعِيمِ-নিয়ামতপূর্ণ। ﴿٦٠﴾-ثَلَاثَةٌ-(তার) বহুসংখ্যক (হবে) ; -مَنْ-মধ্য থেকে; -الْأُولَىٰ-পূর্ববর্তীদের। ﴿٦١﴾-আর ; -قَلِيلٌ-কমসংখ্যক (হবে); -مَنْ-মধ্য থেকে; ﴿٦٢﴾-مِنَ الْآخِرِينَ-পরবর্তীদের। ﴿٦٣﴾-عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ-(তার) আসনসমূহে; -স্বর্ণখচিত। ﴿٦٤﴾-مُتَكَبِّرِينَ-হেলানরত অবস্থায় আসীন হবে ; -تَارِ وَفَوْقِ-তার ওপর ; -مُتَقَبِّلِينَ-পরস্পর মুখোমুখী। ﴿٦٥﴾-يَطُوفُونَ-ঘুরে বেড়াবে ;

৫. 'আসহাবুল মাইমানাহ', অর্থ 'ডানের লোক'। এর দ্বারা অনেক সম্মানিত, মর্যাদাবান ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বুঝানো উদ্দেশ্য। এর অর্থ খোশনসীব বা সৌভাগ্যবানও হতে পারে। যারা ডানের লোক হবে তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান হবে ; অপরদিকে যারা সৌভাগ্যবান হবে তারাই ডানের লোক হবে।

৬. 'আসহাবুল মশয়ামাহ' অর্থ 'বামের লোক' এর দ্বারা দুর্ভাগা মানুষ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এরা অত্যন্ত দুর্ভাগা। যারা আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং সেজন্য তাদের স্থান হবে আরশের বাম পাশে।

৭. 'সাবিকুন' তথা অগ্রবর্তীরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে এবং আরশের সামনে বিশেষ মর্যাদায় আল্লাহর ছায়ায় স্থান পাবে। অগ্রবর্তী তারাই যারা দুনিয়াতে সৎকর্মে অন্যের চেয়ে অগ্রে থেকেছে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কারণ, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতেই দেয়া হবে। দুনিয়াতে এসব লোক সকল আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সকল কল্যাণকর কাজে—তা জিহাদের ব্যাপারে হোক, আল্লাহর পথে ব্যয়ের ব্যাপারে হোক অথবা জনকল্যাণমূলক কাজ হোক—অগ্রগামী থেকেছে। হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের অবস্থা হবে—ডান পাশে থাকবে ডানের লোক তথা সৎকর্মশীল বান্দাহগণ, বাম পাশে বামের লোক তথা ফাসেক ও পাপী লোকেরা, আর সবার আগে আল্লাহ তা'আলার নিকটে থাকবেন অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহগণ। হাদীসে আছে যে, অগ্রবর্তী তারা হবে, দুনিয়াতে যাদের কাছে যখনই সত্যের দাওয়াত এসেছে তারা তা গ্রহণ করে নিয়েছে ; যখন

عَلَيْهِمْ وَلِدَانٌ مَّخْلُودُونَ ﴿١٥٠﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝

তাদের নিকট চির-কিশোররা<sup>১৫০</sup> ; ১৫০. পানপাত্র ও কুঁজা এবং জান্নাতের খাঁটি পানীয় পরিপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে ।

عَلَيْهِمْ-তাদের নিকট ; وَلِدَانٌ-কিশোররা ; مَّخْلُودُونَ-চির। (১৫০)-(ব+ক্বাব)-  
পানপাত্র নিয়ে ; وَ-ও ; وَأَبَارِيقٍ-কুঁজা ; -এবং ; وَكَأْسٍ-পেয়ালা ; مِنْ مَعِينٍ-জান্নাতের  
খাঁটি পানীয় পরিপূর্ণ ।

তাদের কাছে হক বা প্রাপ্য চাওয়া হয়েছে, তখনই তা দিয়ে দিয়েছে। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছে, অন্যদের ব্যাপারেও একই ফায়সালা করেছে।

৮. 'সুল্লাতুন' অর্থ একটি বড় দল। আয়াতের অর্থ হলো— 'আওয়ালীন' বা পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একটি বড় দল অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে থাকবে। আর 'আখিরীন' বা পরবর্তীদের মধ্য থেকে সেই নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে কমসংখ্যক লোক।

এখানে 'আওয়ালীন' বা পূর্ববর্তী কারা এবং 'আখিরীন' বা পরবর্তী কারা এ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনদের মত হলো—

এক. আদম আ.-এর থেকে মুহাম্মাদ সা.-এর নবুওয়াত পাওয়ার আগ পর্যন্ত যত উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তারাই 'আওয়ালীন' বা পূর্ববর্তী। আর মুহাম্মাদ সা. থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সবাই 'আখিরীন' বা পরবর্তীদের মধ্যে शामिल হবে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.-এর আগের লোকদের থেকে এক বিরাট সংখ্যক লোক সাবিকীন বা অগ্রবর্তীদের মধ্যে शामिल হবে এবং তাঁর পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য মানুষের মধ্য থেকে কম সংখ্যক লোক অগ্রবর্তীদের शामिल হবে।

দুই : কারো মতে, 'আওয়ালীন' দ্বারা রাসূলুল্লাহ সা.-এর উম্মতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা এবং 'আখিরীন' দ্বারা তার পরবর্তী যুগের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা বেশী সংখ্যক 'সাবিকীন' বা অগ্রবর্তীদের शामिल হবে এবং পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্য থেকে অগ্রবর্তীদের शामिल হবে কম সংখ্যক লোক।

তিন : কারো মতে—প্রত্যেক নবীর উম্মতের প্রথম দিকের লোকেরা 'আওয়ালীন' এবং অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হবে ; আর নবীদের পরবর্তী অনুসারীর 'আখিরীন' এবং অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। উল্লিখিত তিনটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। এখানে আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, প্রত্যেক নবীর প্রাথমিক যুগে সাবিকীন বা অগ্রবর্তীদের হার পরবর্তী যুগের অগ্রবর্তীদের হার থেকে বেশীই থাকে। তারপর মানুষ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকুক, অগ্রবর্তীদের আনুপাতিক হার ততই কমতে থাকে। যদিও মানুষ বৃদ্ধির কারণে অগ্রবর্তীদের মোট সংখ্যা

﴿٢٥﴾ لَا يَصَدُّونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ﴿٢٥﴾ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٦﴾ وَطَيْرٍ مِمَّا يَصْدَعُونَ ﴿٢٧﴾

১৯. (যা পান করলে) তা থেকে তাদের মাথাও ঘুরবে না এবং না তাদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাবে।<sup>১০</sup> ২০. আর (সেখানে থাকবে) নানারকম ফলমূল—যা তারা পছন্দ করবে। ২১. আর (থাকবে) পাখির গোশত—

﴿٢٨﴾ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٩﴾ وَحُورٍ عِينٍ ﴿٣٠﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٣١﴾ جَزَاءِ مِمَّا

যা তাদের রুচীসম্মত হবে।<sup>১১</sup> ২২. আরো (থাকবে) ডাগর চোখবিশিষ্ট গৌরবর্ণের ছর। ২৩.—যেমন (তারা) লুকিয়ে রাখা মুক্তা।<sup>১২</sup> ২৪. (এসব হবে) তার বিনিময় স্বরূপ যা

﴿٢٥﴾-এবং; وَ-তা থেকে; عَنْهَا-তাদের মাথাও ঘুরবে না; لَا يَصَدُّونَ- (যা পান করলে) তাদের মাথাও ঘুরবে না; فَآكِهَةٍ-আর (সেখানে থাকবে) ; وَلَا يَنْزِفُونَ-নানারকম ফলমূল ; وَمِمَّا يَتَخَيَّرُونَ-তারা পছন্দ করবে। ﴿٢٦﴾-আর (থাকবে) ; وَ-আরো (থাকবে) ; مِمَّا يَشْتَهُونَ-তাদের রুচীসম্মত হবে। ﴿٢٧﴾-গোশত ; وَطَيْرٍ-পাখির ; وَمِمَّا يَصْدَعُونَ-আরো (থাকবে) ; كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ-গৌরবর্ণের ছর ; عِينٍ-ডাগর চোখবিশিষ্ট। ﴿٢٨﴾-যেমন (তারা) ; جَزَاءِ- (এসব হবে) তার বিনিময় স্বরূপ ; وَمِمَّا يَشْتَهُونَ-লুকিয়ে রাখা ; الْمَكْنُونِ-মুক্তা ; وَحُورٍ عِينٍ-যেমন (তারা) ; كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ-মুক্তা ; وَطَيْرٍ مِمَّا يَصْدَعُونَ-পাখির (এসব হবে) তার বিনিময় স্বরূপ ;

পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশী হোক না কেনো। কারণ, মানুষের সংখ্যা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাক না কেনো, নেক কাজে অগ্রগামী মানুষের সংখ্যা সে গতিতে বৃদ্ধি পায় না। বরং দুনিয়ার সমস্ত জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমান্বয়েই এর হার কমতেই থাকে।

৯. 'চির-কিশোররা' জান্নাতীদের খাদেম হবে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, এসব কিশোররা চিরদিন কিশোর বয়সের হবে, এদের বয়স কখনো বাড়বে না বা কমবে না। হাদীস থেকে এও জানা যায় যে, এরা হবে সেসব মানব শিশু যারা বয়প্রাপ্ত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং যাদের কোনো সৎকর্ম নেই যার ফলে তাকে জান্নাত দেয়া যেতে পারে, আর এমন কোনো অসৎকর্মও নেই যার ফলে তাকে জাহান্নাম দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া তাদের পিতা-মাতার ভাগ্যেও জান্নাত জোটেনি। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের সূরা তূর-এর ২১ আয়াতে বলেছেন যে, মুমিনদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দেবেন। সুতরাং যেসব লোক জান্নাত লাভ করতে পারেনি তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকেই জান্নাতীদেরকে খাদেম বানানো হবে। কারণ নিজের কোনো সৎ বা অসৎ কোনো কর্ম নেই, যার ফলে তাদেরকে জান্নাত বা জাহান্নামে দেয়া যেতে পারে। আবার তাদের পিতা-মাতাও জাহান্নামী— যদি তারা জান্নাতী হতো, তাহলে এসব শিশুদেরকে পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে দেয়া যেতে পারতো।

এমনও হতে পারে যে, হরদের মতো এসব চির-কিশোররাও জান্নাতেই সৃষ্টি করা

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ۖ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝

তারা (দুনিয়াতে) করতো। ২৫. সেখানে তারা কোনো বেহুদা কথা শুনবে না, আর না কোনো গুনাহের কথা। ২৬. বরং (তাদের প্রতি) বলা হবে 'সালাম' 'সালাম'। ২৫

﴿٢٩﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝

২৭. আর ডানপন্থী লোকেরা—কতই না সৌভাগ্যবান ডানপন্থী লোকেরা! ২৮. (তারা থাকবে এমন বাগানে যেখানে থাকবে)—কাঁটামুক্ত কুল গাছ, ২৭

كَانُوا-তারা (দুনিয়াতে) করতো। لَا يَسْمَعُونَ-তারা শুনবে না; فِيهَا-সেখানে; الْيَمِينِ-কোনো গুনাহের কথা। ২৬. الْيَمِينِ-কোনো বেহুদা কথা; لَغْوًا-আর; وَلَا-না; تَأْتِيهَا-কোনো গুনাহের কথা। ২৭. الْيَمِينِ-লোকেরা; وَأَصْحَابُ-লোকেরা; ২৮. الْيَمِينِ-ডানপন্থী; فِي-কতই না সৌভাগ্যবান; ২৯. مَّخْضُودٍ-কাঁটামুক্ত।

হবে এবং জান্নাতীদের খেদমতে তাদেরকে নিয়োজিত করা হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর নিকট হাজারো খাদেম থাকবে। (মাযহারী)

১০. অর্থাৎ জান্নাতের এসব পানীয় যতই পান করা হোক না কেনো তাতে মাথা ধরা বা মাথা ঘোরানোর কোনো উপসর্গ থাকবে না। দুনিয়ার শূরা অধিক মাত্রায় পান করলে এসব উপসর্গ দেখা দেয়। তাছাড়া জান্নাতের পানীয়ের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়ার মতো কোনো উপাদানও থাকবে না।

১১. অর্থাৎ রুটীসম্মত পাখির গোশত জান্নাতীদেরকে সরবরাহ করা হবে। হাদীসে আছে যে, জান্নাতীরা যখন যেভাবে পাখির গোশত খেতে চাইবে সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। (মাযহারী)

১২. অর্থাৎ হরগণ এমনই সংরক্ষিত ও পবিত্র অবস্থায় থাকবে, যেমন সমুদ্রের তলদেশে ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকা মুক্তা। জান্নাতীদের আগে তাদের পরিচ্ছন্ন দেহে কোনো জিন বা মানুষের ছোয়া লাগবে না।

১৩. অর্থাৎ জান্নাত কোনো অসভ্য লোকদের সমাজ হবে না, সেখানে কটুভাষী, মিথ্যাবাদী, চোগলখোর, অহংকারী, গীবতকারী, অন্যকে তিরস্কারকারী, অশ্লীল গাল-গল্পকারী ইত্যাদি জাতীয় কোনো লোক থাকবে না। দুনিয়ার সমাজে যত বিশৃংখলা, অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ, তার মূল কারণই হলো উপরোক্ত চরিত্রের লোকেরা। তাদের কারণেই দুনিয়ার সমাজে যত অশান্তি সৃষ্টি হয়। এ আয়াতে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ অশান্তি থেকে মুক্তি দানের আশ্বাস দিয়েছেন।

১৪. অর্থাৎ জান্নাতের ভেতরে শুধু শান্তি ও নিরাপত্তার সুর-ই ধ্বনিত হবে। যেহেতু



﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَنْضُودٍ ﴿٣٠﴾ وَظِلِّ مِدْوَدٍ ﴿٣١﴾ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣٢﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٣﴾

২৯. এবং খরে খরে সাজানো কলা গাছ । ৩০. আর সুবিস্তৃত ছায়া, ৩১. ও বহমান পানি, ৩২. এবং আরো অনেক ফলমূল ।

﴿٣٤﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٥﴾ وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٧﴾

৩৩. যা কখনো শেষ হবে না আর না হবে নিষিদ্ধ । ৩৪. আরো (থাকবে) উঁচু উঁচু বিছানা । ৩৫. আমি অবশ্যই তাদেরকে (জান্নাতের নারীদেরকে) সৃষ্টি করেছি নতুন করে ।

﴿٣٨﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٩﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٤٠﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٤١﴾

৩৬. আর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী । ৩৭. —স্বামী সোহাগিনী, সমবয়স্কা । ৩৮. —(এসব হবে) ডানপন্থী লোকদের জন্য ।

﴿٢٩﴾-এবং ; **ظِلِّ**-কলাগাছ ; **مَنْضُودٍ**-খরে খরে সাজানো । ﴿٣٠﴾-আর ; **ظِلِّ**-ছায়া ; **مَنْضُودٍ**-সুবিস্তৃত । ﴿٣١﴾-ও ; **مِدْوَدٍ**-পানি ; **مَسْكُوبٍ**-বহমান । ﴿٣٢﴾-এবং ; **فَاكِهَةٍ**-ফলমূল ; **كَثِيرَةٍ**-আরো অনেক । ﴿٣٣﴾-আরো অনেক । **لَا**-আর ; **مَقْطُوعَةٍ**-যা কখনো শেষ হবে না ; **وَمَمْنُوعَةٍ**-আর ; **مَمْنُوعَةٍ**-না হবে ; **وَمَمْنُوعَةٍ**-নিষিদ্ধ । ﴿٣٤﴾-আরো (থাকবে) ; **فُرْشٍ**-বিছানা ; **مَّرْفُوعَةٍ**-উঁচু উঁচু । ﴿٣٥﴾-আমি অবশ্যই ; **أَنشَأْنَهُنَّ**-তাদেরকে (انسانا+هن)-তাদেরকে (জান্নাতের নারীদেরকে) সৃষ্টি করেছি ; **إِنشَاءً**-নতুন করে । ﴿٣٦﴾-আর (ف+جعلنا+هن)-আর (ف+جعلنهن)-আর তাদেরকে করেছি ; **أَبْكَارًا**-চিরকুমারী । ﴿٣٧﴾-স্বামী-সোহাগিনী ; **عُرُبًا**-সমবয়স্কা । ﴿٣٨﴾-ডানপন্থী । **لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ**-লোকদের জন্য ; **لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ**-(ل+اصحاب)-লোকদের জন্য ; **لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ**-ডানপন্থী ।

‘সালাম’-এর মধ্যেও শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস থাকে, তাই চারদিক থেকে ‘সালাম’ শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যাওয়াও বিচিত্র নয় ।

১৫. জান্নাতে নিয়ামতরাজির কোনো তুলনা দুনিয়াতে নেই । এখানে তার কিছু কিছু উল্লিখিত হয়েছে, যার সাথে দুনিয়ার মানুষ পরিচিত । ‘সিদরুন’ অর্থ কুল বা বরই গাছ আর ‘মাখদূদ’ অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে যে গাছ ঝুঁকে পড়েছে । জান্নাতের বরই দুনিয়ার বরই-এর মতো হবে না । এগুলো আকারে অনেক বড় এবং স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ।

১৬. অর্থাৎ জান্নাতের উল্লিখিত ফলগুলো কোনো মৌসুমী ফল হবে না যে, মৌসুম শেষ হয়ে গেলে গাছগুলোতে ফল থাকবে না ; বরং এসব ফল যতই খাওয়া হবে ততই ধরতে থাকবে । এগুলো আহরণ করতেও কোনো পরিশ্রম করতে হবে না । মূলকথা জান্নাতের কোনো নিয়ামত-ই কষ্ট করে লাভ করতে হবে না । বরং বিনা কষ্টে

অন্তরে ইচ্ছা পোষণের সাথে সাথেই তা সামনে হাজির হয়ে যাবে। আর সেখানে সেসব নিয়ামতরাজি ভোগ-বিলাসে কোনো বাধা প্রদানকারীও থাকবে না এবং কারো থেকে অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন হবে না।

১৭. অর্থাৎ দুনিয়ার যেসব নারী তাদের সংকর্মে ফলে আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে, তারা দুনিয়াতে যতই কুশ্রী, কদাকার ও বৃদ্ধা থেকে থাকুকনা কেনো, জান্নাতে আত্মাহ তা'আলা তাদেরকে নতুন করে ষোড়শী, তরুণী, সুন্দরী ও শাবণ্যময়ী করে সৃষ্টি করবেন। হযরত আনাস রা.-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন—“যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, সাদা চুল-বিশিষ্টা ও কদাকার ছিলো, এ নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দরী, ষোড়শী ও তরুণী করে দেবে।”

একদা রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আয়েশা রা.-এর গৃহে আসলেন। তখন এক বৃদ্ধা আয়েশা রা.-এর কাছে বসা ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা. বৃদ্ধার পরিচয় জানতে চাইলে আয়েশা রা. তাকে সম্পর্কে খালা হয় বলে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সা. তখন বললেন—‘কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না’। রাসূলের যবান মুবারকে একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, যখন সে জান্নাতে যাবে তখন সে বৃদ্ধা থাকবে না ; বরং সে যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনান। (মাযহারী)

১৮. ‘আবকা-রা’ শব্দটি ‘বিকরুন’ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ কুমারী বালিকা। অর্থাৎ জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, তাদের সাথে প্রত্যেক সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

‘উরুবান’ শব্দটি ‘আরুবুন-এর বহুবচন। এর অর্থ স্বামী-সোহাগিনী, প্রেমিকা, অর্থাৎ তারা স্বামীদের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ পোষণ করবে এবং স্বামীরাও তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকবে।

১৯. ‘আত্ৰাবা’ শব্দটি ‘তিরবুন’ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ সমবয়স্কা। অর্থাৎ জান্নাতে নারী-পুরুষ সবাই একই বয়সের হবে। কোনো কোনো রেওয়াজাতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স হবে তেত্রিশ বছর।

এর আর একটা অর্থ হতে পারে যে, জান্নাতের নারী পরস্পর সমবয়স্কা হবে। জান্নাতের নারী-পুরুষ চিরদিন একই বয়সের থাকবে। উভয় অর্থই সঠিক হতে পারে। অর্থাৎ নারীদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়স্ক বানিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা.-থেকে বর্ণিত একটি হাদিস ‘মুসনাদে আহমাদ’ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, জান্নাতীরা ভেজা ভেজা গোপসহ, দাড়িহীন মুখমণ্ডল ; পশমহীন ও ফর্সা, শ্বেতবর্ণ দেহ, কুঞ্চিত কেশরাশি ও কাজল কালো চোখ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের সবার বয়স হবে তেত্রিশ বছর।

### ১ম রুকু' (১-৩৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত হবে। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এর সংঘটনে কোনো হেরফের হবে না।
২. মহাপ্রলয়ের ফলে সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। উচ্চ মর্যাদাশালী লোকেরা লাহুত-অপমানিত হবে। আর যাদেরকে নীচ ও হেয় মনে করা হতো, তারা উচ্চাসনে আসীন হবে।
৩. মহাপ্রলয়ের ফলে সমগ্র পৃথিবী ভয়ংকরভাবে প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে।
৪. মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবীর আগে-পরের সব মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে যখন হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১) ডান দিকের দল, (২) বাম দিকের দল, (৩) অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত দল।
৫. ডান দলের লোকেরা হবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আর বাম দলের লোকেরা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগা। 'সাবিকুন' অর্থাৎ অগ্রবর্তী লোকেরা, যারা আল্লাহর একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত। এসব লোকেরা থাকবে নিয়ামতরাজিতে পরিপূর্ণ জান্নাতে।
৬. প্রত্যেক নবীর প্রচারিত আদর্শ গ্রহণকারী প্রথম দিকের লোকেরাই অগ্রবর্তী দলে অধিক হারে शामिल থাকবে। পরবর্তী সময়ে গ্রহণকারীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই উক্তদলে স্থান পাবে।
৭. আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত এ অগ্রবর্তী দলের লোকেরা জান্নাতে স্বর্ণখচিত আসনে হেলানরত অবস্থায় পরস্পর মুখোমুখী বসে আলাপচারিতায় মশগুল থাকবে।
৮. চির-কিশোর সেবকদল জান্নাতের খাঁটি শরাবে পূর্ণ পানপাত্র নিয়ে তাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে থাকবে, যে শরাব পানে মাথা ধরবে না এবং বিবেক-বুদ্ধিও বিলোপ হবে না।
৯. জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে তাদের চাহিদা অনুসারে নানারকম পাখির গোশত, যা তাদের ইচ্ছানুসারে রান্না হয়ে তাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে।
১০. অগ্রবর্তীদের জন্য আরো থাকবে টানা টানা চোখবিশিষ্ট তন্বী, কুমারী, গৌরবর্ণের হ্রগণ, যাদেরকে দেখতে মনে হবে লুকিয়ে রাখা মুজা।
১১. অগ্রবর্তীদের এসব নিয়ামত দুনিয়াতে তাদের সংকর্মের বিনিময়স্বরূপ হবে।
১২. জান্নাতে তাদেরকে কোনো অশালীন, অশ্লীল বা অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা শুনতে হবে না। সর্বদাই মার্জিত ভাষা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার কথাই তারা শুনতে পাবে।
১৩. ডান দলের লোকেরাও জান্নাতে অত্যন্ত শান-শওকতে থাকবে— তারা কাঁটামুক্ত গাছের উন্নত জাতের বরই, কাঁদিভরা কলা, সুবিস্তৃত ছায়া, বহমান পানি এবং আরো অনেক ফলমূল ভোগ করতে থাকবে। তাদের জন্য বরাদ্দ নিয়ামতরাজিও কখনো শেষ হবে না বা বাধাপ্রাপ্ত হবে না।
১৪. ডানদলের লোকদের জন্যও জান্নাতে উঁচু উঁচু বিছানা, চির-কুমারী, স্বামী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা অত্যন্ত সুন্দরী নারীগণ থাকবে।
১৫. উপরোক্ত নিয়ামতরাজি পেতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শকে বাস্তবায়নের সংগ্রামে জানমাল কুরবানী করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুক'-২  
পারা হিসেবে রুক'-১৫  
আয়াত সংখ্যা-৩৬

﴿٣٩﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٠﴾ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤١﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤٢﴾ مَا

৩৯. (তাদের) বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে ; ৪০. এবং বহুসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে ; ৪১. আর বামপন্থী দল ; কতই না দুর্ভাগা

أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤٣﴾ فِي سُوْرٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَظِلٌّ مِنْ يَحْمُومٍ ﴿٤٥﴾ لَا بَارِدٌ

বামপন্থী দল । ৪২.—(তারা থাকবে) আগুনের ও ফুটন্ত পানির মধ্যে । ৪৩. এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায় । ৪৪.—যা ঠাণ্ডাও নয়,

وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٧﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ

আর না আরামদায়ক । ৪৫. নিশ্চয়ই তারা এর আগে (দুনিয়াতে) বিলাসী জীবনের অধিকারী ছিলো । ৪৬. আর তারা সদা-সর্বদা লিপ্ত থাকতো

عَلَى الْحَنْثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٨﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۚ إِذْ نَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

বড় বড় অপরাধে । ৪৭. আর তারা বলতো—আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবো,

﴿٣٩﴾ - (তাদের) বহু সংখ্যক হবে ; মَن-মধ্য থেকে ; الْأَوَّلِينَ-পূর্ববর্তীদের । ﴿٤٠﴾ - এবং ; ثَلَاثَةٌ-বহুসংখ্যক হবে ; مَن-মধ্য থেকে ; الْآخِرِينَ-পরবর্তীদের । ﴿٤١﴾ - আর ; الشِّمَالِ - দল ; الشِّمَالِ-বামপন্থী ; مَا-কতইনা দুর্ভাগা ; أَصْحَابُ - দল-বামপন্থী । ﴿٤٢﴾ - (তারা থাকবে) মধ্যে ; سُوْرٍ-আগুনের ; وَ-ও ; وَحَمِيمٍ - ফুটন্ত পানির । ﴿٤٣﴾ - এবং ; لَا - নয় ; بَارِدٌ-যা ঠাণ্ডা ; فِي - আর্ ; وَ-আর ; يَحْمُومٍ - ফুটন্ত পানির । ﴿٤٤﴾ - কালো ধোঁয়ার ; مِنْ - কালো ধোঁয়ার । ﴿٤٥﴾ - এবং ; وَ-আর ; كَرِيمٍ - আরামদায়ক । ﴿٤٦﴾ - নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوا - ছিলো (দুনিয়াতে) ; قَبْلَ - আগে ; مُتْرَفِينَ - বিলাসী জীবনের অধিকারী । ﴿٤٧﴾ - আর ; يُصِرُّونَ - তারা সদা-সর্বদা লিপ্ত থাকতো ; الْحَنْثِ - অপরাধে ; الْعَظِيمِ - বড় বড় । ﴿٤٨﴾ - আর ; يَقُولُونَ - তারা বলতো— ; إِذْ - যখন, কি ; مِتْنَا - আমরা মরে যাবো ; وَ-এবং ; كُنَّا - পরিণত হবো ; تُرَابًا - মাটি ; وَ-ও ; وَعِظَامًا - হাড়ে ;

ءَا۟نَا لِمَبْعُو۟ثُو۟نَ ۙ اَو۟ اٰ۟بَا۟ؤُنَا الْاَوَّلُو۟نَ ۙ قُل۟ اِن۟ الْاَوَّلٰی۟نَ وَالْاٰخِرٰی۟نَ ۙ

তখনো কি আমরা নিশ্চিত পুনরুত্থিত হবো ? ৪৮. এবং আমাদের পূর্বসূরী বাপ-দাদাদেরকেও ? ৪৯. (হে নবী !) আপনি বলুন—অবশ্যই পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী

لَمَجْمُوعُو۟نَ ۙ اِلٰی مِی۟قَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُو۟مٍ ۙ ثُمَّ اَن۟كُر۟ۤا۟یۤهَا الضَّالُّو۟نَ الْمُك۟ذِبُو۟نَ ۙ

৫০. সবাইকে একত্রিত করা হবে—এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে ।

৫১. অতপর হে বিপথগামী মিথ্যারোপকারীরা তোমরা অবশ্যই

لَا۟كُلُو۟نَ ۙ مِّن۟ شَجَرٍۭ مِّن۟ زُقُو۟مٍ ۙ فَمَا لِئُو۟نَ مِّن۟هَا الْبُطُو۟نَ ۙ فَشَرِبُو۟نَ

৫২. ভক্ষণকারী হবে 'যাক্কুম'<sup>২১</sup> গাছ থেকে ; ৫৩. অতপর তা দিয়েই (তোমাদের)

পেটগুলো ভরতে হবে । ৫৪. আর (তোমাদেরকে) পান করতে হবে

ءَا۟نَا -তখনো কি আমরা ; لَمَبْعُو۟ثُو۟نَ -নিশ্চিত পুনরুত্থিত হবো । ৪৮-এবং ;

قُل۟ - (হে নবী!) ; الْاَوَّلُو۟نَ -পূর্বসূরী । ৪৯-আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও ; اٰ۟بَا۟ؤُنَا - (বাপ+না) ;

اَو۟ -ও ; الْاَوَّلٰی۟نَ -পূর্বসূরী ; الْاٰخِرٰی۟نَ -উত্তরসূরী । ৫০

اِلٰی -এক ; مِی۟قَاتِ -নির্ধারিত সময়ে ; يَوْمٍ -এক

দিনের ; مَّعْلُو۟مٍ -নির্দিষ্ট । ৫১-অতপর ; ثُمَّ -অতপর ; اَن۟كُر۟ۤا۟یۤهَا -তোমরা অবশ্যই ;

الضَّالُّو۟نَ -বিপথগামী ; الْمُك۟ذِبُو۟نَ -মিথ্যারোপকারীরা । ৫২- (তোমরা) অবশ্যই

لَا۟كُلُو۟نَ - (তোমরা) অবশ্যই

فَمَا لِئُو۟نَ - (তোমাদের) অবশ্যই ; مِنْ۟ شَجَرٍۭ -গাছ ; زُقُو۟مٍ -যাক্কুম । ৫৩-

فَمَا لِئُو۟نَ - (তোমাদের) অবশ্যই ; مِنْ۟ -থেকে ; الْبُطُو۟نَ -পেটগুলো ।

اَو۟ -ও ; اَن۟كُر۟ۤا۟یۤهَا - (তোমাদেরকে) পান করতে হবে ; فَشَرِبُو۟نَ - (শরিবোন) ;

ۙ -ও ;

২০. অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করেছে ; কিন্তু এজন্য সে

আল্লাহর শোকর আদায় করে অনুগত জীবন যাপন করার পরিবর্তে নিজের প্রবৃত্তির

চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো । ফলে সে বড়

বড় অপরাধ করতে কোনো দ্বিধা-সংকোচ করেনি । 'বড় বড় অপরাধ' দ্বারা এখানে

শির্ক, কুফর ও নাস্তিকতাকে যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনি নৈতিকতা ও আমলের

ক্ষেত্রে বড় গুনাহকে-ও বুঝানো হয়েছে ।

২১. 'যাক্কুম' জাহান্নামে উদগত এক প্রকার কাঁটাবিশিষ্ট গাছের নাম । যা জাহান্নামীদের

খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত । জাহান্নামীরা যখন তা খাবে তখন তা তাদের গলায় আটকে যাবে ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন—“তোমরা আল্লাহকে সেরূপই ভয়



﴿٥١﴾ عَلَىٰ أَنْ يُبَدِّلَٰ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَالٍ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُم

৬১. তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মতোই কাউকে নিয়ে আসতে এবং তোমাদের এমন আকৃতি বানিয়ে দিতে যা তোমরা জানো না। ৬২. ইতোমধ্যে তোমরা তো জানতে পেরেছো

﴿٥١﴾- (ামাল+কম)-**امثالكم** ; তোমাদের পরিবর্তে কাউকে নিয়ে আসতে ; **عَلَىٰ أَنْ يُبَدِّلَٰ** - তোমাদের মতোই ; **و** - এবং ; **نُنشِئْكُمْ** ; তোমাদের আকৃতি বানিয়ে দিতে ; **فِي مَالٍ** - এমন যা ; **تَعْلَمُونَ** - তোমরা জান না। **﴿٥١﴾** - আর ; **لَقَدْ** - ইতোমধ্যে ; **عَلِمْتُمْ** - তোমরা তো জানতে পেরেছো ;

করা তোমাদের কর্তব্য। অতপর পুনরায় তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করতে সক্ষম— একথা কেনো বিশ্বাস করছো না।

২৪. অর্থাৎ মানুষ যদি অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নিজের সৃষ্টির পর্যায়গুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তাওহীদ ও আখিরাতকে অশিষ্টাচার করা অথবা সে সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে আল্লাহর দীন-বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারতো না। মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতার ভূমিকা তো এতটুকুই যে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর নির্দিষ্ট স্থানে এক ফোঁটা বীর্ষ ছুড়ে দেয়। এরপর মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত তাদের কোনো ভূমিকাই তো আর থাকে না। অতপর যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নয় মাসের কিছু কম-বেশী সময়ের ব্যবধানে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু দুনিয়াতে আসে সেসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে দুনিয়ার কোনো মানুষই খবর রাখে না। এমনকি যে নারীর উদরে এসব প্রক্রিয়া চলতে থাকে, সে নিজেও এ সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না— রাখতে পারে না। জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী তো এটাই যে, মানব সৃষ্টির এ অত্যাচার্য ও অভাবনীয় প্রক্রিয়া কোনো এক সুবিজ্ঞ কারিগর ও মহান স্রষ্টা ব্যতীত নিজে নিজে চলছে না। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা জানেই না গর্ভে কি তৈরী হচ্ছে। প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কদাকার, সবল না দুর্বল, প্রতিবন্ধী না সুস্থ-সবল, মেধাবী না মেধাহীন—এসব প্রশ্নের জবাব তো একটাই। আর তা হচ্ছে মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব আল্লাহর মুকাবিলায় মানুষ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কোনো অধিকার রাখে না এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব-আনুগত্য করারও তার কোনো অধিকার নেই।

২৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি যেমন আমিই করেছি। তেমনি তোমাদের মৃত্যুও আমারই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তোমাদের মধ্যে কে, কোথায়, কখন, কোন্ বয়সে, কোন্ অজুহাতে মারা যাবে তা আমিই নির্ধারণ করে দিয়েছি। এর এক তিল পরিমাণ-ও এদিক-সেদিক হবে না। যাদের মৃত্যুর সময় হাজির হয় তারা যতবড় হাসপাতালে এবং যতবড় ডাক্তারের চিকিৎসাদীন থাকুক না কেনো, মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। এমনকি খোদ ডাক্তারও তার মৃত্যুকে নির্ধারিত সময় থেকে এক বিন্দুও আগে বা পরে নিতে পারে না।

النَّشَاءَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٨﴾

প্রথমবার সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে কেনো (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করছো না ২৯ ৬৭. তোমরা কি ভেবে দেখেছো সে সম্পর্কে, যে বীজ তোমরা বপন করো?

النَّشَاءَ-সৃষ্টি সম্পর্কে ; الْأُولَى-প্রথমবার ; تَذَكَّرُونَ-তবে কেনো (তা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করছো না । (أ+ف+رء+يْتُمْ) ৬৭। তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; تَحْرُثُونَ-বীজ তোমরা বপন করো ।

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাদের জন্ম, প্রবৃদ্ধি, মৃত্যু এবং তোমাদের আকার-আকৃতি, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যংগের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-বিধান সবই আমার নির্ধারিত। আমি চাইলে এসব বিধি-বিধান সবই পরিবর্তন করে দিতে পারি এবং নতুন কোনো বিধান প্রবর্তন করে দিতে পারি। আমি যখন চাইব তখন তোমাদের জন্য মৃত্যুর বিধান উঠিয়ে দেবো, তখন তোমরা আর মরবে না। দুনিয়াতে তোমরা একটা সীমা পর্যন্ত শাস্তি সহ্য করতে পার, তার বেশী হলে তোমাদের মৃত্যু হয় ; কিন্তু আমি তোমাদের জন্য এমন বিধান আখিরাতে প্রণয়ন করবো যে, তখন তোমাদের ওপর যত কঠিন আযাব আসুক না কেনো, তোমাদের মৃত্যু হবে না। আবার দুনিয়াতে তোমরা একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত সুখ-সম্ভোগ করতে পারো, তার বেশী ভোগ করার মতো তোমাদের শারীরিক ক্ষমতা নেই। কিন্তু পরবর্তীতে আমি তোমাদের শারীরিক ক্ষমতা এমন বাড়িয়ে দিতে পারি যে, যত বেশী ইচ্ছা তোমরা ভোগ-বিলাসিতা করতে সক্ষম হবে। দুনিয়ার নিয়মে তোমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য, অবশেষে মৃত্যু আছে ; কিন্তু পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে চিরযুবক ও মৃত্যুঞ্জয় করে দিতে পারি।

তাছাড়া দুনিয়াতেও তোমাদের বর্তমান আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি, যেমন বিগত উন্মত্তের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শুকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে পাথর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেয়া যেতে পারে।

২৭. অর্থাৎ তোমাদের প্রথম সৃষ্টির পর্যায়ক্রমগুলো সম্পর্কে তোমাদের তো মোটামুটি ধারণা রয়েছে যে, তোমাদের পিতার নিক্ষিপ্ত শুক্রবিন্দু থেকে একটি শুক্রকীট মাতার ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে মাতার জরায়ুতে স্থান লাভ করে এক বিশ্বয়কর প্রক্রিয়ায় তোমাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই যে তোমাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়া—এটা কি মৃতকে জীবিত করে উঠানোর চেয়ে কম অলৌকিক। কিন্তু তোমরা এসব বিশ্বয়কর ঘটনাগুলো দেখার পরও এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছো না। তোমার সামনে দিনরাত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, যা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা কুদরতের সাক্ষী হয়ে আছে, তারপরও তোমরা মৃত্যুর পরের জীবন তথা হাশর-নশর ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছো না।



﴿٦٤﴾ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَأَنْتُمْ الزَّارِعُونَ ﴿٦٥﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

৬৪. তোমরাই কি সেই ফসল ফলাও, না-কি আমিই তার উৎপাদনকারী। ৬৫

৬৫. আমি যদি চাই তবে অবশ্যই আমি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি,

فَظَلْتُمْ تَفْكَهُونَ ﴿٦٦﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٧﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٨﴾ أَفَرَأَيْتُمْ

তখন তোমরা নানা কথা বলতে থাকবে। ৬৬.—(বলবে) আমরা তো নিশ্চিত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম; ৬৭. বরং

আমরা তো একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেলাম। ৬৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছো

﴿٦٩﴾ أَنْتُمْ-তোমরা কি ; -تَزْرَعُونَهُ-(তزرعون+হ)-তোমরাই কি সেই ফসল

ফলাও ; -لَوْ-যদি ; ﴿٦٥﴾-আমিই ; -الزَّارِعُونَ-তার উৎপাদনকারী ; -نَحْنُ-আমি ; -أَنْتُمْ-তোমরা

ফলাও ; -لَجَعَلْنَاهُ-তবে অবশ্যই আমি তাকে করে দিতে

পারি ; -أَفَرَأَيْتُمْ-তখন তোমরা নানা

কথা বলতে থাকবে। ﴿٦٦﴾-আমরা তো নিশ্চিত ; -لَمُغْرَمُونَ-ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।

﴿٦٧﴾-বরং ; -بَلْ-আমরা তো ; -مَحْرُومُونَ-একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেলাম। ﴿٦٨﴾

তোমরা কি ভেবে দেখেছো ;

২৮. অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন তোমাদের পিতাদের এতটুকু ভূমিকা-ই আছে যে, তোমাদের মায়েদের জরায়ুতে এক ফোঁটা বীর্ষ নিষ্ক্ষেপ করে দিয়েছে। তেমনি তোমাদের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে যে প্রধান উপকরণ খাদ্য, তার উৎপাদনের ব্যাপারেও মাটিতে বীজ বপন করা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই। যে মাটিতে বীজ বপন করা হয় তা তোমাদের তৈরী নয় ; মাটির উর্বরা শক্তি তোমাদের সৃষ্ট নয়। খাদ্যের উপাদান, বীজের প্রবৃদ্ধি, প্রত্যেক বীজ থেকে একই প্রজাতির গাছ জন্ম লাভ করার যোগ্যতা, ভূমির অভ্যন্তরের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, ওপরের বাতাস, পানি, তাপমাত্রা ইত্যাদি কোনোটাই তোমাদের প্রচেষ্টা বা ব্যবস্থাপনার ফল নয়। এভাবে তোমাদের জন্ম, প্রবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভের সকল স্তরেই আমার অবদান ও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। এরপরও তোমরা আমার নির্দেশের বাইরে স্বাধীন-স্বৈচ্ছাচারী জীবন যাপন করার অথবা আমাকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব-আনুগত্য করার কি অধিকার তোমাদের থাকতে পারে ?

আলোচ্য আয়াত থেকে যেমন তাওহীদের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি এ থেকে আখিরাতেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃত বীজ মৃত মাটিতে পুঁতে দেয়ার পর যেমন আল্লাহ তা'আলা তাতে জীবন সৃষ্টি করেন, তেমনি মৃত মানুষদেরকেও তিনি পুনর্জীবন দিয়ে হিসাব নিতে সক্ষম।

الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٩﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَازِنِ أَمْ أَنْهَ الْمُنزِلُونَ

সেই পানি সম্পর্কে, যা তোমরা পান করো ? ৬৯. তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না-কি আমিই (তার) বর্ষণকারী ? ৬৯

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

৭০. আমি যদি চাই (তবে) তাকে তিজ-বিবাদ করে দিতে পারি, তবুও কেনো তোমরা শোকর করো না ? ৭০

৭১. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, সেই আগুন সম্পর্কে যা তোমরা জ্বালিয়ে থাক ?

(+ء) ءَأَنْتُمْ (৬৯) -তোমরা পান করো ; تَشْرَبُونَ ; -যা-الَّذِي ; -সেই পানি সম্পর্কে-الْمَاءَ ; -الْمَازِنِ ; -থেকে-مِنَ ; -নামিয়ে আন-انزَلْتُمُوهُ(+ه) ; -তোমরাই কি-أَنْتُمْ(انتم) ; -না-كِي ; -আমিই-أَمْ ; -মেঘ-سَمَاءٌ ; -যদি-لَوْ(٧٠) ; -আমি চাই-أَفَرَأَيْتُمُ ; -আমি চাই-أَفَرَأَيْتُمُ ; -তবে-تَبَعًا(ه) ; -জেলনা-جَعَلْنَاهُ ; -তিজ-বিবাদ-أَجَاجًا ; -তোমরা শোকর করো না-لَوْلَا تَشْكُرُونَ(ف+لر+لا+تَشْكُرُونَ) ; -সেই আগুন সম্পর্কে-النَّارَ ; -যা-الَّتِي ; -তোমরা জ্বালিয়ে থাক-تُورُونَ ; -তোমরা জ্বালিয়ে থাক।

২৯. অর্থাৎ তোমাদের রিযিক তথা খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে পানি প্রয়োজন এবং তোমাদের পান করার জন্য যে পানি প্রয়োজন তা সব আমিই ব্যবস্থা করি। পানির উৎস সাগরগুলো আমিই সৃষ্টি করেছি। যে সূর্যের তাপে পানি বায়ু হয়ে ওপরে ওঠে তা-ও আমার সৃষ্টি। আমার নির্দেশেই আমার বায়ুপ্রবাহ—সেই বায়ুকে মেঘের আকারে আমার নির্ধারিত অঞ্চলে বয়ে নিয়ে যায়। অতপর নির্দিষ্ট একটি তাপমাত্রায় তা পানিতে পরিণত হয়ে বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়। এভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টির পর প্রতিপালনেরও ব্যবস্থা করি। অতপর আমার সৃষ্টি, প্রতিপালন এবং আমার দেয়া খাদ্য-পানীয় ভোগ করে আমার আদেশ-নিষেধের পরওয়া না করে আমার মুকাবিলায় তোমরা কিভাবে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হতে পারো। আর আমাকে ছেড়ে কিভাবে তোমরা অন্যের দাসত্ব-আনুগত্য করতে পারো ?

৩০. অর্থাৎ আমি চাইলে বৃষ্টির পানিতেও লবণ মিশ্রিত করে দিয়ে সমুদ্রের লোনা পানির মতো তিজ ও বিবাদ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি পানির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছি যে, সূর্যতাপে পানি যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন সমুদ্রের পানিতে লবণ ও অন্য যেসব পদার্থ মিশ্রিত থাকে সেসব বাদে শুধু পানীয় অংশই বাষ্পে পরিণত হয়, অন্যসব পদার্থ যা পানির সাথে মিশ্রিত ছিলো, তা সবই সমুদ্রে থেকে যায়। অতপর উষ্ণ বাষ্প বায়ুপ্রবাহে পরিচালিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পানির ফোঁটা হয়ে বৃষ্টির আকারে সুপেয় ও মিষ্টি পানি বর্ষিত হয়। আর এ পানিও নদী-নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানুষ, জীবজন্তু, পশু-পাখী ও গাছ-গাছালীর জীবন রক্ষা করে।



হতো না। সুতরাং আল্লাহর কুদরত-ক্ষমতা এবং মানুষের ওপর তাঁর দয়া-অনুগ্রহকে স্বরণ করিয়ে দেয়ার জন্য শুধুমাত্র এক আগুনই যথেষ্ট। আর এজন্যই আগুনকে স্বরণীয় নিদর্শন বলা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ মরুচারী মুসাফিরদের জন্য এক অতি প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ বানিয়েছি। মরুচারী লোকদের জন্য আগুন এক অতি উপকারী জিনিষ। তারা রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে হিংস্র জীবজন্তু থেকে নিরাপদে থাকতো এবং পথ ভোলা মুসাফির আগুনের সাহায্যে পথের দিশা পেতো। অধিকাংশ মুফাস্সির এ আয়াতের এ অর্থই করেছেন। (লুগাতুল কুরআন)

৩৫. অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মূলকথা হলো, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই হবে তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা। কাফির-মুশরিকরা তাঁর ওপর যেসব দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা আরোপ করে এবং সকল কুফরী ও শিরকী আকীদা ও পরকাল অস্বীকারকারীদের সমস্ত প্রচ্ছন্ন যুক্তি থেকে তাঁর নামের পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

### ২য় রুকু' (৩৯-৭৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডানপন্থী দলে নবীদের প্রথম দিকের উম্মতদের মধ্য থেকে এবং পরবর্তীকালের উম্মতদের মধ্য থেকে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ शामिल হবে।

২. বামপন্থী লোকেরা আরশের বাম দিকে উত্তম পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায় স্থান পাবে।

৩. বামপন্থীদের অবস্থানস্থল হবে অত্যন্ত গরম এবং তা হবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

৪. বামপন্থীরা দুনিয়াতে বিলাসী জীবনযাপন করতো এবং বড় বড় অপরাধে লিপ্ত থাকতো। তাদের এ অবস্থার মূল কারণ হলো—তারা আখিরাতে বিশ্বাসী ছিলো না।

৫. মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুশৃংখল ও সুন্দর এবং আল্লাহর দীনের অনুগত করার জন্য আখিরাতে তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস এক অপরিহার্য বিষয়।

৬. দুনিয়াতে আগত আগে-পরের সকল মানুষকেই এক সুনির্দিষ্ট দিনে, সুনির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করা হবে এবং তাদের দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসাব নেয়া হবে।

৭. বামপন্থীদের স্থান হবে জাহান্নামে—সেখানে তাদের খাদ্য হবে জাহান্নামে উৎপন্ন কাঁটায়ুক্ত 'যাক্কুম' গাছ এবং তাদের পানীয় হবে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি।

৮. এমন উত্তম পানিও তারা পিপাসার্ত উটের মতো পান করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই হবে সেদিন তাদের মেহমানদারী।

৯. নারী পুরুষের সম্মিলনে মানব সন্তান জন্মাণ্ড করলেও এতে তাদের ভূমিকা তো এতটুকুই যে, পুরুষ তার এক ফোঁটা বীর্য নারীর জরায়ুতে ছুড়ে দেয় মাত্র।

১০. সুতরাং মানুষের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ—এর বিপক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ-ই গ্রহণযোগ্য নয়।

১১. জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের মালিক একমাত্র আল্লাহ। এতেও কোনো বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই।

১২. মানুষের জ্ঞান, প্রবৃদ্ধি, মৃত্যু এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য বিধি-বিধান, আকার-আকৃতি সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তিনি চাইলে এসব কিছুর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

১৩. আল্লাহ চাইলে মানুষের পরিবর্তে অন্য কোনো সৃষ্টিকে পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারেন এবং তাদেরকে দিয়েই তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

১৪. আল্লাহ প্রথমবার মানুষকে যেহেতু সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু মৃত্যুর পরবর্তীকালে পুনরায় সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ কাজ। সুতরাং আখিরাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

১৫. মানুষের খাদ্যশস্য উৎপাদনে তাদের নিজেদের ভূমিকা ও অবদান অতি সামান্যই। বলতে গেলে এ ব্যাপারে সব অবদানই আল্লাহর। সুতরাং মানুষকে তাঁরই দাসত্ব আনুগত্য করতে হবে।

১৬. আল্লাহ যদি চান তবে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে খাদ্য শস্যের উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেন—এর দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখেছি। সুতরাং সমস্ত ভরসা একমাত্র তাঁর ওপরই রাখতে হবে।

১৭. আল্লাহ তা'আলাই অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে পানিকে বিস্কন্ধ করে বৃষ্টির মাধ্যমে বিস্কন্ধ পানি মানুষের জন্য এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির জন্য সরবরাহ করেন।

১৮. আল্লাহ তা'আলা যদি 'পানিচক্রের' মাধ্যমে বিস্কন্ধ পানি সরবরাহ না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়তো।

১৯. সভ্যতার অগ্রগতিতে আগুনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আগুনের জ্বালানী উপকরণসমূহ আল্লাহ-ই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

২০. আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে প্রত্যেকটি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার রহমতের পরশ রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে সার্বক্ষণিক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এবং তাঁর নামের পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে হবে।



সূরা হিসেবে রুকু'-৩  
পারা হিসেবে রুকু'-১৬  
আয়াত সংখ্যা-২২

﴿٩٥﴾ فَلَا أُقْسِرُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٩٦﴾ وَإِنَّهُ لَقَسْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٩٧﴾ إِنَّهُ

৭৫. অতএব না, আমি কসম করছি তারাগুলোর অন্ত যাওয়ার স্থানের ; ৭৬. আর নিশ্চয়ই এটা এক বিরাট কসম, যদি তোমরা (তা) জানতে। ৭৭. অবশ্যই এটা

لَقُرْآنٍ كَرِيمٍ ﴿٩٨﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٩٩﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿١٠٠﴾

সুনিশ্চিতভাবে সম্মানিত কুরআন। ৯৮. (যা সুরক্ষিত) একটি সংরক্ষিত গ্রন্থে। ৯৯. পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না। ১০০

﴿٩٥﴾ (ب+مواقع)-بِمَوَاقِعِ-অতএব, না, আমি কসম করছি ; (ف+لا+اقسم)-فَلَا أُقْسِمُ ﴿٩٦﴾-

অন্ত যাওয়ার স্থানের ; النُّجُومِ-তারাগুলোর। ﴿٩٦﴾-আর ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই এটা ;

﴿٩٧﴾ عَظِيمٌ-বিরাট। لَقَسْرٌ-এক কসম ; تَعْلَمُونَ-তোমরা (তা) জানতে ; لَوْ-যদি ;

﴿٩٨﴾ فِي كِتَابٍ كَرِيمٍ-সম্মানিত। ﴿٩٩﴾ لَقُرْآنٍ-সুনিশ্চিতভাবে কুরআন ;

﴿١٠٠﴾ الْمُطَهَّرُونَ-পবিত্র সত্তাগণ। لَا يَمَسُّهُ-অন্য কেউ (যা সুরক্ষিত) একটি গ্রন্থে ;

﴿١٠٠﴾ الْمُطَهَّرُونَ-পবিত্র সত্তাগণ। لَا-ছাড়া ;

৩৬. অর্থাৎ 'না, তোমার ধারণা সত্য নয়'—'লা' দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। অতপর কসম করে পরবর্তী কথার সত্যতা-অকাট্যতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

৩৭. 'আল কুরআন' সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের ধারণাকে খণ্ডন করে অতপর কসম করে যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হলো আল কুরআন মাজীদ এক সম্মানিত, সংরক্ষিত এক কিতাবে সুরক্ষিত গ্রন্থ। এ সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের এ ধারণা সঠিক নয় যে, এটা কোনো মানব রচিত বা (নাউযু বিল্লাহ) শয়তান কর্তৃক রচিত। তারকা রাজির অন্তাচল তথা অন্ত যাওয়ার স্থানের কসম করার উদ্দেশ্য হলো উর্ধ্বজগতের ব্যবস্থাপনা যেমন সুসংবদ্ধ ও মজবুত তেমনি এ কুরআনের বাণীও অনুরূপ সুসংবদ্ধ ও মজবুত। উর্ধ্বজগত যেমন সুরক্ষিত-সংরক্ষিত, তেমনি কুরআন মাজীদও এক সুরক্ষিত গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে।

৩৮. 'কিতাবিম মাকনূন' শব্দের অর্থ 'গোপন কিতাব'। এর দ্বারা 'লাওহে মাহফূয' বা 'সংরক্ষিত ফলক' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআন এমন এক স্থানে সংরক্ষিত যা

﴿تَنْزِيلٍ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ أَفِيهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٦١﴾

৬০. (এটা) নাযিলকৃত জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে । ৬১. তবুও কি এ বাণী সম্পর্কে তোমরা উপেক্ষাকারীই রয়ে যাবে<sup>৬০</sup> ।

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكَرَ تَكْذِبُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٦٣﴾ وَأَنْتُمْ

৬২. এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নেবে (এটাকে) যে, তোমরা মিথ্যা বলতেই থাকবে<sup>৬২</sup> । ৬৩. তবে এটা কেনো নয়—যখন (তোমাদের কারো প্রাণ) কণ্ঠনালীতে পৌঁছে—৬৪. আর তোমরা

﴿تَنْزِيلٍ﴾ (এটা) নাযিলকৃত ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّ-প্রতিপালকের ; الْعَالَمِينَ-জগত-সমূহের । ﴿٦٠﴾ أَفِيهِذَا-তবুও কি এ সম্পর্কে ; الْحَدِيثِ-বাণী ; أَنْتُمْ-তোমরা ; مُدْهِنُونَ - উপেক্ষাকারীই রয়ে যাবে । ﴿٦١﴾ وَ-এবং ; تَجْعَلُونَ-তোমরা বানিয়ে নেবে (এটাকে) ; رِزْقَكُمْ-তোমাদের জীবিকা ; أَنْكُمْ-যে তোমরা ; تَكْذِبُونَ-মিথ্যা বলতেই থাকবে । ﴿٦٢﴾ فَلَوْلَا-তবে এটা কেনো নয় ; إِذَا-যখন ; بَلَغَتِ- (তোমাদের কারো প্রাণ) পৌঁছে ; الْحُلُقُومَ-কণ্ঠনালীতে । ﴿٦٣﴾ وَأَنْتُمْ-তোমরা ;

কারো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে । রাসূলুল্লাহ সা.-এর ওপর কুরআন নাযিল হওয়ার অনেক পূর্বে সেই ভাগ্যালিপিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে যা পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় । কারণ তা সৃষ্টিকূলের আওতার অনেক উর্ধ্বে ।

৩৯. অর্থাৎ পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া এ কুরআন কেউ স্পর্শ করতে পারে না । এখানে পবিত্র সত্তা দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে । ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলা মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত রেখেছেন । তাই তারা সার্বক্ষণিক পবিত্র অবস্থায় থাকে । যেসব কারণে মানুষ অপবিত্র হয়, সেসব কারণে ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ফকীহ তথা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো—যেসব কারণে গোসল ফরয হয়—কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার জন্য সেসব কারণ থেকে পবিত্র হতে হবে । এর অর্থ গোসল ফরয হলে গোসল করা ছাড়া কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা যাবে না । তবে এক্ষেত্রে স্পর্শ না করে দেখে দেখে অথবা মুখস্ত পড়া যাবে ।

৪০. 'মুদহিনূন' অর্থ কোনো কিছুকে হালকা বা গুরুত্বহীন বলে ধারণা পোষণকারী, কটুক্তি প্রকাশকারী, তোষামোদকারী এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষাকারী । (লুগাতুল কুরআন)

حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

তখন শুধু তাকিয়েই থাক ; ৮৫. আর আমি (তখন) তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি ; কিন্তু তোমরা (তা) দেখতে পাও না ।

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۖ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَمَا

৮৬. অতএব কেনো—তোমরা যদি এমন হয়ে থাকো যে, হিসাব-নিকাশ না-ই দিতে হয়—৮৭. (তাহলে) তাকে (কুঠাগত প্রাণকে) ফিরিয়ে আন—যদি তোমরা সত্যবাদীদের শামিল হয়ে থাক। ৮৮. তবে যদি

إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ ۖ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ ۖ وَأَمَا

সে নৈকটা প্রাণদের অন্তর্ভুক্ত হয়—৮৯. তবে (তার জন্য রয়েছে) স্বস্থি-আরাম ও উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত । ৯০. আর

أَقْرَبُ ; وَنَحْنُ-আমি ; أَقْرَبُ-আমি ; تَنْظُرُونَ-তোমরা তাকিয়েই থাক । ৮৫-আর ; حِينَئِذٍ-তখন শুধু ; (তখন) অধিক নিকটবর্তী থাকি ; إِلَيْهِ-তার ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের চেয়ে ; لَا تُبْصِرُونَ-কিন্তু ; وَلَكِنْ-কিন্তু ; تَرْجِعُونَهَا-তোমরা (তা) দেখতে পাও না । ৮৬-অতএব কেনো-; غَيْرَ مَدِينِينَ-হিসাব-নিকাশ না-ই দিতে হয় ; تَرْجِعُونَهَا-(ترجعون+ها)-তাহলে) তাকে (কুঠাগত প্রাণকে) ফিরিয়ে আন-; صَادِقِينَ-সত্যবাদীদের শামিল । ৮৭-যদি ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; فَ-তবে ; وَأَمَا-(ف+أما)-নৈকটা প্রাণদের । الْمُقْرَبِينَ-অন্তর্ভুক্ত ; وَ-ও ; وَرِيحَانٌ-উত্তম রিযিক ; وَ-এবং ; وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ-নিয়ামতপূর্ণ । ৯০-আর ; وَأَمَا-আর ;

৪১. অর্থাৎ তোমরা রুটি-রুজীর জন্য কুরআনের সত্যকে অস্বীকার করে যাচ্ছ। তোমরা ধারণা করছো যে, কুরআনের আন্দোলন সফল হলে তোমাদের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। হক ও বাতিলের কোনো গুরুত্বই তোমাদের কাছে নেই। তাই তোমরা কুরআনের বিরুদ্ধে অনর্গল মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছো।

৪২. অর্থাৎ তোমরা তো সেই ব্যক্তির জন্য তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারো না। তবে জেনে রাখ—এ মুতু্যাপথ যাত্রী এ ব্যক্তিটি যদি আল্লাহর নৈকটা প্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হয়, তাহলে সে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে সুখ-সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশে থাকবে। আর যদি সে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডানপন্থী সাধারণ মু'মিন দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলেও সে অনুপম জান্নাতের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে সে যদি



إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٥١﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٥٢﴾ وَأَمَّا

যদি সে ডানপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয় ; ৫১. তবে (তাকে বলা হবে) —‘সালাম তোমার প্রতি ডানপন্থী দলের পক্ষ থেকে’। ৫২. আর

إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٥٣﴾ فَنَزَّلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٥٤﴾ وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ

যদি সে সত্য অস্বীকারকারীদের—পথভ্রষ্টদের শামিল হয়ে থাকে—৫৩. তবে (তার) মেহমানদারী হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে ; ৫৪. এবং জাহান্নামের জ্বলুনি দ্বারা ।

﴿٥٥﴾ إِنَّ هَذَا لَمَوْحٌ يَقِينٌ ﴿٥٦﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾

৫৫. নিশ্চয়ই এটা—এটাই অকাট্য সত্য। ৫৬. অতএব (হে নবী!) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের তাসবীহ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন। ৫৭

- فَسَلِّمْ ﴿٥١﴾ ডানপন্থী-الْيَمِينِ ; দলের-أَصْحَابِ ; অন্তর্ভুক্ত-مِنْ ; সে-كَانَ ; যদি-إِنْ ; তবে (তাকে বলা হবে) সালাম ; তোমার প্রতি-لَكَ ; পক্ষ থেকে-مِنْ ; -وَأَمَّا ﴿٥٢﴾ আর-وَأَمَّا ﴿٥٢﴾ ; যদি-إِنْ ; সে-كَانَ ; হয়ে থাকে ; -فَنَزَّلْ ﴿٥٣﴾ পথভ্রষ্টদের-الضَّالِّينَ ; সত্য অস্বীকারকারীদের-مِنَ الْمَكْذِبِينَ ; শামিল-مِنْ ; -وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ ﴿٥٤﴾ ফুটন্ত পানি-حَمِيمٍ ; দিয়ে-مِنْ ; তবে (তার) মেহমানদারী হবে-تَصْلِيَةً ; এবং-وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ ; জাহান্নামের-جَحِيمٍ ; -إِنَّ هَذَا لَمَوْحٌ يَقِينٌ ﴿٥٥﴾ এটা-هَذَا ; নিশ্চয়ই-إِنَّ ; -فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾ অতএব (হে নবী!) -فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾ (সব-بِاسْمِ) ; নামের-بِاسْمِ ; তাসবীহ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন ; -رَبِّكَ الْعَظِيمِ (সব-بِاسْمِ) ; আপনার প্রতিপালকের ; -رَبِّكَ الْعَظِيمِ (সব-بِاسْمِ) ; মহান-الْعَظِيمِ ;

‘আসহাবুশ শিমালা’ তথা বামপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাকে উত্তম পানি ও জাহান্নামের আগুন দ্বারা তার মেহমানদারী হবে।

৪৩. অর্থাৎ উল্লিখিত শুভ প্রতিফল ও শান্তি অকাট্য সত্য। এতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

৪৪. এখানে নবী সা.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুদ্বাহ সা. বললেন—তোমরা এটাকে নামাযের রুকু’তে স্থান দাও অর্থাৎ রুকু’তে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম’ পড়। অতপর ‘সাক্বিহিসমা রাব্বিকাল আ’লা’ নাযিল হলে তিনি বললেন—তোমরা এটাকে সিজদায় স্থান দাও। অর্থাৎ সিজদায় ‘সুবহানা রাব্বিয়াল

আ'লা' পড়। তবে এতে নামাযের ভিতরে ও বাইরের সব 'তাসবীহ' शामिल রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে 'তাসবীহ' বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্বদানের আদেশও হয়ে যায়।

এ থেকে আরও জানা গেলো যে, রাসূলুল্লাহ সা. নামাযের যে নিয়ম-নীতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন তার ছোট ছোট বিষয়গুলোও কুরআনের নির্দেশ থেকে সংগৃহীত।

### ৩য় রুক্ক' (৭৫-৯৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ এক মহাসম্মানিত আসমানী কিতাব। সুতরাং এ কিতাবের অমান্যতা, এতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি এবং এর বিধি-বিধানের বিরোধিতা নিঃসন্দেহে কুফরী।

২. এ কিতাবে আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কোনো কথা সংযোজিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এটা 'লাওহে মাহফুযে' সংরক্ষিত এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের আশংকা থেকে হিফায়তের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর। লাওহে মাহফুযে এটা এমনভাবে সংরক্ষিত আছে যে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত পবিত্র ফেরেশতা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।

৩. আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। অতএব এ কিতাবের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান সকল মানুষের কর্তব্য। আল কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের একমাত্র উপায়।

৪. জন্ম ও মৃত্যু দুটোই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। জন্মের ব্যাপারে যেমন আমাদের কোনো হাত নেই, তেমনি মৃত্যুর ব্যাপারেও আমাদের হাত নেই। কঠাগত-প্রাণ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যেমন আমরা বাঁচাতে পারি না, তেমনি চাইলেই আমরা কাউকে মেরেও ফেলতে পারি না।

৫. মুমূর্ষু ব্যক্তির সবচেয়ে নিকটে থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহ। যা দেখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যুপথ যাত্রী যদি নৈকট্যপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে অকল্পনীয় সুখ-শান্তির আবাস জান্নাতে বসবাস করবে।

৬. আমাদের মৃত্যুর স্বাদ যখন গ্রহণ করতেই হবে, তখন হিসাব-নিকাশ-ও অবশ্যই দিতে হবে—এতে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই।

৭. মৃত ব্যক্তি যদি ডানপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সেও সন্দেহাতীতভাবে অতুলনীয় নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে। মৃত ব্যক্তি আল কুরআন-এর বিরোধী তথা সত্যদ্রোহী, সত্য অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্ট হলে তার মেহমানদারী হবে জাহান্নামের উত্তম পানি ও আন্তন দিয়ে।

৮. সূরায় বর্ণিত জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি অকাটা সত্য। এসবকে অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির।

৯. অতএব আমাদেরকে সদা-সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের অনুগত থাকতে হবে এবং আল্লাহর নামের তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে।



## সূরা আল হাদীদ-মাদানী

আয়াত : ২৯

রুকু' : ৪

## নামকরণ

'হাদীদ' শব্দের অর্থ 'লোহা' এবং 'ধারালো'। সূরায় ২৫ আয়াতে উল্লিখিত 'আল হাদীদ' শব্দটি দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে।

## নাযিলের সময়কাল

এ সূরাটি মাদানী। এটা নাযিলের সময়কাল হলো হিজরী ৪র্থ ও ৫ম সালের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে। এটা ছিলো এমন একটি সময় যখন কাফিররা মদীনার ক্ষুদ্র ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে চতুর্মুখী আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের জ্ঞান-মাল কুরবানী করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিলো। আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেই মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, যারা ইসলামের বিজয়ের আগে সংকটকালীন পরিস্থিতিতে নিজেদের জ্ঞান-মাল কুরবানী করবে—বিজয়ের পরের লোকেরা তাদের সমমর্যাদা কখনো লাভ করতে পারবে না। হযরত আনাস রা. কর্তৃক এ সূরার ১৬ আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কুরআন নাযিলের সূচনা থেকে নিয়ে ১৭ বছর পর উক্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী আয়াতটি নাযিল হয়। এ হাদীসের বর্ণনা অনুসারেও এ সূরার নাযিলের সময়কাল চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরী সালের মধ্যবর্তী কোনো এক সময় বলে নির্ধারিত হয়।

## আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো ঈমানের হাকীকত বা ঈমানের মৌলিক তাৎপর্য সম্পর্কে মু'মিনদেরকে অবহিত করা। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী এবং বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করাই প্রকৃত ঈমান নয়; বরং ঈমানের মূলকথা হলো—সকল প্রতিকূল বা অনুকূল সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত থাকা এবং প্রয়োজনে নিজেদের জ্ঞানমাল সর্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা। যার মধ্যে এ মানসিক চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়নি, তার ঈমানের মৌখিক দাবী ও বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রকৃত ঈমান বলে প্রমাণিত হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দীনের পরিবর্তে নিজের সম্পদ ও জীবনকে বেশী ভালোবাসে তার ঈমান আল্লাহর নিকট কোনো মর্যাদা পেতে পারে না।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাই হচ্ছে ঈমানের অনিবার্য দাবী। এ ব্যাপারে গড়িমসি করা বা টাল-বাহানা করা ঈমানের দাবীর পরিপন্থি। কারণ, এসব অর্থ-সম্পদ আল্লাহই দান করেছেন। এসবের আসল মালিক আল্লাহ। মানুষ দুনিয়াতে

তার খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তাকে ব্যবহার করার অনুমতি দান করা হয়েছে। এসব অর্থ-সম্পদ চিরদিন একজনের হাতে থাকে না। সময়ের আবর্তনে একজন থেকে অন্য জনের হাতে চলে যায়। এর মধ্যে যা কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, সে অংশই তোমাদের অধিকারে থাকাকালে আল্লাহর কাজে লাগে।

আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয় করা ইসলামের অনুকূল অবস্থায় যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তেমনি প্রতিকূল অবস্থায় এ কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এ দ্বন্দ্ব ইসলামের বিজয় লাভের সম্ভাবনা যেমন কখনো দেখা যায়, তেমনি ইসলামের বিপর্যয়ের আশংকাও কখনো দেখা যায়। গুরুত্বের দিক থেকে এ দু'অবস্থা সমান নয়। ইসলামের দুর্বল অবস্থার জন্য জান-মালের কুরবানীর মূল্য ইসলামে সবল অবস্থায় জান-মালের কুরবানী করার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। আখিরাতে এ উভয় শ্রেণীর মর্যাদা সমান হবে না।

এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যেসব সম্পদ ব্যয় হবে তা আল্লাহ নিকট করুণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত তো দিবেন-ই অধিকন্তু নিজের পক্ষ থেকে এমন অতিরিক্ত পুরস্কার দেবেন, যা বান্দাহ কল্পনাও করতে পারে না।

যেসব মু'মিন বান্দাহ আল্লাহর পথে সম্পদের কুরবানী করছে, তারাই আখিরাতে নূর লাভ করবে। অপরদিকে যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় মশগুল এবং যারা পার্থিব দুনিয়াতে ইসলামের জয় পরাজয় নিয়ে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়, সেসব স্বার্থ পূজারী মানুষ মুনাক্ফি হিসেবে সেখানে বিবেচিত হবে। যদিও তারা দুনিয়াতে মুসলমান পরিচয়ে মু'মিনদের সাথে মিলে-মিশে বাস করছে। তারা সেখানে মু'মিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে থাকবে।

অতপর বলা হয়েছে যে, দুনিয়া পূজারী পাথরের মতো কঠিন হৃদয়ের অধিকারী আহলে কিতাবের মতো হওয়া মু'মিনদের জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহর কথা শুনে তো মু'মিনদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত সত্য বিধানের প্রতি তারা নিঃসংকোচে আনুগত্য প্রদর্শন করবে।

সেসব মু'মিন বান্দাহ কোনো প্রকার লোক দেখানোর মনোভাবছাড়া নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ও জীবন আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, তারাই আল্লাহর কাছে 'সিন্দীক' ও 'শাহীদ' হিসেবে গণ্য হবে।

বলা হয়েছে যে, আখিরাতে মুকাবিলায় দুনিয়ার জীবন মুহূর্তের চাকচিক্যময় খেল-তামাশা ও ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা সবই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। যেমন কোনো শস্যক্ষেত প্রথমে সবুজ সতেজ দেখা যায়, তারপর ক্রমেই তা বিবর্ণ হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে ভূষিতে পরিণত হয়।

অপরদিকে আখিরাতের জীবন হলো স্থায়ী। যেখানে দুনিয়ার কাজের আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যাবে। মু'মিনের উচিত জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার প্রতিযোগিতা করা। দুনিয়াতে সংঘটিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপদ-মসীবত সবই আল্লাহ কর্তৃক পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘটে। একজন এসব বিপদ-মসীবতে সাহস হারায় না এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও গর্ব-অহংকারে মেতে উঠে না। কেবলমাত্র মুনাফিক ও কাফিররাই আল্লাহর নিয়ামত পেলে অহংকারে মেতে উঠে এবং আল্লাহর পথে তাঁরই দেয়া সম্পদ ব্যয় করতে সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়। তারা এ কাজে নিজেরা যেমন পিছিয়ে থাকে তেমনি অন্যদেরকেও এ কাজ করতে নিরুৎসাহিত করে।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, কিতাব এবং বিচারের ইনসাফপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তার সাথে সাথে লৌহ নাযিল করেছেন। যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে এ পথের প্রতিবন্ধক কুফরী শক্তির দর্প চূর্ণ করে দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এভাবে আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী মানুষদেরকে বাছাই করে নিতে চান, যাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। নচেৎ আল্লাহ কোনো কাজে কারো মুখাপেক্ষী নন।

মুহাম্মাদ সা.-এর আগেও অনেক নবী রাসূল এসেছেন। তাঁদের দাওয়াতের কিছু কিছু লোক সঠিক পথে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই নাফরমানী করেছে। তাদের মধ্যে শেষে এসেছেন ঈসা ইবনে মারইয়াম। তাঁর শিক্ষার ফলে অনেক মানুষই নৈতিক গুণাবলী অর্জন করেছে। কিন্তু তাঁর অনুসারীরাও বৈরাগ্যবাদ চালু করেছে অথচ এটা ঈসা আ.-এর শিক্ষা ছিলো না।

সর্বশেষে আল্লাহ মুহাম্মাদ সা.-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। এখন যারা এ রাসূলের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করবে। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তারা অসংখ্য ভ্রান্ত পথের মধ্য থেকে সত্য-সঠিক পথ বেছে নিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে পারে।

আহলে কিতাব যদিও নিজেদেরকে আল্লাহর রহমতের এক চেটিয়া অধিকারী মনে করে ; কিন্তু আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার তাঁর নিজের হাতেই রয়েছে। তিনি যাদেরকে ইচ্ছা তার ভাণ্ডার থেকে রহমত দান করার ইখতিয়ার সংরক্ষণ করেন।

সংক্ষিপ্ত আকারে এটাই সূরা আল হাদীদে মূল আলোচ্য বিষয়।

কুরআন মাজীদের পাঁচটি সূরা 'সাব্বাহ' অথবা 'ইউসাব্বিহু' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এ সূরাগুলোকে এক সাথে 'মুসাব্বিহাত' তথা তাসবীহযুক্ত সূরা বলা হয়। এগুলোর মধ্যে সূরা আল হাদীদ প্রথম সূরা। দ্বিতীয় সূরা আল হাশর, তৃতীয় সূরা আস সাফ, চতুর্থ সূরা আল জুমু'আ, পঞ্চম সূরা আত তাগাবুন।



রুক'-৪

## ৫৭. সূরা আল হাদীদ-মাদানী

আয়াত-২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

① سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ বা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করছে।<sup>১</sup> এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।<sup>২</sup>

① سَبَّحَ-তাসবীহ পাঠ বা পবিত্রতা-মহিমা (ঘোষণা করছে) ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; مَا-যা কিছু আছে সকলেই ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; وَالْاَرْضِ-যমীনে ; এবং ; الْحَكِیْمِ-প্রজ্ঞাময়।

১. বিশ্ব-জাহানে যা কিছু আমাদের চোখে দেখা যায় এবং যা কিছু আমরা দেখতে সক্ষম নই, তার সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে আসছে। পবিত্রতা ঘোষণা করার অর্থ এ ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহর সত্তা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর গুণাবলীও এসব থেকে পবিত্র, তাঁর কাজ-কর্ম এবং তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধানও সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। এ ঘোষণা অতীতে যেমন ঘোষিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

২. 'আল আযীয' শব্দের অর্থ একমাত্র পরাক্রমশালী, আর 'আল হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়। দু'টো শব্দ একসাথে ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মহাপরাক্রমশালী যিনি মহাশক্তিমান, একমাত্র অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধাদানকারী শক্তি কিছুই নেই—কোথাও নেই। তাঁর সিদ্ধান্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সবাইকে মেনে নিতে হয়। তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী তাঁর পাকড়াও থেকে বেঁচে যেতে পারে না। তবে তিনি যাই করেন, জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে করেন। তাঁর সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, শাসন ও আদেশ-নিষেধ সবই জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত।

আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা বুঝানোর জন্য এবং যালিম-পাপাচারী, অবাধ্য ও সীমালংঘনকারীদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য কুরআন মাজীদে 'আযীয' শব্দের সাথে 'কাভী' (নিরংকুশ শক্তিমান) 'মুকতাদির' (ক্ষমতাদার), 'জাব্বার' (আপন হুকুম বাস্তবায়নকারী) ও 'যুনতিকাম' (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শব্দাবলী যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি আল্লাহর প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দয়া-অনুগ্রহ, ক্ষমা ও দানশীলতা বুঝানোর জন্য 'আযীয' বা মহাপরাক্রমশালী শব্দের সাথে 'হাকীম' (সুবিজ্ঞ) 'আলীম' (সর্বজ্ঞানী) 'রাহীম' (অতিশয় দয়ালু) 'গাফুর' (অত্যন্ত ক্ষমাশীল), 'ওয়াহ্বাব' (সার্বক্ষণিক দানশীল) এবং 'হামীদ' (প্রশংসিত) শব্দাবলীও ব্যবহার করা হয়েছে।

② لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْطِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২. আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা তাঁরই ; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন ; আর তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান ।

③ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

৩. তিনিই আদি এবং (তিনিই) অন্ত, আর (তিনিই) প্রকাশ্য এবং (তিনিই) গোপন ; আর তিনি সব বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ ।

② - الْأَرْضِ -ও ; السَّمَوَاتِ -আসমান ; مُلِكُ -সার্বভৌম মালিকানা ; تَارِي -তাঁরই ; وَيُمِيتُ -তিনিই মৃত্যু দেন ; وَيُعْطِي -তিনিই জীবন দান করেন ; وَهُوَ -তিনি ; كُلِّ -সব ; قَدِيرٌ -সর্বশক্তিমান । ③ - هُوَ - (তিনিই) ; الظَّاهِرُ - (তিনিই) প্রকাশ্য ; وَالْبَاطِنُ - (তিনিই) গোপন ; وَالْآخِرُ - (তিনিই) অন্ত ; وَالْأَوَّلُ -আদি ; وَهُوَ -তিনি ; بِكُلِّ - (ব+ক) -সব সম্পর্কে ; عَلِيمٌ -সর্বজ্ঞ ; شَيْءٍ -বিষয় ;

৩. 'আল আউয়ালু' অর্থ তিনিই প্রথম—যখন কিছুই ছিলো না তখন তিনিই ছিলেন। অতপর সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। 'আল আখিরাত' অর্থ তিনিই শেষ—যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনিই থাকবেন। 'আয যাহিরু' অর্থ তিনিই প্রকাশ্য—তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কেননা পৃথিবীতে প্রকাশ্যমান সবকিছু তাঁরই গুণাবলী, কার্যক্রম ও তাঁরই নূর-এর বহিঃপ্রকাশ। 'আল বাতিনু' অর্থ তিনিই গোপন—তিনি সকল গোপন জিনিসের চেয়েও অধিক গোপন। কেননা মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাঁর সত্তাকে অনুভব করা যায় না। এমনকি বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা দ্বারাও তাঁর রহস্য ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি দোয়া সম্বলিত হাদীস থেকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. দোয়া করতেন—

“আপনি সর্বপ্রথম—আপনার আগে আর কেউ নেই ; আপনিই সর্বশেষ—আপনার পরে আর কেউ নেই ; আপনি প্রকাশ্য—আপনার চেয়ে প্রকাশ্য আর কেউ নেই ; আপনিই গোপন আপনার চেয়ে অধিক গোপন আর কেউ নেই।”

আল্লাহ তা'আলা আপন ক্ষমতায় অবিনশ্বর। তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী এবং ফেরেশতাদেরকে চিরস্থায়িত্ব দান করবেন। এসব কিছুর মধ্যে অবিনশ্বরতা বা চিরস্থায়িত্ব দান করবেন বলেই সেসব চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে, নচেৎ সেসবের মধ্যে চিরস্থায়িত্বের কোনো ক্ষমতা নেই। তাদের মধ্যে ধ্বংসশীলতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার 'আল আখিরু' বা সর্বশেষ হওয়ার সাথে জান্নাত

⑧ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

৪. তিনি সেই সত্তা যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন  
অতপর আসীন হয়েছেন

عَلَى الْعَرْشِ ۖ يَعْلَمُ مَا يَلِي فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

আরশের ওপর ;<sup>৪</sup> তিনি জানেন যা কিছু যমীনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা  
থেকে বের হয়—আর যা কিছু নাযিল হয়

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

আসমান থেকে এবং যা কিছু তাতে উঠে যায়<sup>৫</sup> ; আর তোমরা যেখানেই থাক না  
কেনো তিনি তোমাদের সাথে আছেন<sup>৬</sup> ; এবং তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে

⑧-ও ; وَ-আসমান-السَّمَوَاتِ ; সৃষ্টি-خَلَقَ ; সেই সত্তা যিনি-الَّذِي ; তিনি-هُوَ ;  
আসীন-اسْتَوَىٰ ; অতপর-ثُمَّ ; দিনের-أَيَّامٍ ; ছয়-سِتَّةَ ; মধ্যে-فِي ; যমীনকে-الْأَرْضَ ;  
হয়েছেন ; عَلَى-ওপর ; الْعَرْشِ-আরশের ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা কিছু ; يَلِي-  
প্রবেশ করে ; فِي-মধ্যে ; الْأَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; يَخْرُجُ-বের হয় ;  
থেকে-مِنَ ; আর-وَ ; مَا-যা কিছু ; يَنْزِلُ-নাযিল হয় ; তা থেকে-(من+ها)-مِنْهَا ;  
তাতে-(في+ها)-فِيهَا ; উঠে যায়-يَعْرُجُ ; আসমান-السَّمَاءِ ; এবং-وَ ;  
আসীন-اسْتَوَىٰ ; তোমাদের সাথে আছেন-(مع+كم)-مَعَكُمْ ; তিনি-هُوَ ; আর-وَ ;  
তোমরা থাক না কেনো-كُنْتُمْ ; এবং-وَ ; আল্লাহ-اللَّهُ ; যা, সে সম্পর্কে-بِمَا ;  
তোমরা করছো-تَعْمَلُونَ ;

-জাহান্নাম ও তার অধিবাসী এবং ফেরেশতাদের চিরস্থায়িত্ব লাভের সাথে কোনো  
বিরোধ নেই।

৪. অর্থাৎ আল্লাহই আসমান-যমীনের স্রষ্টা, পরিচালক-ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসক।  
আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে যেমন কারো কোনো ভূমিকা নেই, তেমনি এ দু'য়ের  
ব্যবস্থাপনা ও শাসন-ক্ষমতায়ও কারো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভূমিকাও নেই। এখানে ছয় দিনে সৃষ্টি  
করার অর্থ সময়ের ছয়টি অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। কারণ দুনিয়ার 'দিন' ও আখিরাতের  
দিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, দুনিয়ার দিনের  
হিসাবে আল্লাহর ঘোষিত দিনের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বছরের সমান।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির মতো বিরাট কাজ করেছেন এবং  
সেসব ব্যবস্থাপনা ও প্রতিপালনের কাজও করেছেন, তেমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোও



بَصِيرًا ۝ لَّهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

তিনি সর্বদ্রষ্টা । ৫. আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁর ; এবং (ফায়সালার জন্য) সব বিষয় আল্লাহর কাছেই ফিরে যায় ।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

۬. তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং তিনি দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে ; আর তিনি সর্বজ্ঞ যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে—

السَّمَوَاتِ - সার্বভৌম মালিকানা ; السَّمَوَاتِ - আসমান ; بَصِيرًا - তিনি সর্বদ্রষ্টা । ۝ لَّهُ - একমাত্র তাঁর ; الْأَرْضِ - যমীনের ; وَ - এবং ; إِلَى - কাছেই ; اللَّهُ - আল্লাহর ; تُرْجَعُ - ফিরে যায় ; الْأُمُورُ - সব বিষয় । ۝ يُولِجُ - তিনি প্রবেশ করান ; اللَّيْلَ - রাতকে ; النَّهَارَ - দিনের ; وَيُؤَلِّجُ - তিনি প্রবেশ করান ; وَ - এবং ; فِي اللَّيْلِ - রাতের ; وَ - আর ; هُوَ - তিনি ; عَلِيمٌ - সর্বজ্ঞ ; بِذَاتِ النَّهَارِ - যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ;

তাঁরই ইচ্ছা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয় । কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয় ।

এখানে যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে কথাটি দ্বারা এক একটি শস্যদানা ও বীজ এবং আরো যা কিছু দুনিয়ার মাটিতে প্রবেশ করে সেগুলো বুঝানো হয়েছে । “আসমান থেকে যা কিছু বর্ষিত হয়” কথা দ্বারা বৃষ্টির এক একটি বিন্দুকে বুঝানো হয়েছে । আর “যা কিছু আসমানে উঠে যায়” কথা দ্বারা পৃথিবীর পানি যে বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায়, সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে । মোটকথা, আসমান-যমীনের সবচেয়ে ক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার বাইরে নয় ।

৬. অর্থাৎ মানুষ যখন যেখানে যেভাবে থাকুক না কেনো সে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা দৃষ্টির বাইরে নয় । সদা-সর্বদা আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন । এ সাথে থাকার ধরনটা কেমন, তা মানুষের জ্ঞানের বাইরে । তবে এর দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে যে, তোমরা মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা পৃথিবীর যে কোনো গোপন কোণে থাক না কেনো, তিনি জানেন তোমরা কোথায় আছ । সেখানে তোমাদের বেঁচে থাকাটাই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে । তিনি সেখানেও তোমাদের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন । তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে কাজ করছে, তার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা’আলার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায়ই তোমাদের দেহ সচল আছে । আর যখন তোমাদের মৃত্যু হয়, তার কারণ হলো—তিনি তোমাদের দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে তোমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ।

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ

অন্তরের। ৭. তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি<sup>৭</sup> এবং ব্যয় করো<sup>৮</sup> তা থেকে যাতে তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেছেন<sup>৯</sup>,

الَّذِينَ آمَنُوا-অন্তরের। ৭-তোমরা ঈমান আনো ; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ;  
-تَا-তা ; مِمَّا-ব্যয় করো ; وَأَنْفَقُوا-এবং ; وَ-তাঁর রাসূলের প্রতি ; (رسول+ه)-رَسُولِهِ ; وَ-  
فِيهِ ; مُتَخَلِّفِينَ-উত্তরাধিকারী ; (جعل+كم)-جَعَلَكُمْ ; থেকে ;  
-যাতে ;

৭. এখানে সেসব মু'মিনদের সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ইসলামের বাণী গ্রহণ করে মু'মিনদের দলে शामिल হয়েছিলেন ; কিন্তু ঈমানের দাবী পূরণ করা এবং পূর্ণাঙ্গভাবে মু'মিনের জীবনযাপন করা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। মু'মিনদেরকে ঈমান আনার কথা বলার অর্থ হলো—হে সেসব লোক যারা ঈমান আনার দাবী করে মু'মিনদের দলভুক্ত হয়েছে—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যিকার অর্থে মেনে নাও এবং একজন প্রকৃত মু'মিনের যেভাবে জীবনযাপন করা উচিত সেভাবে জীবনযাপন করো।

৮. অর্থাৎ তোমরা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত সর্বহারা, তোমাদের দীনী ভাইদের পুনর্বাসন এবং কাফিরদের মুকাবিলায় সার্বিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসো। এখানে 'ব্যয় করো' কথাটি দ্বারা ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে। কারণ সে সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর নেতৃত্বে নবগঠিত ইসলামী সমাজের সামনে উল্লিখিত দু'টো সমস্যাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিলো। একদিকে কাফিররা মদীনার নবগঠিত এ ইসলামী সমাজকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো, কাফিরদের এসব ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় সামরিক প্রস্তুতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলো। অপরদিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কাফিরদের নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে সহায়-সম্বলহীন মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করে আসছিলো ; তাদের পুনর্বাসন করার জন্য আর্থিক সাহায্য জরুরী হয়ে পড়েছিলো। এ সংকটকালে ঈমানের দাবীদার মুসলমানদেরকে যথাসাধ্য ব্যয় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় অনেকে তাদের সাধ্যের চেয়ে বেশী কুরবানী করেছেন, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের প্রসংশা করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদের উত্তম পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর যারা এ সংকটকালে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসেনি বরং নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা ঝাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো।

৯. অর্থাৎ তুমি সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করো যার মালিক তুমি নও। আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্পদ তোমার হাতে দিয়েছেন তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য। এ সম্পদের প্রকৃত মালিক তো তিনি। প্রকৃত মালিক যে যে কাজে ব্যয় করতে বলবেন

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا الْمَالَ جَرِيبًا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ

অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় করবে (আল্লাহর পথে)<sup>১০</sup>, তাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান। ৮. আর তোমাদের কি হয়েছে—তোমরা ঈমান আনছো না

(من+কম)-مِنْكُمْ-ঈমান আনবে ; (ف+الذين)-فَالَّذِينَ-তোমাদের মধ্যে ; وَ-ও ; وَأَنْفَقُوا-(অর্থ-সম্পদ) ব্যয় করবে ; لَهُمْ-(ল+হম)-তাদের জন্য রয়েছে ; وَمَا-কি হয়েছে ; لَكُمْ-(কম)-তোমাদের ; لَا تُؤْمِنُونَ-ঈমান আনছো না ;

সেসব কাজেই তা ব্যয় করা প্রতিনিধির কর্তব্য। তাছাড়া এ সম্পদ আগেও তোমার কাছে ছিলো না, সাময়িক কিছুদিনের জন্য আল্লাহ তোমাদের কাছে এ সম্পদ আমানত রেখেছেন। আবার কিছুদিন পর তা তোমার হাত থেকে অন্যের হাতে চলে যাবে। সুতরাং যে কয়েকদিন তোমার কাছে এ সম্পদের দায়িত্ব রয়েছে সেই কয়েকদিন সময়ের মধ্যে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে তা ব্যয় করে আখিরাতের উত্তম ফল লাভ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মানুষের নিজের সম্পদ তো সেটাই যা সে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। আর যেসব সম্পদ সে দুনিয়াতে জমা করে রেখে যায় সেগুলো তো অপরের সম্পদ তথা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঘরে একটি বকরী যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করে দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সা. ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—‘বকরীর আর কিছু কি বাকী আছে’? মা আয়েশা বললেন, একটি হাত ছাড়া আর কিছু বাকী নেই। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, একটি হাত ছাড়া বাকী সবটাই বাকী আছে। অর্থাৎ যতোটুকু আল্লাহর পথে দান করে দেয়া হলো, প্রকৃতপক্ষে সেটাই বাকী থাকলো।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—“তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি সুস্থ-সবল ধন-সম্পদের অধিকারী এবং দারিদ্রতার আশংকায় তা বিনিয়োগ করে আরো অধিক সম্পদের আশা করো। সে সময়ের অপেক্ষা করো না, যখন তোমার প্রাণবায়ু বের হওয়ার উপক্রম হবে আর তুমি ওসীয়াত করবে যে, এটা অমুকের জন্য এবং এটা অমুকের জন্য অথচ তখন তো তা অমুকের কাছে এমনিতেই চলে যাবে।”

মুসলিম শরীফের অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—“আদম সন্তান বলে আমার সম্পদ আমার সম্পদ অথচ তোমার সম্পদ তো তা, যা তুমি খেয়ে ফেলেছো অথবা তুমি পরিধান করে পুরনো করে ফেলেছো এবং যা আল্লাহর

بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ

আল্লাহর প্রতি, অথচ রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার জন্য তোমাদেরকে ডাকছেন” এবং তিনি (রাসূল) তোমাদের থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন—

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

যদি তোমরা হয়ে থাক বিশ্বাসী । ৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দাহর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন,

(يدعو+কম)-যদুওকুম্ ; -রাসূল-الرَّسُولُ ; -অথচ ; -আল্লাহর প্রতি (ب+الله)-بِاللَّهِ ; -তোমাদেরকে ডাকছেন ; -ঈমান আনার জন্য ; -ব্রহ্ম-بِرَبِّكُمْ ; -তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ; -এবং ; -তিনি (রাসূল) নিশ্চিত নিয়েছেন ; -তোমরা হয়ে ; -কৃত্তম্ ; -যদি ; -আয়াতসমূহ-آيَاتٍ ; -বিশ্বাসী-مُؤْمِنِينَ ; -নাযিল করেন ; -তিনিই ; -সেই সত্তা যিনি ; -উ-هُوَ ; -নিজ বান্দাহর ; -আয়াতসমূহ-آيَاتٍ ; -সুস্পষ্ট ; -প্রতি-عَلَىٰ ;

পথে ব্যয় করে সঞ্চয় করে রেখেছো, তা ছাড়া বাকী সম্পদ তো একদিন তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তুমি তা অন্যদের জন্য রেখে যাবে।”

১০. অর্থাৎ ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহর পথে জিহাদে আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করা । এটাই খালিস বা নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানের প্রমাণ ।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল তোমাদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদেরকে ঈমান আনার জন্য ডাক দিচ্ছেন, তারপরও তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে অনিচ্ছুক হয়ে ঈমানের বিরোধী কাজ করছো । এটা সত্যিকার ঈমানের পরিচয় নয় ।

১২. অর্থাৎ তোমরা রাসূলের হাতে হাত রেখে ঈমান আনার সময় তিনি যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি তোমাদের থেকে নিয়েছেন এটা ছিলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার তোমাদের সচেতন ওয়াদা । সূরা আল মায়িদার ৭ম আয়াতে এই ওয়াদার কথাই বলা হয়েছে — “তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা এবং তাঁর সেই ওয়াদার কথা, যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম ; নিশ্চয়ই (তোমাদের) অন্তরে যা আছে, সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরী খবর রাখেন ।”

মুসনাদে আহমাদে উল্লিখিত হযরত উবাদা ইবনে সামিত বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক গৃহীত ওয়াদা প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ পেয়েছে । ইবনে সামিত বলেছেন— “রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমরা যেন খুশী বা অখুশী উভয় অবস্থায় (তাঁর কথা) শুনি ও মেনে চলি, আর সচ্ছলতা ও





আয়াতে ‘আল ফাতহ’ বা বিজয় কথাটি দ্বারা মক্কা বিজয় বুঝানো হলেও এর অর্থ এটা নয় যে, একথা শুধুমাত্র মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা একটা মূলনীতি— পৃথিবীর যেখানে ও যখন ইসলামকে বিজয় করার আন্দোলন শুরু হবে, তখন আন্দোলনের গঠনকালীন ঝুঁকিপূর্ণ সময়কালের ত্যাগী কর্মীদের মর্যাদা এবং আন্দোলন সুসংগঠিত হয়ে যাবার পরবর্তীকালীন কর্মীদের মর্যাদা আল্লাহর দরবারে সমান হতো না।

১৫. অর্থাৎ মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া বা কমিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ অন্ধভাবে করেন না। আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক কাজকর্ম এবং অন্তরের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন। সুতরাং তিনি যাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ দেখেই বাড়িয়ে দেন। আর যাদের মর্যাদা কমিয়ে দেন, তা-ও তাদের অবস্থা জেনেই কমিয়ে দেন।

### ‘১ম রুকূ’ (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসমান-যমীনের দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সকল সৃষ্টিই সার্বক্ষণিক আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণারত অবস্থায় আছে।

২. কালের সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহর এ তাসবীহ বা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষিত হয়ে আসছে, বর্তমানেও এ ঘোষণা চলছে, কিয়ামত পর্যন্ত এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।

৩. আল্লাহ তা‘আলার-ই পবিত্রতা-মহিমা সর্বদা ঘোষণা করা মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য, কারণ তিনিই একমাত্র অপ্রতিরোধ্য মহাপরাক্রমশালী ও মহাশক্তির অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞাময় সত্তা।

৪. আল্লাহ তা‘আলার তাসবীহ এজন্যও পাঠ করতে হবে, কেননা আসমান-যমীনের সার্বভৌম মালিক তিনি এবং জীবন দেন তিনি ও মৃত্যুও তিনি দেন।

৫. জীবন-মৃত্যু দেয়ার ব্যাপারে এবং সর্ব বিষয়ে তিনিই সর্বশক্তিমান। তাই সদা-সর্বদা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করতে হবে।

৬. যখন কিছু ছিলো না তখন একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনিই একমাত্র থাকবেন। তাই তাঁর পবিত্রতা মহিমা-ই সর্বদা ঘোষণা করতে হবে।

৭. পৃথিবীর সকল বস্তুতেই তাঁর নূর প্রকাশমান, তাই তিনি প্রকাশ্য সকল কিছুর চেয়ে প্রকাশ্য। মানুষ তাঁর ইন্দ্রীয় দিয়ে তাঁর সত্তাকে অনুভব করতে পারে না, তাই তিনি সকল গোপনের চেয়ে গোপন। অতএব পবিত্রতা-মহিমা তাঁরই ঘোষণা করতে হবে।

৮. আল্লাহ আসমান-যমীনকে সময়ের ছয়টি অধ্যায়ে সৃষ্টি করেছেন—তিনি তাদের স্রষ্টা, পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং সার্বভৌম মালিক। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তাই তিনি ছাড়া পবিত্রতা ও প্রশংসার পাত্র কেউ নেই।

৯. আল্লাহ তা‘আলা আসমান-যমীনের মতো তাঁর বিশাল সৃষ্টির যেমন প্রতিপালক-ব্যবস্থাপক, তেমনি তাঁর ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির-ও প্রতিপালক ও ব্যবস্থাপক।

১০. আল্লাহর ইচ্ছা ও ব্যবস্থাপনায়-ই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বীজের অঙ্কুরোদগম হয় এবং নদী-সাগরের পানি বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে যমীনে পতিত হয়।

১১. বিশাল থেকে বিশালতর এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা একমাত্র তাঁরই।

১২. মানুষ সার্বক্ষণিক আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির আওতাধীন আছে। কোনো মানুষ একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে না। এটা স্মরণ রাখলেই আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

১৩. আমাদেরকে অবশেষে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে—এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। সুতরাং তাঁর হিসেব দেয়ার প্রত্নুতি এখন থেকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৪. রাত-দিনের আবর্তন তিনি করান, তিনি মানুষের অন্তরের নিভৃত কোণের খবর জানেন। সুতরাং তাঁর নিকট থেকে কোনো কিছু গোপন রাখার সাধ্য কারো নেই।

১৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, সৎকর্ম করা এবং আল্লাহর পথে আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করা—ই খাঁটি মু'মিনের কাজ।

১৬. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাদের ঈমান ও সৎকর্মের যথাযথ প্রতিদান দেবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৭. নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দানের পরে আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করতে অনিচ্ছা পোষণ করা ঈমান-বিরোধী কাজ।

১৮. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিরক ও কুফরীর অঙ্কার থেকে হিদায়াতের আলোকময় রাজ পথে নিয়ে আসার জন্য অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন আমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। অতএব ঈমান ও সৎকর্মের বিকল্প নেই।

১৯. সকল ধন-সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ। তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যয় করার জন্য মানুষকে সাময়িকভাবে প্রতিনিধি করা হয়েছে। তাঁর দেয়া সম্পদ তাঁর ইচ্ছানুসারে ব্যয় করাই মানুষের কাজ।

২০. আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে মানুষ আখিরাতে লাভ করবে উত্তম বিনিময়। এ সুযোগ হারানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

২১. কোনো মানুষের হাতেই কোনো সম্পদ চিরস্থায়ী থাকে না। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পদ অন্যদের হাতে চলে যায়। সুতরাং স্বল্প সময়ের মধ্যে যা কিছু আল্লাহর পথে খরচ করা হবে, তা-ই হবে সঞ্চয়।

২২. মক্কা বিজয়ের আগে যারা আল্লাহর পথে জিহাদে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করেছে, তাদের মর্যাদা ওদের চেয়ে অনেক বেশী, যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে।

২৩. আল্লাহ তা'আলা উভয়ের দানের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর এ ওয়াদা নিশ্চিত এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৪. সকল যুগেই ইসলামী আন্দোলনের জন্য ব্যয়কারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ এ ওয়াদা দিয়েছেন।

২৫. সকল যুগেই বিজয় পূর্ব ও বিজয় পরবর্তী ব্যয়কারীদের মর্যাদার পার্থক্য অবশ্যই থাকবে।





সূরা হিসেবে রুক'-২  
পারা হিসেবে রুক'-১৮  
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

১১. কে আছে এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? অতপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।<sup>১৬</sup>

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ

১২. সেদিন আপনি দেখতে পাবেন মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে—  
তাদের নূর ছুটে চলছে তাদের সামনে ও

﴿مَنْ ذَا﴾-কে আছে এমন; ﴿الَّذِي﴾-যে; ﴿يُقْرِضُ﴾-ঋণ দেবে; ﴿اللَّهُ﴾-আল্লাহকে; ﴿قَرْضًا﴾-ঋণ; ﴿حَسَنًا﴾-উত্তম; ﴿فَيُضِعْفُهُ﴾-(ف+يضاعف+ه)-অতপর তিনি তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন; ﴿لَهُ﴾-তার জন্য; ﴿وَلَهُ﴾-এবং; ﴿أَجْرٌ﴾-পুরস্কার; ﴿كَرِيمٌ﴾-সম্মানজনক। ﴿يَوْمَ﴾-সেদিন; ﴿تَرَى﴾-আপনি দেখতে পাবেন; ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾-মু'মিন পুরুষদেরকে; ﴿وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾-মু'মিন নারীদেরকে; ﴿يَسْعَىٰ﴾-ছুটে চলছে; ﴿نُورُهُمْ﴾-তাদের নূর; ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾-তাদের সামনে; ﴿وَلَهُ﴾-ও;

১৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেয়া অর্থ-সম্পদ তাঁর দীনের জন্য ব্যয় করাকে 'উত্তম ঋণ' হিসেবে গ্রহণ করেন। এর বিনিময়ে তিনি দু'টো ওয়াদা দিয়েছেন। একটি হলো—তিনি এ ঋণকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবেন। দ্বিতীয় হলো—তিনি নিজের পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার দান করবেন। তবে এটা নিঃশর্ত নয়। শর্ত হলো—এ ঋণ হবে উত্তম ঋণ এবং এটার জন্য নিয়ত হতে হবে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর জন্য। কোনো প্রকার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর মনোভাব-এর সংমিশ্রণ এর সাথে থাকতে পারবে না। নির্ভেজাল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁরই নির্দেশিত ঋণে ব্যয়িত হলেই এটা 'করজে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলে গণ্য হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া ও উদারতার বহিঃপ্রকাশ। হাদীসে সাহাবায়ে কিরাম এবং তৎকালীন মু'মিনদের কর্ম থেকে আল্লাহকে এ জাতীয় 'করজে হাসানা' দেয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লিখিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন নাযিল হয় এবং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র মুখে তা শুনতে পায়, তখন আবুদ দাহদাহ আনসারী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করেন,





انْفُسِكُمْ وَ تَرَبُّصْتُمْ وَ اَرْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمْ الْاِمَانِي حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ

তোমাদের নিজেদেরকে<sup>১৯</sup> আর অপেক্ষায় ছিলে (আমাদের অকল্যাণের)<sup>২০</sup> এবং (রাসূলের আনীত দীন সম্পর্কে) সন্দিহান ছিলে,<sup>২১</sup> আর তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিলো মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা, অবশেষে এসে পড়লো আদালতের আদেশ<sup>২২</sup>

انْفُسِكُمْ-তোমাদের নিজেদেরকে; وَ-আর; تَرَبُّصْتُمْ-অপেক্ষায় ছিলে (আমাদের অকল্যাণের); اَرْتَبْتُمْ-এবং; الْاِمَانِي-রাসূলের আনীত দীন সম্পর্কে) সন্দিহান ছিলে; غَرَّتْكُمْ-তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছিলো; الْاِمَانِي-মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা; حَتَّى-অবশেষে; جَاءَ-এসে পড়লো; اَمْرُ-আদেশ; اللّٰهُ-আদালতের;

১৮. অর্থাৎ মু'মিনরা যখন তাদের ঈমান ও আমলের আলোতে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে, তখন মুনাফিক নারী-পুরুষরা অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে এবং মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে—‘আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও, যাতে তোমাদের আলোতে আমরা পথ চলতে পারি।’ এসব মুনাফিক তো দুনিয়াতে মু'মিনদের সাথে একই সমাজেই ‘মুসলিম’ পরিচয়েই বসবাস করেছে।

১৯. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝে আড়াল হয়ে যাওয়া দেয়ালের একটি মাত্র দরজা থাকবে। যে দরজা দিয়ে মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে দরজার ভেতরে থাকবে জান্নাত এবং বাইরে থাকবে জাহান্নাম। মু'মিনরা ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে মুনাফিকরা আর ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

২০. অর্থাৎ মুনাফিকরা বলবে যে, দুনিয়াতে আমরা তোমাদের সাথে একই মুসলিম সমাজে মুসলিম পরিচয় নিয়েই বসবাস করেছি, তোমাদের সাথে নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, হজ্জ করেছি, যাকাতও দিয়েছি, তোমাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিলো। তবে কেনো আজ আমাদেরকে ফেলে চলে যাচ্ছে।

২১. অর্থাৎ মু'মিনদের পক্ষ থেকে জবাবে বলা হবে যে, তোমরা আমাদের সাথে একই সমাজে বসবাস করলেও তোমরা ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করে নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছো। তোমরা খাঁটি মু'মিন ছিলে না। বরং ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলে এবং তোমাদের মনে কুফরের আকর্ষণ ছিলো। কাফিরদের আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছো।

২২. অর্থাৎ তোমরা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব এমনি সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় ছিলে যে, যে দিকের পাল্লা ভারী দেখা যায় সেদিকেই তোমরা যোগ দেবে। তোমরা ভেবেছিলে—যদি মুসলামানদের বিজয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট দেখা যায়, তাহলে তাদের সাথে কালিমায় বিশ্বাসের সম্পর্কে কাজে লাগিয়ে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কাফিরদের বিজয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে তার সহযোগীদের সাথে शामिल হয়ে যাবে।

وَعَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورًا ۝۱۫ فَاَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ

এবং মহাপ্রতারক (শয়তান) আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলো। ১৫. অতএব আজ তোমাদের থেকে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, আর না তাদের থেকে যারা

كَفَرُوا ۖ مَا يُؤْمِرُ النَّارُ هِيَ مَوْلُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۬ الْكِرْيَانِ لِلَّذِينَ

কুফরী করেছিলো; জাহান্নামই তোমাদের শেষ ঠিকানা; সে-ই তোমাদের অভিভাবক—আর (তা) কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। ১৬. সে সময় কি এখনও তাদের জন্য আসেনি, যারা

ব(+)-بالله; -এবং; -غُرُومًا; -তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলো; -الغُرُورَ-মহাপ্রতারক (শয়তান) ১৫। -فَالْيَوْمَ-আজ; -كَفَرُوا-কুফরী করেছিলো; -مَا يُؤْمِرُ النَّارُ-জাহান্নাম-ই; -هِيَ مَوْلُكُمْ-তোমাদের অভিভাবক; -وَبِئْسَ الْمَصِيرُ-সে-ই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। ১৬। -الْكِرْيَانِ-তোমাদের শেষ ঠিকানা; -وَالَّذِينَ-তাদের, যারা; -وَالَّذِينَ-তাদের জন্য আসেনি; -وَالَّذِينَ-তাদের জন্য যারা;

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়কালীন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব মুনাফিকদের ভূমিকা যেমন এটাই ছিলো, তেমনি এ যুগের মুনাফিকদের ভূমিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। সর্বকালের কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব এ ধরনের মুনাফিকদের উপস্থিতি দেখা যাবে।

২৩. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসূলের রিসালাত, আল্লাহর কিতাব, আখিরাত, আখিরাতে জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে পড়ে ছিলে। হক ও বাস্তবের দ্বন্দ্বকে তোমরা মনে করতে অনর্থক ঝগড়া এবং এজন্য তোমরা হকপন্থীদেরকে দোষারোপ করতে। তোমাদের মতে সুখে শান্তিতে নির্বাঞ্ছাট জীবন-যাপনই আসল জীবন।

মুনাফিকরা উপরোক্ত সন্দেহ-সংশয় পোষণ করার কারণেই নিফাকের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

২৪. অর্থাৎ তোমাদের নিফাকী অবস্থায়ই আল্লাহর হুকুম তথা তোমাদের মৃত্যু এসে পৌঁছলো। অথবা এর অর্থ—তোমাদের নিফাকী অবস্থায় ইসলাম বিজয় লাভ করলো, আর তোমরা তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যেই পড়ে রইলে।

২৫. 'আল-গারুর' দ্বারা এখানে শয়তান উদ্দেশ্য। এর শাব্দিক অর্থ 'মহাধোঁকাবায়'। তবে এর দ্বারা ধন-সম্পদ, দুনিয়া ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ইত্যাদি অর্থও নেয়া যেতে

أَمِنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا

ঈমান এনেছে—যখন তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হবে এবং সত্য থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে (তার কারণে)<sup>২৬</sup> ; আর তারা হবে না

كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَنَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ

ওদের মতো, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেলো দীর্ঘ সময়, ফলে তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়লো ;

আমِنُوا-ঈমান এনেছে ; أَنْ تَخْشَعَ-যখন বিগলিত হবে ; قُلُوبُهُمْ-(ক+লুব+হম)-তাদের অন্তরসমূহ ; لَذِكْرِ-স্মরণে ; لِلَّهِ-আল্লাহর ; وَمَا-যা কিছু ; وَنَزَلَ-তার নাযিল হয়েছে (তার কারণে) ; مِنَ-থেকে ; الْحَقِّ-সত্য ; وَ-আর ; لَا يَكُونُوا-তারা হবে না ; كَالَّذِينَ-(ক+الذين)-ওদের মতো যাদেরকে ; أُوتُوا-দেয়া হয়েছিলো ; الْكِتَابَ-কিতাব ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; فَطَالَ-অতপর অতিবাহিত হয়ে গেলো ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর দিয়ে ; الْأَمَلُ-দীর্ঘ সময় ; فَنَقَسَتْ-(ফ+নকস+ত)-ফলে কঠিন হয়ে পড়লো ; قُلُوبُهُمْ-(ক+লুব+হম)-তাদের অন্তরসমূহ ;

পারে। শয়তান মানুষকে এ বলে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেই দেবেন, অতএব গুনাহ করতে অসুবিধা নেই। এভাবে শয়তান মানুষকে গুনাহ করে যাওয়ার উৎসাহ যোগায়। আল্লাহর ক্ষমার সন্তাবনা যদিও আছে তার উদাহরণ এমন যে, কোনো ব্যক্তি এ বিশ্বাসের ওপর বিষ পান করলো যে, বিষের প্রতিক্রিয়া তার নিজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। (নিহায়া)

২৬. এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আখিরাতে মুনাফিকদের পরিণতি কাফিরদের মতোই হবে। কাফির ও মুনাফিক কাউকেই কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হবে না।

২৭. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে অভিভাবক না বানিয়ে শয়তানকে অভিভাবক বানিয়েছিলে। এখন শয়তানের অভিভাবক যেমন জাহান্নাম, তোমাদের অভিভাবকও জাহান্নাম। জাহান্নামই তোমাদের তত্ত্বাবধান করবে।

২৮. অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে মু'মিন হিসেবে দাবী করে, তাদের অবস্থা তো এমনই হওয়া তাদের ঈমানের দাবী যে, আল্লাহর বাণী শুনে তাদের মন নরম হয়ে যাবে ; আল্লাহর দীনের সাথে কুফরী শক্তির যে মুকাবিলা চলছে, তাতে নিজেদের জানমাল নিয়ে অংশ গ্রহণ করবে ; আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে মু'মিনদের ওপর যে জুলুম-নির্যাতন চলছে, তাতে তারা নিরব বসে থাকবে না, বরং সাধ্যমতো মাযলুমদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই যেখানে তাঁর কালামের মাধ্যমে এ দানকে উত্তম 'ঋণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং আখিরাতে তা বহুগুণে প্রবৃদ্ধি দান করে

وَكَثِيرٍ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

আর তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই ছিলো পাপাচারী<sup>১৯</sup>। ১৭. তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ-ই সজীব করেন যমীনকে তার নিজীব হয়ে পড়ার পর ;

قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ

নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, সম্ভবত তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে<sup>২০</sup>।

১৮. নিচয়ই দানশীল পুরুষগণ ও দানশীলা নারীগণ<sup>২০</sup>

- فَسِقُونَ - তাদের মধ্য থেকে ; (من+هم)-مَنْهُمْ ; অধিকাংশই ছিলো ; كَثِيرٌ - আর ; وَ - পাপাচারী। اَعْلَمُوا ﴿٥٩﴾ - তোমরা জেনে রাখো ; أَنْ - যে ; وَاللَّهُ - আল্লাহ-ই ; يُحْيِي - সজীব করেন ; الْمَوْتِ (হা+মা)-مَوْتِهَا - তার নিজীব হয়ে পড়ার পর ; الْأَرْضِ - যমীনকে ; بَعْدَ - পর ; مَوْتِهَا - তার নিজীব হয়ে পড়ার পর ; قَدْ بَيْنَا - নিঃসন্দেহে আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি ; لَكُمْ - তোমাদের জন্য ; الْآيَاتِ - নিদর্শনাবলী ; لَعَلَّكُمْ - সম্ভবত তোমরা ; تَعْقِلُونَ - বুঝতে সক্ষম হবে। ﴿٦٠﴾ - নিচয়ই ; وَالْمُصَدِّقَاتِ - দানশীলা নারীগণ ; وَ - ও ; الْمُصَدِّقِينَ - দানশীল পুরুষগণ ;

ফেরত দেয়া, উপরন্তু সম্মানজনক পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে কোনো সত্যিকার মু'মিন ভাবলেশহীন হয়ে নিকৃপ বসে থাকতে পারে না।

২৯. অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতির প্রতি নবী ও কিতাব দেয়া হয়েছিলো ; কিন্তু তাদের নবীদের ইস্তিকালের শত শত বছর পর তারা যেমন চেতনাহীন এবং নৈতিকতার দিক থেকে মৃত হয়ে গেছে, তোমরা মু'মিনরা তো এখনই তাদের মতো হয়ে যেতে পারো না। কারণ তোমাদের রাসূল এখনও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন ; এখনও তাঁর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে এবং তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

৩০. অর্থাৎ রহমতের বৃষ্টিপাতের দ্বারা যেমন শুষ্ক ও মৃত যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে, তেমনি রিসালাত ও আসমানী কিতাব নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জাহেলিয়াতের খরাপীড়িত অনূর্বর মানব সমাজকে সঞ্জীবিত করে তোলেন। কুরআন মাজীদের বেশ কয়েক স্থানেই রিসালাত ও কিতাব নাযিলের বিষয়টাকে আল্লাহ তা'আলা শুষ্ক ও খরাপীড়িত অঞ্চলে রহমতের বৃষ্টিধারার সাথে তুলনা করেছেন। এখানেও একই কথা বলা হয়েছে যে, মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত ভূমি যেমন জীবনী শক্তি লাভ করে সজীব হয়ে উঠে, তেমনি নবুওয়াত-রিসালাত ও ওহীর মাধ্যমে জাহেলিয়াতের অন্ধকার সমাজও আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। আর এটা আরববাসীদের নিকট সুদূর অতীতের ইতিহাস ছিলো না। রাসূল এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিতাব তাদের সামনেই বর্তমান ছিলো। বৃষ্টিপাতের দ্বারা মৃত ভূমি সঞ্জীবিত হওয়ার দৃষ্টান্তও তাদের সামনে সুস্পষ্ট ছিলো। সুতরাং তারা যদি নিজেদের মানবীয়

وَاقْرُؤُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضِعُهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا

এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। ১৯. আর যারা ইমান এনেছে

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٢﴾ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ

আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি, তারা—তরাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক<sup>৫০</sup> ও শহীদ<sup>৫১</sup> রূপে গণ্য; তাদের জন্য রয়েছে

يُضْعَفُ؛ حَسَنًا-উত্তম; قَرْضًا-ঋণ; اللَّهُ-আল্লাহকে; যারা ঋণদান করে; اقْرُؤُوا-এবং; وَ-  
 اجْرٌ؛ তাদের জন্য রয়েছে; لَهُمْ-এবং; وَ-তাদেরকে; لَهُمْ-তা-বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে;  
 -بِاللَّهِ-ইমান এনেছে; آمَنُوا-যারা; الَّذِينَ-আর; ﴿٥١﴾-সম্মানজনক; كَرِيمٌ-পুরস্কার;  
 -أُولَئِكَ-তারা; (رَسُولِ+ه)-তঁার রাসূলের প্রতি; رُسُلِهِ-এবং; وَ-আল্লাহর প্রতি; (بِ+اللَّهُ)-  
 -عِنْدَ-নিকট; الشُّهَدَاءُ-শহীদরূপে; وَ-ও; وَالصَّادِقُونَ-সিদ্দীক; وَ-তরাই গণ্য; رَبِّهِمْ-  
 -تাদের প্রতিপালকের; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে; (رَب+هِمْ)-

বিবেক-বুদ্ধি একটু খরচ করে, তবেই তারা তা থেকে উপকৃত হবে এবং তাদের দুনিয়া-আখিরাত কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

৩১. 'সাদকা' দ্বারা এমন দানকে বুঝানো হয় যা সরল অন্তরে খাঁটি নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হয়ে থাকে। এতে লোক দেখানোর মনোভাব থাকে না এবং দান করার পর দানগ্রহিতাকে কখনো খোঁটা দেয়া হয় না। দানকারী আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের খেয়াল মনে রেখেই দান করেন। কোনো দান-ই আল্লাহর কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'সাদকা' হিসেবে গণ্য হয় না, যতক্ষণ না তা 'আল্লাহর পথে ব্যয়'-এর নিয়ত দ্বারা পরিচালিত হবে।

৩২. এখানে এমন সব মু'মিনের কথা বলা হয়েছে, তাদের ঈমানের দাবীতে নিজেদেরকে সত্যবাদী হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছেন। এসব মু'মিনের কর্মকাণ্ড ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ও দুর্বল ঈমানের লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। তাঁরা ইসলামের কঠিন সময়ে অন্যদের থেকে অনেক বেশী কুরবানী পেশ করেছেন এবং দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

৩৩. 'সিদ্দীকুন' শব্দটি 'সিদ্দীক' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ অতিশয় সত্যবাদী। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তিনি সিদ্দীক অর্থাৎ যিনি আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, অন্তরে তা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেছেন, তিনি আল্লাহর নিকট সিদ্দীক বা যথার্থ সত্যবাদী হিসেবে গণ্য। সিদ্দীক এমন সত্যবাদী মু'মিন যার





### ২য় রুকু' (১১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাঁর দেয়া সম্পদ তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করাই বান্দাহর কর্তব্য।

২. আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে আল্লাহ 'উত্তম ঋণ' বলে অভিহিত করেছেন এবং তা বহুগুণে বাড়িয়ে ফেরত দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

৩. আল্লাহকে 'করজে হাসানা' দান করার পরিশ্রেণিতে তিনি তা বহুগুণে ফেরত দানের পর করজদাতাকে অতিরিক্ত পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

৪. সাহাবায়ে কিরাম আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সকল ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তারা বিনা আপত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে সে অনুসারে আমল করা শুরু করতেন। প্রকৃত মু'মিন হতে হলে আমাদেরকেও তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে।

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহর পথে ব্যয়কারী মু'মিন নারী-পুরুষদের সামনে এবং ডানে নূর-এর আলোয় আলোকিত থাকবে। যার ফলে তারা সেই আলোকোজ্জ্বল পথে খুব সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

৬. মু'মিন নারী-পুরুষেরা জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। তারা জান্নাত থেকে কখনো বের হবে না, এমনকি সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো আশংকাও তাদের মনে জাগবে না।

৭. আখিরাতে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করতে পারাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা, দুনিয়াতে জীবন যত দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমেই কাটুক না কেনো। কারণ আখিরাতের জীবনই হলো আসল জীবন।

৮. দুনিয়াতে বাতিলের ছন্দে যারা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং যে পক্ষ বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়, সে পক্ষে যোগ দেয়ার অপেক্ষায় থাকে, তারা মুনাফিক যদিও তারা নামাযও পড়ে এবং রোযাও থাকে।

৯. মুনাফিকরা আল্লাহর একত্ববাদ, মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতে এবং আখিরাতের পুরস্কার ও শান্তির ব্যাপারে সন্দিহান। তাদের সন্দেহ-ই খাঁটিভাবে ঈমান আনতে বিরত রাখে, সুতরাং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় রাখতে হবে।

১০. মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন মু'মিনদের কাছে নূর বা আলো চাইবে, কিন্তু তাদেরকে আলো দেয়া হবে না, তাই তারা অন্ধকারে পথ হাতুড়ে মরবে।

১১. মুনাফিকদেরকে বলা হবে যে, তোমরা পেছনে ফিরে যাও এবং সেখান থেকে আলো নিয়ে এসো; কিন্তু পেছনে যাওয়া আর কখনো সম্ভব হবে না।

১২. দুনিয়াতে মুনাফিকরা যদিও 'মুসলিম' পরিচয়ে মুসলিম সমাজেই মিলেমিশে বসবাস করেছিলো—এমনকি তারা নামায-রোযাও করেছিলো এবং মুখে মুখে আল্লাহ-রাসূলের নামও নিয়েছিলো—তবুও তারা দুঃখজনক পরিণতি থেকে রেহাই পাবে না।

১৩. হক ও বাতিলের ছন্দে হকের পক্ষে জিহাদে অংশ না নেয়াই তাদের মুনাফিক হিসেবে গণ্য হওয়ার মূল কারণ।

১৪. মুনাফিকরা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাকে, ফলে তারা অপেক্ষমান থাকে যে, হক ও বাতিলের ছন্দে যেদিকে বিজয়ের সম্ভাবনা দেখে সেদিকে সমর্থন করে।

১৫. মুনাফিকদের নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি কোনো ইবাদাত-ই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

১৬. আখিরাতে মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের তলদেশে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

১৭. খালেস নিয়তে তাওবা করে নিফাক পরিত্যাগ করে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী সংকর্ম করার মাধ্যমেই তাদের মুক্তির একমাত্র পথ।

১৮. মহাপ্রতারক শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মুনাফিকরা দুনিয়ার জীবনকেই তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলো।

১৯. আখিরাতে তাদের এবং কাফিরদের পরিণামে কোনো পার্থক্য হবে না। তাদের ধন-সম্পদ সেখানে কোনো কাজে আসবে না এবং সেখানে তা দিয়ে আযাব থেকে মুক্তি লাভেরও কোনো সুযোগ থাকবে না।

২০. যাদের অন্তর আল্লাহর স্বরণে বিগলিত হবে এবং আল্লাহর দীনের কঠিন সময়ে তারা জান-মাল দিয়ে জিহাদ করবে তারাই প্রকৃত মু'মিন।

২১. আহলে কিতাবের কঠিন হৃদয়ের অধিকারী পাপাচারীদের মতো মু'মিনদের অন্তর কঠিন হবে না আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য মু'মিনরা সার্বক্ষণিক প্রত্নত থাকবে—এটাই প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

২২. শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমির জন্য বৃষ্টিপাত যেমন সঞ্জীবনী শক্তি, তেমনি পথভ্রষ্ট মানব সমাজের জন্য রিসালাত ও ওহীর পরশ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত স্বরূপ।

২৩. আল্লাহর নবী ও রাসূলগণই ছিলেন মানব জাতির জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। মানব জাতির জন্য তাঁদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী আর কেউ হতে পারে না।

২৪. আল্লাহর পথে মু'মিনদের ব্যয়কে তিনি 'উত্তম ঋণ' হিসেবে গণ্য করেন—যা আখিরাতে বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করে তিনি ফেরত দেবেন।

২৫. আল্লাহ তা'আলা ঋণের প্রতিদান তো বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেনই ; উপরন্তু সম্মানজনক পুরস্কারও দেবেন।

২৬. যারা আল্লাহকে 'করজে হাসানা' দেবে তাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ হবে আলোকোজ্জ্বল, যে পথে তারা স্বচ্ছন্দে জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

২৭. আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীরা অন্ধকার পথে হেঁচট খেতে খেতে জাহান্নামে পৌঁছবে। আর সেটাই হবে তাদের শেষ ঠিকানা।





﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

২১. তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও<sup>১</sup> এবং (দৌড়াও)  
সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মতো—\*

﴿سَابِقُوا﴾-তোমরা প্রতিযোগিতা করে দৌড়াও ; *إِلَىٰ*-জন্য ; *مَغْفِرَةٍ*-ক্ষমা লাভের ;  
*وَجَنَّةٍ*-সেই ; *عَرْضُهَا*-তোমাদের প্রতিপালকের ; *رَبِّكُمْ*-পক্ষ থেকে ; *وَمِن*-  
জান্নাতের দিকে (দৌড়াও) ; *كَعَرْضِهَا*-(*عرض+ها*)-যার প্রশস্ততা ; *كَعَرْضِ*-(*عرض*)-  
প্রশস্ততার মতো ; *السَّمَاءِ*-আসমান ; *وَالْأَرْضِ*-ও ; *وَالْأَرْضِ*-যমীনের ;

৩৬. আয়াতে দুনিয়ার জীবনকে অবুজ শিশুদের খেলাধুলা এবং ক্ষণস্থায়ী চিন্তাবিনোদনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শিশুদের খেলাধুলায় যেমন কোনো উপকারের উদ্দেশ্য থাকে না, তেমনি বড়দের খেলায়ও কিছুক্ষণের চিন্তা বিনোদন হয় মাত্র। এখানে মানুষকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন আসলেই একটি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী জীবন। দুনিয়াতে যা কিছু সম্পদ আছে তা সবই নিকৃষ্ট, নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। মানুষ নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই এসব জিনিসকে বড় কিছু মনে করে এবং ভাবে যে, এসব জিনিস অর্জিত হলেই সফলতা লাভ করা যাবে। অথচ দুনিয়াতে কাক্ষিত ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি নিতান্তই নগণ্য এবং ক্ষণস্থায়ী। আবার এতেও কোনো বিপর্যয় আসলে দুনিয়াতেই তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকে।

অপরদিকে আখিরাতের জীবন হলো এক বিশাল ও অনন্ত জীবন। সে জীবনে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারাই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা। সেই সফলতার সামনে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সকল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি নিতান্ত তুচ্ছ বলেও গণ্য করা যায় না। আর যদি সেখানে কেউ আল্লাহর আযাবে শ্রেফতার হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়াতে তার আকাক্ষিত সবকিছু পেয়ে থাকলেও তার সার্বিক ব্যর্থতা-ই প্রমাণিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ-ই নেই।

৩৭. 'সাবিকূ' অর্থ তোমরা একে অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রগামী-হওয়ার প্রতিযোগিতা করে দৌড়াতে থাকো। এ প্রতিযোগিতা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভের জন্য নয় ; বরং আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এখন যে তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করছো, তা পরিত্যাগ করো।

অর্থাৎ জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ্যের কোনো বিশ্বাস নেই। অতএব সৎকাজে আলস্য না করে মৃত্যু ও অক্ষমতা আসার আগেই সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে সহজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করে জান্নাতে পৌঁছে যেতে পারো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—“জিহাদে প্রথম সারিতে থাকার জন্য

أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ

তা তৈরী করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর  
রাসূলদের প্রতি, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন, যাকে

يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٢﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ

তিনি চান ; আর আল্লাহ মহান দয়ার মালিক । ২২. এমন কোনো বিপদ-মসীবত  
আপতিত হয় না যমীনে

وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

আর না তোমাদের জীবনে, কিছু তা আমার ঘটানোর আগেই<sup>৩৯</sup> একটি দপ্তরে  
সংরক্ষিত রয়েছে<sup>৪০</sup> ; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য

أَعَدَّتْ-তা তৈরী করে রাখা হয়েছে ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; آمَنُوا-ঈমান রাখে ;  
ذَلِكَ-তঁার রাসূলদের প্রতি ; (رَسُولِ+و)-রَسُولُهُ ; (و-و)-আল্লাহর প্রতি ; (بِ+اللَّهِ)-بِاللَّهِ  
مَنْ-তিনি তা দান করেন ; (يُؤْتِي+و)-يُؤْتِيهِ ; (و-و)-আল্লাহর ; فَضْلٌ-অনুগ্রহ ; (و-و)-এটা ;  
يَشَاءُ-তিনি চান ; (و-و)-আর ; (و-و)-আল্লাহ ; (و-و)-মালিক ; (و-و)-দয়ার ;  
مُصِيبَةٍ-এমন বিপদ-  
مَسِيبَةٍ-এমন বিপদ-  
فِي+و)-فِي أَنْفُسِكُمْ ; (و-و)-না ; (و-و)-আর ; (و-و)-যমীনে ; (فِي+و)-فِي الْأَرْضِ ;  
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا-তা আমার ঘটানোর ; (و-و)-আগেই ; (و-و)-কিছু ; (و-و)-তোমাদের জীবনে ; (و-و)-নিশ্চয়ই ; (و-و)-এটা ; (و-و)-জান্নাতের ;

এগিয়ে যাও।” হযরত আনাস রা. বলেন—“জামাতের নামাযে প্রথম তাকবীরে উপস্থিত থাকার জন্য চেষ্টা করে যাও।” (রুহুল মা'আনী)

৩৮. এখানে জান্নাতের বিস্তৃতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত আকাশ জগত ও পৃথিবীর সমান জান্নাতের বিস্তৃতি হবে। গোটা বিশ্ব-জাহানই হবে একজন জান্নাতীর বিচরণ ক্ষেত্র। সেখানে সে যা চাইবে তা নিজের জায়গায় বসে বসেই দখতে পাবে এবং যেখানে যেতে চাইবে, বিনা বাধায় সে সেখানে যেতে পারবে।

৩৯. অর্থাৎ তোমাদের ওপর সমষ্টিগতভাবে যেসব বিপদ-মসীবত আসে, অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের কারো ওপর যেসব বিপদ আপদ আসে।

৪০. অর্থাৎ সবকিছুই আমি একটি কিতাব তথা লাওহে মাহফুযে বিশ্ব-জগত সৃষ্টির আগেই লিখে রেখেছিলাম। ‘বিপদ-মসীবত’ দ্বারা এখানে দূর্ভিক্ষ, মহামারী, হানাহানী,



بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিताব ও মীযান (মানদণ্ড) যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে ;<sup>৪৫</sup>

আল-বায়িনাত-সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ; -এবং ; -আনু-নাযিল করেছি ; -মَعَهُمْ- (মে+হম)-তাদের সাথে ; -الْكِتَاب-কিতাব ; -و-ও ; -وَالْمِيزَانَ-মীযান (মানদণ্ড) ; -لِيَقُومَ-যাতে কায়েম থাকতে পারে ; -النَّاسُ-মানুষ ; -بِالْقِسْطِ- (ব+আল+স্প-স্প)-ইনসাফের সাথে ;

হয়েছে, তাতেও তোমরা যেন গর্ব-অহংকারে মেতে না উঠ। বরং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আরো বেশী বেশী আনুগত্য প্রকাশ করো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন—স্বাভাবিকভাবেই কোনো কোনো ব্যাপারে দুঃখিত হয়ে থাকে, আবার কোনো কোনো ব্যাপারে তারা আনন্দিত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের উচিত দুঃখ-দৈন্যতায় সবরের মাধ্যমে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আখিরাতের পুরস্কার ও বিনিময় লাভের চেষ্টা করা। (রুহুল মা'আনী)

৪৩. এখানে মুনাফিকদের চরিত্রের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। ঈমানের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি অনুসারে খাঁটি মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। বাহ্যিক দিক থেকে তারাও বিভিন্ন ইবাদাতে অংশগ্রহণ করতো ; কিন্তু নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকায় সেসব আনুষ্ঠানিক ইবাদাত দ্বারা তাদের কোনো প্রশিক্ষণ সাধিত হয়নি। তারা তাদের সামান্য আর্থিক সম্বলতা ও কর্তৃত্ব লাভের ফলে অহংকারী হয়ে উঠেছিলো। তারা মৌখিকভাবে আল্লাহ বিশ্বাসী ও রাসূলের অনুসারীর স্বীকৃতি দিলেও তার জন্য যেমন নিজেরা কিছু খরচ করতে রাজী ছিলো না তেমনি অন্যদেরকেও আল্লাহর দীনের জন্য কিছু ব্যয় করতে নিষেধ করতো। আল্লাহ তা'আলা দুঃখ-দৈন্যতার কষ্টপাথরে যাঁচাইয়ের মাধ্যমেই এসব মুনাফিকদেরকে খাঁটি মু'মিনদের থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। আর খাঁটি মু'মিনদের হাতে দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দান করেছিলেন। যার ফলে খেলাফতে রাশেদার যুগে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দীনের বিজয়ী অবস্থার কল্যাণকারিতা দেখার সুযোগ পেয়েছিলো।

৪৪. অর্থাৎ কারো নিকট আল্লাহ তা'আলার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই এবং তিনি কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রশংসা পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহর কালাম ও রাসূলের উপদেশবাণী শোনার পরও কেউ যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের গুমরাহীর ওপর অটল থাকে, তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। আর কেউ গুমরাহী থেকে ফিরে এসে হিদায়াত লাভ করলেও আল্লাহর কোনো লাভ নেই। তিনি সকল প্রকার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত।

৪৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয় দিয়ে রাসূলদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন—



وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

আর আমি লৌহ নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য অনেক প্রকার কল্যাণ ;<sup>৪৬</sup> আর (এটা এজন্য) যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন

وَ-আর ; أَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; الْحَدِيدُ-লৌহ ; فِيهِ-যাতে রয়েছে ; بَأْسٌ - শক্তি ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَمَنَافِعُ-অনেক প্রকার কল্যাণ ; وَ-এবং ; شَدِيدٌ-প্রচণ্ড ; وَ-আর ; لِيَعْلَمَ-(এটা এ জন্য) যাতে জেনে নিতে পারেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

এক : ‘বাইয়োনাত’ বা সুস্পষ্ট প্রমাণ যা তাঁদের আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এ প্রমাণসমূহের মাধ্যমে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তাঁরা যেটাকে সত্য বলে পেশ করেছেন সেটাই একমাত্র সত্য এবং তারা যেটাকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন সেটাই বাতিল। মানব জীবনে বিশ্বাস, চরিত্র, সৎকর্ম ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের দিক-নির্দেশনাই একমাত্র সঠিক পথ।

দুই : ‘কিতাব’—মানব জীবনে প্রয়োজনীয় সকল দিক-নির্দেশনার জন্য মানুষকে একমাত্র এ কিতাবের শরণাপন্ন হতে হবে।

তিন : মীযান—এটা হক ও বাতিলের মানদণ্ড। এটা মানুষের চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক লেনদেনে দাঁড়িপাল্লার মতোই ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত তিনটি বিষয় দিয়েই নবী-রাসূলদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যাতে তাঁরা এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে তাদের অধিকার ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। নবী-রাসূলগণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন, তেমনি তাঁরা মানুষের সামাজিক জীবনেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন, যাতে দুনিয়া থেকে যুলুম-অত্যাচার নির্মূল হয়ে মানব জীবনের সর্বস্তরে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে সহযোগিতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৬. এ আয়াতে লৌহ নাযিল করা দ্বারা লৌহ সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। সূরা আয যুমার-এর ৬ আয়াতে চতুস্পদ জন্তুর ব্যাপারেও ‘নাযিল করা’ কথাটি ব্যবহার করে সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, কোনো কিছুই আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়নি।

তাছাড়া সৃষ্টি করাকে নাযিল বা অবতীর্ণ করা শব্দে ব্যক্ত করার দ্বারা এদিকেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির অনেক আগেই এসবকিছু লাওহে মাহফুযে লিখিত ছিলো— এদিক থেকে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে নাযিল করা হয়েছে। (রুহুল মা‘আনী)

مَنْ يَنْصُرْهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

কে না দেখা সত্ত্বেও সাহায্য করে তাঁকে এবং তাঁর রাসূলদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ  
মহাশক্তিধর প্রবল পরাক্রমশালী।<sup>৪৭</sup>

তাঁর (رسول+হ)-رَسُولَهُ; এবং-وَ; তাঁকে সাহায্য করে; (ينصرو+হ)-يَنْصُرْهُ; কে-مَنْ; আল্লাহ-اللَّهُ; নিশ্চয়ই-إِنَّ; না দেখা সত্ত্বেও; (ب+ال+غيب)-بِالْغَيْبِ; মহাশক্তিধর-قَوِيٌّ; প্রবল পরাক্রমশালী-عَزِيزٌ।

নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য উল্লেখ করার পর পরই লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এর দু'টো রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে—

এক : এতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি—এখানে লৌহ দ্বারা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কারণ এ শক্তির দ্বারাই আল্লাহর দীন কায়েমের বিরুদ্ধে শক্তির অপতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আর তাই দীন কায়েমের জন্য তথা দীনকে বিজয়ী করার জন্য, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হওয়াও নবী-রাসূলদেরকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

দুই : মানুষের জন্য লৌহতে রয়েছে আরো অনেক প্রকার কল্যাণ। একথা দ্বারা এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, মানুষের জন্য কল্যাণকর শিল্প-সংস্কৃতি কল-কারখানা বর্তমানে যা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবই লৌহের ওপর নির্ভরশীল। লোহা ছাড়া শিল্প কারখানা উন্নয়নের কথা চিন্তাই করা যায় না।

৪৭. এখানে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলের সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের সাথে কিতাব, মীযান বা ইনসাফের মানদণ্ড এবং লৌহ নাযিল করেছেন। এসব কিছুর দ্বারা দুনিয়াতে তাঁরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। যারা এ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করবে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লৌহ তথা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ব্যবহার করবেন। আর এ কাজে যারা নবী-রাসূলদেরকে সাহায্য করবে, তারাই আল্লাহর সাহায্যকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন একটা পরীক্ষা যার মাধ্যমে বাছাই হয়ে যায়—কারা তাদের ঈমানের দাবীতে নিষ্ঠাবান, কারা ঈমানের মৌখিক দাবীদার, আর কারা সত্যের সক্রিয় বিরোধী।

### ৩য় রুকু' (২০-২৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের আসল জীবন হলো আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার জীবন হলো কিছুক্ষণ হাসি-তামাশা মাত্র।

২. মানুষ দুনিয়াতে পারম্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

৩. দুনিয়াতে যা নিয়ে মানুষ অনর্থক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আখিরাতে তার কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না। যদি না তা দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশিত উপায়ে অর্জিত হয় এবং তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যবহার হয়।

৪. হালাল পথে সম্পদ অর্জিত না হলে ও আল্লাহর নির্ধারিত পথে ব্যয়িত না হলে আখিরাতে তা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৫. সন্তান-সন্ততিকে দীনী শিক্ষা দিয়ে মুসলিম হিসেবে গড়ে না তুললে আখিরাতে তারা নিজেরা যেমন জাহান্নামের ইন্দন হবে। তেমনি পিতা-মাতা ও অভিভাবকদেরকেও জাহান্নামে টেনে নেবে।

৬. দুনিয়ার সকল দ্রব্য-সামগ্রী ক্ষণিকের উপভোগ ও ধোঁকার উপকরণ মাত্র। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের সামনে এ ধোঁকা ধরা পড়বে, কিন্তু তখন আর জীবনকে গুধরে নেয়ার কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকবে না।

৭. মানুষের মৌলিক সফলতা হলো আখিরাতে অস্তহীন জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারা।

৮. সংকর্মে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগামী হয়ে আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে যাওয়াই মানুষের মৌলিক কর্তব্য।

৯. মানুষের উচিত দুনিয়ার সকল সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করে আখিরাতে স্থায়ী সম্পদ জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করা।

১০. বিশ্ব-জগতের প্রশস্ততার মতো যে জ্ঞানাতের প্রশস্ততা, তা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে সেসব মানুষের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনীত জীবনব্যবস্থায় বিশ্বাস করে, সে অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে।

১১. আল্লাহ মহান দয়ার মালিক, তিনি যাকে চান দয়া করে হিদায়াত দান করার মাধ্যমে জ্ঞানাতের অধিকারী করেন।

১২. বান্দাহর ওপর যেসব বিপদ-মসীবত আপতিত হয়, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক আগেই লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সুতরাং বিপদ-মসীবতে হতাশ না হয়ে, তাকে আল্লাহর ফায়সালা মনে করে সবর করতে হবে।

১৩. বিপদ-মসীবত যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত, তেমনি সকল সুখ-সম্পদও তাঁরই পক্ষ থেকে নির্ধারিত। সুতরাং বিপদ-মসীবতে যেমন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে সবর করতে হবে, তেমনি সুখ-সম্পদেও উল্লসিত না হয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে।

১৪. আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে অহংকার ও উদ্ধতাকে সর্বোত্তমভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

১৫. অহংকার ও উদ্ধত লোকেরাই আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় না করে কৃপণতা করে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে বাধা প্রদান করে।

১৬. আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করা দ্বারা বান্দাহ তার নিজেরই কল্যাণ করে; আল্লাহ তাঁর দানের মুখাপেক্ষী নন; কেননা তিনি সকল প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত।

১৭. আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রশংসারও মুখাপেক্ষী নন; সুতরাং কেউ আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অথবা আল্লাহর গুণাবলীর প্রশংসা না করলে তাঁর কোনো লাভ-ক্ষতি নেই।

১৮. আল্লাহ তা'আলা সকল নবী-রাসূলকেই তিনটি জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন—রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ, কিতাব এবং মীযান বা ইনসাকের মানদণ্ড।

১৯. পৃথিবীতে ন্যায়-ইনসাক প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই নবী-রাসূলদেরকে উল্লিখিত তিনটি জিনিস দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

২০. ন্যায়-ইনসাক প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শক্তিকে দমনের জন্য আল্লাহ তা'আলা লৌহ নাযিল করেছেন।

২১. লৌহের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উপাদান। সুতরাং আল্লাহর দীনের বিজয় এবং তা কায়েম রাখার জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করা অপরিহার্য।

২২. কল-কারখানা ও বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য লৌহ এক অপরিহার্য উপাদান। সামরিক অস্ত্র-সজ্জার তৈরিও লৌহের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২৩. আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় এজন্য নাযিল করেছেন, যাতে তাঁর নিষ্ঠাবান মু'মিন বান্দাহদেরকে বাছাই করে পুরস্কৃত করতে পারেন।

২৪. যারা আল্লাহ, তাঁর জ্ঞানাত-জাহান্নাম ইত্যাদি না দেখে শুধুমাত্র তাঁর রাসূলের কথা ওপর ঈমান এনে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করবে, তাদের জন্যই পুরস্কার স্বরূপ রয়েছে জ্ঞানাত।





بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আর তাঁকে দান করলাম ইনজীল এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেছিলো, আমি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিলাম

رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ

মায়্যা-মমতা ও দয়া-অনুগ্রহ; আর বৈরাগ্যবাদ—তাতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে, আমি তা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি—(তারা এটা করেছিলো) শুধুমাত্র খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে

بِعِيسَى ঈসা কে ; ابْنِ مَرْيَمَ-ইবনে মারইয়াম ; وَ-আর ; وَآتَيْنَهُ-(আতিনা+হে)-তাকে দান করলাম ; ابْتَدَعُوا-ইনজীল ; وَ-এবং ; وَجَعَلْنَا-সৃষ্টি করে দিলাম ; فِي قُلُوبِ-অন্তরে ; ابْتَدَعُوا-(আবু+হে)-তার অনুসরণ করেছিলো ; رَأْفَةً-মায়্যা-মমতা ; ابْتَدَعُوا-(আবু+হে)-তারা অনুগ্রহ ; وَ-আর ; وَرَهْبَانِيَّةً-বৈরাগ্যবাদ ; ابْتَدَعُوا-(আবু+হে)-তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে ; مَا كَتَبْنَاهَا-(মা+কত্বনা+হা)-আমি তা চাপিয়ে দেইনি ; ابْتِغَاءَ-(আবি+হে)-তাদের ওপর ; ابْتِغَاءَ-(আবি+হে)-তারা এটা করেছিলো) শুধুমাত্র ; ابْتِغَاءَ-খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে ;

৫১. 'রা'ফাতুন' ও 'রাহমাতুন' শব্দ দু'টো সমার্থবোধক হলেও এতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 'রা'ফাত' অর্থ অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখে অন্তরে জাগ্রত সদয় অনুভূতি আর 'রাহমাত' অর্থ সেই আবেগ যদ্বারা মানুষ দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা আ. ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু-হৃদয়। তাই তাঁর ওপর নাযিলকৃত ইঞ্জীলের সঠিক অনুসারী—বিশেষ করে ইসা আ.-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীদের উল্লিখিত দু'টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। ঈসা আ.-এর চরিত্রের প্রভাবেই তাদের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি হয়েছিলো। ফলে আল্লাহর বান্দাহদের জন্য তারা দয়া-অনুগ্রহ দেখাতো এবং অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে তাদের সেবা করতো।

৫২. 'রাহবানিয়াত' শব্দটি 'রাহবান'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। 'রাহিব' ও 'রাহবান' শব্দদ্বয়ের অর্থ 'ভীত' বা 'ভয়' করে। এ অর্থের দিক থেকে 'রাহবানিয়াত' বলা হলে অর্থ হবে ভীতদের পথ বা পছা। হযরত ঈসা আ.-এর পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত ধনাঢ্য ও ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করে। বনী ইসরাঈলের মধ্যকার হকপছী আলেমগণ এবং সৎকর্মশীল লোকেরা এ পাপাচার ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শাসক শ্রেণী তাদের অনেককে হত্যা করে। যে কয়জন প্রাণে বেঁচে যায়, তাঁরা তাঁদের দীন ও ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যে লোকালয় থেকে দূরে চলে গেলেন এবং আল্লাহর ভয়ে সমস্ত আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে, বিয়ে শাদী না করে

رَضَوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ

আল্লাহর সন্তুষ্টি<sup>৩৩</sup>, কিন্তু তা-ও তারা মেনে চলেনি, যথাযোগ্যভাবে যেভাবে তা মেনে চলা প্রয়োজন ছিলো<sup>৩৪</sup>;  
তবে তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলো আমি তাদেরকে তাদের পুরস্কার দান করেছি;

حَقٌّ - সন্তুষ্টি-রَضَوَانَ-اللَّهُ ; কিত্ব তা-ও তারা মেনে চলেনি ;  
-যথাযোগ্যভাবে ; رَعَوْهَا- (رعاية+ها)-যেভাবে তা মেনে চলা প্রয়োজন ছিলো ;  
-ঈমান-آمَنُوا ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; فَاتَيْنَا-(ف+اتينا)-তবে আমি দান করেছি ;  
-তাদের পুরস্কার ; (اجر+هم)-أَجْرَهُمْ ; (من+هم)-مِنْهُمْ ; এনেছিলো ;

এমনকি বৈধ ভোগ্য সামগ্রীও গ্রহণ না করে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থেকে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বসবাসের জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ করাকেও নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করে নেয় এবং পাহাড়-জঙ্গল বা যাযাবরদের ন্যায় ভবঘুরে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যেহেতু আল্লাহর ভয়ে এসব পথ-পন্থা গ্রহণ করে সে জন্য তাদেরকে রাহিব (ভীত) এবং তাদের গৃহীত পথ ও পন্থাকে 'রাহবানিয়াত' তথা সন্ন্যাসবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৫৩. অর্থাৎ 'রাহবানিয়াত' তথা বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ আমি তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি ; বরং তারাই আমার সন্তোষ লাভের আশায় নিজেরাই এটা উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় তা হলো, দুনিয়াতে আগত নবী-রাসূলদের প্রচারিত কোনো ধর্মেই বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ বিধিবদ্ধ ছিলো না। ইসা আ.-এর পর তার অনুসারীদের মধ্যকার কতক লোকই এ বিদআত-এর সূচনাকারী। সকল নবীর দীন ছিলো ইসলাম। আর ইসলামে বৈরাগ্যবাদ কখনো বিধিবদ্ধ ছিলো না। খ্রিস্টানরাই এর প্রবর্তক। রাসূলুল্লাহ সা.-এর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন—“ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই।” তিনি আরো বলেছেন—“আল্লাহর পথে জিহাদ করাই এ উম্মতের 'রাহবানিয়াত' বা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ।”

হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তিনজন সাহাবীর মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সদা-সর্বদা সারারাত নামাযে কাটিয়ে দেবো।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি অবিরাম রোযা রাখবো।' তৃতীয়জন বললেন—'আমি কখনো বিয়ে করবো না এবং নারীদের সাথে কোনো সম্পর্কই রাখবো না।' সাহাবা তিন জনের এসব কথা শুনে তিনি ইরশাদ করলেন—“আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করি ; কিন্তু (নফল) রোযাও রাখি ; রোযা না রেখেও থাকি এবং রাতের বেলা নামাযও পড়ি, নিদ্রাও যাই ; আমি নারীদের বিয়েও করি—এটাই আমার সূনাত। যে ব্যক্তি আমার সূনাতকে অপছন্দ করে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

وَكَثِيرٍ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ

আর তাদের অধিকাংশই হলো পাপাচারী। ২৮. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ সা.)-এর প্রতি ঈমান আনো—<sup>৫৭</sup>

২৮. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا-আর; فَسِقُونَ-পাপাচারী; (من+هم)-তাদের; مِّنْهُمْ-অধিকাংশই হলো; اتَّقُوا-আর; اللَّهُ-আল্লাহকে; وَآمِنُوا-এবং; بِرَسُولِهِ-রাসূল (মুহাম্মদ সা.)-এর প্রতি;

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলতেন- “তোমরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করো না, তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন; একটি জাতি কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন; তারা এবং তাদের অবশিষ্ট লোকেরা গীর্জা ও উপাসনালয়ে বর্তমান আছে।” (আবু দাউদ)

৫৪. এখানে খ্রিষ্টানদের দু'টো বিভ্রান্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাদের প্রথম বিভ্রান্তি হলো, তারা নিজেদের ওপর এমন সব কঠোর বিধি-বিধান আরোপ করে নিয়েছিলো, যা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধী এবং এসব বিধি-বিধান আল্লাহ তাদের ওপর আরোপ করেননি। আর ঈসা আ.-ও তাদেরকে এমন কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেননি। তারা নিজেরাই এসব কঠোরতা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিয়েছে।

তাদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো, তারা যেসব বিধি-বিধান নিজেদের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে চাপিয়ে নিয়েছিলো, তারা সেসব বিধি-নিষেধ পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে এসব বিধি-নিষেধ ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখানে এমন কিছু মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তারা যদি তাদের অবলম্বিত বৈরাগ্যবাদের বিধি-নিষেধগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে পারতো, তাহলে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে সামর্থ হতো। কেননা, বৈরাগ্যবাদের সাথে ইসলামের কোনো দূরতম সম্পর্ক-ও নেই। কোনো নবী-রাসূলই এ ধরনের কোনো কঠোরতা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেননি। তাদের এসব কর্মকাণ্ড যেহেতু তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত, তাই এ পথে আখিরাতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। দুনিয়াতেই বৈরাগ্যবাদের ব্যর্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের আচার-আচরণ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে তাঁর গযব খরিদ করে নিয়েছে।

বৈরাগ্যবাদীদের কলংকজনক ঘটনায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য তাফহীমুল কুরআন ১৬ খণ্ড সূরা হাদীদের টীকা ৫৪ দ্রষ্টব্য।

৫৫. “হে যারা ঈমান এনেছো”—এ আয়াতে সেসব মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে शामिल হয়েছে।



يُؤْتِكُمْ كُفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

তিনি তাঁর রহমত থেকে তোমাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন আর তোমাদেরকে এমন নূর দান করবেন যা নিয়ে তোমরা চলাফেরা করবে<sup>৩৩</sup>, এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন<sup>৩৪</sup>;

- رَحْمَتِهِ - থেকে ; - مِنْ - দ্বিগুণ ; - كُفْلَيْنِ - তিনি তোমাদেরকে দেবেন ; - (يُؤْتِكُمْ) - (يُؤْتِكُمْ) - তোমাদেরকে ; - لَكُمْ - তোমাদেরকে ; - نُورًا - দান করবেন ; - وَيَجْعَلْ - আর ; - وَ - তোমাদেরকে ; - (رَحْمَةً) - তাঁর রহমত থেকে ; - وَيَغْفِرْ - এবং ; - وَ - যা নিয়ে ; - بِهٍ - তোমরা চলাফেরা করবে ; - تَمْشُونَ - এমন নূর ; - نُورًا - ক্ষমা করে দেবেন ; - لَكُمْ - তোমাদেরকে ;

তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা যারা মৌখিকভাবে ঈমান এনেছো, তোমরা সরল মনে নিষ্ঠার সাথে ঈমান গ্রহণ করো এবং ঈমানের হক আদায় করো এভাবে তোমরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। একটি পুরস্কার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য। দ্বিতীয় পুরস্কার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে ইসলামের খেদমত করা ও ঈমানের ওপর সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। সূরা সাবা ৩৭ আয়াতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দেবে ; অবশ্য যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, তারাই তাদের কাজের বহুগুণ পুরস্কার পাবে এবং তারা (জান্নাতের) কক্ষগুলোতে নিরাপদে থাকবে।” সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

তাকসীরকারদের এক দলের মতে, আলোচ্য আয়াতে সেসব লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা প্রথমে হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলো অতপর মুহাম্মদ সা.-এর আবির্ভাব হলে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে—একটি পুরস্কার ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য, আর অপর পুরস্কার মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য। সূরা আল কাসাস-এর ৫২ থেকে ৫৪ আয়াতে এর সমর্থন রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—“ইতিপূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এর (কুরআনের) প্রতি বিশ্বাস করে। যখন তাদের সামনে এটা (কুরআন) তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে—আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য, আমরা তো এর আগেও মুসলিম ছিলাম। এদের সবরের কারণে এদের দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা ভালো দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।” এ ছাড়া হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসেও এর প্রতি সমর্থন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে, তার মধ্যে একজন সে ব্যক্তি যে আগেকার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিলো, অতপর মুহাম্মদ সা.-এর প্রতিও ঈমান এনেছে।

এখানে উভয় ব্যাখ্যাই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব উভয় ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।



৪. হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগে দুনিয়াতে হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ তা'আলা রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

৫. হযরত ঈসা আ.-এর সঠিক অনুসারীদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির প্রতি দয়া-অনুগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, যার ফলে তারা দুনিয়াতে মানব সেবার কাজে উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলো।

৬. পরবর্তীকালে ঈসা আ.-এর অনুগত লোকেরা তাঁর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে রাহবানিয়াত তথা বৈরাগ্যবাদ-এর বিদআত উদ্ভাবন করেছিলো, যা আল্লাহ তা'আলার বিধান ছিলো না।

৭. কোনো নবী-রাসূল বৈরাগ্যবাদ-এর শিক্ষা দান করেননি এবং এটা কোনো কালেই ইসলামের বিধান ছিলো না।

৮. বৈরাগ্যবাদ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিরোধী একটি ভ্রান্ত মতবাদ। এর দ্বারা কখনো আল্লাহর সন্তোষ অর্জন সম্ভব নয়।

৯. মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধী কোনো বিধান ইসলামের বিধান হতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে তা যতই ভালো মনে হোক না কেনো।

১০. কোনো নবী-রাসূলের প্রচারিত ধর্ম মানব প্রকৃতির বিরোধী ছিলো না। সুতরাং নবী রাসূলদের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিধানের মাধ্যমে আখিরাতে মুক্তি সম্ভব নয়।

১১. হযরত ঈসা আ.-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়াতকাল পেয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলো, তাঁরা আখিরাতে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে—একটি ঈসা আ.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য। অপরটি মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য।

১২. আল্লাহ তা'আলা নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুতাকীদদেরকে দুনিয়াতে দীনী-ইলমের নূর দান করবেন, যার সাহায্যে তারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে সমর্থ হবে এবং হকের পথে সহজেই চলতে পারবে।

১৩. আল্লাহ তা'আলা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের ঈমান গ্রহণের আগের সকল গুনাহ এবং পরের অনিচ্ছাকৃত সকল ঋণ-বিদ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

১৪. আল্লাহ তা'আলার চেয়ে ক্ষমাশীল এবং দয়াময় আর কেউ নেই—হতে পারে না।

১৫. আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভ করার জন্য তিনি ছাড়া আর কারো দ্বারস্থ হওয়ার-কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ তাঁর এ ক্ষমতা একমাত্র তাঁর নিজের হাতেই রয়েছে।

১৬. আল্লাহ যাকে চান তাকে তাঁর দয়া-অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

১৭. আল্লাহ মহান, তিনি তাঁর অনুগ্রহ, ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণভাবে তার মাখলূকের প্রতি বর্টন করেন।



## সূরা আল মুজাদালা-মাদানী

আয়াত : ২২

রুক' : ৩

## নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের 'তুজাদিলুকা' শব্দ থেকে এর নাম 'মুজাদালাহ' বা 'মুজাদিলাহ' রাখা হয়েছে। 'মুজাদালা' অর্থ বিতর্ক বা আলোচনা ; আর 'মুজাদিলাহ' অর্থ বিতর্ককারিণী। এ নামকরণের দ্বারা সেই মহিলার দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যে তার স্বামীর যিহারের ঘটনা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট পেশ করে তার সমাধানের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন যাতে সে এবং তার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

## নাযিলের সময়কাল

হাদীসের কোনো বর্ণনা দ্বারা এ সূরার নাযিলকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে সূরা আহযাবের ৪র্থ আয়াতে উল্লিখিত যিহার সম্পর্কিত প্রাথমিক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, এ সূরা ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত আহযাব যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে। সূরা আহযাবের উল্লিখিত আয়াতে যিহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া গেছে। সেখানে যিহারের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়নি।

অতপর আলোচ্য সূরায় যিহারের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, আলোচ্য সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসের পরে নাযিল হয়েছে।

## আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য সূরায় তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একটি সুসভ্য জাতি হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাদের এসব সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠা অত্যন্ত জরুরী ছিলো।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে এ সূরার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে—

এক : তৎকালীন জাহেলী সমাজে একটি কুপ্রথা প্রচলিত ছিলো যে, তারা স্ত্রীদের সাথে মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীদেরকে বা স্ত্রীদের শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাদের মায়েদের সাথে বা মায়েদের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে নিজেদের জন্য চিরতরে হারাম করে নিতো। মুসলমানদের কারো কারো মধ্যে এ কুপ্রথা তখনো বিদ্যমান ছিলো। এটাকে শরয়ী পরিভাষায় 'যিহার' বলা হয়। হযরত আওস ইবনে সামিত রা. একবার তাঁর স্ত্রী খাওলা রা.-কে বললেন—তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের মতো অর্থাৎ হারাম। এ ঘটনার পর হযরত খাওলা রা. এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানার জন্য রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট গেলেন। অত্র সূরার প্রথম দিকের ৬টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যিহারের শরয়ী বিধান নাযিল করেছেন।

দুই : এরপর থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত মুনাফিকদের আচরণের তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নানারকম গোপন শলা-পরামর্শ করতো। তারা রাসূলুল্লাহ সা.-কে ইয়াহুদীদের মতো সালাম দিতো, যার দ্বারা বদ দোয়ার অর্থ বুঝাতো। এ পর্যায়ে আব্দুল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সজ্ঞানা দিয়েছেন যে, মুনাফিকরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব তোমরা আব্দুল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে নিজের কাজ করে যাও। মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের পারস্পরিক শলা-পরামর্শ হবে দীনী কাজ এবং তাকওয়া বা পরহেযগারী অর্জনের জন্য। গুনাহ, যুলুম ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে শলা-পরামর্শ করা মুসলমানদের কাজ হতে পারে না।

তিন : অতপর সূরার ১১ থেকে ১৩ আয়াতে মুসলমানদের কিছু কিছু সামাজিক আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তাদেরকে মজলিসের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেমন কোনো মজলিসে আগে আসা লোকেরা নিজেরা নড়েচড়ে বসে পরে আসা লোকদেরকে জায়গা করে দেয়া। রাসূলুল্লাহ সা.-এর মজলিসে এমন অবস্থা হতো যে, আগে আসা লোকেরা নিজ নিজ স্থানে অনড় হয়ে বসে থাকতো। অথচ ভেতরে তখনো অনেক জায়গা থাকতো। তখন পরে আসা লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকতো অথবা অন্যদেরকে ডিঙিয়ে ভেতরে যেতে হতো। এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। এ ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নড়েচড়ে বা একটু গুটিয়ে বসে পরে আসা লোকদেরকে স্থান করে দাও।

চার : মুসলমানদের আর একটি শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যখন কোনো প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট যাও, তখন অনর্থক বসে না থেকে নিজের প্রয়োজন সেরে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলে যাও। কারণ সেখানে অনর্থক বসে থাকা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে উঠে যেতে বললে তোমাদের নিকট খারাপ লাগবে ; আর ইংগীতে তোমাদেরকে উঠে যাওয়ার কথা বললেও তোমরা তা শুনেও বুঝতে চেষ্টা করবে না। তাঁর সময় তো অনেক মূল্যবান, তাঁকে আরো অনেককে সময় দিতে হয়, সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পাঁচ : মানুষের আরেকটি অপছন্দনীয় আচরণ হলো—নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে অযথা একান্তে কথা বলার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথেও তখনকার মুসলমানদের একান্তে কথা বলার প্রবণতা ছিলো। এতে তাঁর কষ্ট হতো। তাদের এ আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য আব্দুল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে কথা বলার আগে সাদকা দান করা বাধ্যতামূলক করে নির্দেশ জারী করেছেন। অতপর যখন মানুষের এ অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সংশোধন হয়ে গেলো, তখন রাসূলের সাথে আলোচনার আগে সাদকা প্রদানের নির্দেশও রহিত হয়ে গেলো।

ছয় : সূরার ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত যথার্থ নিঃস্বার্থ মু'মিনের মানদণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মু'মিন, মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী মানুষ সব মিলেমিশে গিয়েছিলো। কিছু কিছু মুসলমান ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। তারা স্বার্থের খাতিরে ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও কুষ্ঠাবোধ করে না। তারা ইসলামের মধ্যে নানা রকম সন্দেহ-সংশয় খুঁজে বেড়ায় এবং সেসব প্রচার করে মানুষকে ঈমানের পথে আসতে বাধা প্রদান করে। তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় ও ঈমানের মিথ্যা দাবীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।

অপরদিকে খাঁটি মুসলমানরা দীনের ব্যাপারে কারো সাথে আপোষ করে না। যারা আদ্বাহর দীনের শত্রু তাদেরকে তাঁরা নিজেদের শত্রু বলে মনে করে। যদিও দীনের শত্রুতাকারীরা তাদের মাতা-পিতা, ভাই-বেরাদার বা স্ত্রী-পুত্র, পরিজন তথা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হোক না কেনো। এ শ্রেণীর মুসলমানদের অন্তরে আদ্বাহ তা'আলা ঈমানকে দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাদের জন্য রুহানী শক্তি দান করেছেন। যার ফলে তারা আদ্বাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জান্নাত লাভের যোগ্যতা লাভ করেছে। আদ্বাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আদ্বাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আখিরাতে এমন লোকেরাই হবে সফলকাম।



রুকু'-৩

৫৮. সূরা আল মুজাদালা-মাদানী

আয়াত-২২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

﴿ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ تَوَلّٰی الَّذِیْ نَجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا وَتَشْكٰی ﴾

১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার (সেই স্ত্রীলোকটির) কথা শুনেছেন<sup>১</sup>, যে তার স্বামী সম্পর্কে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং ফরিয়াদ করছে

اِلَى اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ﴿۳﴾ الَّذِیْنَ

আল্লাহর কাছে ; আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেছেন<sup>২</sup> ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা । ২. যারা

﴿۳﴾-নিঃসন্দেহে শুনেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; تَوَلّٰی-কথা ; الَّذِیْ-তার (সেই স্ত্রীলোকটির) যে ; نَجَادِلُكَ-আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে ; فِیْ-সম্পর্কে ; زَوْجِهَا-তার স্বামী ; وَ-এবং ; تَشْكٰی-ফরিয়াদ করছে ; اِلَى-কাছে ; تَحَاوُرُكُمْ-আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা ; يَسْمَعُ-শুনেছেন ; وَاللّٰهُ-আল্লাহ ; سَمِیْعٌ-সর্বশ্রোতা ; بَصِیْرٌ-সর্বদ্রষ্টা ; الَّذِیْنَ-যারা ;

১. আল্লাহ তাআলা স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন—অর্থাৎ তার দোয়া কবুল করেছেন এবং তাকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন ।

২. আয়াতে ইংগীতে উল্লিখিত স্ত্রীলোকটি ছিলেন হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.। তিনি তাঁর স্বামী হযরত আওস ইবনে সামেত রা.-এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খেদমতে হাজির হয়েছেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর সাথে যিহার করেছেন, এখন তাঁর ও তাঁর সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য খরচাদি কিভাবে চলবে। আল্লাহর কাছেও তিনি বারংবার এ সমস্যার সমাধানের জন্য দোয়া করতে থাকেন। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। অতপর আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিলের মাধ্যমে যিহারের পূর্ণাঙ্গ বিধান নাযিল করেন।

এ ঘটনার পর সাহাবায়ে কিরামের কাছে হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.-এর সম্মান মর্যাদা অত্যন্ত বেড়ে যায়। কেননা তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার এবং সেমতে ওহী নাযিলের মাধ্যমে যিহারের পূর্ণাঙ্গ বিধান দেয়ার এ ব্যাপার কোনো ছোট ব্যাপার ছিলো না।





لَعَفُو غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ ۝ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا

নিশ্চিত গুনাহ মাফকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল ১৩. আর যারা<sup>১</sup> নিজেদের স্ত্রীদের কারো সাথে যিহার করে, অতপর যা তারা বলেছে তা থেকে ফিরে আসতে চায়<sup>২</sup>,

‘لَعَفُو’-(ل+عفو)-নিশ্চিত গুনাহ মাফকারী ; ‘غَفُورٌ’-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ১৩. ‘وَالَّذِينَ’-আর ; ‘يَظْهَرُونَ’-যিহার করে ; ‘مِنْ نِسَائِهِمْ’-নিজেদের স্ত্রীদের ; ‘ثُمَّ يَعُودُونَ’-অতপর ; ‘لِمَا قَالُوا’-তারা বলেছে ;

জাহেলী সমাজে এটা তালাকের চেয়ে কঠোর ছিলো। এভাবে স্ত্রীকে হারাম করার উদ্দেশ্যে তাকে মা, বোন বা মেয়ে তথা ‘বিবাহ নিষিদ্ধ’ কোনো স্ত্রীলোকের সাথে তুলনা করাকে ‘যিহার’ বলা হয়। আরবরা তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায় বলে মনে করতো, কিন্তু স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর তাকে চিরতরে হারাম বলে মনে করতো।

৪. অর্থাৎ কোনো মূর্খ তার স্ত্রীকে মুখে মুখে ‘মা’ বলে ফেললে স্ত্রী ‘মা’ হয়ে যায় না ; কারণ ‘মা’ একমাত্র সেই মহিলা যিনি তাকে প্রসব করেছেন। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির নীতি-নৈতিকতা ও আইন-কানুন ইত্যাদি কোনো বিচারেই স্ত্রী ‘মা’ হতে পারে না। এটা যিহার সম্পর্কে আল্লাহর ফায়সালা।

৫. অর্থাৎ যিহার-এর কোনো বৈধতা নেই বরং এটা একটা অপছন্দনীয় ও অসার-মিথ্যা কথা। কেউ যদি স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, তার জন্য বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার কথা কোনো সুশীল-সভ্য মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দেয়ারও কোনো অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। একজন নারীকে কিছুদিন স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করবে, আবার চাইলেই তাকে মায়ের মর্যাদা দান করবে এমন অধিকার আল্লাহ তাকে দেননি। কেননা সে আইন রচয়িতা নয়, আইনের রচয়িতা একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা দাদী, নানী, শাশুড়ী দুধমাতা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রীগণকেই শুধুমাত্র মাতৃত্বের মর্যাদায় আসীন করেছেন। স্ত্রীতো দূরের কথা দুনিয়ার কোনো নারীকেই এ মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না। অতএব ‘যিহার’ করা একটা অর্থহীন গুনাহের কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা গুনাহ মাফকারী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল হওয়ার কারণে তোমাদের যিহারের মতো জঘন্য গুনাহ ও মিথ্যার জন্য তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তোমাদের এ গুরুতর অপরাধের জন্য একটি ইবাদাতকে লঘু শাস্তি হিসেবে আবশ্যিক করে দিয়েছেন। এতে গোলাম আযাদের বিধান দিয়ে আর্থিক শাস্তি অপরাগতায় দু’ মাস লাগাতার রোযা রাখার বিধান দিয়ে শারীরিক শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। এর সামর্থ না থাকলে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য দানে লঘু শাস্তির মাধ্যমে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেয়া হয়েছে।

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ

তখন একে অপরকে স্পর্শ করার আগে তারা যেন একটি গোলাম আযাদ করে দেয় ; এটা  
এজন্য যে, এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; আর আত্মাহ হলেন—

فَتَحْرِيرُ-তখন যেন তারা আযাদ করে দেয় ; رَقَبَةٍ-একটি গোলাম ; مِّن قَبْلِ-আগে ;  
تَوْعَظُونَ ; (ذا+ل+কম)-এটা এজন্য যে ; أَنْ يَتَمَاسًا-একে অপরকে স্পর্শ করার ;  
-তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; بِهِ-এর দ্বারা ; وَاللَّهُ-আত্মাহ হলেন ;

৭. যিহারের শরয়ী বিধানের বর্ণনা এখন থেকে শুরু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে যিহারের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, সেসব ঘটনার সমাধান তিনি এসব আয়াতের বিধান থেকেই দিয়েছিলেন। তাঁর সেসব সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান রচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়কালে যিহার-এর চারটি ঘটনা হাদীস থেকে জানা যায়। এর মধ্যে প্রথম ঘটনা হলো আওস ইবনে সামেত আনসারী রা. ও তাঁর স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.-এর ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনার ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। এসব ঘটনা হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে জানা যায়। এসব হাদীস থেকে আলোচ্য আয়াতসমূহের যিহার সম্পর্কিত বিধান ভালোভাবে জানা যায়।

৮. অর্থাৎ যিহার করার দ্বারা স্ত্রীকে হারাম করার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তা পরিবর্তন করতে চায় তথা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়, তাহলে এর কাফ্ফারা হিসেবে একটি গোলাম বা ক্রীতদাস আযাদ করতে হবে।

এ থেকে জানা গেলো যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ 'যিহার' কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন গুনাহ যার কাফ্ফারা হলো তাওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে 'লা-আফুউন গাফুর' বলে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। তাই যিহার করার পর যদি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা জায়েয নয়। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া ওয়াজিব। স্বামী যদি স্বেচ্ছায় এতে রাজী না হয় তাহলে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিয়ে তাকে বাধ্য করতে পারে।

৯. অর্থাৎ তোমাদেরকে সুসভ্য ও রুচিশীল মানুষে উন্নীত করার জন্য এটা তোমাদের জন্য উপদেশ বাণী। যাতে তোমরা জাহেলী আচার-আচরণ থেকে ফিরে আস। স্ত্রীর সাথে তোমাদের বিবাদ হবে ভদ্র ও রুচিশীল মানুষের মতো। স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে যদি উপায় না থাকে তাহলে সরাসরি শরীয়তের নিয়ম অনুসারে তালাক দাও। মু'মিনরা যিহারের মতো জাহেলী নীতির অনুসারী হতে পারে না।



কোনো মহিলা যদি পুরুষের মতো তার স্বামীকে বলে যে, তুমি আমার জন্য আমার 'পিতার মতো' অথবা যদি বলে, 'আমি তোমার জন্য তোমার মায়ের মতো' তাহলে স্ত্রীর এ বক্তব্য যিহার হিসেবে গণ্য হবে না।

তিন : সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সজ্ঞান ব্যক্তির হাসি-তামাশা, আদর-সোহাগী বা স্বাভাবিক অবস্থায় যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণ করলেই তা যিহার বলে গণ্য হবে।

চার : বিবাহিতা স্ত্রীর সাথেই শুধুমাত্র যিহার করা যায়। কেউ যদি কোনো নারীকে বলে যে, 'আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তাহলে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো' এরূপ ক্ষেত্রে সে যখনই সেই নারীকে বিয়ে করুক না কেনো, কাফ্ফারা আদায় ছাড়া তাকে স্পর্শ করা তার জন্য বৈধ হবে না। হযরত উমর রা.-এর ফতোয়া এটাই ছিলো।

পাঁচ : হানাফী ও শাফেয়ী আইনবিদদের মতে সময়-নির্দিষ্ট যিহার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করার জন্য কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে যিহারের হুকুম অকার্যকর হয়ে যাবে।

ছয় : শর্তযুক্ত যিহারের শর্ত ভঙ্গ হলেই কাফ্ফারা দিতে হবে।

সাত : একাধিকবার যিহারের বাক্য উচ্চারণ করলে তা একই বৈঠকে হোক বা বিভিন্ন বৈঠকে—যতবার বলা হবে ততবার কাফ্ফারা দিতে হবে।

আট : একাধিক স্ত্রীর সাথে এক সাথে যিহার করলে প্রত্যেককে হালাল করার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে।

নয় : একবার যিহারের কাফ্ফারা দেয়ার পর পুনরায় যিহার করলে পুনরায় কাফ্ফারা দিতে হবে।

দশ : কাফ্ফারা দেয়ার আগেই স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা গুনাহ। কেউ যদি এমন করে তবে তাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে তার একাজের জন্য আত্মাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং এমন কাজ না করা উচিত।

এগার : হানাফীদের মতে স্ত্রীকে সেসব নারীর সাথে তুলনা করলেই যিহার হবে যারা বংশ, দুধপান অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে চিরস্থায়ীভাবে হারাম। যেসব নারী অস্থায়ীভাবে হারাম এবং কোনো সময় হালাল হতে পারে, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বার : "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।" যিহারের সুস্পষ্ট বাক্য এটাই। আরবদের মধ্যে যিহারের বাক্য এটাই ছিলো, এ সম্পর্কেই কুরআনে নাখিল হয়েছে। এটা ছাড়া অন্য বাক্য দ্বারা যিহার গণ্য হবে অথবা হবে না, তা নির্ভর করবে উক্ত বাক্যের বক্তার নিয়তের ওপর।

তের : কোনো ব্যক্তি যিহার করার পর যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় তাহলেই তাকে কাফ্ফারা দিয়ে হরমত বা নিষিদ্ধতা দূরীভূত করতে হবে, যে নিষিদ্ধতা যিহার

করার কারণে বলবৎ হয়েছিলো। অতএব কেউ যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে না চায় তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

চৌদ্দ : কাফ্ফারা দেয়ার আগে কোনো যিহারকারী ব্যক্তির জন্য স্ত্রীর সাথে শুধুমাত্র সহবাস করাই হারাম নয়। বরং কামভাবের সাথে তাকে স্পর্শ করাও হারাম।

পনর : কোনো ব্যক্তি যদি যিহার করার পর স্ত্রীকে তালাক দেয় অতপর রাজায়াত করে তথা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে, তারপরও কাফ্ফারা দেয়ার আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করা তার জন্য জায়েয হবে না। তালাকে বায়েন-এর পর স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করার পরও কাফ্ফারা দেয়ার আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করা তার জন্য জায়েয হবে না। এমনকি তিন তালাক দেয়ার পর যদি স্ত্রীর অন্যের সাথে বিবাহ হয় এবং সে স্বামী মারা যায় বা সে স্বামীও তাকে তালাক দেয় অতপর যিহারকারী স্বামী তাকে পুনঃ বিবাহ করে তাহলেও কাফ্ফারা দেয়ার আগে স্বামীর জন্য তাকে স্পর্শ করা জায়েয হবে না।

ষোল : যিহারকারী স্বামীকে কাফ্ফারা দেয়ার আগে নিজেকে স্পর্শ করতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। তাই স্বামী কাফ্ফারা না দিলে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিয়ে কাফ্ফারা দিয়ে স্বামীকে বাধ্য করতে পারবে। আদালতের নির্দেশ অমান্য করলে আদালত তাকে প্রহার বা কারাদণ্ড অথবা উভয় প্রকার শাস্তি দিতে পারবে।

সতের : কাফ্ফারার তিন প্রকারের কোনোটার সামর্থ না থাকলে সমাজের লোকদের উচিত, তারা যেন তৃতীয় কাফ্ফারা শোধ করতে তাকে সাহায্য করে। অর্থাৎ অন্ততপক্ষে সে যেন ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করে নিজের ওপর হারামকৃত স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করে নিতে পারে।

আঠার : কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলিম বা অমুসলিম যে কোনো প্রকার দাস বা দাসী মুক্ত করা যাবে।

উনিশ : দাস-দাসী মুক্ত করা সম্ভব না হলে দু'মাস লাগাতার রোযা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে চান্দ্র মাসের হিসাব ধর্তব্য হবে। চান্দ্র মাসের মাঝামাঝি থেকে রোযা শুরু করলে ৬০ (ষাট) দিন রোযা রাখতে হবে।

এ ষাট দিনের মধ্যে—রোযা রাখা নিষিদ্ধ এমন দিন না পড়ে, রোযা শুরু করার আগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এ ষাট দিনের মধ্যে কোনো ওযর বশত বা বিনা ওযরে রোযা ভঙ্গ করলে, পুনরায় প্রথম থেকে রোযা শুরু করতে হবে।

রোযা ষাটটি পূর্ণ হওয়ার আগে যিহারকারী যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করে তাহলে রোযার ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে।

বিশ : স্মরণীয় যে, কাফ্ফারার প্রথম প্রকার অসম্ভব হলেই, দ্বিতীয় প্রকার এবং এটা অসম্ভব হলেই তৃতীয় প্রকার তথা ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে।



وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَنْ آبِ مِهْمِينَ ۝ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ

আর আমি তো নিঃসন্দেহে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ; আর (সেসব আয়াত) অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি ১৫ ৬. যেদিন পুনর্জীবিত করবেন

جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

আল্লাহ তাদের সকলকে, (সেদিন) তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন সে সম্পর্কে যা তারা করতো ; আল্লাহ তা সত্যে সংরক্ষণ করে রেখেছেন, অথচ তারা তা ভুলে গিয়েছে" ; আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা ।

و-আর ; وَقَدْ-আমি তো নিঃসন্দেহে নাযিল করেছি ; آيَاتٍ-আয়াতসমূহ ; بَيِّنَاتٍ-সুস্পষ্ট ; وَ-আর ; لِلْكَافِرِينَ-(ল+আল+কফরিন)- (সেসব আয়াত) অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; مُهِينٌ-অপমানকর ১ ৫ ৬-যেদিন ; يُبْعَثُهُمْ-(+)- (সেদিন) তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; يَوْمَ-যেদিন ; يُبْعَثُهُمْ-(+)- (সেদিন) তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; عَمِلُوا - তারা করতো ; اللَّهُ-আল্লাহ ; جَمِيعًا-সকলকে ; شَهِيدٌ-(সেদিন) তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন ; نَسُوهُ-তারা তা ভুলে গিয়েছে ; أَحْصَاهُ-(আহসী+হ)-সমস্ত সংরক্ষণ করে রেখেছেন তা ; وَاللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-অথচ ; نَسُوهُ-(নসো+হ)-তারা তা ভুলে গিয়েছে ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ হলে ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ-সকল বিষয়ে ; شَهِيدٌ-সম্যক দ্রষ্টা ।

১৫. এখানে আল্লাহর সীমারেখা লংঘনকারী এবং নিজেদের মনগড়া আইনের অনুসরণকারীর শাস্তির ধরন বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের এ কাজের জন্য পূর্ববর্তী নবীগণের অবাধ্য উন্মত্তদের পরিণতি ভোগ করতে হবে। তারা যেভাবে আল্লাহর রহমত থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা, বিভ্রান্তি, অনাচার, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে, তেমনি উন্মত্তে মুহাম্মাদীও যদি তাদের পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের পরিণতিও ওদের চেয়ে ভিন্ন হবে না।

১৬. এ আয়াতের প্রথমাংশে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাহলো দুনিয়ার শাস্তি। আর শেষাংশে বলা হয়েছে আখিরাতের শাস্তির কথা। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য এ উভয় শাস্তি দেয়া হবে।

১৭. অর্থাৎ আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে নিজেদের মনগড়া আইন তৈরী করে আল্লাহ বান্দাদেরকে সে আইন মানতে বাধ্য করা এবং তার ফলে দুনিয়াতে যেসব বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে—এসব আল্লাহ তাঁর রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করে রাখছেন। যদি অপরাধীরা এ কাজকে গুরুত্বহীন মনে করে ভুলে যাক না কেনো। তাদের ধারণায় এসব কাজ যদিও গুরুত্বহীন হোক না কেনো, আল্লাহর কাছে কোনো কাজই গুরুত্বহীন নয়। আখিরাতে তাদের ছোট-বড় সকল অপরাধ তাদের সামনে পেশ করা হবে।

### ১ম রুকু' (১-৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সূরার প্রথম আয়াতে ইংগীতকৃত ত্রীলোকটি ছিলেন হযরত আওস ইবনে সামেত রা.-এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা রা.।
২. এ সূরায় যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান নাযিল হয়েছে। বিবাহিতা স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার উদ্দেশ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ চিরমুহরিমাত মহিলাদের সাথে অথবা স্ত্রীর কোনো অঙ্গকে তাঁদের কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়। 'যিহার' একটি জাহেলী রেওয়াজ। কোনো মু'মিনের জন্য একাজ শোভনীয় নয়।
৩. কোনো সঙ্গত কারণে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইসলামের অনুমোদিত বিধান 'তালাক'। 'তালাক' দেয়ার ক্ষেত্রেও তালাকের 'সুনাত' পদ্ধতি অনুসরণ করা মু'মিনদের কর্তব্য।
৪. 'যিহার' করতে গিয়ে যে বাক্য উচ্চারণ করা হয়, তা উচ্চারণ করাতে দূরের কথা একরূপ কথা কল্পনা করাও কোনো সুসভ্য মানুষের পক্ষে সংগত নয়।
৫. কাউকে মুখে মুখে 'মা' বলে ডাকলে অথবা মায়ের মতো মনে করলেই সে মহিলা মা হয়ে যেতে পারে না। 'মা'-তো তিনিই যিনি তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং প্রসব করেছে।
৬. শরয়ী আইনের রচয়িতা হলেন আল্লাহ। তিনি মায়ের সাথে যেসব নারীকে মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন, তারা হলেন—দাদী, নানী, শাশুড়ী, দুধমা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ।
৭. কোনো মূর্খ যদি স্ত্রীর সাথে যিহার করে বসে, তার এ আচরণের দ্বারা তার স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাবে না; বরং তার এ মূর্খতাসুলভ কাজের জন্য তাকে কিছু দণ্ড দিতে হবে।
৮. 'যিহার'-এর প্রথম দণ্ড হলো একজন ক্রীতদাসকে আযাদ করে দিতে হবে এবং তা করতে অসমর্থ হলে চাক্রমাসের দু'মাস অথবা ৬০দিন লাগাতার রোযা রাখতে হবে। ষাট দিন রোযা রাখতে অসমর্থ হলে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বেলার খাদ্য দান করতে হবে।
৯. ষাট দিনের রোযা শেষ হওয়ার আগে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। যদি তা করে তবে পুনরায় নতুন করে রোযা রাখতে হবে।
১০. 'যিহার'-এর এ নির্ধারিত দণ্ড মুসলিম জাতিকে সুসভ্য ও রুচীবান মানুষে উন্নীত করার জন্য।
১১. কেউ যদি 'যিহার' করার পর তার কাফফারা পরিশোধ না করে স্ত্রীকে স্পর্শ করে তা দুনিয়ার কেউ না জানলেও আল্লাহ তা জানেন এবং যথাসময়ে তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।
১২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের ছোট-বড় সকল কাজই সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখছেন। সুতরাং আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে না।
১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন করার কোনো অধিকার কোনো মু'মিনের থাকে না। আবার আল্লাহর বিধানের বিরোধী কোনো মানব রচিত বিধানকে উত্তম মনে করে তার অনুসরণকারী মু'মিন থাকতে পারে না।
১৪. যারা আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো মানব রচিত বিধান অনুসরণ করে এবং আল্লাহর বিধান মানতে অন্যাকে বাধা দেয়, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানেই শাস্তি রয়েছে।
১৫. আল্লাহর বিধানের বিরোধী লোকদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্ছনা এবং আখিরাতে অপমানকর শাস্তি। এটাই হবে তাদের চরম শাস্তি, যা থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না।











﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

৯. হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যখন পরস্পর গোপন আলোচনা করো, তখন পাপাচার ও যুলুম

وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

এবং রাসূলের অবাধ্যাচারণের বিষয়ে কানাকানি করো না, বরং নেক কাজ ও তাকওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করো; আর ভয় করো সেই আল্লাহকে যার নিকট

تُحْشَرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ

তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। ১০. এ কানাঘুসা তো শুধুমাত্র শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য যারা ঈমান এনেছে; তবে নয়

১০-তোমরা -تَنَاجَيْتُمْ- যখন; إِذَا-যখন; آمَنُوا-ঈমান এনেছো; يَا أَيُّهَا-হে; الَّذِينَ-যারা; تَنَاجَوْا-তখন কানাকানি করো; فَلَا تَتَنَاجَوْا-(ফ+ল+ত+ন+জ+ও)-তখন কানাকানি করো না; وَالْعُدْوَانِ-যুলুম; وَ-এবং; وَ-ও; وَ-পাপাচার বিষয়ে; (ب+আ+ই-ম)-পাপাচার; بِالْإِثْمِ-না; بِالْبِرِّ-পরামর্শ করো; وَ-বরং; وَ-রাসূলের; الرَّسُولِ-অবাধ্যাচারণের; مَعْصِيَةِ-নেককাজ সম্পর্কে; (ب+আ+ই-ম)-আর; وَ-তাকওয়া; وَ-আর; وَ-ভয় করো; وَ-আল্লাহকে; إِلَيْهِ-সেই; الَّذِي-যার নিকট; تَحْشَرُونَ-তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে; ۱۰-ওধুমাত্র; إِنَّمَا-এ কানাঘুসা তো হয়ে থাকে; مِنَ-পক্ষ থেকে; الشَّيْطَانِ-শয়তানের; لِيَحْزَنَ-দুঃখ দেয়ার জন্য; الَّذِينَ-তাদেরকে; يَا أَيُّهَا-যারা; وَ-তবে; لَيْسَ-নয়;

অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কোনো আযাব আসতো। যেহেতু আমরা সর্বদা একরূপ আচরণ করার পরও আমাদের ওপর কোনো আযাব আসছে না সুতরাং ইনি রাসূলই নন।

২৪. আগের আয়াতে মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের অবৈধ কানাঘুসার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাদের পরস্পরিক গোপন পরামর্শের বিষয়বস্তু যেন পাপাচার-যুলুম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী না হয়; বরং তা যেন সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতি সম্পর্কিত হয়।

গোপন পরামর্শ বা আলাপ-আলোচনা আসলে একেবারে নিষিদ্ধ কোনো বিষয় নয়। এর বৈধতা-অবৈধতা বিষয়বস্তু, পরিস্থিতি, পরিবেশ তথা স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভরশীল।

بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ يَا أَيُّهَا  
সে তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে সক্ষম, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ; আর আল্লাহর ওপরই  
মু'মিনদের ভরসা করা উচিত । ১২৫ ১১. হে

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ  
যারা ঈমান এনেছে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় 'মাজলিসের মধ্যে জায়গা প্রশস্ত করে দাও', তখন তোমরা জায়গা  
প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহও জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন

بِضَارِهِمْ-ক্ষতি করতে সক্ষম ; شَيْئًا-কিছুমাত্র ; إِلَّا-ছাড়া ; (ب+إِذْنِ)-ইচ্ছা ;  
(ف+لِيَتَوَكَّلِ)-ফলিতোকল ; فَلْيَتَوَكَّلِ-আল্লাহর ; وَعَلَى-ওপরই ; اللَّهُ-আল্লাহর ;  
ভরসা করা উচিত ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিনদের । ﴿٥١﴾ يَا أَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান  
এনেছে ; إِذَا-যখন ; قِيلَ-বলা হয় ; لَهُمْ-তোমাদেরকে ; تَفَسَّحُوا-জায়গা তোমরা  
প্রশস্ত করে দাও ; فِي-মধ্যে ; الْمَجَالِسِ-মাজলিসের ; فَافْسَحُوا-তখন তোমরা  
জায়গা প্রশস্ত করে দিও ; يَفْسَحِ-জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন ; اللَّهُ-আল্লাহও ;

যেমন সমাজের সৎকর্মশীল ও আল্লাহ ভীরু দু-চারজন লোকের সৎকর্মও আল্লাহর  
ভয় তথা কোনো দীনী গোপন আলোচনা কোনো দুষ্টীয় কাজ নয়, তেমনি সমাজের  
মধ্যকার কোনো অন্যায় নয়, তেমনি সমাজের মধ্যকার কোনো অন্যায়, যুলুম ও  
পাপাচার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গোপন পরামর্শও কোনো গুনাহের কাজ নয় ।

অপরদিকে অন্যায়কারী, যালিম, পাপাসক্ত, জাহিল ও চরিত্রহীন লোকদের গোপন  
পরামর্শ মানুষের মনে এ আশংকা সৃষ্টি করে যে, কোনো গোলযোগ-বিশৃংখলা সৃষ্টির  
পায়তারা চলছে। আবার মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোপন শলা-  
পরামর্শ করা, অথবা নাশকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শলা-পরামর্শ করা—এসবই অবৈধ।  
মোটকথা অসদুদ্দেশ্যে শলা-পরামর্শ করা গুনাহ তথা অপরাধ ; পক্ষান্তরে সদুদ্দেশ্যে  
শলা-পরামর্শ করা সওয়াবের কাজ ।

২৫. অর্থাৎ দুষ্কৃতকারীদের গোপন শলা-পরামর্শ ও কুটিল ষড়যন্ত্রের কারণে  
মু'মিনদের উদ্বেগ-উৎকর্ষায় থাকা উচিত নয় ; কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর  
ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং  
শত্রুদের শলা-পরামর্শ দেখে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা  
মু'মিনদের উচিত নয়। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করাই মু'মিনদের  
উচিত। আর আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা থাকলে কোনো মু'মিনই ভীত-সন্ত্রস্ত ও  
বিচলিত হতে পারে না এবং বাতিলের উস্কানীতে উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হয়ে ইনসাফ-  
বিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ার আশংকাও তাকে বিচলিত করতে পারে না।

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

তোমাদের জন্য<sup>২৬</sup>; আর যখন বলা হয় 'তোমরা উঠে যাও' তখন তোমরা উঠে যেও<sup>২৭</sup>,  
আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে

وَالَّذِينَ آؤْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদাও (বাড়িয়ে দেবেন)<sup>২৮</sup> আর  
তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। ১২. হে যারা

لَكُمْ-তোমাদের জন্য; আ-আর; إِذَا-যখন; قِيلَ-বলা হয়; انشُرُوا-তোমরা উঠে  
যাও; فانشُرُوا-(ف+انشُرُوا)-তখন তোমরা উঠে যেও; يَرْفَعِ-বাড়িয়ে দেবেন; اللَّهُ-  
আল্লাহ; الَّذِينَ-তাদের যারা; آمَنُوا-ঈমান এনেছে; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের  
মধ্যে; وَأَب-এবং; الَّذِينَ-তাদেরকে যাদেরকে; آؤْتُوا-দান করা হয়েছে; الْعِلْمَ-জ্ঞান;  
دَرَجَاتٍ-মর্যাদা (বাড়িয়ে দেবেন); আ-আর; اللَّهُ-আল্লাহ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা কিছু;  
تَعْمَلُونَ-তোমরা করো; خَبِيرٌ-সম্যক অবহিত; ﴿٥٢﴾-হে; الَّذِينَ-যারা;

২৬. এখানে মুসলিম জাতির সকল বৈঠকাদিতে অনুসরণীয় স্থায়ী বিধি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সা. মুসলিম জাতিকে যেসব সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন, এটা তার অন্যতম। কোনো মাজলিসে যারা আগে এসে বসেছে, তাদের উচিত পরে আসা লোকদের জন্য নিজেরা নড়েচড়ে জায়গা করে দেয়া। তা না করে যে যেখানে যেভাবে বসেছে সেভাবে ঠায় বসে থাকা এবং নবাগতদের বসার ব্যবস্থা করার প্রতি কোনো প্রকার দ্রুত না করা ভদ্রতা ও সৌজন্যতার খেলাপ। আবার যারা পরে এসেছে তাদেরও উচিত নয় জোর করে বা অন্যদেরকে ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করা। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, "কোনো ব্যক্তি যেন অন্য কোনো ব্যক্তিকে মাজলিসে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় নিজে না বসে। বরং তোমরা স্বেচ্ছায় অন্যদের বসার জন্য জায়গা করে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে হযরত আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, "কোনো ব্যক্তির জন্য দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া জোর করে বসা বৈধ নয়।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

২৭. অর্থাৎ যখন তোমাদেরকে মাজলিস থেকে চলে যাওয়ার জন্য বলা হয়, তখন উঠে চলে যাও। এ নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাজলিসে কিছু লোক দীর্ঘ সময় বসে থাকতো এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত বসে থাকার চেষ্টা করতো। এতে তাঁর কষ্ট হতো। তাঁর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটতো এবং কাজকর্মের অসুবিধা সৃষ্টি হতো, এজন্যই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তোমাদেরকে মাজলিস সমাপ্তির পর চলে

أَمِنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مَوَّابِينَ يَدَىٰ نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ

ঈমান এনেছো, যখন তোমরা রাসূলের সাথে গোপন আলাপ করতে চাইবে, তখন তোমাদের গোপন আলাপের আগেই (রাসূলের) সামনে তোমরা কিছু সাদকা পেশ করবে, এটা

خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٧ ءَأَشْفَقْتُمْ

তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত উত্তম ও পবিত্র ; তবে যদি (সাদকা দিতে কিছু) না পাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু । ১৩. তোমরা কি ভয় পেয়ে গেছো

أَن تَقَدَّمَ مَوَّابِينَ يَدَىٰ نَجْوِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ

তোমাদের একান্তে আলাপ-আলোচনার আগে সাদকা পেশ করার ব্যাপারে ? অতপর তোমরা যখন (তা) করতে পারলে না এবং আল্লাহও ক্ষমা করে দিলেন

أَمِنُوا-ঈমান এনেছো ; إِذَا-যখন ; نَجَّيْتُمُ-তোমরা গোপন আলাপ করতে চাইবে ;

بَيْنَ يَدَىٰ- (ফ+قدموا)-তোমরা পেশ করবে ; الرَّسُولَ-রাসূলের সাথে ;

وَأَطْهَرٌ-তোমাদের গোপন আলোচনার আগেই ; نَجْوِكُمْ-(কম+نجوى) ;

وَأَشْفَقْتُمْ-তোমাদের জন্য ; صَدَقَةٌ-কিছু সাদকা ; ذَٰلِكَ-এটা ;

وَأَطْهَرٌ-পবিত্র ; فَإِن لَّمْ تَجِدُوا-তবে যদি ; غَفُورٌ-অতীব ক্ষমাশীল ;

رَّحِيمٌ-পরম দয়ালু । ٥٧ ءَأَشْفَقْتُمْ-(ء+اشفقتم)-তোমরা ভয় পেয়ে গেছো ;

أَن تَقَدَّمَ-তোমরা পেশ করার ব্যাপারে ; مَوَّابِينَ-আগে ;

يَدَىٰ نَجْوِكُمْ-(কম+نجوى) ; وَتَابَ اللَّهُ-তোমাদের একান্ত আলাপ

আলোচনার ; إِذ لَّمْ تَفْعَلُوا-তোমরা (তা) করতে পারলে না ;

وَأَطْهَرٌ-পবিত্র ; وَأَشْفَقْتُمْ-তোমরা ভয় পেয়ে গেছো ;

যেতে বলা হলে তখন তোমরা অনর্থক বসে থেকো না, বরং উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বিশ্রাম করা ও অন্যান্য কাজকর্ম করার সুযোগ দিও ।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকেরই মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন, যারা রাসূলের সংশ্রবে থেকে ঈমান ও ইসলামী জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ অর্জন করতে পেরেছে এবং সে অনুসারে জীবন গড়তে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র রাসূলের নিকটে বসার স্থান লাভ করা অথবা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাসূলের মাজলিসে বসে সময় কাটানোর মধ্যে মর্যাদা বৃদ্ধি কোনো উপাদান নেই ।

২৯. একান্তে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে কথা বলার যৌক মুসলমানদের মধ্যে বেড়ে গেলে, তা হালকা করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট লাঘব

عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ

তোমাদেরকে, তখন তোমরা যথারীতি নামায কয়েম করো ও যাকাত দাও এবং  
আনুগত্য করো আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের ; আর আল্লাহ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত ।°

عَلَيْكُمْ-তোমাদেরকে ; فَاقِيمُوا-(ফ+আমিমা)-তখন তোমরা যথারীতি কয়েম করো ;  
الصَّلَاةَ-আনুগত্য ; أَطِيعُوا-এবং ; وَ-আনুগত্য ; الزَّكَاةَ-যাকাত ; وَ-আনুগত্য ;  
اللَّهُ-আল্লাহর ; وَ-আর ; وَ-আর ; الرَّسُولَ-(রসূল+হ)-তাঁর রাসূলের ; وَ-আর ;  
اللَّهُ-আল্লাহ ; تَعْمَلُونَ-তোমরা করছো ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; خَيْرٌ-পরিপূর্ণভাবে অবহিত ;

করার উদ্দেশ্যেই একান্তে আলাপের আগে কিছু সাদকা পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে রাসূলের সাথে একান্তে আলাপ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করার প্রবণতা এমনভাবে বেড়ে গেলো যে, তারা এমন বিষয়েও একান্তে আলাপ করতে শুরু করলো, যা মোটেই একান্তে আলাপ করার বিষয় নয়। এতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কষ্ট হতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করলেন। অবশ্য, অতপর এ নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। এ নির্দেশের পর প্রথম এবং একমাত্র হযরত আলী রা. সাদকা পেশ করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে আলাপ করেছিলেন। তাঁর পর পরই এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়।

৩০. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে আলাপের নির্দেশটি একদিনের কম সময় চালু ছিলো। অন্য এক বর্ণনায় এর মেয়াদ ছিলো দশ দিন। উল্লিখিত মেয়াদের পরেই আগের নির্দেশ রহিত করে দ্বিতীয় নির্দেশ জারী হয়।

### ২য় রুকূ' (৭-১৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসমান-যমীনের কোনো কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। সুতরাং দুই বা ততোধিক সংখ্যক লোকের কোনো গোপন পরামর্শ আল্লাহর অগোচরে হতে পারে না। সদা-সর্বত্র সকলের সাথে আল্লাহর উপস্থিতি অর্থ আল্লাহর অবগতি থাকা। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা।

২. আল্লাহ তা'আলার সর্বজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে কিয়ামতের দিন, যেদিন মানুষের সকল কর্মের সচিৎ প্রতিবেদন তাদের সামনে পেশ করা হবে।

৩. কোনো অসদুদ্দেশ্যে সমাজে পারস্পরিক কানামুখা করা শরয়ী বিধানে নিষিদ্ধ। এতে সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়। একই ভাবে কোনো দীনী জামায়াতের মধ্যেও বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পারস্পরিক কানামুখা করা নিষিদ্ধ।

৪. সদুদ্দেশ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে পারস্পরিক গোপন আলোচনা নিষিদ্ধ নয়।



৫. অন্যায়-অবিচার, পাপাচার, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার লক্ষ্যে তথা ইসলামী বিরোধিতার লক্ষ্যে গোপন পরামর্শ করা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতায় গোপন আলোচনা তথা পারস্পরিক কানাঘুসা করা মুনাফিকীর লক্ষণ।

৬. মুনাফিকদের কার্যকলাপের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকবিরিক শাস্তি নাযিল হওয়া রাসূলের রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ নয়। দুনিয়াতে মুনাফিকদের কোনো শাস্তি না হওয়াও আখিরাতে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হবে। আর তা হবে অত্যন্ত নিকট গন্তব্যস্থল জাহান্নাম।

৭. কোনো হকপন্থী ইসলামী দলের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরিক কানাঘুসা করা শরীয়ী বিধানের পরীপন্থী কাজ। মু'মিনদের পারস্পরিক পরামর্শ হবে সংকর্ম ও তাকওয়া সম্পর্কে।

৮. পারস্পরিক কানাকানির এ মন্দ প্রবণতা থেকে বাঁচার জন্য আখিরাতে আল্লাহর সামনে উপস্থিতির কথা অন্তরে জাগরুক রাখতে হবে।

৯. অসুদুদ্দেশ্যে কানাঘুসা করা শয়তানী প্ররোচনা। অতএব যখনই এ জাতীয় ইচ্ছা মনে জন্মাত হয়, তখনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

১০. মু'মিনদেরকে দুঃখ-দুর্দশায় ফেলার জন্যই শয়তান এ জাতীয় কানাঘুসার প্রবণতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

১১. যারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখে, শয়তান তাদের কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম হয় না। মু'মিনদের জীবনে যা কিছু দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হয় তা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

১২. সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখতে হবে।

১৩. সুশীল ও সুসভ্য মানুষ হতে হলে জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই।

১৪. কোনো মাজলিসে আগে আসা লোকদের উচিত পরে আসা লোকদের জন্য নিজেরা নড়েচড়ে বসে স্থান করে দেয়া। আর আগে আসা লোকদেরকে ডিঙিয়ে সামনে গিয়ে বসতে চেষ্টা করা পরে আসা লোকদের জন্য সমিচীন নয়।

১৫. মাজলিসের আদবসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, আলোচনা শেষে যখন সবাইকে চলে যেতে বলা হবে, তখন অনর্থক ভিড় না করে নিজ নিজ কাজে ফিরে যেতে হবে।

১৬. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সামনে অনর্থক বসে থাকা এবং তাঁর বিশ্রাম ও অন্য দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার মধ্যে কোনো মর্যাদা নেই।

১৭. আল্লাহর কাছে সেসব লোকেরই মর্যাদা রয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সংশ্রবে থেকে নিজদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে এবং দীনের অমূল্য জ্ঞান অর্জন করে ধন্য হয়েছে।

১৮. রাসূলের অবর্তমানে রাসূলের ওয়ারিস দীনী জামায়াতের নেতৃবৃন্দের ব্যাপারেও একই নির্দেশ প্রয়োজন, কেননা তাঁরাও দাওয়াতে দীনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে একান্তে আলাপের আগে সাদকা দানের বিধান কিছুকাল পরেই রহিত হয়ে গেছে, তাই বর্তমানে এ বিধান কার্যকর নেই।

২০. অতপর সালাত কায়েম, যাকাত আদায়ের বিধান এবং সর্বকাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই মু'মিনদের কর্তব্য।





إِنَّمِمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

নিশ্চয়ই তারা যা করতো, তা কতই না মন্দ। ১৬. তারা তাদের কসমকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে, আর (তার আড়ালে) তারা (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়<sup>৫৬</sup>

فَلَمَّ عَنْ أَبِي مِهْيَنٍ ﴿٥٧﴾ لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

অতএব তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ১৭. আল্লাহর (আযাব) থেকে (রক্ষার ব্যাপারে) তাদের কিছুমাত্রও কাজে আসবে না তাদের ধন-সম্পদ, আর না তাদের সন্তান-সন্ততি

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٨﴾ يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعًا

তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা। ১৮. যেদিন তাদের সকলকে আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন

فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

তখন তারা তাঁর সামনে কসম করবে, যেমন কসম তারা করছে তোমাদের সামনে<sup>৫৯</sup> ; এবং তারা মনে করছে তারা অবশ্যই

تَارُوا كَانُوا يَعْمَلُونَ ; تَا-তা, যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ - তারা করতো ; سَاءَ-কতই না মন্দ ; إِنَّمِمْ-নিশ্চয়ই তারা ; (ان+هم)-তারা

করতো। ১৬. اتَّخَذُوا-তারা বানিয়ে নিয়েছে ; أَيْمَانَهُمْ-(ইমান+হম)-তাদের কসমকে ;

جُنَّةً ; (ف+صدوا)-আর (তার আড়ালে) তারা বাধা দেয় (মানুষকে) ; فَصَدُّوا-ঢাল ;

عَنْ-থেকে ; سَبِيلِ-পথ ; اللَّهُ-আল্লাহর ; فَلَهُمْ-(ফ+ল+হম)-অতএব তাদের জন্য

রয়েছে ; عَنْهُمْ-তাদের ; لَنْ تَغْنِي-কাজে আসবে না ; تَغْنِي-অপমানকর ; مِنْ-আপমানকর ; عَذَابٍ-শাস্তি ;

أَوْلَادُهُمْ ; (و-আর ; لَا-না ; وَأَمْوَالُهُمْ)-তাদের ধন-সম্পদ ; وَأَمْوَالُهُمْ-তাদের

সন্তান-সন্ততি ; مِنَ-আযাব) থেকে (রক্ষার ব্যাপারে) ; اللَّهُ-তাদের (আল্লাহ+হম)-

আল্লাহর ; النَّارِ-জাহান্নামের ; أَصْحَابُ-অধিবাসী ; أُولَئِكَ-তারাই ; شَيْئًا-কিছুমাত্রও ;

يَوْمَ-যেদিন ; خَالِدُونَ-অনন্ত কালের বাসিন্দা ; فِيهَا-সেখানে ; هُمْ-তারা হইবে ;

جَمِيعًا-সকলকে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يَبْعَثُ-তাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন ; (يبعث+هم)-তাদেরকে

সকলকে ; كَمَا-তাঁর সামনে ; لَكُمْ-কসম তারা করবে ; يَحْلِفُونَ-(ফ+ইচলফুন)-তখন তারা

কসম করবে ; يَحْسَبُونَ-যেমন ; (يَحْسبون)-কসম তারা করছে ; كَمَا-তোমাদের সামনে ;

و-এবং ; يَحْسَبُونَ-তারা মনে করছে ; (ان+هم)-তারা অবশ্যই আছে ;





وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

আর তিনি (আখিরাতে) তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান রয়েছে, সেখানে তারা (হবে) অনন্তকালের বাসিন্দা ; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন

وَرَضُوا عَنْهُ وَأُولَئِكَ جِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُوَ الْمُفْلِحُونَ

এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আছে ; তারাই (হলো) আল্লাহর দল ; জেনে রেখো, (যারা) আল্লাহর দল, অবশ্যই তারাই (হবে) সফলকাম ।

-جَنَّتٌ -আর ; -يَدْخُلُهُمْ -তিনি (আখিরাতে) তাদেরকে প্রবেশ করাবেন ; -جَزْبٌ -এমন জান্নাতে ; -تَجْرِي -প্রবহমান রয়েছে ; -مِنْ تَحْتِهَا -যার তলদেশ দিয়ে ; -خَالِدِينَ -নহরসমূহ ; -فِيهَا -সেখানে ; -رَضِيَ اللَّهُ -সন্তুষ্ট আছেন ; -عَنْهُمْ -আল্লাহ ; -أُولَئِكَ -তাদের প্রতি ; -وَأُولَئِكَ -এবং ; -جِزْبٌ -দল ; -أَلَا إِنَّ جِزْبَ اللَّهِ -তাঁর প্রতি ; -هُوَ الْمُفْلِحُونَ -তারাই (হবে) সফলকাম ।

৩৭. অর্থাৎ কোনো মু'মিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না। কোনো মু'মিনের পিতা-মাতা, সম্ভান-সম্ভতি, ভাই-বেরাদার এবং আত্মীয়-স্বজন যে-ই হোক না কেনো, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শের বিরোধী হবে, তার সাথে সেই মু'মিনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সাহাবায়ে কিরাম রা. সকলের অবস্থা এমনই ছিলো। তাঁরা নিজেদের মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বেরাদারদের মধ্যে যাদের মুখ থেকেই রাসূলুল্লাহ সা. ও ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কটু কথা শুনেছেন, তাদের সাথেই সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, তাদের কাউকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কাউকে হত্যা করতেও স্বীকা করেননি।

সাহাবায়ে কিরামের এ ঈমানী দৃঢ়তাসূচক অনেক ঘটনা মুফাসসিরাতে কিরাম বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসেও এর অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

যেসব সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের খাতিরে নিজেদের গোত্র ও নিকটাত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। হযরত আবু বকর রা. তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে লড়াই তৈরি হয়েছিলেন। বদর ও ওহুদ যুদ্ধের ইতিহাসে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। হযরত আবু ওবায়দা রা. তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জারিরাহকে ইসলাম বিরোধী হওয়ার কারণে হত্যা করেছিলেন। একই কারণে হযরত মুসআব

ইবনে উমায়ের রা. তার আপন ভাই উবায়দ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত আলী রা., হযরত হামযা রা. এবং হযরত উবায়দা ইবনুল হারেস রা. তাদের নিকটাত্মীয় উতবা, শারবা এবং ওয়াশীদ ইবনে উতবাকে হত্যা করেছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন যে, আমাদের প্রত্যেকে তার নিকটাত্মীয় বন্দীকে হত্যা করবে। এটাই ছিলো সাহাবায়ে কিরামের ইসলামের প্রতি নিষ্ঠার নমুনা।

৩৮. এ 'রুহ' দ্বারা 'নূর' বুঝানো হয়েছে, যা মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়, এ নূর-ই তার সংকর্ষ ও আন্তরিক প্রশান্তির সহায়ক হয়ে থাকে। এ প্রশান্তি-ই মু'মিনের জন্য এক বিরাট শক্তি।

কারো কারো মতে, 'রুহ' দ্বারা কুরআন ও কুরআনের প্রমাণাদি বুঝানো হয়েছে। কারণ এটাই মু'মিনের আসল শক্তি। (কুরতুবী)

### ৩য় রুকু' (১৪-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কাফির ও মুশরিকদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করা মুনাফিকী। কোনো নিষ্ঠাবান মু'মিন-মুসলমান এমন কাজ করতে পারে না।

২. মুসলিম নামধারী পাশাপাশি ফাসিক-ফাজির তথা দীন ও শরীয়ত বিরোধী কাজকর্মে অভ্যস্ত ব্যক্তির সাথেও নিষ্ঠাবান মু'মিন-মুসলমানের আন্তরিক সম্পর্ক থাকতে পারে না।

৩. মুনাফিকদের নৈতিক কোনো আদর্শ নেই। পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যখন যে রূপ ধারণ করা প্রয়োজন সে রূপই তারা ধারণ করে।

৪. মুনাফিকদের আরেক পরিচয় হলো—কথায় কথায় কসম করে নিজেদের দাবীকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চায়।

৫. মুনাফিকরা দীনদার মুসলমানদের কাছে এলে দীনদারীর কথাবার্তা বলে নিজেদেরকে দীনদার মুসলমান হিসেবে পেশ করে; আবার কাফির, মুশরিক ও ফাসিক-ফাজিরের কাছে গেলে, তাদের সাথে সূর মেলায়।

৬. ইসলামের মধ্যে খুঁত খুঁজে বেড়ানো মুনাফিকদের আরেকটি অভ্যাস। তারা এর সাহায্যে মানুষকে দীনের পথে আসতে বাধা দান করে।

৭. মুনাফিকদের ধন-সম্পদ, সম্মান-সম্মতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তাদের অবস্থান হবে জাহান্নামের তলদেশে।

৮. দুনিয়াতে মুনাফিকরা কসমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যেমন সত্যকে আড়াল করতে অভ্যস্ত, আখিরাতে আল্লাহর সামনেও মিথ্যা বলে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে।

৯. মুনাফিকী একটি শয়তানী কাজ। শয়তান তাদের ওপর প্রবল হয়ে তাদের দিয়ে এ অপকর্ম করিয়ে নেয়। এরা শয়তানের দল। শয়তানের দল নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।

১০. আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী লোকেরা দুনিয়াতে অত্যন্ত নিকট মানুষ। এরা কখনো হুড়াভুড়ি বিজয় লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ ও রাসূলের সত্য দীনই হুড়াভুড়ি বিজয় লাভ করবে।

১১. মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে মুকাবিলার দুনিয়ার কোনো শক্তিই জয়ী হতে পারে না।

১২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী কোনো শক্তির সাথে খাঁটি মু'মিনদের কোনো বন্ধুত্ব থাকতে পারে না।

১৩. আল্লাহদ্রোহী শক্তি নিজেদের পিতামাতা, ভাইবোন, নিকটাত্মীয়-স্বজন হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো খাঁটি মু'মিনের আপোষ হতে পারে না।

১৪. সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দীনের পথে থাকার জন্য নিজের পক্ষ থেকে অদৃশ্য 'নূর' দ্বারা সাহায্য করেন। এর দ্বারাই তারা স্বাচ্ছন্দ্য দীনের পথে চলতে সক্ষম হয়।

১৫. সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

১৬. আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়চেতা মু'মিনদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করবেন।

১৭. উল্লিখিত মু'মিনরা-ই আল্লাহর দলভুক্ত। আর চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহর দলের জন্যই নির্ধারিত।

১২শ খণ্ড শেষ



শব্দে শব্দে  
আল কুরআন

দ্বাদশ খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান